ANNUAL REPORT
2015

DCCI

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

DHAKA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

ANNUAL REPORT
2015

DCCI
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
65-66 Motijheel Commercial Area, Dhaka-1000, Bangladesh
PABX: 88-02-9552562, 9554383, Fax: 88-02-9560830, 9550103
Email: info@dhakachamber.com, URL: www.dhakachamber.com

ISO 9001
International Standards Certifications
The First ISO Certified Chamber in Bangladesh

সূচিপত্র

১। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ ৫

২। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর পরিচালনা পর্ষদ ২০১৫ ৬

৩। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সাবেক সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এবং সহ-সভাপতিবৃন্দ ১২

৪। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন-২০১৫ ১৬

৫। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী ৫২

৬। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর বিশেষ সাধারণ সভার কার্যবিবরণী ৬২

৭। ঢাকা চেম্বারের স্মরণীয় ও বরণীয়দের সংক্ষিপ্ত জীবনী ৬৭

৮। ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ৭২

৯। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর উল্লেখযোগ্য ঘটনাপুঞ্জী ২০১৪-১৫ ৭৪

১০। ডিসিসিআই'র বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ১০৫

১১। বিভিন্ন কমিটি/সংস্থাসমূহে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধি ১৫৩

১২। ডিসিসিআই স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্তসার ১৬৭

১৩। ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই) ১৮৫

১৪। ডিসিসিআই বিবিএ কলেজ ১৮৯

১৫। সংবাদপত্রে ডিসিসিআই ১৯১

১৬। দেশের অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়নে সরকারের কাছে পেশকৃত ডিসিসিআই'র সুপারিশ/প্রস্তাব সমূহ ১৯৩

১৭। ডিসিসিআই আয়োজিত সেমিনার/কনফারেন্স/ওয়ার্কশপসমূহের সুপারিশমালা ২২০

১৮। অডিটকৃত হিসাব বিবরণী ২০১৪-১৫ ২৪০

Hossain Khaled

President

Dhaka Chamber Commerce & Industry (DCCI)

২০১৫ সালের সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (মাঝে), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (ডানে)
এবং সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বামে)

DCCI
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
Dhaka Chamber of Commerce & Industry
The Best of Bangladesh is Business®

ডিসিসিআই/প্রশাঃ/এজিএম/২০১৫/১৩৪৬

২৮ নভেম্বর, ২০১৫

ডাক প্রত্যায়িত

নোটিশ

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর
৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের ৩০, ৩১ এবং ৩৯ ধারা মোতাবেক এবং কোম্পানী আইন ও টিও রুলস এর আলোকে চেম্বারের সম্মানিত সদস্যগণের সদয় অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া যাচ্ছে যে, নিম্নলিখিত আলোচ্যসূচি সম্পন্ন করার নিমিত্তে অত্র চেম্বারের ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ১২ ডিসেম্বর, ২০১৫ (২৮ অগ্রহায়ণ, ১৪২২ বাংলা) শনিবার, বিকাল ০৩:০০ ঘটিকায় ডিসিসিআই অডিটোরিয়াম, "ঢাকা চেম্বার ভবন" (৬ষ্ঠ তলা), ৬৫-৬৬ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে।

আলোচ্যসূচি:

১। গত ১০ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ৩১ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর বিশেষ সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ;

২। ২০১৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন;

৩। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের হিসাব এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন (**Audit Report**) অনুমোদন;

৪। ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সালের পরিচালক এবং ২০১৬ সালের জন্য সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা;

৫। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের জন্য নিরীক্ষক (**Auditor**) নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

চেম্বারের সম্মানিত সদস্যগণকে এ বার্ষিক সাধারণ সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

এএইচএম রেজাউল কবির
মহাসচিব

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

The First ISO Certified
Chamber in Bangladesh

DHAKA CHAMBER BUILDING
65-66, MOTIJHEEL COMMERCIAL AREA, G.P.O. BOX NO. 2641, DHAKA- 1000, BANGLADESH
PABX: 88-02-9552562, 9554383 (Hunting), Fax: 88-02-9560830, Email: info@dhakachamber.com, Website : www.dhakachamber.com

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পরিচালনা পর্ষদ ২০১৫

Bangladesh will be the
30th LARGEST ECONOMY
the w... by the yea... 2030.

সামনের সারিতে (বাঁ থেকে) ঃ সর্বজনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি হুমায়ুন রশীদ, সভাপতি হোসেন খালেদ, সহ-সভাপতি মোঃ শোয়েব চৌধুরী এবং আলহাজ্ব আব্দুস সালাম।

পিছনের সারিতে (বাঁ থেকে) ঃ সর্বজনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান, মোক্তার হোসেন চৌধুরী, সামির সাত্তার, খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির, খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ এবং ডিসিসিআই মহাসচিব এএইচএম রেজাউল কবির।

ছবিতে যারা অনুপস্থিত ঃ সর্বজনাব মোঃ সবুর খান, আসিফ এ চৌধুরী, হোসেন আকতার, কে জি করিম, নেসার মাকসুদ খান, ওসমান গনি, রিজওয়ান উর রহমান এবং এস রুমি সাইফুল্লাহ্।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পরিচালনা পর্ষদ ২০১৫

হোসেন খালেদ
সভাপতি

হুমায়ুন রশীদ
ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি

মোঃ শোয়েব চৌধুরী
সহ-সভাপতি

মোহাম্মদ শাহজাহান খান
পরিচালক

মোঃ সবুর খান
পরিচালক

এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান
পরিচালক

আলহাজ্ব আব্দুস সালাম
পরিচালক

আসিফ এ চৌধুরী
পরিচালক

হোসেন আকতার
পরিচালক

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পরিচালনা পর্ষদ ২০১৫

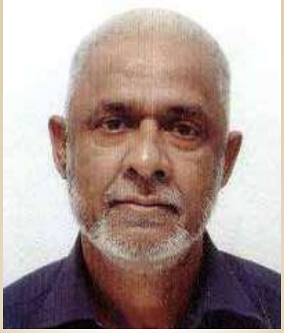

কে জি করিম
পরিচালক

খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির
পরিচালক

খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ
পরিচালক

মোক্তার হোসেন চৌধুরী
পরিচালক

নেসার মাকসুদ খান
পরিচালক

ওসমান গনি
পরিচালক

রিজওয়ান উর রহমান
পরিচালক

এস রুমি সাইফুল্লাহ
পরিচালক

সামির সাত্তার
পরিচালক

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর
৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১৪-এর উল্লেখযোগ্য কিছু মুহূর্ত

৫৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভা-২০১৪
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডি

DCCI
৫৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভা-২০১৪
ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১৪-এর উল্লেখযোগ্য কিছু মুহূর্ত

ঢাকা চেম্বারের ২০১৫ সালে নির্বাচন পরিচালনার জন্য গঠিত নির্বাচন বোর্ড এবং নির্বাচন আপীল বোর্ডের সদস্যবৃন্দ

নির্বাচন বোর্ডের সদস্যবৃন্দ

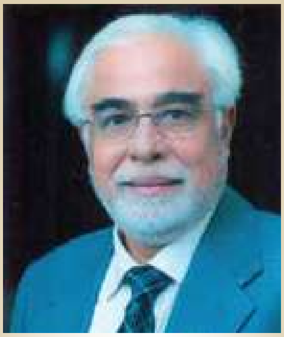

সালাহ্উদ্দিন আব্দুল্লাহ্
চেয়ারম্যান

আহমেদ হোসেন মজুমদার
সদস্য

এম বশির উল্ল্যাহ ভূঁইয়্যা
সদস্য

নির্বাচন আপীল বোর্ডের সদস্যবৃন্দ

মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা
চেয়ারম্যান

এম এ বাতেন
সদস্য

মাহাবুব আনাম
সদস্য

খসড়া বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য গঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

১। **জনাব হোসেন খালেদ** - আহ্বায়ক
সভাপতি, ডিসিসিআই

২। **জনাব হুমায়ুন রশীদ** - সদস্য
ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই

৩। **জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী** - সদস্য
সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই

৪। **আলহাজ্ব আব্দুস সালাম** - সদস্য
পরিচালক, ডিসিসিআই

৫। **খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির** - সদস্য
পরিচালক, ডিসিসিআই

৬। **জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী** - সদস্য
পরিচালক, ডিসিসিআই

৭। **জনাব সামির সাত্তার** - সদস্য
পরিচালক, ডিসিসিআই

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সাবেক সভাপতিবৃন্দ

নাম	সাল
মরহুম জনাব সাখাওয়াৎ হোসেন	১৯৫৯-৬০
মরহুম জনাব আবু নাসির আহমেদ	১৯৬০-৬১
মরহুম জনাব ওয়াই এ বাওয়ানী	১৯৬১-৬২
মরহুম জনাব নূরুল হুদা	১৯৬২
মরহুম জনাব মোহাম্মদ আইয়ুর	১৯৬২-৬৩
মরহুম জনাব সাখওয়াৎ হোসেন	১৯৬৩-৬৪
মরহুম জনাব আহাম্মদ হোসেন	১৯৬৭
মরহুম জনাব কিউ জে আহম্মদ (প্রশাসক)	১৯৬৭-৬৮
মরহুম জনাব এ কাশেম	১৯৬৮
মরহুম জনাব আখলাক আহাম্মদ	১৯৬৮-৬৯
মরহুম জনাব মতিউর রহমান	১৯৬৯-৭২
মরহুম জনাব কে এ সাত্তার	১৯৭২-৭৬
মরহুম মির্জা গোলাম হাফিজ	১৯৭৬
চৌধুরী তানভীর আহম্মদ সিদ্দিকী	১৯৭৬-৭৯
মরহুম জনাব নুরউদ্দিন আহমেদ	১৯৭৯-৮২
জনাব এম এ সাত্তার	১৯৮২-৮৪
মরহুম জনাব এম ইউনুস, এফসিএ	১৯৮৪-৮৫
জনাব মাহবুবুর রহমান	১৯৮৫-৮৬
মরহুম জনাব আবু সায়ীদ মাহমুদ	১৯৮৬-১৯৯০
জনাব মাহবুবুর রহমান	১৯৯১-৯২
মরহুম জনাব এম ইউনুস, এফসিএ	১৯৯২-৯৩
জনাব এ টি এম ওয়াজিউল্লাহ	১৯৯৩-৯৪
জনাব এ রব চৌধুরী	১৯৯৪-১৯৯৫
জনাব আর মাকসুদ খান	১৯৯৫
জনাব আলী হোসেন	১৯৯৬
জনাব এ এস এম কাসেম	১৯৯৭
জনাব আর মাকসুদ খান	১৯৯৮
জনাব এম এইচ রহমান	১৯৯৯
জনাব আফতাব উল ইসলাম	২০০০
জনাব বেনজির আহমেদ	২০০১
জনাব মতিউর রহমান	২০০২-২০০৩
জনাব ফজলে আর এম হাসান, এফসিএ	২০০৪
জনাব সাইফুল ইসলাম	২০০৫
জনাব এম এ মোমেন	২০০৬
জনাব হোসেন খালেদ	২০০৭-০৮
জনাব জাফর ওসমান	২০০৯
জনাব আবুল কাসেম খান	২০১০
জনাব আসিফ ইব্রাহীম	২০১১-১২
জনাব মোঃ সবুর খান	২০১৩
জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান	২০১৪
জনাব হোসেন খালেদ	২০১৫

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সাবেক ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতিবৃন্দ

নাম	সাল
জনাব এইচ এম সেকিল	১৯৬৭-৬৮
জনাব এ সাত্তার কারাওয়াদিয়া	১৯৭০-৭২
জনাব খোরশেদ আলম	১৯৭৩
জনাব এ এম এম শামছুল আলম	১৯৭৫
মরহুম জনাব এম এ হক	১৯৭৬
মরহুম জনাব এম এ হক	১৯৭৭-৭৮
মরহুম জনাব এম এ খালেক	১৯৭৮-৭৯
মরহুম জনাব এম রেজা	১৯৭৯-৮২
মরহুম জনাব শামছুজ্জোহা খান	১৯৮২-১৯৮৪
আলহাজ্ব আব্দুস সালাম	১৯৮৪-৮৫
জনাব মোঃ আলী হোসেন	১৯৮৫-৮৬
জনাব এ এম মুবাশ-শার	১৯৮৬-৮৮
জনাব এ এম মুবাশ-শার	১৯৮৯-৯০
জনাব মাসুদুর রহমান	১৯৯১-৯২
জনাব মাসুদুর রহমান	১৯৯২-৯৩
সৈয়দ জামালউদ্দিন হায়দার	১৯৯৩-৯৪
জনাব সাজ্জাতুজ জুম্মা	১৯৯৪-৯৫
জনাব হোসেন আকতার	১৯৯৫
জনাব ফজলে আর এম হাসান, এফসিএ	১৯৯৬
জনাব আশরাফ ইবনে নূর	১৯৯৭
জনাব মাসুদুর রহমান	১৯৯৮
জনাব সাজ্জাতুজ জুম্মা	১৯৯৯
জনাব এ এম মুবাশ-শার	২০০০
জনাব মাহবুব-উজ-জামান	২০০১
জনাব সাব্বির আহমেদ খান	২০০২
জনাব জাফর ওসমান	২০০৩
জনাব এ এম মুবাশ-শার	২০০৪
মরহুম জনাব মঞ্জুর উর-রহমান (রাসকিন)	২০০৫
জনাব হোসেন খালেদ	২০০৬
জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান	২০০৭
জনাব সালাহ্উদ্দিন আব্দুল্লাহ	২০০৮
জনাব এম এস সেকিল চৌধুরী	২০০৯
জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান	২০১০
জনাব টি আই এম নূরুল কবীর	২০১১
জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ	২০১২
জনাব নেসার মাকসুদ খান	২০১৩
জনাব ওসামা তাসীর	২০১৪
জনাব হুমায়ুন রশীদ	২০১৫

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি’র সাবেক সহ-সভাপতিবৃন্দ

নাম	সাল
জনাব ইসহাক মোহাম্মদ	১৯৬৭-৬৮
মরহুম জনাব মুখলেছুর রহমান	১৯৭০-৭২
মরহুম জনাব মুখলেছুর রহমান	১৯৭৩
মরহুম জনাব এম এ হক	১৯৭৫
জনাব এ বি সিদ্দিকী	১৯৭৬
জনাব মোশাররফ হোসেন	১৯৭৭-৭৮
জনাব এম এ রাজ্জাক মিয়া	১৯৭৮-৭৯
জনাব মজিবুর রহমান	১৯৭৯-৮২
জনাব এ এ মনিরুজ্জামান	১৯৮২-৮৪
জনাব রমিজ উদ্দিন ফকির	১৯৮৪-৮৫
মরহুম জনাব সায়েদুর রহমান	১৯৮৫-৮৬
জনাব মাসুদুর রহমান	১৯৮৬-৮৮
মরহুম জনাব এম এ খালেক	১৯৮৯-১৯৯০
মরহুম জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন মিয়া	১৯৯১-৯২
মরহুম জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন মিয়া	১৯৯২-৯৩
জনাব খোরশেদ আলী মোল্লা	১৯৯৩-৯৪
জনাব মোঃ সিরাজউদ্দিন মালিক	১৯৯৪-৯৫
জনাব সৈয়দ তৌফিক আলী	১৯৯৫
জনাব আবসার করিম চৌধুরী	১৯৯৬
জনাব মঞ্জুর হোসেন	১৯৯৭
জনাব জাফর ওসমান	১৯৯৮
জনাব নাসির হোসেন	১৯৯৯
জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা	২০০০
জনাব আবসার করিম চৌধুরী	২০০১
জনাব হোসেন খালেদ	২০০২-২০০৩
জনাব এম আবু হোরায়রাহ	২০০৪
জনাব হোসেন এ সিকদার	২০০৬
আলহাজ্ব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক	২০০৭
খন্দকার শহীদুল ইসলাম	২০০৮
জনাব মোঃ সিরাজউদ্দিন মালিক	২০০৯-১০১০
জনাব নাসির হোসেন	২০১১
জনাব আবসার করিম চৌধুরী	২০১৩
খন্দকার শহীদুল ইসলাম	২০১৪
জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী	২০১৫

ডিসিসিআই গুলশান সেন্টার উদ্বোধন

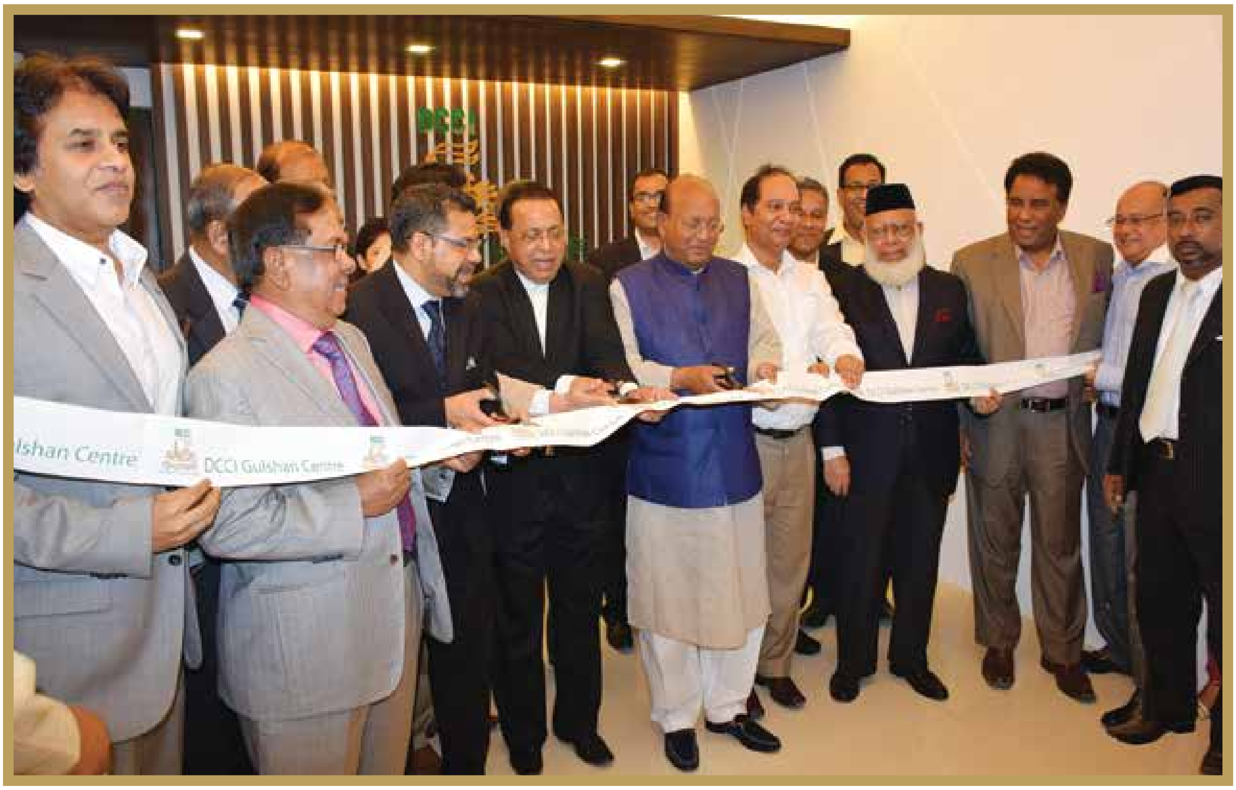

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)’র সদস্যবৃন্দের পাশাপাশি দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে দ্রুততর সেবা প্রদানের জন্য ডিসিসিআই গুলশান সেন্টার-এর শুভ উদ্বোধন করছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এম.পি (ডান থেকে অষ্টম)। ৮ জুন, ২০১৫ তারিখে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ছবিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব হেদায়েতউল্লাহ আল মামুন, এনডিসি, (ডান থেকে সপ্তম), আইসিসি-বাংলাদেশ-এর সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান (ডান থেকে চতুর্থ), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে তৃতীয়), এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব আবদুল মাতলুব আহমেদ (বাম থেকে চতুর্থ), ডিসিসিআই’র প্রাক্তন সভাপতি জনাব আফতাব উল ইসলাম (ডান থেকে তৃতীয়), জনাব ফজলে আর এম হাসান, এফসিএ (ডান থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক ও প্রাক্তন সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক জনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ (বামে) এবং জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন-২০১৫

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সম্মানিত সদস্যবৃন্দ
সম্মানিত প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ
২০১৫ সালের পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ
ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ

আসসালামু আলাইকুম ও শুভ অপরাহ্ন

২০১৫ সালের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সকলকে আমাদের প্রিয় সংগঠন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় স্বাগত জানাচ্ছি। গত এক বছরে চেম্বারের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা এবং তার উপর ভিত্তি করে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতি সেবার মান উন্নয়নের জন্য চেম্বারের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা রচনা ও কর্মকৌশল নির্ধারণ এবং একই সাথে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার বিষয়ে চেম্বার কিভাবে আরও বেশি অবদান রাখতে পারে সে ব্যাপারে মতবিনিময়ের জন্য আজ এখানে আমরা সমবেত হয়েছি।

আপনাদের এ সহযোগিতা ছাড়া ডিসিসিআই'র পক্ষে দেশের একটি প্রথম সারির চেম্বারে পরিণত হওয়া সম্ভব ছিল না। আপনাদের ঐকান্তিক সহযোগিতা, প্রাজ্ঞ দিক্ নির্দেশনা ও দৃঢ়তায় একটি গতিশীল এবং সুদূর প্রসারী বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে ডিসিসিআই তার সদস্যবৃন্দ এবং দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

আজকের ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আমি আপনাদের সামনে বিগত এক বছরে চেম্বারের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরবো যা আমার পর্ষদের সহকর্মীবৃন্দ, সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এবং চেম্বার সচিবালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি।

সম্মানিত সহকর্মী ও সদস্যবৃন্দ

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা উত্তরণের পাশাপাশি আর্থিক ঋণের সুদের উচ্চহার, জ্বালানি তেলের মূল্যের নিম্নগতি এবং বিভিন্ন বৈদেশিক মুদ্রার মূল্যমানের ক্রমাগত উঠানামা সত্বেও ২০১৫ সালে বৈশ্বিক অর্থনীতি সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধীরগতি, বৈশ্বিক অর্থনীতির অস্থিরতা, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর রাজনৈতিক টানাপোড়েন এবং মধ্যপ্রাচ্য, ইউক্রেন, দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকা অঞ্চলের দেশগুলোর ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে বৈশ্বিক অর্থনীতি তার কাঙ্খিত গতিতে অগ্রসর হতে পারেনি। বাংলাদেশও বৈশ্বিক অর্থনীতির বাইরে নয়। তদুপরি আমরা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কিছুটা স্থিতিশীলতা লক্ষ্য করেছি।

সম্মানিত সহকর্মী ও সদস্যবৃন্দ

২০১৫ সালে বাংলাদেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে বেশ কিছু সাফল্য অর্জিত হওয়ার ফলে এ বছরটি আমাদের অর্থনীতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে, এমডিজিতে উল্লেখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে পাশাপাশি এসডিজি'র নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে এবং পরিবেশ ও জলবায়ু উন্নয়ন ও তথ্য-প্রযুক্তি খাতে বাংলাদেশের অগ্রগতি সারা পৃথিবীতে সমাদৃত হয়েছে। টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের আলোকে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পাশাপাশি সারা দেশব্যাপী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা হয়েছে।

বিগত কয়েক বছর যাবত ৬%-এর উপরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন, রপ্তানি আয়ের উচ্চহার, কর্মঠ মানবসম্পদের কারণে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অন্যতম আকর্ষনীয় স্থান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

স্থিতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং ইতিবাচক মাইক্রোইকোনোমিক আউটলুক-এর কারণে ২০১৫ সালে বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশ বৈশ্বিক অর্থনীতিতে ৪৪তম স্থান অর্জন করেছে এবং এক্ষেত্রে ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে ১৪ ধাপ অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। সম্প্রতি প্রাইস ওয়াটার হাউজ কুপার্স এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করে যে, বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার বৃহৎ অর্থনীতির দেশ চীন ও ভারতের পাশাপশি ২০৩০ সালের মধ্যে ৩১তম বৃহৎ অর্থনীতি এবং ২০৫০ সালের মধ্যে ২৩তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে।

Annual Report of the Board of Directors of Dhaka Chamber of Commerce & Industry for the Year 2015

Bismillahir Rahmanir Rahim
Distinguished Members of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI)
Respected Former Presidents and Business Leaders;
My dear Colleagues in the Board of Directors, DCCI;
Distinguished Ladies and Gentlemen.

Assalamu Alaikum and a very good afternoon

I have great pleasure to extend very warm welcome to you all especially the distinguished members of the Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) at the 54th Annual General Meeting (AGM). On behalf of the Board of Directors of DCCI and on my own behalf, I would like to take the opportunity to express my sincere gratitude to all of you for the cooperation and trust that you have bestowed on me. In 2015, DCCI focused on policy advocacy initiatives to restore competitiveness in business in Bangladesh. With your kind cooperation, we have ventilated concerns and challenges in competitiveness that prevent businesses from achieving full potential and urged Government to address these challenges in doing business and increase our competitiveness to compete globally.

Your spirit of work positioned DCCI as a vibrant Chamber in the country as well as gets acclaimed globally. Your continued support, relentless efforts, prudent guidance contributed to develop the ‘value stream mapping’ in delivering services of DCCI to its members and business community.

Today, on this occasion, I am very much honoured to present the summary of activities held and performed during the year with timely support and guidance of my respected colleagues in the Board, distinguished Members and support of the DCCI Secretariat.

My Distinguished Colleagues and Members of DCCI

The global economy continued to expand at a moderate pace in 2015, as the prolonged recovery of the global financial crisis accompanied with higher borrowing costs, repeated decline in oil price and frequent currency pegging remained there. Global recovery was also hampered by some of the new challenges such as slow economic growth in China, destabilized economic and political ambience of the European Union, and heightened geopolitical conflicts in Middle East, Ukraine, South Asia and Africa.

Distinguished Colleagues and Members of DCCI

The year 2015 is very significant in the economic history of Bangladesh as economy came across many great economic instances. Bangladesh stepped into lower middle income country status, achieved success in Millennium Development Goal (MDG), Post 2015 SDG agenda endorsement as well global prestigious award as recognition for harnessing the provisions and sagacious leadership for environment, climate development and significant enhancement of ICT services across Bangladesh. The Seventh Five-year-plan, the massive nationwide development programme, was adopted and initiated with the aim of larger and inclusive socio-economic change focusing sustainable development.

With a continued average economic growth over 6%, steady export earning and resilient and diversified human resource in the last couple of years, Bangladesh has positioned itself as an emerging business and investment destination in South Asia.

Based on the stable and robust growth path and positive macroeconomic outlook, the World Bank ranked Bangladesh 44th position in the world economy in 2015 which is 14 steps advanced compared with the position in 2013. Price Waterhouse Coopers (PWC) remarked and forcasted Bangladesh to be the 31st largest economy by the year 2030 and 23rd largest economy by 2050 alongwith other South Asian heavy weight economies like China and India.

সম্মানিত সহকর্মী ও সদস্যবৃন্দ

২০১৪-১৫ অর্থবছরে রপ্তানি ছিল ৩১.১৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যেটি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩.৩% কম। রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার কারণ হিসেবে প্রধানত ইউরোর মূল্যমানের পতন কে চিহ্নিত করা হয়েছে। রপ্তানি আয়ের নিম্নধারা অব্যাহত হওয়া সত্ত্বেও গত বছরে বাংলাদেশের রপ্তানি হার অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের গড় রপ্তানির চেয়ে বেশি ছিল।

তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার সক্ষমতা বৃদ্ধি, গ্লোবাল ভ্যালু চেইন'র সাথে সংযোগ স্থাপন এবং অর্থনীতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের ভূমিকা আরো সুদৃঢ় হওয়ার ফলে বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নানাবিধ সুবিধা সম্বলিত প্যাকেজ প্রদান করা সত্ত্বেও বিদেশী বিনিয়োগ আশানুরূপ ভাবে বৃদ্ধি পায়নি। উল্লেখ্য, আঙ্কটাড (UNCTAD)-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগের পরিমান ছিল ১.৫২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বেসরকারি বিনিয়োগ কাঙ্খিত মাত্রায় অর্জিত হচ্ছে না। উল্লেখ্য, জিডিপিতে বিনিয়োগের অবদান ২৩%। বেসরকারি খাতে অর্থ প্রবাহের ক্ষেত্রেও নেতিবাচক প্রবনতা লক্ষ্য করা গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্কলিত ১৫.৫%-এর স্থলে বেসরকারি খাতে অর্থপ্রবাহের পরিমান ছিল ১৩.১৯%।

নানা প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ-এর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে এবং বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমান ২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এর বেশী যা গত ১৫ বছরে ২৭গুন বৃদ্ধি পেয়েছে। আমদানি ব্যয়হ্রাস, প্রবাসীদের রেমিট্যান্স পাঠানোর হার বৃদ্ধির পাশাপাশি রপ্তানির হার বৃদ্ধির বিষয়গুলো রিজার্ভ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বৈদেশিক মুদ্রার শক্তিশালী ভিত্তি বিদেশী বিনিয়োগকারী এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার নিকট বাংলাদেশের জন্য একটি ইতিবাচক বার্তা প্রদান করেছে।

সম্মানিত সহকর্মী ও সদস্যবৃন্দ

বোস্টন কনসালন্টিং গ্রুপ কর্তৃক পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা যায়, প্রতিবছর ২ মিলিয়ন বাংলাদেশী মধ্যম আয়ের শ্রেণীতে উন্নীত হয় এবং আমাদের শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শেণীর ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে।

সম্মানিত উপস্থিতিবৃন্দ,

বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ কে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে "ভিশন ২০২১" রূপকল্প নির্ধারণ করেছে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে জন্য জিডিপিতে বিনিয়োগের পরিমান আরো ১০% বাড়িয়ে বিদ্যমান ২৮% থেকে ৩৮% উন্নীত করতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ বৈশ্বিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্জন করবে। বাংলাদেশের অর্থনীতির শক্তিশালী ভিত্তি থাকার ফলে গত ২০ বছর যাবত আমরা সহায়ক পরিবেশে চলতে পারছি। আমরা বিশ্বাস করি, সামনের দিনগুলোতে ৮-১০% হারে জিডিপি প্রবদ্ধি অর্জন করা সম্ভব। তবে সেক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই।

২০১০ সালে ডিসিসিআই **"বাংলাদেশ ২০৩০ঃ স্ট্র্যাটেজি ফর গ্রোথ"** শীর্ষক কৌশল পত্র উপস্থাপন করে, যেখানে ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ কে ৩০তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে জিডিপি'র আকার ১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের উন্নীত করা এবং মাথাপিছু আয় ৬ হাজার মার্কিন ডলারে উন্নীত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছিল। ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০তম অর্থনীতির দেশে পরিণত হওয়া এবং ডাবল ডিজিট জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হলে বাংলাদেশের জিডিপিতে বিনিয়োগের অবদান আরো ১৪% বৃদ্ধি করতে হবে। ডিসিসিআই বিশ্বাস করে, বাংলাদেশের বেসরকারি খাতের গতিশীলতা, অর্থনীতির শক্তিশালী ভিত্তি, সুবিধাজনক ভৌগোলিক অবস্থান এবং আমাদের উদ্যোমী জনগোষ্ঠীর ফলে এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

আপনারা নিশ্চয়ই অবগত রয়েছেন যে, ঢাকা চেম্বার ইতোপূর্বে **"ভিশন-২০২১"**, **ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস কনফারেন্স (আইবিসি)**, **"এসএমই ফাইন্যান্সিং ফেয়ার"**, **"বাংলাদেশ ২০৩০ঃ স্ট্র্যাটেজি ফর গ্রোথ"** এবং **"পজিশনিং বাংলাদেশঃ ব্র্যান্ডিং ফর বিজনেস"** শীর্ষক কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ইভেন্ট সফলভাবে আয়োজন করে দেশের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন আনয়নে সরকারি ও বেসরকারি নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। এছাড়াও ২০১৫ সালের ২২ জানুয়ারি তারিখে ঢাকা চেম্বার চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতায় ব্যবসায়িক সম্প্রসাদয়ের সমস্যা ও দূর্ভোগ তুলে ধরার জন্য সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। উক্ত সংবাদ সম্মেলনে ডিসিসিআই'র পক্ষ হতে বলা হয় যে, হরতাল/অবরোধের মত কর্মসূচীর ফলে অর্থনীতিতে প্রতিদিন ২২৭৭.৮৬ কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে।

My Distinguished Colleagues and Members of DCCI

In FY 2014-15, the export of Bangladesh was $ 31.19 Billion, which was 3.3% less than that of target. Devaluation of Euro was reported one of the key reasons for the underperformance in export target. Despite drastic fall in year-on-year export performance, the export growth of Bangladesh marked above the average growth of developing countries which was 2.4%.

The Foreign Direct Investment (FDI) inflow opens an avenue allowing access to better technology, interconnecting and broadening engagement of Global Value Chains, and fuelling trade and investment with spillover benefits to the economy. The FDI in Bangladesh has not been increasing to expected level despite incentives are being offered by Bangladesh Government. The FDI inflow to Bangladesh in 2014 has been recorded $1.527 Billion according to UNCTAD report.

Private investment, the engine of growth did not happen as expected. It hovered around 23% of GDP. The depressing scenario has also been observed in the private sector credit growth. In FY 2015, private sector credit growth reached 13.19% against the Bangladesh Bank's target of 15.5%.

Against this backdrop, Bangladesh has made a commendable progress in foreign exchange reserves which reached over $27 Billion registering 27 times increase in last 15 years. Decrease in import cost, remittance by NRBs and export earnings contributed to the phenomenal growth of foreign exchange reserves. The strong base of foreign exchange reserves will defend the sovereign creditability of Bangladesh to the global partners and foreign investors.

My Distinguished Colleagues and Members of DCCI

A study conducted by Boston Consulting Group (BCG) showed that about two million Bangladeshi join in the threshold of middle income class every year. The emergence of strong middle income group will significantly increase purchasing power parity of people and add value to continuous growth of economy.

Distinguished gatherings

The present government set "Vision 2021" to move Bangladesh to a Middle Income Country (MIC) by 2021. To achieve the Vision 2021, the Investment needs to be grown by additional 10% reaching from 28%-38% of GDP. We are confident that Vision 2021 will set the foundation for Bangladesh to re-emerge as a major economy globally.

DCCI in 2010 sets the vision **"Bangladesh 2030: Strategy for Growth"**, with a projection of GDP about US$ 1 trillion in PPP having Double Digit Growth where per capita income would be about US$ 6,000 to rank Bangladesh as the 30th largest economy in the world by the year 2030. To materialize the vision 2030, Bangladesh needs additional 14% Investment of GDP. In this regard, coordinated endeavor in policy formulation, reforms, negotiation and discourse are being constantly made with Government and other stakeholders as well intensive, strategic research and promotion. DCCI believes that Bangladesh is on the right path to achieving the growth.

Distinguished Members

You may recall that in the past, DCCI organized a number of remarkable events such as **"Vision-2021", "International Business Conference", "SME Financing Fair", "Bangladesh 2030: Strategy for Growth", "Positioning Bangladesh: Branding for Business", "DCCI Entrepreneurship and Innovation Expo" as well Press Conferences on wide-ranging trade, business and macro-economic issues** aiming to raise voice on the issues of opportunities, challenges, concerns and prospects towards inclusive and sustainable economic development of Bangladesh.

বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই) বৃদ্ধির জন্য ঢাকা চেম্বার প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, পাশপাশি বিনিয়োগ বোর্ড, পিপিপি কার্যালয়, বেপজা, বেজা এবং বাংলাদেশে ও বিদেশে অনুষ্ঠিত বিনিয়োগ বিষয়ক সেমিনার, ওয়ার্কশপে ডিসিসিআই অংশগ্রহণ করছে। এ লক্ষ্য বস্তবায়নে বাংলাদেশে অবস্থানরত বিভিন্ন দূতাবাসের কূটনীতিকদের সাথে গত ৩০ মে, ২০১৫ তারিখে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) "বাংলাদেশ ২০৩০ঃ নেক্সট বিলিয়ন ডলার অপরচুনিটিজ" বিষয়ক প্রাতঃরাশ সভার আয়োজন করে, যেখানে ৭টি থ্রাস্ট সেক্টরে বাংলাদেশে বিনিয়োগ সম্ভাবনার দিকসমূহ তুলে ধরা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে অবস্থানরত বিভিন্ন দূতাবাসের রাষ্ট্রদূতগণ ও তাঁদের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

ভদ্র মহিলা ও মহোদয়বৃন্দ

পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন পেশ করার পূর্বে গত এক বছরে যাঁদের আমরা হারিয়েছি তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। ডিসিসিআই'র প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য নাজিমউদ্দিন আহমেদ, প্রাক্তন সহ-সভাপতি মোঃ ইসমাইল হোসেন মিয়া, প্রাক্তন পরিচালক এম এ মোহাইমেন সালেহ এবং মোহাম্মদ শহীদ উল্লাহ্, ডিসিসিআই আহ্বায়ক ও বেসিস সভাপতি শামীম আহসানের বাবা মোঃ আব্দুল্লাহ খোকন, ডিসিসিআই প্রাক্তন পরিচালক মোঃ হাবিব উল্ল্যাহ (হাবিব)-এর ভাই মোঃ আব্দুল্লাহ খোকন, ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মোঃ শোয়েব চৌধুরী'র চাচাতো ভাই সৈয়দ সিদরাতুল আমিন, ডিসিসিআই পরিচালক আসিফ এ চৌধুরী'র চাচা হাসান হায়দার চৌধুরী, প্রাক্তন পরিচালক মোঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ)-এর ভাই রাফিউদ্দিন বাবলু, ডিসিসিআই প্রাক্তন পরিচালক রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ-এর স্ত্রী, ডিসিসিআই উপ-সচিব (হিসাব) মোঃ হাবিবুর রহমান-এর বাবা মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, মাননীয় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ, এম.পি-এর মাতা হাসিনা হামিদ, প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের সিইও মেজর জেনারেল (অবঃ) আমজাদ খান চৌধুরী, হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং আমেরিকান প্রবাসী বাংলাদেশী বৈজ্ঞানিক ড. মাকসুদুল আলম এবং আধুনিক সিঙ্গাপুরের জনক লি কুয়ান ইউ এবং ডিসিসিআই-এর কর্মচারী জনাব আব্দুল করিমের স্ত্রীর মৃত্যুতে ঢাকা চেম্বার হতে শোক প্রকাশ করা হয়েছে।

এছাড়াও পবিত্র হজ্ব পালন করতে গিয়ে পদদলিত হয়ে মৃত্যু, ফ্রান্সে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় নিহতদের মৃত্যু এবং নেপাল, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে সংঘটিত ভয়াবহ ভূমিকম্পে নিহতদের মৃত্যুতে ডিসিসিআই হতে শোক প্রকাশ করা হয়েছে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

২০১৫ সালে ঢাকা চেম্বার তার কার্যক্রম ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের বেসরকারি খাতের উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। এখন আমি, ঢাকা চেম্বারের কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরার পূর্বে ২০১৫ সালে ডিসিসিআই-এর কতিপয় অর্জন আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই) এবং নলেজ সেন্টার-এর কার্যক্রম

ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই) ট্রেনিং ক্যালেন্ডার ২০১৫-১৬ প্রস্তুত ও মুদ্রণ করে ঢাকা চেম্বারের সদস্যবৃন্দের পাশাপাশি অন্যান্যদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। মডুলার লার্নিং সিস্টেম ইন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট (এমএলএস-এসসিএম)(পি)-কোর্সের ১৭তম ব্যাচ ২০১৫ সালের জানুয়ারী-জুন মাসে এবং ১৮তম ব্যাচ ২০১৫ সালের জুলাই-ডিসেম্বর মাসে চালু করা হয়েছে, যেখানে যথাক্রমে ৪১ ও ৪২জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া এএমএলস-এসসিএম(পি) এ্যাডভান্স কোর্সে যথাক্রমে ২৬ ও ১১জন অংশগ্রহণ করেছেন। এমএলএস-এসসিএম(পি) ডিপ্লোমা কোর্সে ২২ ও ১৪জন অংশ নিয়েছেন। এ ট্রেনিং কোর্সের ক্লাস সমূহ শুক্রবার ও শনিবারে আয়োজন করা হয়, যার ফলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করতে পারছেন। এএমএলস-এসসিএম(পি) নিয়মিত কোর্সের কার্যক্রম ২০১৫ সালের মার্চ ও সেপ্টেম্বর মাঝে চালু করা হয়েছে। মার্চ ও সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত মডুলার পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪০৬ ও ৩১৭ জন। ডিবিআই আয়োজিত পরীক্ষাসমূহে আইটি, জেনেভা কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়ে থাকে। ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৯টি স্বলমেয়াদী ট্রেনিং কোর্স পরিচালনা করা হয়, যেখানে ২৯৪ জন অংশগ্রহণ করেছে অর্থাৎ প্রতি কোর্সে গড়ে ১৫.৪৭ জন অংশগ্রহণ করেন। ডিসিসিআই নলেজ সেন্টার ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৩টি দিনব্যাপী ট্রেনিং কোর্স ও ওয়ার্কশপ পরিচালনা করা হয়, যেখানে ১৪৯ জন অংশগ্রহণ করেছে অর্থাৎ প্রতি কোর্সে গড়ে ১১.৪৬ জন অংশগ্রহণ করেন।

Alongside to promote and encourage FDI inflow in Bangladesh DCCI keeps putting relentless effort, liaisoning with Board of Investment, PPP Office, BEPZA, BEZA as well representing Bangladesh in different global investment summits and conferences. With this long standing vision a breakfast meeting was held **titled "Bangladesh 2030: Next Billion Dollar Opportunities"** focusing on seven strategic prospective thrust sectors for local and foreign investment. High Commissioners/ Ambassadors and representatives of different foreign missions were present in the meeting.

Ladies and Gentlemen,

Before I go into the details, let me pay my homage to the departed souls who have left us during this year. DCCI expressed deep regret and condoled at the demise of former Vice President Mr. Md. Ismail Hossain Miah, Former Director Mr. M. A Muhaimin Saleh, Mohammad Shahid Ullah, father of Mr. Shameem Ahsan, Former Convenor, Telecom, ICT and Intellectual Property Rights, Standing Committee 2014 & President, BASIS; Late. Md. Abdullah Khokon, brother of Former Director, DCCI, Mr. Md. Habib Ullah (Habib); Syed Sidratul Amin, Cousin of Mr. Md. Shoaib Choudhury, Vice President, DCCI and son of Syed Ruhul Amin, Hossain Haider Chowdhury, Uncle of Mr. Asif A Chowdhury, Director, DCCI; Late. Rafiuddin Bablu, brother of Mr. Md. Iftekharuddin (Naushad), Former Director, DCCI; Spouse of Mr. Rafiqul Islam Khan, FCA, Former Director, DCCI; Late. Mohammad Sirajul Islam, Father of Mr. Md. Habibur Rahman, Deputy Secretary (Accounts), DCCI; Late Hasana Hamid, mother of Mr. Nasrul Hamin, M.P, Hon'ble State Minister, Ministry of Power, Energy and Mineral Resources, GoB; Late. Major General (Rted.) Amjad Khan Chowdhury, CEO of PRAN-RFL-GROUP; Late. Dr. Maqsudul Alam, Professor, Department of Microbiology, University of Hawaii and Bangladeshi American scientist; founder member of DCCI Najimuddin Ahmed, Lee Kuan Yew, the first Prime Minister of Singapore leader and the architect of modern Singapore and wife of DCCI employee Mr. Abdul Karim.

We also mourn the loss of lives due to Crain accident and stampede during performing of holy Hajj, and loss of lives due to devastating earthquake in Nepal, Pakistan and Afghanistan. We also expressed deep condolence due to loss of lives at recent terrorist attack in France. We all pray reverence to those whom we lost in this year.

Distinguished Members,

Before going into the details of our activities, I would like to share some of the activities and achievements of the Chamber in 2015.

Activities of DCCI Business Institute (DBI) and Knowledge Centre (KC)

The DBI training calendar 2015-16 (April-March) was published and distributed among the target groups. Regarding Modular Learning System in Supply Chain Management MLS-SCM(P), 17th batch (January-June 2015) and 18th batch (July-December 2015) of certificate course successfully started with 41 and 42 participants respectively during 2015. In addition, 26 and 11 participants have registered for Advanced Certificate and 22 and 14 participants for Diploma Classes of MLS-SCM(P) respectively in 2015. Classes are held on weekends so as to enable persons on–the-job to attend the training courses conveniently on weekend to enhance their skill and efficiency. Number of examinees was 406 modules/participants in March and 317 modules/participants in September, 2015 which indicates a remarkable progress shift. The examinations were held strictly as per the standard guidelines of ITC. Nineteen (19) short training courses were held between January to September, 2015, in which 294 (two hundred and ninety four) trainees participated with an average of 15.47 participants per course and thirteen (13) day-long workshops were held by Knowledge Center and 149 (one hundred forty nine) trainees participated in the workshops with an average of 11.46 participants per workshop.

ডিবিআই কলেজ-এর কার্যক্রম

বিবিএ কলেজ কর্তৃক ১ম, ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ ব্যাচে যথাক্রামে ১৫ জন, ৩৩ জন, ৫৪ এবং ৪১ জন শিক্ষার্থীর ক্লাস চালু রয়েছে। অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা এ কলেজের ক্লাসসমূহ পরিচালনা করা হয়ে থাকে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুমোদন স্বাপেক্ষে একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ প্রিন্সিপাল এ কলেজের সার্বিক কর্মকাণ্ড তদারকি করে থাকেন। নিয়মিত ক্লাস পরিচালনা করার পাশাপাশি এখানে গ্রুপ আলোচনা, গ্রুপ প্রেজেনটেশন, কেইস স্টাডি এবং অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ছাত্র/ছাত্রীদের দক্ষতা ও উদ্ভাবনী শক্তি আরো বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত প্রচেষ্ঠা চালানো হচ্ছে। এ কলেজের শিক্ষার্থীবৃন্দের বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ও ফলাফল আশাব্যাঞ্জক। এ কলেজে অধ্যক্ষসহ আরোও কিছু নতুন শিক্ষক নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং বিবিএ কোর্সের ৫ম ব্যাচের কার্যক্রম চালুর বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।

এ কলেজের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার লক্ষ্যে গভর্নিং বডির সাথে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ করা হয়। এ কলেজের শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরো বৃদ্ধির জন্য নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর সাথে জড়িত সকল সদস্য ও শিক্ষক কলেজের সার্বিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এ কলেজ কর্তৃক বিবিএ কোর্স পরিচালনার বিষয়ে অত্যন্ত আশাবাদী।

ডিবিআই লাইব্রেরী

ডিসিসিআই'র একটি পূর্ণাঙ্গ ও সমৃদ্ধ লাইব্রেরী রয়েছে। এটি ডিসিসিআই এবং ডিবিআই কলেজের গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ বছর ঢাকা চেম্বারের লাইব্রেরী থেকে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সদস্যবৃন্দ, গবেষক, শিক্ষার্থীবৃন্দ, ঢাকা চেম্বারে সদস্যবৃন্দ অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছেন। ডিসিসিআই লাইব্রেরীতে ৪৫০০ টি রেফারেন্স বই, ডিরেক্টরি এবং বিবিএ কোর্স সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বইয়ের সংগ্রহ রয়েছে। এবছর ৭৪টি টেক্সট বই, ৪১০টি রেফারেন্স বই, ৪৪৩ টেন্ডার ডকুমেন্ট, ২১টি ট্রেনিং ক্যালেন্ডার সংগ্রহ করা হয়। এছাড়াও লাইব্রেরীর আর্কাইভ শাখায় সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ব্যবসায়িক জার্নাল সংরক্ষিত রয়েছে। ডিসিসিআই সদস্যবৃন্দকে আন্তর্জাতিক দরপত্রের অনুলিপি সরবরাহ করা হয়। প্রতিদিন প্রায় ১০-১৫ জন সদস্য এবং ৩০-৩৫ জন্য শিক্ষার্থী এ লাইব্রেরী ব্যবহার করে থাকে।

বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)-এর কার্যক্রম

২০১১ সালে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর উদ্যোগে মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) এবং চট্রগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর অংশীদারিত্বে বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড) নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, যেখানে এসএমই ফাউন্ডেশন এমওইউ পার্টনার হিসেবে যোগদান করে। বর্তমানে বিল্ড ১৮৮২ সালের ট্রাস্ট আইনের আওতায় নিবন্ধিত একটি প্রতিষ্ঠান যেটি স্বাক্ষরিত ট্রাস্ট চুক্তির আওতায় গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এটি পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি)-এর ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক যেটি বেসরকারিখাতের উন্নয়নের জন্য নীতি প্রণয়নে পেশাগত ও আন্তর্জাতিক মানের সেবা প্রদান করছে।

সম্মানিত উপস্থিতি,

আপনারা অবগত আছেন যে, চেম্বারের এ সীমিত সম্পদের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিশেষায়িত সকল সেবা প্রদান করা সম্ভব নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডিসিসিআই দাতা সংস্থাগুলোর সহায়তায় সম্মানিত সদস্যবৃন্দের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রদান করে থাকে। বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহায়তায় প্রতিবছর ডিসিসিআই কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেয়। এ ধরণের প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে চেম্বার অত্যন্ত ভালো মানের বিশেষায়িত সেবা প্রদান করছে যা ডিসিসিআই এককভাবে প্রদান করতে সক্ষম নয়। নিচে এমন কিছু প্রকল্পের সংক্ষিপ্তসার উপস্থাপন করা হলোঃ

১. এনটিএফ থ্রি বাংলাদেশ প্রজেক্ট

২০১০ সালের অক্টোবর থেকে ২০১৩ সালের জুন পর্যন্ত চলমান "দি নেদারল্যান্ডস ট্রাষ্ট ফান্ড টু (এনটিএফ টু)" নামক একটি প্রকল্পের সাফল্যের ধারাবাহিকার অংশ হিসেবে বাংলাদেশে "দি নেদারল্যান্ডস ট্রাষ্ট ফান্ড থ্রি (এনটিএফথ্রি)" প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক মার্কেটিং দক্ষতা উন্নয়ন, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ সফটওয়ার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) যৌথভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য

Activities of BBA College

Under National University DCCI BBA College operates four-year long BBA professional course. There are 15 students in 1st Batch, 33 students in 2nd Batch, 54 students in 3rd Batch and 41 students in 4th batches are enrolled. Experienced and knowledgeable teachers have been recruited and engaged in teaching. In addition to class lectures, group discussion, group presentation, case study, assignments, exercise and other interactive methods of learning have been introduced to explore and expose students' potential and creativity. Effort has been taken to expand students' standard of assimilation, analysis and creativity. Results of the public exams have been satisfactory so far. Arrangement for recruiting four new teachers has been underway as a preparatory step to start the 5th Batch of BBA courses for the forth coming session.

Formation of Regular Governing Body as per National University requirement has been underway. Steps have been initiated to attract and retain good students. All of its patrons have been proactive towards the attainment of desired goals but with a cautious disposition, even though National University has shown confidence in the ability of DBI for running the BBA Professional course successfully.

Activities of DBI Library

DCCI has a well equipped library with collection of 4500 books, journals, magazines and publications. It helps learning and development of DBI college students and DCCI members. DCCI members use it particularly for International Tenders and consulting contacts and International Directories. A good number of users often visit the library. During 2015, 74 Text Books, 810 Reference Books (Directories, Magazines, Journal), 443 Tender Documents, 21 Training materials have been sourced and retained in the Library. It has also an enriched archive with exclusive collection including government & non-government publications, National & International business and commercial Publications with space for study.

Activities of Business Initiative Leading Development (BUILD)

Business Initiative Leading Development (BUILD) was established in 2011 through a tri-lateral partnership of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI), Metropolitan Chamber of Commerce & Industry (MCCI) and Chittagong Chamber of Commerce & Industry (CCCI) to provide policy advisory services to the private sector. SME Foundation has joined BUILD as MoU partner. BUILD is now registered under the Trust Act 1882 for the purpose of carrying out its activities under the Trust Deed. It is a milestone for a Public Private Partnership (PPP) for extending professional and global level services to the private sector.

Distinguished Friends,

Perhaps you are aware that with the limited resources of the Chamber, it is not possible to conduct all necessary specialized and proactive services besides rendering its organized services. In some instances, DCCI is supported by International trade support organizations and donor organizations to deliver its services to the members. Some of the project briefs are outlined below:

1. **NTF III Bangladesh project:**

   The NTF III Bangladesh project is part of the Netherlands Trust Fund phase III program and builds on the achievements of the project deployed in Bangladesh under the previous Netherlands Trust Fund phase II (NTFII) program (NTF II Bangladesh project), which began in 2010 and lasted until June 2013. The NTF III Project started in 2014 will strengthen trade promotional capacities of

প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে একযোগে কাজ করবে। এনটিএফ থ্রি প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ ইতোমধ্যে আইটি এবং আইটি এ্যানেবলড সার্ভিসেস খাতের ৪০টি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করেছে এবং নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানগুলো টেলিযোগাযোগ, ওয়েব এবং ইমেজ প্রসেসিং সহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে কাজ করে থাকে।

এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য সমূহ হলোঃ নির্বাচিত কতিপয় খাতের উৎপাদনকারী ও রপ্তানীকারকদের আয় বৃদ্ধি এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নতুন নতুন খাত তৈরির মাধ্যমে আরো বেশি সুবিধা প্রদান, যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন আরো সুদৃঢ় করা, বিভিন্ন খাতের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য নীতিমালা প্রণয়ন ও স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে মালিকানা বৃদ্ধি করা, রপ্তানির দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সাপোর্ট সার্ভিস বাড়ানোর মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং ব্যবসায়িক যোগাযোগ ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বাড়ানো ও বাজার সম্প্রসারণের জন্য রপ্তানীকারকদের সাথে একযোগে কাজ করা।

পূর্ববর্তী প্রকল্পের সাফল্যে এবং উদ্ভাবনের নতুন নতুন ক্ষেত্র উন্মোচন এবং তথ্য-প্রযুক্তি খাতের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাত গুলোর উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনা করে এনটিএফ থ্রি বাংলাদেশ প্রকল্পটি যাত্রা শুরু করেছে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য সমূহ হলোঃ বাংলাদেশের আইটি এবং আইটি-এনঅ্যাবলড সার্ভিসেস খাতের রপ্তানির দক্ষতা বৃদ্ধি করা, যার মাধ্যমে এ খাত হতে আরো বেশি হারে রাজস্ব আয় করা সম্ভব হবে। প্রকল্পটির এ লক্ষ্য অর্জনে প্রথমঃ এ খাতের বাণিজ্য সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে, যার মাধ্যমে আইটি এবং আইটি-এনঅ্যাবলড সার্ভিসেস রপ্তানীকারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে সহায়তা প্রদান করা যাবে। দ্বিতীয়ঃ আইটি এবং আইটি-এনঅ্যাবলড সার্ভিসেস খাতের প্রতিষ্ঠান সমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে। তৃতীয়তঃ সম্ভাবনাময় বাজারে পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধিতে কার্যকরী যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা প্রদান করা হবে।

২. এশিয়ার এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর আঞ্চলিক বাণিজ্যে দক্ষতা উন্নয়ন

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং আইটিসি "এশিয়ার এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর আঞ্চলিক বাণিজ্যে দক্ষতা উন্নয়ন"-এর লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে একযোগে কাজ করার লক্ষ্যে সমঝোতা চুক্তি গত ২০ সেপ্টম্বর, ২০১৪ তারিখে স্বাক্ষর করে। ৩ বছর মেয়াদী এ চুক্তি অনুযায়ী এশিয়ার ৬টি এলডিসিভুক্ত দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের রপ্তানি উন্নয়নে দক্ষতা বৃদ্ধিতে কাজ করা হবে, যেখানে বাংলাদেশ ও চীন অন্তর্ভুক্ত। এ প্রকল্পের লক্ষ্য হলোঃ

ক) টেক্সটাইল, ফলমূল, শাক-সবজি ও বাদাম প্রভৃতি খাতের সাপ্লাই চেইন বিষয়ক জরিপ পরিচালনা করা।

খ) বাংলাদেশের এসএমই খাতের উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং চীনে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপ ও বিজনেস ম্যাচ-মেকিং সেশনে যোগাদনের সুযোগ তৈরী করা।

গ) এসএমই উদ্যোক্তাদের তৈরিকৃত পণ্য প্রমোশন, সম্ভাবনাময় ক্রেতা-বিক্রেতাদের সাথে বাণিজ্য আলোচনা আয়োজন করা।

ঘ) এসএমই উদ্যোক্তাদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপনে সহয়তা করা এবং আইটিসি এ্যাডভাইজরি সহায়তা প্রদান করা।

৩. ২০০০ নতুন উদ্যোক্তা তৈরি প্রকল্প (ই টু কে)ঃ

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় সারা দেশে "২০০০ নতুন উদ্যোক্তা তৈরির (ই টু কে)" একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ২০১৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে এ প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো ঃ

১. ২০০০ নতুন উদ্যোক্তা তৈরি ও তাদের উন্নয়ন;

২. উদ্যোক্তাদের জন্য এমন একটি প্লাটফর্ম তৈরি করা যেখানে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে উঠবে;

৩. "আইডিয়া শপ" প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তথ্য আদান প্রদান করা এবং নতুন উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

৪. দেশে ও বিদেশে ব্যবসায়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা ব্যক্তিবর্গের অনুপ্রেরণামূলক কাহিনী/ ঘটনা এবং success story নতুন উদ্যোক্তাদের সাথে শেয়ার করার মাধ্যমে তাদের আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা;

institutions, including the B2B capacity of the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) and Bangladesh Association of Software & Information Services (BASIS) and both on and offline and working with foreign trade representatives as relays for promotion. NTF III Project Bangladesh has already recruited 40 companies in selected growth segments of the IT & ITES industry, such as mobile, web and image processing among other areas. The NTFIII Bangladesh project aims to increase the income of Bangladeshi IT & ITES exporters by enhancing the competitiveness of the sector, ultimately contributing to sustainable economic development i.e. creating jobs.

NTF III Bangladesh will take into account the achievements of the previous project and also expand in new areas of intervention, taking into account the current landscape of other development projects benefiting the industry. To achieve this outcome, the project will improve the capacity of beneficiary Trade Support Institutions (TSIs) in providing services to export-oriented SMEs in the IT & ITES industry, increase the export competitiveness of IT & ITES SMEs and expand business linkages in selected target markets.

2. Enhancing Export Capacities of Asian LDCs for Intra-regional Trade

DCCI signed an MoU with ITC on 20 September, 2014 for the implementation of the activities related to the Project for “Enhancing Export Capacities of Asian least developed countries (LDCs) for Intra-regional Trade” (Project INT/22/09A) (duration of three years) which aims at increasing exports of small and medium sized enterprises (SMEs) from 6 Asian LDCs, including Bangladesh, to China. The project aims to:

- Conduct a supply survey focusing on specific product groups within Textile and clothing and Fruits/vegetables/nuts sectors;
- Mobilize and coach Bangladeshi export-ready SMEs to ensure their participation in training workshops, trade missions and/or business matchmaking events in China;
- Organize preparatory sessions to prepare identified SMEs to promote their products and manage business negotiations with potential buyers and business partners during matchmaking events and trade fairs in China;
- Provide advisory support to SMEs to follow-up on business contacts, with ITC advisory support.

3. Creating 2000 new Entrepreneurs (E2K)

Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) in cooperation with Bangladesh Bank has undertaken a Project named “Creation of 2000 New Entrepreneurs (E2K)” across the country. DCCI has been operating the Project under the guidance of Bangladesh Bank since 2013.

The aims of the project are:

- Create and foster 2000 new entrepreneurs.
- Initiate a platform for the new and innovative entrepreneurs for network building
- Disseminate information to establish an Idea- Shop and help enhancing capacities of the new entrepreneurs.
- Share inspiring best practices and journeys of successful entrepreneurs.

৫. দেশের স্বনামধন্য চেম্বার ও ট্রেড বডি, খাত ওয়ারী এসোসিয়েশন, এনজিও এবং পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়কে উদ্যোক্তা তৈরিতে উৎসাহিত করা;

৬. দেশের শিল্পনীতিমালার পূনঃমূল্যায়ন এবং উদ্যোক্তা সহায়ক শিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়ন;

৭. নতুন উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে চাকুরি খোঁজার প্রবনতা হ্রাস করা।

নতুন উদ্যোক্তাদের যে সব সেবা প্রদান করা হবে, সেগুলো হলোঃ

১. ২০০০ নতুন উদ্যোক্তাদের মোটিভেশন, নেতৃত্ব, ব্যবসার সুযোগ ও সম্ভাবনা অনুধাবণ, ব্যবসা পরিচালনা, এইচআর নীতিমালা, পণ্যের বাজারজাতকরণ এবং ব্রান্ডিং স্ট্রাটেজি নির্ধারণ, নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার, ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ ও বিনিয়োগ এবং কর নীতিমালা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান;

২. নতুন নতুন ব্যবসায়িক ধারণাকে আরো বাস্তবমুখী ও ব্যবসা সফল করার লক্ষ্যে গাইডলাইন প্রদান;

৩. প্রকল্পের কপি রাইট, আরজেএসসি রেজিস্ট্রেশন এবং ইন্সুরেন্স সেবা প্রদান;

৪. নিজ নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট ও সফটওয়্যার তৈরি এবং প্রযুক্তি বিষয়ক অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান;

৫. এইচআর বিষয়ক সহায়তা প্রদান এবং প্রয়োজনীয় ব্র্যান্ডিং ও মার্কেটিং নীতিমালা প্রণয়ন;

৬. বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপন;

৭. ঢাকা চেম্বারের হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে তাৎক্ষনিক সেবা প্রদান;

৮. নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য তৈরিকৃত ওয়েবসাইট www.business.org.bd এ সকলের প্রবেশাধিকার ও সকল তথ্য সংরক্ষণ করা;

৪. সুইচ-এশিয়া-টু

ইউরোপীয়ান কমিশন সুইচ এশিয়া প্রোগ্রাম-টু (২০১৪-২০২০) এর আওতায় সম্প্রতি একটি প্রকল্প চালু করেছে। সুইচ এশিয়া প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলোঃ টেকসই উন্নয়ন, এশিয়া অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা করা, সবুজ অর্থনীতি উন্নয়নে ভূমিকা রাখা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করা।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

আপনি অবগত আছেন যে, সেমিনার, আলোচনা সভা, কর্মশালা এবং ব্রেইন স্ট্রর্মিং সেশন আয়োজন করা ঢাকা চেম্বারের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ সব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ডিসিসিআই বেসরকারিখাতের বিকাশের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরি ও বিদ্যমান পরিস্থিতি উন্নয়নে সরকারের নিকট ব্যবসা বান্ধব নীতি বিষয়ক সুপারিশ পেশ করে থাকে। ডিসিসিআই কর্তৃক বছরব্যাপী আয়োজিত এ সব অনুষ্ঠানে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীবর্গ অংশগ্রহণ করেছেন। ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত এ ধরণের কতিপয় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের বিবরণী নীচে উপস্থাপন করা হলোঃ

১। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং হংকং ট্রেড ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল (এইচ কে টি ডি সি) যৌথভাবে আয়োজিত "হংকংঃ এশিয়ার বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র" বিয়ষক সেমিনার।

২। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং থাই বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল যৌথভাবে আয়োজিত বিজনেস নেটওয়ার্কিং সভা।

৩। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং ওয়ার্ল্ড ইনটেলেকচুয়্যাল প্রপার্টি অর্গানাইজেশন (ওয়াইপো) যৌথ উদ্যোগে ডিসিসিআইতে "টেকনোলোজি অ্যান্ড ইনোভেশন সাপোর্ট সেন্টার" স্থাপন।

৪। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়নঃ ভোক্তা স্বার্থে নিরবচ্ছিন্ন সঞ্চালন" বিষয়ক সেমিনার।

৫। ইউএসএআইডি'এর এগ্রিকালচার ভ্যালু চেইন প্রজেক্ট এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) যৌথভাবে আয়োজিত "বাংলাদেশের রপ্তানীযোগ্য পণ্যের প্রমোশনঃ পণ্য নির্দেশন এবং টেকসই উন্নয়ন" বিষয়ক ৩দিন ব্যাপী ওয়ার্কশপ।

- Encourage reputed chambers, trade bodies, sectoral associations, NGOs and Public and private Universities/educational institutions to support for creation of new entrepreneurs in the country.
- Encourage policy makers to modify education policy and curriculum embedding entrepreneurship friendly contest in education system.
- Reduce dependence on searching jobs and generate employment opportunities through entrepreneurship development.

Support Services to the 2000 Entrepreneurs:

- Training on motivation, leadership, understanding business, business operation, HR policy, marketing and branding strategy, use of technology, banking, investment, revenue etc.
- Orientation for the development of new projects and ideas to make them more business oriented and profitable.
- Support services for copy right, RJSC registration and insurance etc.
- Developing business website, software and other technological solution
- HR recruitment and Necessary marketing and branding materials/policies
- Establishment of business incubator
- DCCI Help Desk for instant support from DCCI

4. SWITCH-Asia II

European Commission launched project under the SWITCH Asia Programme – Phase II (2014-2020) with global objectives of promoting sustainable growth, to contribute to poverty reduction and development of green economy in Asia. Approval of project for DCCI in this scheme is in progress.

Distinguished Successor,

You are aware that organizing seminars, discussion meetings, networking, workshops, brain-storming sessions are some of the most important events of the Chamber. With these initiatives, DCCI proposes several pro-private sector development measures, guidance, reform propositions to create business and investment friendly environment. Hon'ble Members of Parliament and representative from concerned Government agencies, ministries participated in those Seminars, Workshops, and Programs organized by DCCI. I would like to focus some of excerpts of those events held:.

DCCI organized some events during 2015:

1. Seminar on "Hong Kong: Sourcing and Distribution Hub in Asia" jointly organized by DCCI and Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) at the Westin.
2. Business Networking Meeting between DCCI and Thai Bangladesh Business Council
3. DCCI, Ministry of Industries and World International Property Organization (WIPO) jointly inaugurated Technology & Innovation Support Center (TISC) at DCCI.
4. Seminar on "Power System Development: Reliable Supply to Customers' Perspective".
5. Training Workshop on "Promotion of Exports from Bangladesh: Product Certification & Sustainable Development" jointly organized by DCCI and USAID's Agricultural Value Chain Projects.

৬। ডিসিসিআই এবং ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক) যৌথভাবে আয়োজিত "কমার্শিয়াল মেডিয়েশন" বিষয়ক ওয়ার্কশপ।

৭। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং লিডারশিপ ইন মোশন (লিম) গ্লোবাল, ইউএসএ যৌথভাবে আয়োজিত "ব্যবসায় সংকটকালীন সুযোগ" বিষয়ক ওয়ার্কশপ।

৮। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইউএসএআইডি বাংলাদেশ ভ্যালু চেইনস্ (এভিসি) প্রজেক্ট যৌথভাবে আয়োজিত "নিরাপদ আম বাজারজাতকরনের জন্য সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন" বিষয়ক আলোচনা সভা।

৯। ঢাকা চেম্বার আয়োজিত "সমুদ্র আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধিঃ বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্ভাবনা" বিষয়ক সেমিনার।

১০। বাংলাদেশে অবস্থানরত বিভিন্ন দূতাবাসের কূটনীতিকদের সাথে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "বাংলাদেশ ২০৩০ঃ নেক্সট বিলিয়ন ডলার অপরচুনিটিজ" বিষয়ক প্রাতঃরাশ সভা।

১১। ঢাকা শিল্প মালিক সমিতি, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) ও বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড) এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ''ভ্যাট প্রদান পদ্ধতি সহজীকরণ" বিষয়ক কর্মশালা।

১২। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সদস্যবৃন্দের পাশাপাশি দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে দ্রুততর সেবা প্রদানের জন্য ডিসিসিআই গুলশান সেন্টার উদ্বোধন।

১৩। বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস-২০১৫ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) যৌথভাবে আয়োজিত "এ্যাক্রেডিটেশনঃ স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবায় সহায়তা করে" বিষয়ক সেমিনার।

১৪। ঢাকা চেম্বার এবং আইপেক যৌথভাবে আয়োজিত চায়না (গুয়াংজু)-বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলোজি প্রমোশন অ্যান্ড ম্যাচ-মেকিং ফোরাম।

১৫। ডিবিআই আয়োজিত আন্ডারস্টেন্ডিং ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট অপারেশন এল/সি বিষয়ক ট্রেনিং কোর্স।

১৬। ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের ইফতার ও দোয়া মাহফিল।

১৭। ডিবিআই আয়োজিত "ডেভেলপমেন্ট মেনেজারিয়াল লিডারশিপ স্কিল" বিষয়ক ট্রেনিং কোর্স।

১৮। ডিসিসিআই এবং ভারতের স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড-এর মধ্যকার বাণিজ্য আলোচনা সভা।

১৯। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইন্সটিটিউট (বিএফটিআই) যৌথভাবে আয়োজিত "পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক আইন ২০১৩" শীর্ষক সেমিনার।

২০। ডিসিসিআই আয়োজিত "ই-কমার্সঃ এসএমই খাতের সম্ভাবনা" বিষয়ক সেমিনার।

২১। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "ব্যবসায় ব্যয় বৃদ্ধি" বিষয়ক সেমিনার।

২২। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং টুভ সুড সাউথ এশিয়া (প্রাইভেট লিঃ) যৌথভাবে আয়োজিত "নিরাপদ জ্বালানি ভবিষ্যৎঃ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ" বিষয়ক সেমিনার।

২৩। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) কর্তৃক আয়োজিত "আঞ্চলিক যোগাযোগঃ বাংলাদেশের সমস্যা ও সম্ভাবনা" বিষয়ক সেমিনার।

২৪। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস" বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা সভা।

২৫। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "এমডিজি থেকে এসডিজিতে রপান্তরঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রেক্ষিতে সমস্যা ও সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনার।

২৬। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্র (ডিসিসিআই) আয়োজিত "ট্রেড ফেসিলিটেশন এগ্রিমেন্টঃ টেকসই উন্নয়নে সমস্যা ও সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনার।

২৭। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত "ইনভেস্টমেন্ট ক্লাইমেন্ট ইন বাংলাদেশঃ লুকিং এহেড" শীর্ষক সেমিনার।

6. DCCI and Bangladesh International Arbitration Centre (BIAC) jointly organized a workshop on "Commercial Mediation" at DCCI Auditorium.
7. DCCI and LIM Global jointly organized workshop on "Opportunity out of Crisis" at DCCI Auditorium.
8. DCCI organized National Dialogue on "Enabling Policy Environment for Safe Mango Marketing" in association with USAID Bangladesh Agricultural Value Chains (AVC) Project at DCCI Auditorium.
9. Dhaka Chamber organized Seminar on "Increasing Maritime Connectivity: Bangladesh Business Prospects" at DCCI Auditorium.
10. DCCI organized a Breakfast meeting titled "Bangladesh 2030: Next Billion Dollar Opportunities" at Army Golf Club.
11. DCCI, Dhaka Shilpa Malik Samity and BUILD jointly organized workshop on "Simplification of VAT Payment" at Dhaka Industry Owners Association Auditorium, Ruhitpur, Keranigonj.
12. DCCI inaugurates 'DCCI Gulshan Centre' at Gulshan-1, Dhaka. Commerce Minister Mr. Tofail Ahmed, MP was present as Chief Guest and inaugurated DCCI Gulshan Centre.
13. DCCI and Bangladesh Accreditation Board (BAB) jointly organized Seminar on "Accreditation: Supporting the Delivery of Health and Social Care" on the occasion of World Accreditation Day 2015 at DCCI Auditorium.
14. DCCI and IPAG jointly organized an International Seminar on China (Guanzhou) Bangladesh-Investment & Technology Promotion & Match Making at the Westin.
15. Training Course on Understanding Import & Export Operation L/C Procedure at DBI.
16. DCCI arranged annual Iftar and Dua Mahfil at DCCI auditorium.
17. Training course on "Development Managerial Leadership Skills" at DBI.
18. Discussion meeting was held between DCCI and Small Industries Corporation Ltd. of India at DCCI.
19. DCCI and Bangladesh Foreign Trade Institute (BFTI) jointly organized a seminar on "Geographical Indication of Goods (Registration and Protection Act, 2013: Significance of GI, Implementation Challenges and Needed Initiatives)" at DCCI.
20. DCCI organized a seminar on "Prospects & Challenges of e-Commerce: Opportunities for SMEs" at DCCI.
21. DCCI organized seminar on "Concerns over Increasing Cost of Doing Business" at DCCI.
22. DCCI and TUV SUD Bangladesh jointly organized Seminar on "Safe Future Now" Summit on power and energy with the theme of "Accelerating growth through power and energy security" at Radisson Blu.
23. DCCI organized seminar on "Regional Connectivity: Opportunities and Challenges for Bangladesh" at DCCI auditorium.
24. DCCI organized Round Table Discussion on "Mobile Financial Services: the Right Delivery Perspective" at DCCI auditorium.
25. DCCI organized seminar on "Transition from MDG to SDG: Prospects and Challenges for Industries and Business" at DCCI auditorium.
26. DCCI organized seminar on Trade Facilitation Agreement: Opportunities and Challenges for Sustainable Growth at DCCI auditorium.
27. DCCI organized seminar on Investment Climate in Bangladesh: Looking Ahead at DCCI Auditorium.

মাননীয় মন্ত্রীবর্গ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ

এ বছর আমার নেতৃত্বে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রীবর্গ এবং সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং দেশে ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে গঠনমূলক সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়। এ ধরনের কিছু অনুষ্ঠানের বিবরণী সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

১। মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, এম.পি-এর সাথে সচিবালয়ে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করে অর্থনৈতিক বিভিন্ন ব্যাপারে আলোচনা করা হয়।

২। মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এম.পি-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত এবং দেশে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির কাজে তাঁর সহযোগিতা কামনা করা হয়।

৩। মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু-এর সাথে শিল্পমন্ত্রণালয়ে সাক্ষাৎ করে শিল্প খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কিছু সুপারিশমালা তুলে ধরা হয়।

৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, এম.পি-এর সাথে পরিকল্পনা কমিশনে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ।

৫। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, এম.পি-এর সাথে সচিবালয়ে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ।

৬। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজিবুর রহমানের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করে জাতীয় বাজেট ২০১৫-১৬ বিষয়ে ঢাকা চেম্বারের প্রস্তাবনা তুলে ধরা হয়।

২০১৫ সালে ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত বৈঠক সমূহের বিবরণী

১। ডিসিসিআই'র বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত।

২। টিএফও-কানাডা'র এশিয়া অঞ্চলের প্রজেক্ট ম্যানেজার জাকিউল্লাহ মুন্সী-এর সাক্ষাৎ।

৩। ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন'র চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন-এর সাথে বাংলাদেশ শিশু কল্যান পরিষদের প্রতিনিধিবৃন্দের সাক্ষাৎ।

৪। ডিসিসিআই সমন্বয়কারী পরিচলক, আহ্বায়ক এবং সহ-আহ্বায়কবৃন্দের মতবিনিময় সভা।

৫। ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সাথে বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইন্সটিটিউট (বিএফটিআই) সিইও'র সাক্ষাৎ।

৬। প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যকার আলোচনা সভা।

৭। ডিসিসিআই এবং বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের মধ্যকার আলোচনা সভা।

৮। ডিসিসিআই মহাসচিব এবং ইউএপি'র প্রধান প্রফেসর শাহরিয়ার আলম খান-এর মধ্যকার আলোচনা সভা।

৯। মার্কেন্টাইল ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে মতবিনিময় সভা।

১০। ডিসিসিআই, ইটুকে প্রকল্প এবং প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের মধ্যকার আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত।

১১। বিভিন্ন ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীদের সাথে নতুন উদ্যোক্তা তৈরি প্রকল্প বিষয়ে মতবিনিময় সভা।

১২। ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যকার আলোচনা সভা।

১৩। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী এবং অস্ট্রেলিয়ার সুইনবার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদলের মধ্যকার আলোচনা সভা।

১৪। টুভ-সুড'র প্রতিনিধিদলের সাথে পরিচালনা পর্ষদের বাণিজ্য আলোচনা সভা।

১৫। ডিসিসিআই'র ইটুকে প্রকল্প বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধিদলের সাথে মতবিনিময় সভা।

DCCI Board of Directors called on:

1. Hon'ble Industries Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh Mr. Amir Hossain Amu, M.P at Ministry of Industries.
2. Chairman of National Board of Revenue, Government of Bangladesh Mr. Md. Nojibur Rahman at NBR.
3. Hon'ble Planning Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh Mr. A.H.M. Mustafa Kamal, FCA, M.P at Ministry of Planning.
4. Hon'ble Environment & Forests Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh Mr. Anwar Hussain Manju, M.P at Ministry of Environment & Forests.
5. Chairman of National Board of Revenue, Government of the People's Republic of Bangladesh Mr. Md. Nojibur Rahman at NBR to present budget recommendations.
6. Hon'ble Finance Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh Mr. Abul Maal Abdul Muhith, M.P. at Ministry of Finance.

During the year 2015 the following Meetings were held:

1. Extra-Ordinary General Meeting (EGM) held at DCCI Auditorium.
2. Meeting with Mr. Zakiullah (Zaki) Munshi, Project Manager, Asia, TFO-Canada at DCCI.
3. Between Mr. Alhaj Anwar Hossain Chairman of DCCI Foundation and representative from Bangladesh Shishu Kalyan Parishad at DCCI.
4. Coordination meeting of Coordinating Directors, Conveners and Co-Conveners of the Standing Committees at DCCI Auditorium.
5. Between President, DCCI and Mr. Ali Ahmed, Chief Executive Officer, Bangladesh Foreign Trade Institute (BFTI) at DCCI.
6. Between President, DCCI and representatives of Access to Information (a2i) Programme of Prime Minister's Office, Dhaka at DCCI auditorium.
7. Between DCCI and Bangladesh Tariff Commission at DCCI Board Room.
8. Between Secretary General, DCCI and Mr. Shahriyar Alam Khan, Prof. and Head of UAP at DCCI
9. Between Managing Director of Mercantile Bank and DCCI President at DCCI.
10. Between DCCI and Access to Information (A2i) Programme of Prime Minister's Office regarding E2K project at DCCI Gulshan Centre.
11. Between DCCI and Managing Directors of different Banks regarding E2K project at DCCI auditorium.
12. Between Mr. Humayun Rashid, Acting President, DCCI and Mr. Shakhawat, Project Officer of A2I programme at DCCI.
13. Between DCCI and representatives from Swinburne University of Technology Australia at DCCI.
14. Between DCCI and Representatives from TUV SUD.
15. Between DCCI and Bangladesh Bank regarding E2K project at DCCI Board Room.

বিদেশী ডেলিগেশনের সাথে আলোচনা অনুষ্ঠান

এ বছর ভারত, পাকিস্তান, চীন, তাইওয়ান, স্পেন, নেদারল্যান্ডস, কাতার, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশ থেকে আগত ব্যবসায়ী ও কুটনৈতিক প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এ আলোচনা সভা গুলোতে বিদেশী প্রতিনিধিবৃন্দ বাংলাদেশে বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সভার বিবরণী নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

১। স্পেনের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সাথে মতবিনিময় সভা।

২। ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদের সাথে স্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রদূত জিংমুন্ড বারটক-এর সাক্ষাৎ।

৩। ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদের সাথে লেসেথো'র রাষ্ট্রদূত বোথানা টিসিকোনা-এর সাক্ষাৎ।

৪। কাতারের যুবরাজ জনাব হামিদ ফাহাদ আল তানি-এর সাথে আলোচনা সভা।

৫। ওয়েল্‌স-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স থেকে আগত বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সাথে সাক্ষাৎ।

৬। হংকং ট্রেড ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল (এইচ কে টি ডি সি)-এর রিজিওন্যাল ডিরেক্টর জনাব ড্যানি চিউ-এর সাথে সাক্ষাৎ।

৭। তাইওয়ান ট্রেড সেন্টার'র পরিচালক জনাব ওডি ওয়াং-এর সাক্ষাৎ।

৮। নেদারল্যান্ড ট্রাষ্ট ফান্ড-থ্রি'র প্রজেক্ট ম্যানেজার মার্টিন ল্যাবে-এর সাক্ষাৎ।

৯। বাংলাদেশস্থ পাকিস্তান হাইকমিশনের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর মিসেস ফারাহ ফারুক-এর সাক্ষাৎ।

১০। জেট্রো বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি জনাব কাই কাওয়ানো-এর সাক্ষাৎ।

১১। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী-এর সাথে ইন্ডিয়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র জয়েন্ট ডিরেক্টর বোধিসত্ত্ব মুখার্জী-এর সাক্ষাৎ।

১২। চায়না ফরেন ট্রেড সেন্টার-এর ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিকেশন বিভাগের প্রতিনিধি মাইকেল ফেঞ্চ-এর সাক্ষাৎ।

১৩। ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ-এর সাথে চীনের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ।

১৪। ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাথে মুডি'স-এর প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ।

১৫। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাথে ওয়াইপিজিসিসি'র বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ।

১৬। পরিচালনা পর্ষদের সাথে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স'র সভাপতি অলক রয়-এর সাক্ষাৎ।

১৭। পরিচালনা পর্ষদের সাথে টিটিসি'র প্রতিনিধি ড্যানি ইয়াং-এর সাক্ষাৎ।

১৮। পরিচালনা পর্ষদের সাথে সিঙ্গাপুরে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মাহবুব উজ-জামান-এর সাক্ষাৎ।

১৯। পরিচালনা পর্ষদের সাথে ভারতের ন্যাশনাল স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ সেন্টার'র চেয়ারম্যান রবীন্দ্র নাথ-এর সাক্ষাৎ।

২০। পরিচালনা পর্ষদের সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ আফ্রিকার হাইকমিশনার জিউফ ডিউজ-এর সাক্ষাৎ।

২১। পরিচালনা পর্ষদের সাথে টিএফও-কানাডা'র এশিয়া অঞ্চলের প্রজেক্ট ম্যানেজার জাকির মুন্সী-এর সাক্ষাৎ।

২২। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী-এর সাথে সুইনবার্ন প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া-এর প্রতিনিধিবৃন্দের সাক্ষাৎ।

২৩। একাডেমি অফ চাইনীজ চেম্বার অফ ইন্ডাস্ট্রিজ-এর প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ।

২৪। পরিচালনা পর্ষদের সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত শ্রীলংকার রাষ্ট্রদূত ইয়াসোজা গুনাসেকারা এর সাক্ষাৎ।

Meeting with Foreign Delegations and Dignitaries

To promote trade and investment opportunities in Bangladesh, a series of important meetings were held with the Foreign delegations of India, Pakistan, China, Taiwan, Spain, Netherlands, Qatar, Singapore, South Africa, Canada, Belgium, Italy, Sweden, Jordan, Norway in the year 2015. In those meetings, diplomats, foreign business delegates and dignitaries have expressed their willingness to establish business networking and cooperation with DCCI and showed keen interest to extend their business cooperation and invest in Bangladesh. Some important meetings of these are mentioned below:

1. Spanish Delegation called on President, DCCI.
2. H.E. Mr. Zigmund Bertok, Ambassador of Slovakia called on Mr. Humayun Rashid, Acting President, DCCI at DCCI Business Lounge.
3. H.E. Mr. Bothana Tsikona, High Commissioner Designate from Lesotho to Bangladesh called on Mr. Humayun Rashid, Acting President, DCCI.
4. H. E Mr. Hamed Fahad Al Tani, Prince of Qatar called on President and Board of Directors, DCCI.
5. Delegation from Wales-Bangladesh Chamber of Commerce called on President and Board of Directors, DCCI.
6. Ms. Dannie Chiu, Regional Director, HKTDC called on President and Board of Directors, DCCI.
7. Mr. Woody Wang, Director, Taiwan Trade Centre called on President and Board of Directors, DCCI.
8. Mr. Martin Labbe, Project Manager, The Netherlands Trust Fund III (NTF III), ITC Bangladesh called on President, DCCI.
9. Ms. Farah Farooq, Commercial Counselor, High Commission of Pakistan to Bangladesh called on President, DCCI.
10. Mr. Kei Kawano, Representative of JETRO called on President, DCCI
11. Mr. Bodhisattwa Mukherjee, Joint Director, Indian Chamber of Commerce & Industry called on Mr. Md. Shoaib Chowdhury, Vice President, DCCI.
12. Mr. Michael Feng, China Foreign Trade Center, International Communication Department called on President, DCCI.
13. A Chinese business delegation called on Mr. Humayun Rashid, Acting President, DCCI.
14. Representatives from Moody's Investors Service and Bangladesh Bank had a meeting with the Board of Directors, DCCI.
15. Meeting with the business delegation from YPGCC. Mr. Humayun Rashid, Senior Vice President, DCCI, Mr. Md. Shoaib Choudhury, Vice President, DCCI were present in the meeting at Sakura Golden Rice Restaurant.
16. Dr. Alok Roy, President, Bengal Chamber of Commerce & Industry called on President, DCCI.
17. Mr. Danny Yang, newly appointed In-charge of TTC called on President, DCCI at DCCI.
18. Hon'ble High Commissioner of Bangladesh to Singapore Mr. Mahbub Uz Zaman called on Board of Directors, DCCI.
19. Mr. Robindra Nath, Chairman, National Small Industries Centre, India called on President, DCCI.
20. H.E Mr. Jeoff Doidge, High Commissioner of South Africa to Bangladesh called on President, DCCI at Hotel Sonargaon.
21. Mr. Zakiullah (Zaki) Munshi, Project Manager, Asia, TFO-Canada called on DCCI President.
22. Delegation form Swinburne University of Technology Melbourne, Australia called on Mr. Md. Shoaib Choudhury, Acting President, DCCI.
23. Meeting between DCCI and Academy of Commerce of Yunan Province, China.
24. Meeting with the High Commissioner of Sri Lanka H.E. Ms. Yasoja Gunasekera.

ডিসিসিআই সভাপতি হিসেবে বিভিন্ন সেমিনার, আলোচনা সভা ও ওয়ার্কশপে যোগদান

ঢাকা চেম্বারের সভাপতি হিসেবে এ বছর বিভিন্ন সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং আলোচনা সভায় যোগদানের কিছু বিবরণী নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

১। ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে জনাব হুমায়ুন রশীদ-এর এমসিসিআই আয়োজিত "বালি সম্মেলনঃ এলডিসি ভুক্ত দেশগুলোর জন্য রুলস অফ অরিজিন" বিষয়ক সেনিমারে যোগদান।

২। বাংলাদেশে আগত ওয়েলস-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স-এর প্রতিনিধিদলের সম্মানে বাংলাদেশস্থ যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস অয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান।

৩। বাংলাদেশে নিযুক্ত কানাডা'র রাষ্ট্রদূত বিনিয়োট-পিয়ারী লারামি-এর সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান।

৪। প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্প পরিচালক আনির চৌধুরী-এর সাথে সাক্ষাৎ।

৫। ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে জনাব হুমায়ুন রশীদ-এর এফবিসিসিআই আয়োজিত কাউন্সিল অফ চেম্বার প্রেডিডেন্টস-এর সভায় যোগদান।

৬। ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে জনাব হুমায়ুন রশীদ-এর এ্যামচেম আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজ সভায় যোগদান।

৭। এমসিসিআই আয়োজিত জাতীয় বাজেট ২০১৫-১৬ বিষয়ক টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারিত টকশোতে যোগদান।

৮। এফবিসিসিআই আয়োজিত ইফতার মাহফিলে যোগদান।

৯। আইএমএসএমই অফ ইন্ডিয়া-এর প্রতিনিধিদলের সাথে সাক্ষাৎ।

১০। বিয়াক কর্তৃক রুল অফ এডিআর বিষয়ক সেমিনার উপলক্ষ্যে আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজ সভায় যোগদান।

১১। ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে জনাব হুমায়ুন রশীদ-এর "টেকনিক্যাল ইনোভেশন ম্যানেজমেন্ট ফর কমিপিটিটিভ এ্যাডভানটেইজ" বিষয়ক ওয়ার্কশপে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান।

১২। ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী-এর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ডিসিসিআই'র ইটুকে প্রকল্প বিষয়ে যোগদান করে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন।

১৩। ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী-এর রাজউক চেয়ারম্যান'র সাথে সাক্ষাৎ।

১৪। ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী-এর দক্ষিণ কোরিয়ার বিদায়ী রাষ্ট্রদূতের সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান।

১৫। ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী-এর প্রাইভেট সেক্টর পার্টনারশিপ বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান।

১৬। ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে মোঃ শোয়েব চৌধুরী-এর "শিল্পায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের মধ্যম আয়ের দেশে পরিনত হওয়ার পথে সমস্যা ও সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনারে যোগদান।

১৭। ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী-এর বাংলাদেশ, ভূটান এবং নেপাল কান্ট্রি ম্যানেজার ক্যালি এফ ক্যালহোফার-এর বিদায়ী নৈশভোজ সভায় যোগদান।

১৮। ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী-এর এ্যামচেম আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজ সভায় যোগদান।

১৯। ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী-এর ভিয়েতনামের ৭০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান।

২০। ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী-এর বাংলাদেশে সিএসআর বিষয়ক রিপোর্ট প্রকাশ বিষয়ক মধ্যাহ্নভোজ সভায় যোগদান।

Meetings attended by the President, DCCI

1. Mr. Humayun Rashid, Acting President, DCCI attended the Seminar on Bali Decision on Preferential Rules of Origin for LDCs: Issues for Bangladesh at MCCI.
2. President, DCCI attended the Reception program in honor of visiting UK delegation from the Wales Bangladesh Chamber of Commerce.
3. President, DCCI attended the Reception Program in honor of High Commissioner of Canada His Excellency Mr. Benoit-Pieree Laramee at the Official Residence of High Commission of Canada.
4. Meeting between President, DCCI and Mr. Anir Chowdhury, Director, A2I programme of Prime Minister's Office at PMO.
5. Mr. Humayun Rashid, Acting President, DCCI attended the meeting of Council of Chamber Presidents at FBCCI.
6. Mr. Humayun Rashid, Acting President, DCCI attended luncheon meeting of AmCham at Pan Pacific Sonargaon Hotel.
7. President, DCCI attended Live TV Program "Dialogue on Budget 2015-2016" at MCCI.
8. President, DCCI attended the Iftar Party organized by FBCCI at Sonargaon Hotel.
9. President, DCCI met the delegation of I am SME of India at The Westin.
10. President, DCCI attended the Luncheon meeting on BIAC's role in the promotion of ADR at Pan Pacific Sonargaon Hotel.
11. Mr. Humayun Rashid, Acting President, DCCI attended the inauguration ceremony of Workshop on "Technological Innovation Management for Competitive Advantage at University of Asia Pacific as special guest.
12. Mr. Md. Shoaib Choudhury, Acting President, DCCI attended workshop on "Presentation & Evaluation of A2I Project" at Prime Minister's Office.
13. Mr. Md. Shoaib Choudhury, Acting President, DCCI met Chairman of RAJUK at RAJUK.
14. Mr. Md. Shoaib Choudhury, Acting President, DCCI attended farewell dinner for H. E. Mr. Lee Yun Young, Ambassador of the Republic of Korea.
15. Mr. Shoaib Choudhury, Acting President, DCCI attended Workshop on Private Sector Participation at La Vita, Lakeshore Hotel.
16. Mr. Md. Shoaib Choudhury, Acting President, DCCI attended a Discussion Meeting on "Challenges and Opportunities of Bangladesh to Become Middle Income Country through Industries at BCIC.
17. Mr. Md. Shoaib Choudhury, Acting President, DCCI attended a farewell reception to Mr. Kyle F. Kelhofer & welcome the new Country Manager of IFC for Bangladesh, Bhutan & Nepal.
18. Mr. Md. Shoaib Choudhury, Acting President, DCCI attended luncheon meeting arranged by AmCham.
19. Mr. Md. Shoaib Choudhury, Acting President, DCCI attended 70th Anniversary of the National Day of the Socialist Republic of Vietnam.
20. Mr. Md. Shoaib Choudhury, Acting President, DCCI attended Launching Ceremony of a Report on CSR in Bangladesh 2015 titled "Transforming into a value driven Society.

২১। ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে জনাব হুমায়ুন রশীদ-এর এফবিসিসিআই আয়োজিত দেশের স্থলবন্দর ও সমুদ্রবন্দর গুলোর অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ক সেমিনারে যোগদান।

২২। ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে জনাব হুমায়ুন রশীদ-এর বিএএসএফ'র ১৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান।

২৩। ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে জনাব হুমায়ুন রশীদ-এর এফবিসিসিআই সভাপতি এবং তুরস্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম আল্লামা সিদ্দীকি-এর সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান।

২৪। ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে জনাব হুমায়ুন রশীদ-এর কনফেডারেশন অফ বৃটিশ ইন্ডাস্ট্রি-এর প্রতিনিধিদলের সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান।

২৫। ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে জনাব হুমায়ুন রশীদ-এর বিয়াক'র ৪র্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এডিআর বিষয়ক সেমিনারে যোগদান।

২৬। ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে জনাব হুমায়ুন রশীদ-এর বিশ্বব্যাংক আয়োজিত নলেজ শেয়ারিং বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান।

২৭। ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে জনাব হুমায়ুন রশীদ পোল্যান্ড'র ডেপুটি মিনিস্টার অফ ট্রেজারি'র সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান।

২৮। ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে জনাব হুমায়ুন রশীদ-এর "বিজনেস সাসটেইনেবেলিটিঃ ক্রিয়েটিং শেয়ার ভ্যালু" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান।

২৯। বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট কনফারেন্স-এ যোগদান।

ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ কর্তৃক বিভিন্ন সেমিনার, আলোচনা সভা ও ওয়ার্কশপে যোগদান

১। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী-এর এ্যামচেম আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজ সভায় যোগদান।

২। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী-এর বিনিয়োগ বোর্ড আয়োজিত "বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নীতিমালাসমূহ সমন্বয় সাধন" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান।

৩। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ-এর অ্যাকশন এইড আয়োজিত "জনগণের মতামত ও চিন্তার উন্নয়ন" বিষয়ক ডায়লগে যোগদান।

৪। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ-এর "কোরিয়ার উন্নয়ন অভিজ্ঞতাঃ বাংলাদেশের পথনির্দেশনা" বিষয়ক ডায়লগে যোগদান।

৫। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী-এর "শারীরিক প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ" শীর্ষক ওয়ার্কশপে যোগদান।

৬। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী-এর বিআইবিএম আয়োজিত "আইএমএসএমই অফ বাংলাদেশ" শীর্ষক পরামর্শক সভায় যোগদান।

৭। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী-এর বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্ণর মহোদয়কে এশিয়ার শ্রেষ্ঠ ব্যাংকার হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় ঢাকা চেম্বারের পক্ষ হতে অভিনন্দন জ্ঞাপন।

৮। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী-এর শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত "ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এ্যাওয়ার্ড" বিষয়ক সভায় যোগদান।

৯। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী-এর বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে যোগদান।

১০। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ-এর ডিআইটিএফ-২০১৫ এর মূল্যায়ন সভায় যোগদান।

21. Mr. Humayun Rashid, Acting President, DCCI attended Seminar on 'Development of Land Ports and Land Customs Stations for Trade Facilitation' at FBCCI.
22. Mr. Humayun Rashid, Acting President, DCCI attended a Dinner meeting to celebrate 150 year of BASF at Sonargaon Hotel.
23. Mr. Humayun Rashid, Acting President, DCCI attended a dinner in honor of FBCCI President and Mr. M. Allama Siddiki, Bangladesh Ambassador-designate to the Republic of Turkey.
24. Mr. Humayun Rashid, Acting President, DCCI attended a dinner with Confederation of British Industry (CBI).
25. Mr. Humayun Rashid, Acting President, DCCI attended Seminar on 'ADR' marking the 4th Anniversary of BIAC at Pan Pacific Sonargaon Hotel.
26. Mr. Humayun Rashid, Acting President, DCCI attended a meeting on 'Knowledge Sharing and Discussion Session' at World Bank.
27. Mr. Humayun Rashid, Acting President, DCCI attended Dinner Reception in honor of the dignitaries of Deputy Minister of Treasury of the Republic of Poland.
28. Mr. Humayun Rashid, Acting President, DCCI attended Seminar on 'Business Sustainability-perspective on creating shared Value' at Westin Hotel.
29. President, DCCI attended Bangladesh Investment Conference 2015 at The Westin.

Meeting attended by Members of the Board of Directors, DCCI

1. Mr. Md. Shoaib Choudhury, Vice President, DCCI attended the 'Luncheon Meeting' arranged by AmCham at Pan Pacific Sonargaon Hotel.
2. Mr. Md. Shoaib Choudhury, Vice President, DCCI attended the BOI Seminar on "Harmonization of Economic Policies in Bangladesh" at BIAM
3. Mr. Humayun Rashid, Senior Vice President, DCCI attended the Dialogue on 'Development People's Option and Space' as Panel Speaker organized by Actionaid at Chayanot.
4. Mr. Humayun Rashid, Senior Vice President, DCCI attended the dialogue on 'Korean Development Experience: Lessons for Bangladesh' at the Westin.
5. Mr. Md. Shoaib Choudhury, Vice President, DCCI attended the workshop on "Employment Opportunities for the Persons with Disabilities" at LGED.
6. Mr. Md. Shoaib Choudhury, Vice President, DCCI attended the consultation meeting on developing "Iam SME of Bangladesh' organized by BIBM.
7. Mr. Md. Shoaib Choudhury, Vice President, DCCI and Mr. Muktar Hossain Choudhury, Director, DCCI attended the programme to felicitate Governor of Bangladesh Bank.
8. Mr. Muktar Hossain Choudhury, Director, DCCI attended the 2nd meeting on "National Productivity and Quality Excellence Award" at Ministry of Industries.
9. Mr. Muktar Hossain Choudhury, Director, DCCI attended the Press Conference of Bangladesh Tourism Board.
10. Mr. Humayun Rashid, Senior Vice President, DCCI attended the meeting on 'Evaluation Committee for DITF-2015'.

১১। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ-এর “কোম্পানী এ্যাক্ট-এর মাধ্যমে বাংলাদেশে ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ তৈরি” বিষয়ক সভায় যোগদান।

১২। ডিসিসিআই পরিচালক খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ-এর “স্কিল অ্যান্ড লোন ফেয়ার” বিষয়ক সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান।

১৩। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী-এর আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আয়োজিত “কর্মক্ষেত্রে দূর্ঘটনার ইন্স্যুরেন্স” বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান।

১৪। ডিসিসিআই পরিচালক খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির-এর বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত “আঞ্চলিক যোগাযোগ” বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

১৫। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ-এর কনফেডারেশন অফ এশিয়া-প্যাসিফিক চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত আলোচনা সভায় যোগদান।

১৬। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী-এর ১২তম ঢাকা আন্তর্জাতিক টেক্সটাইল এবং গার্মেন্টস মেশিন প্রদর্শনীতে যোগদান।

১৭। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ-এর “বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যবসায় অর্থায়ন”-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান।

১৮। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী এবং পরিচালক মোক্তার হোসেন চৌধুরী-এর ২০তম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে যোগদান।

১৯। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী এবং পরিচালক মোক্তার হোসেন চৌধুরী-এর ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৫-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে যোগদান।

২০। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী-এর বাংলাদেশে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কুটনৈতিক এবং উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিদের মধ্যকার সমন্বয় সভায় যোগদান।

২১। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী-এর এসএমই ফাউন্ডেশন আয়োজিত “জাতীয় শিল্প নীতিমালা” বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান।

২২। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী-এর এগ্রো প্রডাক্টস বিজনেস প্রোমোশন কাউন্সিল-এর ৫ম নির্বাহী কমিটির সভায় যোগদান।

২৩। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান-এর ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন-এর দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ৪র্থ সভায় যোগদান।

২৪। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী-এর বিনিয়োগ বোর্ড আয়োজিত যুক্তরাজ্যে রোড-শো আয়োজনের লক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান।

২৫। ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের ফিলিপাইন-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান।

২৬। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী-এর ডিবিআই আয়োজিত নতুন ছাত্র/ছাত্রীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে যোগদান।

২৭। ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম-এর “ভ্যালু এ্যাডেড ট্যাক্স এবং সাপ্লিমেন্টারি এ্যাক্ট-২০১২”-এর বাস্তবায়ন বিষয়ক সেমিনারে যোগদান।

২৮। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী-এর “ভ্যালু এ্যাডেড ট্যাক্স এবং সাপ্লিমেন্টারি এ্যাক্ট-২০১২” -এর বাস্তবায়ন বিষয়ক সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান।

11. Mr. Humayun Rashid, Senior Vice president, DCCI attended the High Level Round Table Discussion on "Enabling Business Environment in Bangladesh through the Companies Act" at the Westin.
12. K. Atique-E-Rabbani, FCA, Director, DCCI attended Seminar on "Skills and Loan Fair" as Special Guest at Institution of Diploma Engineers, Bangladesh.
13. Mr. Md. Shoaib Choudhury, Vice President, DCCI attended the Stakeholder's Workshop on "Employees' Insurance Program" organized by ILO at Spectra Convention Centre.
14. Khandakar Abdul Muktadir, Director, DCCI attended the meeting regarding 'Regional Connectivity' at Ministry of Commerce.
15. Mr. Humayun Rashid, Senior Vice President, DCCI attended the Discussion meeting organized by Confederation of Asia-Pacific Chambers of Commerce & Industry (CACCI) at the Pan Pacific Sonargaon Hotel.
16. Mr. Md. Shoaib Choudhury, Vice President, DCCI attended at the Inaugural Ceremony of 12th Dhaka International Textile and Garment Machinery Exhibition at BICC.
17. Mr. Humayun Rashid, Senior Vice President, DCCI attended the Launching Program on Business Finance for the Poor in Bangladesh (BFP-B) at The Westin, Dhaka.
18. Mr. Md. Shoaib Choudhury, Vice President, DCCI and Mr. Muktar Hossain Chowdhury, Director, DCCI attended the Closing Ceremony of 20th DITF-2015.
19. Mr. Md. Shoaib Choudhury, Vice President, DCCI and Director Mr. Muktar Hossain Chowdhury, Director, DCCI attended the Closing Ceremony of Digital World 2015 at BICC.
20. Mr. Md. Shoaib Choudhury, Vice President, DCCI attended the briefing session with the distinguished Diplomats and development partners at the Pan Pacific Sonargaon Hotel.
21. Mr. Md. Shoaib Choudhury, Vice President, DCCI attended the Discussion Meeting on 'National Industrial Policy' at SME Foundation.
22. Mr. Md. Shoaib Choudhury, Vice President, DCCI attended the 5th Executive Committee Meeting (EC) of Agro Products Business Promotion Council (APBPC) at Business Promotion Council.
23. Mr. A.K.D. Khair Mohammad Khan, Director, DCCI attended the 4th meeting of Dhaka North City Corporation Disaster Management Committee at Dhaka North City Corporation.
24. Mr. Muktar Hossain Chowdhury, Director, DCCI attended the Preparatory Meeting to organize 'Road Show' in United Kingdom organized by Board of Investment at BOI.
25. Board of Directors, DCCI attended the Launching Ceremony of the Bangladesh Philippines Chamber of Commerce and Industry (BPCCI) and the National Seminar on "Doing Business with Philippines: Challenges and Opportunities" at DCCI auditorium.
26. Mr. Md. Shoaib Choudhury, Vice President, DCCI attended the 'Fresher's Reception Program' of DBI college.
27. Alhaj Abdus Salam, Director DCCI attended the seminar on "Implementation of Value Added Tax and Supplementary Duty Act-2012"
28. Mr. Md. Shoaib Choudhury, Vice President, DCCI attended as Special Guest at the Seminar on "Value Added Tax and Supplementary Duty Act, 2012".

২৯। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী-এর ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স সিরিজ-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান।

৩০। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী-এর বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০১৫ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান।

৩১। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ-এর সিপিডি আয়োজিত “সাবসিডি ম্যানেজমেন্ট ইন বাংলাদেশ” বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান।

৩২। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ন রশীদ-এর বাংলাদেশী উদ্যোক্তাদের বিদেশে বিনিয়োগ বিষয়ক মতিবিনিময় সভায় যোগদান।

৩৩। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী-এর এমসিসিআই আয়োজিত বাণিজ্য বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মেডিয়েশন বিষয়ক সেমিনারে যোগদান।

৩৪। ডিসিসিআই জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, পরিচালক খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ-এর ডিজিটাল ইনভেস্টমেন্ট সামিট-২০১৫ বিষয়ক অনুষ্ঠানে যোগদান।

৩৫। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী-এর কান্ট্রি ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান বিষয়ক পরামর্শক সভায় যোগদান।

৩৬। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ “সোশাল মার্কেন্টিং অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং ফর ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন” বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান।

৩৭। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী-এর “চ্যালেঞ্জস অফ প্রাইজ স্টেবিলিটি, গ্রোথ অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট ইন বাংলাদেশঃ রুল অফ বাংলাদেশ ব্যাংক” বিষয়ক সেমিনারে যোগদান।

৩৮। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ওসমান গনি-এর বিএসটিআই আয়োজিত মুদ্রণ বিষয়ক উপ-কমিটির সভায় যোগদান।

৩৯। ডিসিসিআই পরিচালক খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ-এর শিল্প মন্ত্রণালয় অধিভুক্ত প্যাটেন্ট ডিজাইন অধিদপ্তর আয়োজিত আলোচনা সভায় যোগদান।

৪০। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী “ভ্যালু এ্যাডেড ট্যাক্স এবং সাপ্লিমেন্টারি এ্যাক্ট-২০১২”-এর বাস্তবায়ন বিষয়ক সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান।

৪১। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী-এর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত “বাংলাদেশ অ্যান্ড ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট (এফটিএ) ওয়ে ফরওয়ার্ড” বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা সভায় যোগদান।

৪২। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ-এর ইপিবি’তে অনুষ্ঠিত ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ বিষয়ক সভায় যোগদান।

৪৩। ডিসিসিআই পরিচালক খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির-এর বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত সাফটা বিষয়ক চূড়ান্ত প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান।

৪৪। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী-এর বিনিয়োগ বোর্ড আয়োজিত “প্রবৃদ্ধি অর্জনে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের ভূমিকা” বিষয়ক সেমিনারে যোগদান।

৪৫। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী-এর পরিকল্পনা কমিশন আয়োজিত সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান।

29. Mr. Humayun Rashid, Senior Vice President, DCCI and Mr. Md. Shoaib Choudhury, Vice President, DCCI attended the opening ceremony of World Conference Series-2015 at Pan Pacific Sonargaon Hotel.
30. Mr. Md. Shoaib Choudhury, Vice President, DCCI attended the program to celebrate the World Intellectual Property Day-2015 at CIRDAP.
31. Mr. Humayun Rashid, Senior Vice President, DCCI attended the Dialogue on "Subsidy Management in Bangladesh: Efficiency and Equity Issues" organized by CPD at Lake Shore Hotel.
32. Mr. Humayun Rashid, Senior Vice President, DCCI attended the Stakeholders' meeting on Overseas Investment by Bangladeshi Entrepreneurs at The Daily Star auditorium.
33. Mr. Md. Shoaib Choudhury, Vice President, DCCI attended the Seminar on "Mediation for Settlement of Commercial Disputes & Recovery of Overdue Bank Loans" at MCCI.
34. Mr. Md. Shoaib Choudhury, Vice President, DCCI and K. Atique-E-Rabbani, Director, DCCI attended the Digital Investment Summit-2015 at the Radisson Blu Hotel.
35. Mr. Md. Shoaib Choudhury, Vice President, DCCI attended the Country Investment Plan (CIP)-EFCC Consultation Workshop at Pan Pacific Sonargaon Hotel.
36. Mr. Humayun Rashid, Senior Vice President, DCCI attended the workshop on "Social Marketing and Networking for National Productivity Organizations (NPOs)" at Pan Pacific Sonargaon Hotel.
37. Mr. Md. Shoaib Choudhury, Vice President, DCCI attended the Seminar on "Challenges of Price Stability, Growth and Employment in Bangladesh: Role of Bangladesh Bank" at Bangladesh Bank.
38. Mr. Osman Gani, Director, DCCI attended the sub-committee meeting on "Ink and Allied Products" organized by Bangladesh Standards and Testing Institute (BSTI) at BSTI.
39. K. Atique-E-Rabbani, FCA, Director, DCCI attended the meeting at Prime Minister's Office to discuss the issue for running the Department of Copy Right Office & Patent, Design & Trademarks under the Ministry of Industries.
40. Mr. Muktar Hossain Choudhury, Director, DCCI attended the Seminar as Special Guest on "Implementation of Value Added Tax and Supplementary Duty Act-2012" at Grand Prince Hotel.
41. Mr. Md. Shoaib Choudhury, Vice President, DCCI attended at the Round Table Discussion on "Bangladesh and Free Trade Agreement (FTA) way Forward " at Ministry of Foreign Affairs.
42. Mr. S Rumi Saifullah, Director, DCCI attended the preparatory meeting to visit Latin America (Brazil, Chile & Argentina) at EPB.
43. Khandakar Abdul Muktadir, Director, DCCI represented DCCI at the final preparatory meeting to attend the SAFTA/SATIS meeting at Ministry of Commerce.
44. Mr. Md. Shoaib Choudhury, Vice President, DCCI attended the Seminar on 'FDI and another Major Determinant of GDP: A Research Analysis' at BOI.
45. Mr. Md. Shoaib Choudhury, Vice President, DCCI, attended the meeting on ' 7th Five Year Plan (2016-2020)' at the Planning Commission.

৪৬। ডিসিসিআই পরিচালক খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির-এর বিএসটিআই এবং ফুড টেকনোলোজি অ্যান্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল -এর মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি চূড়ান্তকরণ বিষয়ক সভায় যোগদান।

৪৭। ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম-এর "জেলা ভিত্তিক প্রটেকশন অফ কনজুমার রাইটস অ্যাক্ট-২০০৯" চূড়ান্তকরণ বিষয়ক সভায় যোগদান।

৪৮। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ-এর জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর বিরূপ প্রভাবজনিত ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ বিষয়ক সেমিনারে যোগদান।

৪৯। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি হুমায়ুন রশীদ, সহ-সভাপতি মোঃ শোয়েব চৌধুরী-এর ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি এক্সিলেন্স এ্যাওয়ার্ড-২০১৩ প্রদান অনুষ্ঠানে যোগদান।

৫০। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী-এর নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিট সম্মেলন ২০১৫ তে যোগদান।

৫১। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী-এর ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট'র নির্বাহী কমিটির সভায় যোগদান।

৫২। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী-এর নতুন কাস্টমস আইন এবং সংশ্লিষ্ট খাতে এর প্রয়োগ শীর্ষক জাতীয় ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান।

৫৩। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি হুমায়ুন রশীদ-এর ইউএসএআইডি'র সভায় যোগদান।

৫৪। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী-এর বিএবি আয়োজিত "যাকাত এবং ওয়াকফ" বিষয়ক সভায় যোগদান।

৫৫। ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম-এর এফবিসিসিআই আয়োজিত ট্রেড লাইসেন্স ফি বৃদ্ধি ও উদ্বেগ বিষয়ক মত বিনিময় সভায় যোগদান।

৫৬। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী-এর বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ডব্লিউটিও ট্রেড ফেসিলিটেশন বিষয়ক সভায় যোগদান।

৫৭। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী-এর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতিসংঘের শান্তি মিশনে সহায়তা প্রদান বিষয়ক সভায় যোগদান।

৫৮। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী-এর সুইডেনে বাংলাদেশী পণ্য রপ্তানি সম্প্রসারণ বিষয়ক সভায় যোগদান।

৫৯। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী এবং পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী-এর বেসরকারি বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত "বৌদ্ধ ধর্ম স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলোতে পর্যটন শিল্পের বিকাশ" বিষয়ক সেমিনারের প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান।

46. Khandakar Abdul Muktadir, Director, DCCI attended inter-ministerial meeting to finalize the draft MoU between BSTI and Department of Food Technology and Quality Control (DFTQC) of Nepal at Ministry of Industries.

47. Alhaj Abdus Salam, Director, DCCI attended the seminar on 'Finalize the draft District Protection of Consumer Rights Act-2009' at CIRDAP.

48. Mr. Humayun Rashid, Senior Vice President, DCCI attended the Seminar on High Level Multilouge on Loss and Damages from Climate Change at long Beach Suites Dhaka.

49. Mr. Humayun Rashid, Senior Vice President, DCCI and Mr. Md. Shoaib Choudhury, Vice President, DCCI attended the National Productivity Quality Excellency Award 2013 at Hotel Purbani.

50. Mr. Md. Shoaib Choudhury, Vice President, DCCI represented DCCI at Women Entrepreneur Development Unit Conference-2015 at Bangladesh Bank Training Academy.

51. Mr. Md. Shoaib Choudhury, Vice President, DCCI attended the meeting of Executive Committee on National Council of Industrial Development (ECNCID) at Ministry of Industries.

52. Mr. Md. Shoaib Choudhury, Vice President, DCCI attended the Inauguration Ceremony of National Workshop on New Customs Act and Respective Best Practices at Pan Pacific Sonargaon Hotel.

53. Mr. Humayun Rashid, Senior Vice President, DCCI attended a meeting of USAID at US Embassy.

54. Mr. Md. Shoaib Choudhury, Vice President, DCCI represented DCCI at the preparatory meeting regarding the 10th WIFE Forum, Kuala Lumpur and Roundtable discussion on "Zakat and Awqaf" at the office of BAB.

55. Alhaj Abdus Salam, Director, DCCI attended the discussion meeting on 'Increased Trade License Fee' at FBCCI

56. Mr. Muktar Hossain Chowdhury, Director, DCCI attended the workshop to finalize the report on Bangladesh's Alignment to the WTO Trade Facilitation Agreement at Pan Pacific Sonargaon Hotel.

57. Mr. Md. Shoaib Choudhury, Vice President, DCCI attended the meeting on Public Challenges of Providing Support to Peace Mission with Mr. Atul Khare, Under Secretary-General (USG) for the UN Department of Field Support at Ministry of Foreign Affairs.

58. Mr. Md. Shoaib Choudhury, Vice President, DCCI attended the Seminar on "Exporting to Sweden" at Six Season Hotel.

59. Mr. Md. Shoaib Choudhury, Vice President, DCCI and Mr. Muktar Hossain Chowdhury attended the preparatory meeting of Ministry of Civil Aviation ahead of Buddhist heritage pilgrimage summit.

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর (এম ও ইউ)

ব্যবসায়ী সমাজ তথা দেশের উন্নয়নের স্বার্থে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চেম্বার ও প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিবছর সমঝোতা স্মারক (এম ও ইউ) স্বাক্ষর করে থাকে। গত বছর চেম্বারের দায়িত্বভার গ্রহণের পরপরই বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থার সাথে ইতোমধ্যে ডিসিসিআই এর স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকসমূহ পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করি। এর ফলে ঐ সকল দেশসমূহের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরো দৃঢ় হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ বছর আরো ৬টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। নিচে এ সকল এমওইউ'র তালিকা উপস্থাপন করা হলোঃ

১। ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভস, ইনকরপোরেট (ডিএআই), ইউএসএআইডি এবং ঢাকা চেম্বার এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।

২। টুভ-সুড বাংলাদেশ প্রাইভেট লিমিটেড এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।

৩। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং কম্পিউটার জগৎ-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।

৪। এসএমই উদ্যোক্তাদের বাজার সম্প্রসারণের জন্য ডিসিসিআই এবং টিএফও-কানাডার মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।

৫। ডিসিসিআই এবং এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।

৬। ঢাকা চেম্বার এবং একাডেমি অফ কমার্স অফ ইউনান প্রভিন্স-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।

সংবাদ সম্মেলন

১। ডিসিসিআই নবনির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদের পরিচিতিমূলক সংবাদ সম্মেলন।

২। "বিরাজমান রাজনৈতিক অস্থিরতাজনিত অর্থনৈতিক অচলাবস্থা" বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন।

৩। "ডুইং বিজনেস ২০১৬" শীর্ষক প্রতিবেদনে ব্যবসা পরিচালনায় বাংলাদেশের অবস্থানের বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন।

ডিসিসিআই বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের বিদেশ গমন

২০১৫ সালে ডিসিসিআই বেশ কিছু বাণিজ্যিক দলের বিদেশ সফরে নেতৃত্ব দিয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্যে প্রতিনিধি দলের তালিকা নিম্নে দেয়া হলোঃ

১। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী-এর জার্মানীর বার্লিনে অনুষ্ঠিত "আইটিবি বার্লিন-২০১৫"-তে যোগদান এবং জার্মানীতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস পরিদর্শন।

২। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী-এর সুইডেনে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস পরিদর্শন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়নের আলোচনা সভায় যোগদান।

৩। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী-এর কোপেনহেগেন অনুষ্ঠিত বাইক ফেয়ার-এ যোগদান।

৪। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী-এর জার্মানীতে অনুষ্ঠিত "সিবিট হ্যানওভার ২০১৫" তে যোগদান।

৫। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী-এর এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর জন্য এনহান্সমেন্ট ইনটিগ্রেটেড ফ্রেমওয়ার্ক বিষয়ক কনফারেন্সে যোগদান করেন এবং ডব্লিউটিও কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ।

৬। ডিসিসিআই পরিচালক খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ ব্যাংককে অনুষ্ঠিত "টেকসই উন্নয়নঃ নতুন নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পার্টনারশিপ" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান।

৭। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ এবং পরিচালক খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ-এর ইটালীর টরিনোতে অনুষ্ঠিত ৯ম ওয়ার্ল্ড চেম্বার্স কংগ্রেস-এ যোগদান।

৮। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ-এর নেতৃত্বে ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল চায়না'র কুনমিং-এ অনুষ্ঠিত ১০ম চায়না-সাউথ এশিয়া বিজনেস ফোরামে যোগদান।

Signing of Memorandum of Understanding (MOU)

DCCI signs MoUs with various national and international organizations including Chambers, Public & Private Trade Promotion Organizations for sharing collaboration in order to benefitting the business and economy as a whole. DCCI signed 6 MOUs in 2015 with different national and international organizations. The list of singed MoUs during 2015 are as follows:

1. Development Alternatives, Incorporated (DAI), USAID
2. TUV SUD Bangladesh Pvt. Ltd
3. Computer Jagat
4. TFO Canada for SME Market access
5. DCCI and Asia Pacific Universities, Bangladesh.
6. DCCI and Academy of Commerce of Yunan Provence, China.

Press Conference

1. 'Meet the Press' of the newly elected Board of Directors, DCCI
2. DCCI Press Conference on the volatile political situation of the Country and its Impact on the Economy held at DCCI auditorium.
3. Press Conference on 'Ease of Doing Business Report 2016 by World Bank'.

DCCI Trade Delegation to Abroad

In 2015 several business delegations from DCCI visited abroad. Some of the important delegations are mentioned below:

1. Mr. Muktar Hossain Chowdhury, Director, DCCI attended the International Tourism Fair "ITB Berlin-2015" in Berlin, Germany, the largest tourism fair in world where Bangladesh achieved "Diamond Award" in TVC Category. He also visited Bangladesh Embassy in Berlin, Germany.
2. Mr. Muktar Hossain Chowdhury, Director, DCCI visited Bangladesh Embassy in Stockholm, Sweden and discussed about trade related issues.
3. Mr. Muktar Hossain Chowdhury, Director, DCCI visited the Bike Fair in Copenhagen.
4. Mr. Muktar Hossain Chowdhury, Director, DCCI attended the "CeBIT Hannover 2015" in Germany, the largest IT fair in the world.
5. Mr. Muktar Hossain Chowdhury, Director, DCCI attended the conference on Enhanced Integrated Framework (EIF) for LDC's and visited WTO headquarters to meet WTO officials.
6. K. Atique-E-Rabbani, FCA, Director DCCI attended the Seminar on "Towards Sustainable Development: Partnership for Innovation & Technological Capacity Building in the LDC's of Asia & the Pacific" at Bangkok.
7. President, DCCI and Mr. K. Atique-E-Rabbani, FCA, Director, DCCI attended the 9th World Chambers Congress at Torino, Italy.
8. A 9-Member DCCI Business Delegation led by Mr. Humayun Rashid, Senior Vice President, DCCI attended the 10th China South-Asia Business Forum in Kunming, China.

৯। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী, মহাসচিব এ এইচ এম রেজাউল কবির চীনের কুনমিং-এ অনুষ্ঠিত কোঅপারেশন কাউন্সিল অফ বিসিআইএম চেম্বারস-এর পরামর্শক সভায় যোগদান।

১০। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ইকোনোমিক ফোরামে যোগদান।

১১। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, পরিচালক জনাব সামির সাত্তার সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট-২০১৫-তে যোগদান।

১২। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর কাতারের দোহায় অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফোরাম-২০১৫ তে যোগদান।

১৩। ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব এম আবু হোরায়রাহ এবং জনাব হোসেন এ সিকদার-এর মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত ৩য় ক্ল্যাং ইউ ফ্রেন্ডশীপ সিটিজ ইন্টারন্যাশনাল কমুডিটিজ এক্সিবিশন-২০১৫ তে যোগদান।

জাতীয় নীতিমালা ও বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে ডিসিসিআই'র সুপারিশমালা

জাতীয় নীতি ও গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুতে বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি হিসেবে সরকারের নিকট গঠনমূলক মতামত/সুপারিশমালা প্রেরণ ডিসিসিআই এর কার্যক্রমের অন্যতম একটি অংশ। ডিসিসিআই জাতীয় বাজেট ২০১৫-২০১৬ তে অন্তর্ভূক্তির জন্য বেশ কিছু সুপারিশমালা এনবিআর এ প্রেরণ করে। এ ছাড়াও বেশ কিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ডিসিসিআই সুপারিশমালা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে প্রেরণ করেছে, যার তালিকা নিচে উপস্থাপন করা হলোঃ

১। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে ইস্তাম্বুল পরিকল্পনার উপর সুপারিশ প্রেরণ।

২। বাংলাদেশ এবং নেপাল-এর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে সুপারিশমালা প্রেরণ।

৩। বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড গভার্নেন্স কোর্সের উপর মতামত ও সুপারিশমালা প্রণয়ন।

৪। ডব্লিউটিও বালি কনফারেন্স-এর আলোকে প্রস্তুতকৃত প্রেফারেন্সসিয়াল রুলস অফ অরিজিন-এর উপর মতামত প্রেরণ।

৫। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০)'তে অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন খাতসমূহের উপর সুপারিশ প্রেরণ।

৬। আইএফসি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত "বাংলাদেশ এলাইনমেন্ট টু দি ডব্লিউটিও ট্রেড ফেসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট"-এর উপর মতামত প্রেরণ।

৭। ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা নিরসনে সুপারিশমালা প্রণয়ন।

৮। বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যকার দ্বি-পাক্ষিক ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়নকল্পে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা নিরসনে সুপারিশমালা প্রণয়ন।

৯ । ক্রস-বর্ডার পেপারলেস ট্রেড ফেসিলিটেশন বিষয়ে ইউএনএসকাপ ওয়ার্কিং গ্রুপ সভার উপর সুপারিশমালা প্রণয়ন।

১০। বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে উপস্থানের জন্য বিদেশী ক্রেতাদের তালিকা প্রস্তুত বিষয়ে মতামত প্রেরণ।

১১। বাংলাদেশ-ভারত জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের ৯ম সভার উপর মতামত প্রেরণ।

১২। শিল্পনীতি-২০১০ এর সংশোধনের উপর সুপারিশমালা প্রেরণ।

১৩। ইমপোর্ট পলিসি অর্ডার ২০১৫-১৮-এর উপর সুপারিশমালা প্রেরণ।

১৪। জাতীয় বাজেট ২০১৫-১৬-এর উপর এনবিআর-এ সুপারিশমালা প্রেরণ।

১৫। বাংলাদেশ জাতীয় কোয়ালিটি পলিসি-এর উপর সুপারিশমালা প্রেরণ।

9. Mr. Muktar Hossain Chowdhury, Director, DCCI and Mr. AHM Rezaul Kabir, Secretary General, DCCI attended the Consultative Meeting on Cooperation Council of BCIM Chambers in Kunming, China.
10. Mr. Humayun Rashid, Senior Vice President, DCCI attended the St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF)-2015 in Russia.
11. Mr. Humayun Rashid, Senior Vice President, DCCI and Mr. Sameer Sattar, Director, DCCI attended the Bangladesh Trade and Investment Summit-2015 in Singapore.
12. President, DCCI attended World Economic Development Forum in Qatar, Doha.
13. DCCI Former Vice Presidents Mr. M Abu Hurairah and Mr. Hossain A Sikder attended third Klang Yweu Friendship Cities International Commodities Exhibition 2015 in Malaysia.

DCCI's Reaction/Recommendations on several National Policies/Issues of business interest

DCCI predominantly advocated Government agencies including NBR in the form of remarks and suggestions on behalf of its constituencies to incorporate in national budget and national policies on contemporary business and macro-economic issues which are as follows:

1. Work plan on Istanbul to graduate Bangladesh into middle income country by 2020
2. Observation and recommendations in order to boost Bangladesh-Nepal bilateral trade
3. Opinion and suggestion on academic courses of Bangladesh Institute of Management and Governance (Former Civil Service College, Dhaka)
4. Opinion on Preferential Rules of Origin issued at Bali Conference, WTO
5. Observations on the Sectoral Consultation meeting of Seventh Five Year Plan (2016-2020)
6. Observations on the report titled 'Bangladesh Alignment to the WTO Trade Facilitation Agreement', prepared by IFC
7. Reform proposals for removing bottlenecks of business
8. Way forward in solving bilateral trade related bottlenecks between Bangladesh and India
9. UNESCAP Working Groups of the Interim Intergovernmental Steering Group on Cross-border Paperless Trade Facilitation
10. Sharing suggestions on the procedure of preparing buyer fit list/black list of foreign buyers as well as publishing and updating it in Bangladesh Bank's Website
11. Comments on '9th meeting of Bangladesh-India Joint Working Group on Trade'
12. Amendment of Industrial Policy -2010
13. Import Policy Order 2015-18
14. National Budget 2015-16
15. Observation on Bangladesh National Quality Policy (BNQP)

২০১৫ সালে প্রকাশনাসমূহ

ডিসিসিআই এ বছর বেশ কিছু প্রকাশনা বের করেছে। এগুলো হলোঃ

- Introducing DCCI-2015
- Tax Guide 2015-16
- DCCI Monthly Review
- Brochures for DCCI Trade Delegation to abroad
- Annual Report-2015
- ঢাকার বাণিজ্যিক ইতিহাস (ঢাকার চারশত বছরের ব্যবসা-বাণিজ্যের ইতিবৃত্ত)

স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যক্রম

ডিসিসিআই এর ২৪ টি স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রতিটিতে একজন করে পরিচালকের নেতৃত্বে সারা বছর কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ২০১৫ সালে স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলো প্রায় ৬৭ টি বৈঠক করে এবং এ সকল বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ গৃহীত হয়। স্ট্যান্ডিং কমিটির নতুন আহ্বায়ক ও সহ-আহ্বায়কদের অংশগ্রহণে একটি সমন্বয় সভা ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত হয়। স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোর বিশদ কার্যাবলী এ রিপোর্ট এর আলাদা এক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। কমিটিগুলোর সমন্বয়কারী পরিচালক, আহ্বায়ক এবং সহ-আহ্বায়কগণকে বছরব্যাপী তাঁদের অকৃত্রিম সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ডিসিসিআইতে এ বছর নয়টি (৯)টি বোর্ড সভা ও তিন (৩)টি জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে যাতে ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক বিষয় ছাড়াও ডিসিসিআইকে আরো কার্যকরভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে গৃহীত নীতি বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাগুলো ডিসিসিআই এর প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও সুশৃংখল কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করেছে।

সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম

২০১৫ সালে ডিসিসিআই নানাবিধ সামাজিক কল্যানমূলক কাজের সাথে জড়িত ছিল। এ বছর ডিসিসিআই'র সামাজিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দেশের উত্তারাঞ্চলের মানুষের শীতের কষ্ট লাঘবের লক্ষ্যে এবছর ডিসিসিআই নীলফামারি চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, দিনাজপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, কুড়িগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর প্রতিনিধিদের কাছে শীত বস্ত্র হস্তান্তর করে। এছাড়া ঢাকা ও এর আশেপাশের মানুষের শীতের কষ্ট লাঘবের জন্য ঢাকা সমিতি, ঢাকা শিল্পনগরী শিল্প মালিক বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ, মেসবাহউল উম্মা এবং ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন-এর প্রতিনিধিদের নিকটও শীত বস্ত্র হস্তান্তর করা হয়েছে।

ডিসিসিআই'র সদস্যপদ

ডিসিসিআই'র সম্মানিত সদস্যবৃন্দ আমাদানী, রপ্তানি, ম্যানুফেকচারিং, ব্যাংকিং, ইন্সুরেন্স, জাহাজ নির্মাণ, রিয়েল এস্টেট এবং এসএমই খাতের সাথে সম্পৃক্ত। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় নানাবিধ সীমাবদ্ধতা এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সত্ত্বেও ২০১৫ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত ৫১০ জন নতুন সদস্য নিবন্ধিত হয়েছেন, ১৬১ জন সদস্য তাদের সদস্যপদ পূনরুদ্ধার করেছেন এবং ২৫০৫ জন সদস্য তাদের সদস্যপদ নবায়ন করেছেন; যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এবছর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

ডিসিসিআই এর আর্থিক অবস্থার হিসাব

আমার বক্তৃতা শেষ করার আগে আমি ডিসিসিআই এর আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য দিকগুলো তুলে ধরতে চাই। এ বার্ষিক রিপোর্টে অন্তর্ভূক্ত অডিটরস রিপোর্ট হতে দেখা যায়, এ বছর চেম্বারের আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১২,৫১,৫০,২৪০ টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ১১,৯৬,৬৬,৬৪১ টাকা, অর্থ্যাৎ ২০১৫ সালে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৫৪,৮৩,৫৯৯ টাকা বা ৪.৫৮%। এ আয় মূলতঃ সদস্যদের চাঁদা, ভবন ভাড়া, সুদ এবং অন্যান্য উৎস থেকে অর্জিত হয়েছে। পক্ষান্তরে, ২০১৫ সালে মোট খরচ হয়েছে ৬,১৯,৩২,১৯৮ টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ৬,২১,১৪,৭৬০ টাকা, অর্থাৎ তুলনামূলক ভাবে খরচ কমেছে ১,৮২,৫৬২ টাকা বা ০.২৯%। অপ্রয়োজনীয় খাতে চেম্বারের ব্যয় কমানোর কারণে মোট খরচ কমেছে। ফলতঃ ২০১৫ সালে ব্যয়াতিরিক্ত আয় হয়েছে ৬,৩২,১৮,০৪২ টাকা, যা পূববর্তী বছরে ছিল ৫,৭৫,৫১,৮৮১ টাকা অর্থাৎ ব্যয়াতিরিক্ত আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৫৬,৬৬,১৬১ টাকা বা ৯.৮৫%।

Publications in the year 2015

DCCI brings out the following Publications in 2015.

1. Introducing DCCI-2015
2. Tax Guide 2015-16
3. DCCI Monthly Review
4. Brochures for DCCI Trade Delegation
5. Annual Report-2015
6. Bangla Version of Commercial History of Dhaka (400 years history of business of Dhaka)

Standing Committee activities and Board Meetings

Twenty four (24) different Standing Committees headed by a 'Coordinating Director' supported by Conveners, Co-Conveners worked throughout the year. In 2015, 67 meetings of these Standing Committees were recorded, where lot of suggestions and recommendations have been made. The detailed activities of the Standing Committees have been included in a separate chapter of this annual report. I would like to take the privilege to thank all Coordinating Directors, Conveners, Co-Conveners of all the Standing Committees for their whole–hearted cooperation and efforts throughout the year.

A total of nine (09) Board Meetings and three (03) emergency meetings of the Board of Directors held to discuss managerial & financial issues along with suggesting policy issues to run the Chamber efficiently. It also helped to take administrative decisions to streamline disciplinary activities of the Chamber.

Social Welfare Activities

During 2015, DCCI has carried out various CSR activities. As a part of its CSR activities, DCCI handed over blankets and warm cloths to the representatives of Nilphamari Chamber of Commerce and Industry, Dinajpur Chamber of Commerce and Industry, Kurigram Chamber of Commerce and Industry for cold wave-hit distressed people of North Bengal and Jamalpur District. DCCI has also distributed warm clothes to the Dhaka Samity, Dhaka Shilpo Nagori Shilpo Malik Bahomukhi Samobai Samity Ltd., Misbahul Ummah Trust and DCCI Foundation.

Membership Enrollment

DCCI has been supported by a large number of members engaged in business of export, import, manufacturing, banking, insurance, shipping, services, real estate and SMEs. In 2015, 510 new members were enrolled, 161 members revived their membership and 2505 members have renewed their membership during 2015 which shows a significant increase in membership of the Chamber.

DCCI Accounts

Before concluding my speech, I would like to highlight some salient features of the financial position of the Chamber. It appears from the Auditors' Report that the income of the Chamber of this year (2015) is Taka 12,51,50,240 as against Tk. 11,96,66,641 in the previous year (2014) leading to an increase of Tk. 54,83,599 i.e., 4.58 percent. The income has accrued from membership subscription, building rent, interest and other sources. On the other hand, total expenditure during the year 2015 stands at Tk. 6,19,32,198 as against Tk. 6,21,14,760 in the previous year (2014) resulting in a decrease of Tk. 1,82,562 i.e., 0.29 percent. Avoidance of unnecessary expenses has contributed to the overall decrease of expenses. Thus excess of income over expenditure during the year 2015 is Tk. 6,32,18,042 which was Tk. 5,75,51,881 in the previous year leading to an increase of Tk. 56,66,161 i.e., 9.85 percent.

চেম্বারের মোট তহবিল বা সঞ্চয় পূববর্তী বছরের ৪৩,২৯,২৪,৯৮১ টাকা থেকে ৬,১২,৩৩,৬২৫ টাকা অর্থাৎ ১৪.১৪% বৃদ্ধি পেয়ে এ বছরে ৪৯,৪১,৫৮,৬০৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ২০১৫ সালে চেম্বারের আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

দেশের একমাত্র আন্তর্জাতিক আইএসও সনদপ্রাপ্ত চেম্বার হিসেবে দেশে ও বিদেশে ঢাকা চেম্বার এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ও সর্বোপরি দেশের ব্যবসায়ী সমাজের জন্য উন্নত সেবার মান অক্ষুণ্ন রেখে চলেছে। এখন, দেশে ও বিদেশে ঢাকা চেম্বার বাংলাদেশের সবচেয়ে গতিশীল ও কর্মমূখর চেম্বার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আমি আশা করি ঢাকা চেম্বার ভবিষ্যতেও এর সদস্যদের ঐকান্তিক সহযোগিতায় এ সুনাম ধরে রাখতে সক্ষম হবে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

২০১৫ সাল আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ এ বছর আমরা সরকারি, বেসরকারি সংস্থাসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সাথে আরো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। তথাপি, ডিসিসিআই'র কর্মকাণ্ডে বেসরকারি খাতের উন্নয়নের দিকটিকে আমি সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে চেষ্টা করেছি।

আমি আমার পূর্বসূরীদের নিকট থেকে চেম্বারকে গতিশীল ও কার্যকর রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ পেয়েছি। আমার মেয়াদকালে অনেক অগ্রগতি সাধন করতে পেরেছি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধিদল প্রেরণের মাধ্যমে আমরা বিশ্ব আঙ্গিনায় ঢাকা চেম্বারের ইমেজকে সুদৃঢ় করতে পেরেছি।

আমি ডিসিসিআই সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই। তাঁরা নিজ নিজ স্থানে দায়িত্বশীলতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে ডিসিসিআই-এর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছেন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্য করেছেন। এবছর চেম্বার সচিবালয় থেকে আমি সর্বাত্মক সহযোগিতা পেয়েছি যার স্বীকৃতি দেয়া প্রয়োজন।

আমার বক্তব্য শেষ করার পূর্বে আমি ডিসিসিআই'র নবনির্বাচিত উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং পরিচালনা পর্ষদ কে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই, যারা ২০১৬ সালে চেম্বারের আরো সাফল্যের জন্য আমার সাথে অধিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন বলে আশা প্রকাশ করি। আমি আমার পূর্বসূরীগণকে আমার উপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। পাশাপাশি চেম্বারের উত্তরোত্তর উন্নয়নের প্রয়োজনে যে কোন ধরনের সহযোগিতা প্রদানে আবারো আমার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

আমি আপনাদের সকলকে ধৈর্য্যের সাথে আমার বক্তৃতা শোনার জন্য আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

আল্লাহ হাফেজ।

হোসেন খালেদ
সভাপতি, ডিসিসিআই।

ডিসেম্বর ১২, ২০১৫ইং।

The overall savings of the Chamber during the year in the form of cash at Bank, cash in hand and fixed deposits increased to Tk. 49,41,58,606 from Tk. 43,29,24,981 in the previous year reflecting an increase of Tk. 6,12,33,625 or 14.14 percent. It is evident from the above statistics that the financial condition of the Chamber has improved substantially in 2015.

Respected Members

As the first ISO Certified Chamber of the country, DCCI maintains its high quality of services dedicated to its esteemed members as well as business communities. Today, the Chamber has been recognized as one of the most pro-active and reputed trade organizations both in home and abroad. The Chamber would like to maintain the same standard in future which may not be possible without your whole-hearted support and cooperation.

Distinguished Members

This 2015 was eventful for DCCI because in this year DCCI has been able to maintain closer relationship between the government and the private sector as well as international organizations which is evident from increase in number of events organized by DCCI attended by Hon'ble Ministers and Secretaries, high officials and dignitaries as Chief guests and Special guests. We tried our best to accommodate and align DCCI activities for the wider interest of the private sector trade and business development.

I was inspired from my predecessors to keep Chamber's activities more vibrant and meaningful. During my tenure many successes have been achieved.

I also acknowledge with thanks the great efforts and sincerity of all officials of the Secretariat in performing their duties to uphold the image of the Chamber globally. I would like to congratulate them for their support.

I would like to congratulate the newly elected Senior Vice President, Vice President and Directors of DCCI who, I believe, will work hand in hand in 2016 to uphold and glorify the image of DCCI. I would like to express sincere gratitude to my predecessors for keeping faith in me. I can assure that my endeavours for the development of the chamber will be continued.

Before concluding, I would like to reiterate the **DCCI's maxim: the Best of Bangladesh is Business**. This is our motto to move further and to uphold this we would very much appreciate the cooperation from the all distinguished members of DCCI.

I thank you all once again for your patience hearing.

Allah Hafez

Hossain Khaled
President, DCCI

Date: 12 December, 2015.

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা বিগত ১০ ডিসেম্বর, ২০১৪ ইং (২৬ অগ্রহায়ণ, ১৪২১ বাংলা) বুধবার অপরাহ্ন ০৩ঃ০০ ঘটিকায়, ডিসিসিআই অডিটোরিয়াম (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা চেম্বার ভবন, ৬৫-৬৬ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ অনুষ্ঠিত হয়।

৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

ক্রঃ নং	**প্রতিনিধির নাম**		**প্রতিষ্ঠানের নাম**
১।	জনাব মোঃ রায়হান আলী খান	-	মেসার্স ক্রিয়েটিভ মার্কেটিং কোম্পানী
২।	ক্যাপ্ট (অবঃ) মোঃ নুরুল হক	-	মেসার্স শেল্টার কনস্ট্রাকশনস লিঃ
৩।	জনাব মোঃ রাফিজুল ইসলাম	-	মেসার্স রিলায়েন্স ওভারসীজ (প্রাঃ) লিঃ
৪।	জনাব নাসিরুদ্দিন এ ফেরদৌস	-	মেসার্স ধানমন্ডি ডেল অ্যান্ড কোম্পানী
৫।	জনাব সাধন চন্দ্র দাস	-	মেসার্স মিশু ট্রেডার্স
৬।	জনাব শাহজাহান সরকার	-	মেসার্স ইরেক্টর ইন্টারন্যাশনাল
৭।	জনাব শাহীন হোসেন	-	মেসার্স ট্রাম্প ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড
৮।	জনাব মোঃ আবুল কাসেম	-	মেসার্স কাবা ট্রেডিং কোং
৯।	জনাব এ এইচ এম জাকারিয়া	-	মেসার্স আজিজ পাইপস লিঃ
১০।	জনাব রমিজউদ্দিন ফকির	-	মেসার্স লাকী ট্রেডিং এজেন্সী
১১।	সৈয়দ হাবিবুর রহমান	-	মেসার্স ফয়সাল কন্ট্রাক্টিং করপোরেশন
১২।	জনাব মোঃ সেলিম	-	মেসার্স আনোয়ার গ্যালভানাইজিং লিঃ
১৩।	জনাব মোঃ নুরুজ্জামান	-	মেসার্স এ্যাথেনা'স ফার্নিচার অ্যান্ড হোম ডেকর
১৪।	জনাব হোসেন খালেদ	-	মেসার্স এ জি অটোমোবাইলস লিমিটেড
১৫।	আলহাজ্ব আব্দুস সালাম	-	মেসার্স হাজী আব্দুল হালিম এন্ড সন্স
১৬।	জনাব আসিফ ইব্রাহীম	-	মেসার্স নিউএইজ এ্যাপারেল্স লিমিটেড
১৭।	জনাব কে জি করিম	-	মেসার্স করিম অ্যান্ড সন্স
১৮।	জনাব এম আবু হোরায়রাহ	-	মেসার্স সালমান রেফ্রিজারেশন
১৯।	জনাব এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া	-	মেসার্স শ্যাডো ইন্টারন্যাশনাল
২০।	জনাব কামরুল হাসান শায়ক	-	মেসার্স পাঞ্জেরী পাবলিকেশনস লিঃ
২১।	আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন	-	মেসার্স আনোয়ার সিল্ক মিলস লিঃ
২২।	জনাব এ এস এম কাসেম	-	মেসার্স নিউএইজ ফ্যাশন ওয়্যার লিঃ
২৩।	জনাব আবসার করিম চৌধুরী	-	মেসার্স ফজল ওয়্যার এন্ড মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজ
২৪।	জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান	-	মেসার্স এস এস শিপিং এন্ড ট্রেডিং লিঃ
২৫।	জনাব দাতা মাগফুর	-	মেসার্স দাতা এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড
২৬।	জনাব মজিব উল্লাহ ভুঁইয়া	-	মেসার্স মডার্ন ডায়াগনষ্টিক সেন্টার
২৭।	জনাব এম জামালউদ্দিন	-	মেসার্স জামালুদ্দিন টেক্সটাইলস (প্রাঃ) লিঃ
২৮।	জনাব এম খায়রুল আলম	-	মেসার্স এ আর সার্ভিসেস
২৯।	জনাব সুলতান মজিদ	-	মেসার্স ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড
৩০।	জনাব মঈনুল হোসেন	-	মেসার্স এস এস শিপিং এন্ড চার্টারিং লিঃ

ক্রঃ নং	প্রতিনিধির নাম		প্রতিষ্ঠানের নাম
৩১।	জনাব মোঃ সাজ্জাদুর রহমান	-	মেসার্স আলিফ এন্টারপ্রাইজ
৩২।	জনাব আবুল কাসেম খান	-	মেসার্স ইনফোকম লিঃ
৩৩।	খন্দকার শহীদুল ইসলাম	-	মেসার্স মাহবুবা খন্দকার
৩৪।	জনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ	-	মেসার্স কল্ডওয়েল ডেভেলপমেন্ট লিঃ
৩৫।	জনাব রিজওয়ান-উর রহমান	-	মেসার্স ইটিবিএল সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ লিঃ
৩৬।	খন্দকার আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ	-	মেসার্স দি কম্পিউটারস লিমিটেড
৩৭।	জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী	-	মেসার্স ইউনি-গ্লোব ট্রাভেলস
৩৮।	জনাব কৃষ্ণধন সাহা	-	মেসার্স সুজন ট্রেডার্স
৩৯।	জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল	-	মেসার্স এড্‌ভান্স ট্রেডিং করপোরেশন
৪০।	জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান	-	মেসার্স এ-ওয়ান পলিমার লিমিটেড
৪১।	হাজী আলতাফ হোসেন	-	মেসার্স আনোয়ার ইস্পাত লিমিটেড
৪২।	ইঞ্জি. মোঃ শফিকুল আলম ভূঁইয়া	-	মেসার্স মনিকো লিমিটেড
৪৩।	ইঞ্জি. মোঃ আল আমিন	-	মেসার্স প্যারাডাইজ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কনস্ট্রাকশনস লিঃ
৪৪।	জনাব সাঈয়াদুল হাসান	-	মেসার্স বনানী মেডিকেল ষ্টোর
৪৫।	জনাব বাচ্চু খান	-	মেসার্স আলেয়া করপোরেশন
৪৬।	জনাব মোঃ রনি	-	মেসার্স জাওয়াদ ড্রাগ হাউজ
৪৭।	জনাব মোঃ শামীম ভুঁইয়া	-	মেসার্স হার্ট ইন্টারন্যাশনাল
৪৮।	জনাব মোঃ নুরুজ্জামান	-	মেসার্স দি বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৪৯।	জনাব আনদালিব ইসলাম	-	মেসার্স ট্রেডভিশন লিমিটেড
৫০।	জনাব মাহমুদ হাসান	-	মেসার্স হাসান ট্রেড ইমপেক্স
৫১।	জনাব মোঃ সাহিদ হোসেন	-	মেসার্স এস বি ডিস্ট্রিবিউশন লিঃ
৫২।	জনাব মিনয় আচার্য	-	মেসার্স টি. এম. এস. এস
৫৩।	জনাব বিনয় চন্দ্র নাথ ধর	-	মেসার্স চাঁদনী টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড
৫৪।	জনাব শেখ শাহেদ	-	মেসার্স এম আই সিমেন্ট ফ্যাক্টরী লিমিটেড
৫৫।	জনাব মোহাম্মদ দাউদ রাইয়াজ	-	মেসার্স মা নিটিং এন্ড ডাইং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
৫৬।	জনাব এস এম আরিফুল ইসলাম	-	মেসার্স শেখ ফ্যাশন
৫৭।	জনাব আলী আহমেদ ওয়াসেকপুরী	-	মেসার্স মক্কা ট্যুরস্ অ্যান্ড ট্রাভেলস্
৫৮।	খন্দকার নাজিম উদ্দিন	-	মেসার্স সিটিসান ওয়াচ কোম্পানী লিঃ
৫৯।	জনাব রফিকুল ইসলাম চৌধুরী	-	মেসার্স দেশ ট্রেডিং করপোরেশন
৬০।	জনাব মোঃ মাসুদ রানা	-	মেসার্স জি ইউ এন্টারপ্রাইজ
৬১।	জনাব মুহাম্মদ মামুনুর রশিদ	-	মেসার্স জারিফ ট্রেডিং
৬২।	মিসেস বার্থা গীতি বড়ুই	-	মেসার্স কোর - দি জুট ওয়ার্কস
৬৩।	জনাব মোঃ শরীফুল আলম	-	মেসার্স শরীফ এন্টারপ্রাইজ
৬৪।	জনাব আসিফ এ চৌধুরী	-	মেসার্স আলম ইন্টারন্যাশনাল টি. বি. (বিডি) লিঃ
৬৫।	জনাব মোহাম্মদ মহিউদ্দিন	-	মেসার্স ট্রাইস্টার বিল্ডার্স লিঃ
৬৬।	জনাব তপন কৃষ্ণ পোদ্দার	-	মেসার্স এলায়েন্স ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড
৬৭।	জনাব মোহাম্মদ ফজলুল মমিন	-	মেসার্স মমিন এন্টারপ্রাইজ
৬৮।	জনাব সৈয়দ তৌফিক আলী	-	মেসার্স নিতান

ক্রঃ নং	প্রতিনিধির নাম		প্রতিষ্ঠানের নাম
৬৯।	জনাব ফয়জুর রহমান	-	মেসার্স ইউনিক সার্ভে সার্ভিস ব্যুরো
৭০।	জনাব এস রুমী সাইফুল্লাহ	-	মেসার্স ভিনসেন্ট কমিউনিকেশন লিমিটেড
৭১।	জনাব এ কে এম শামসুদ্দিন	-	মেসার্স ওয়ারেস কর্পোরেশন লিমিটেড
৭২।	জনাব নাজির হোসেন	-	মেসার্স এন এইচ ইন্টারন্যাশনাল
৭৩।	জনাব এম মোশাররফ হোসেন	-	মেসার্স এডভান্স অফিস টেকনোলজি অ্যান্ড সার্ভিসেস
৭৪।	জনাব মোঃ নিয়ামত উল্লাহ মজুমদার	-	মেসার্স ইনোভা ইন্টারন্যাশনাল
৭৫।	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	-	মেসার্স চাঁদ অ্যান্ড সন্স
৭৬।	জনাব মোঃ মোনায়েম খান	-	মেসার্স রাজা এন্ড ব্রাদার্স
৭৭।	খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির	-	মেসার্স শাবাব ফেব্রিক্স লিঃ
৭৮।	জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী	-	মেসার্স জুট অ্যান্ড ব্যাগস এক্সপোর্ট কর্পোরেশন
৭৯।	জনাব রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ	-	মেসার্স আমান নিটিংস লিমিটেড
৮০।	জনাব মোঃ শামসুদ্দিন ঢালি	-	মেসার্স মারস্ ইন্টারন্যাশনাল
৮১।	ইঞ্জিনিয়ার মোঃ নুরুল হুদা	-	মেসার্স আইকন হাউজিং অ্যান্ড বিল্ডার্স লিঃ
৮২।	জনাব আব্দুল হক সেলিম	-	মেসার্স ট্রেডলাইন ইন্টারন্যাশনাল
৮৩।	মেজর (অবঃ) মোঃ ইমরান	-	মেসার্স ইমরান এন্টারপ্রাইজ
৮৪।	জনাব রাজিব বনিক	-	মেসার্স সানি ট্রেডিং এজেন্সি (প্রাঃ) লিঃ
৮৫।	ডঃ মোঃ জাকির হোসেন	-	মেসার্স ডেল্টা ফার্মা লিঃ
৮৬।	জনাব নান্না মিয়া	-	মেসার্স নিপা ইন্টারন্যাশনাল
৮৭।	জনাব এম এ হামিদ	-	মেসার্স দিগন্ত এডভারটাইজিং
৮৮।	আলহাজ্ব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক	-	মেসার্স এভিন্স গার্মেন্টস
৮৯।	মিসেস লিলি হক	-	মেসার্স চয়ন প্রকাশনী
৯০।	জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন	-	মেসার্স জেনারেল মটরস
৯১।	জনাব আবু বকর মোঃ সিদ্দিক	-	মেসার্স অল-টেক মেশিনারি
৯২।	জনাব শেখ এ শহিদ	-	মেসার্স লিডস্ করপোরেশন লিমিটেড
৯৩।	মিস্ শামসুন নাহার	-	মেসার্স আব্দুর রহমান
৯৪।	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন মণ্ডল	-	মেসার্স কোয়ালিটি ইন্টারন্যাশনাল (বিডি)
৯৫।	জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ	-	মেসার্স আহমদ খান অ্যান্ড কোং
৯৬।	জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান	-	মেসার্স খায়ের এন্টারপ্রাইজেস
৯৭।	জনাব হোসেন আকতার	-	মেসার্স আনোয়ার এক্সপোর্ট এন্ড ইমপোর্ট কোং
৯৮।	জনাব সালাহউদ্দিন আব্দুল্লাহ	-	মেসার্স রেমফ্রি অ্যান্ড সন লিমিটেড
৯৯।	জনাব ইমরান আহমেদ	-	মেসার্স নবাব অ্যান্ড সন্স
১০০।	জনাব মোঃ ইকরাম ঢালি	-	মেসার্স সীমা প্যাকেজিং অ্যান্ড এক্সেসরিজ
১০১।	জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী	-	মেসার্স এস এস ভিশন লিমিটেড
১০২।	জনাব মোঃ মজিবুর রহমান	-	মেসার্স নাসিম রিয়েল এস্টেট লিঃ
১০৩।	মেজর (অবঃ) মোঃ ইয়াদ আলী ফকির	-	মেসার্স ইয়াদ লিমিটেড
১০৪।	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	-	মেসার্স মেহমুদ ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিঃ

ক্রঃ নং	প্রতিনিধির নাম		প্রতিষ্ঠানের নাম
১০৫।	জনাব ওমর গনি	-	মেসার্স আনোয়ার সিমেন্ট শীট লিঃ
১০৬।	জনাব ওসামা তাসীর	-	মেসার্স ফোর উইংস লিঃ
১০৭।	জনাব হুমায়ুন রশীদ	-	মেসার্স এনার্জিপ্যাক পাওয়ার জেনারেশন লিমিটেড
১০৮।	জনাব এবিএম মুস্তাক হোসেন	-	মেসার্স ইউনিয়ন কেমিক্যালস
১০৯।	জনাব মাহাবুব আনাম	-	মেসার্স মাহাবুব অ্যান্ড এসোসিয়েটস
১১০।	জনাব মাহবুব আলম	-	মেসার্স এ ওয়ান ট্রেডিং কোং
১১১।	জনাব খায়ের উদ্দিন	-	মেসার্স আনোয়ার জুট স্পিনিং মিলস লিঃ
১১২।	জনাব মোঃ সাইফুল হুদা আনাহলী	-	মেসার্স ইস্টার্ন হাউজিং লিঃ
১১৩।	জনাব নৃপেন চন্দ্র সাহা	-	মেসার্স আনোয়ার ল্যান্ডমার্ক লিঃ
১১৪।	মিসেস সুরাইয়া আলম	-	মেসার্স সুরাইয়া ফ্যাশন
১১৫।	জনাব আনোয়ারুল ইসলাম	-	মেসার্স টি কে ইন্টারন্যাশনাল
১১৬।	জনাব মির্জা জহির আলী	-	মেসার্স পেগাসাস ইন্টারন্যাশনাল ট্রের্ডিং কোং
১১৭।	জনাব রাশেদ আলী	-	মেসার্স দয়াল এন্টারপ্রাইজ
১১৮।	জনাব সৈয়দ তাজুল বাশার তপু	-	মেসার্স কনসার্টেড সলিউশন
১১৯।	জনাব আব্দুর রহমান, এসিএস	-	মেসার্স প্রিমিয়ার লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স লিমিটেড
১২০।	জনাব জাফর ওসমান	-	মেসার্স ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড কানেক্শন (প্রাঃ) লিঃ
১২১।	জনাব শেখ মোঃ ওয়ালিউল ইসলাম	-	মেসার্স রুটস সোর্সিং ইন্টারন্যাশনাল লিঃ
১২২।	ইঞ্জি. শামসুজ্জোহা চৌধুরী	-	মেসার্স ইউনিক লিভিং লিঃ
১২৩।	জনাব এম আনওয়ারুল হক	-	মেসার্স টিপারা আয়রন এন্ড টিন ফ্যাক্টরী লিঃ
১২৪।	জনাব মোঃ কবির হোসেন	-	মেসার্স বে ফিস ইন্টারন্যাশনাল
১২৫।	জনাব মুস্তাফিজুর রহমান	-	মেসার্স মাল্টিলিংক রিসোর্সেস
১২৬।	জনাব কাজী জহুরুল ইসলাম	-	মেসার্স দি ধানসিঁড়ি (বিডি) লিমিটেড
১২৭।	জনাব জিয়াউর রহমান	-	মেসার্স ইউনিক হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টস লিঃ
১২৮।	জনাব রবিউল ইসলাম	-	মেসার্স ধানসিঁড়ি বিল্ডার্স লিমিটেড
১২৯।	জনাব মাহবুবুর রহমান	-	মেসার্স ইটিবিএল হোল্ডিংস লিমিটেড
১৩০।	জনাব মোঃ ইব্রাহিম	-	মেসার্স ইউনিক লন্ড্রি সার্ভিসেস
১৩১।	জনাব এ মান্নান	-	মেসার্স সাজিদ প্রোপার্টিজ লিঃ
১৩২।	জনাব মোঃ কামালউদ্দিন মালিক	-	মেসার্স ইম্পেরিয়াল প্লাষ্টিক ইন্ডাষ্ট্রিজ
১৩৩।	জনাব মোঃ রমজান আলী	-	মেসার্স হক প্লাস্টিক সেন্টার
১৩৪।	জনাব মোঃ খায়রুল বাশার	-	মেসার্স কমা ক্রিয়েশন
১৩৫।	জনাব আফতাব উল ইসলাম, এফসিএ	-	মেসার্স ইন্টারন্যাশনাল অফিস ইকুইপমেন্ট
১৩৬।	জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা	-	মেসার্স এস এস ট্রেড লিংক ইন্টারন্যাশনাল (প্রাঃ) লিঃ
১৩৭।	জনাব হুমায়ূন কবীর	-	মেসার্স হাই-কেয়ার কার্গো সার্ভিসেস
১৩৮।	জনাব নূর হোসেন	-	মেসার্স এঞ্জেল করপোরেশন
১৩৯।	জনাব মোহাঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ)	-	মেসার্স ইন-উইন এন্টারপ্রাইজ
১৪০।	জনাব ওয়াকার আহমদ চৌধুরী	-	মেসার্স র‍্যানকম ট্রেডিং (প্রাঃ) লিঃ

ক্রঃ নং	প্রতিনিধির নাম		প্রতিষ্ঠানের নাম
১৪১।	জনাব এম এস সেকিল চৌধুরী	-	মেসার্স টিসিবিএল গ্রুপ
১৪২।	জনাব মতিউর রহমান	-	মেসার্স উত্তরা মটরস্ লিমিটেড
১৪৩।	জনাব তাহসিন আমান	-	মেসার্স এরেনা এইচআরআই লিঃ
১৪৪।	সৈয়দ আলমাস কবীর	-	মেসার্স মেট্রোনেট বাংলাদেশ লিমিটেড
১৪৫।	জনাব মোঃ হাবিব উল্লাহ তুহিন	-	মেসার্স নাইস ট্রেড লাইনারস
১৪৬।	জনাব কে এম এন মন্জুরুল হক	-	মেসার্স ওয়াইড লিংক ইন্টারন্যাশনাল
১৪৭।	জনাব এ কে এম দেলোয়ার হোসেন	-	মেসার্স ক্রাউন মেলামাইন ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
১৪৮।	জনাব দীন মোহাম্মদ	-	মেসার্স দীন মোহাম্মদ
১৪৯।	জনাব এম এ রাজ্জাক	-	মেসার্স মুন এন্টারপ্রাইজ
১৫০।	প্রফেসর মোঃ আলী আশরাফ	-	মেসার্স চান্দিনা ফার্মল্যান্ড অ্যান্ড কোল্ড স্টোরেজ লিঃ
১৫১।	জনাব নেসার মাকসুদ খান	-	মেসার্স ম্যাক্স রিনিউয়্যাবল এ্যানার্জী কোং লিঃ
১৫২।	জনাব এম এইচ রহমান	-	মেসার্স আরেনকো ট্রেড লিমিটেড
১৫৩।	জনাব মোঃ সবুর খান	-	মেসার্স ডেফোডিল কম্পিউটারস্ লিঃ
১৫৪।	জনাব মোঃ আবুল কালাম	-	মেসার্স কালাম ষ্টোর
১৫৫।	হাজী মোঃ মিয়া হোসেন	-	মেসার্স এম এইচ এন্ড কোং
১৫৬।	জনাব সামির সাত্তার	-	মেসার্স সাত্তার অ্যান্ড কোং
১৫৭।	আলহাজ্ব আব্দুল আজিজ সরকার	-	মেসার্স আরি-আরা গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজ
১৫৮।	জনাব মোঃ হুমায়ূন কবীর	-	মেসার্স টেকান্টস টেকনোলজিস লিঃ

সভার শুরুতে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর সচিব জনাব এ এইচ এম রেজাউল কবির বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণকে স্বাগত জানান এবং চেম্বারের সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যগণকে মঞ্চে আসন গ্রহণের জন্য সবিনয়ে অনুরোধ জানান। সবার আসন গ্রহণের পর সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে চেম্বারের ইমাম জনাব হাফেজ ক্বারী মোঃ আব্দুস সাত্তার পবিত্র কালাম-ই-পাক থেকে তেলাওয়াত করেন। অতঃপর ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান এর সভাপতিত্বে ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যক্রম শুরু হয়। এ পর্যায়ে চেম্বারের সচিব ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ পাঠ করেন এবং সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সভাপতি মহোদয়ের অনুমতি প্রার্থনা করেন। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে তিনি গত এক বছরে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ যাঁরা ইন্তেকাল করেছেন তাঁদের মধ্যে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, বিশিষ্ট ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিন, জাতীয় অধ্যাপক ও বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ড. সালাহ্উদ্দিন আহমদ, ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মঞ্জুর উর রহমান (রাসকিন), প্রাক্তন পরিচালক আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খান, মোঃ ফজলুর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ মোশাররফ হোসেন এবং মামুন উর রহমান; ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি ও পরিচালক জনাব মোঃ সবুর খান এর বাবা আলহাজ্ব মোহাম্মদ ইউনুস খান, ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান এর বড় ভাই এ কে ডি নেওয়াজ মোহাম্মদ খান, ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা এর শ্বশুর এম এ রব, ডিসিসিআই সদস্য এবং বাংলাদেশ পারফিউম মার্চেন্ট এসোসিয়েশন এর সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ ফারুক, ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব আনোয়ার হোসেন মন্ডল এর মাতা বেগম শামসুন নাহার, বাংলাদেশ-থাই চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর পরিচালক এম এ তাহা, বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের সদস্য জগলুল আহমেদ চৌধুরী, বাংলাদেশের বরেণ্য চিত্র শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী এবং গাজায় ইসরাইলি হামলা, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বুলগেরিয়ায় আকস্মিক বন্যা ও শ্রীলংকার ভূমিধসে নিহত, বাংলাদেশে পিনাক-৬ জাহাজ ডুবে যাওয়া, নাটোরের বাস-ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত, তাইওয়ানের বিমান দূর্ঘটনায় নিহত, মধ্য ও দক্ষিণ ইউরোপে সাইক্লোন তামারার আঘাতে জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি, চীন, ইরান, তুরস্ক, গ্রীস, নিউজিল্যান্ড, থাইল্যান্ড এবং ক্যালিফোর্নিয়ায় ভূমিকম্পে নিহতদের জন্য শোক প্রকাশ করে বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। অতঃপর চেম্বারের ইমাম জনাব হাফেজ মোঃ আব্দুস সাত্তার মরহুম সকলের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে চেম্বারের সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

আলোচ্যসূচি-১ঃ গত ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫২তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ;

ঢাকা চেম্বারের সচিব মহোদয় বিগত ৫২তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সভায় উপস্থাপন করেন। কার্যবিবরণীর উপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে ৫২তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পঠিত বলে গণ্য করা হয়। জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন মন্ডল, স্বত্বাধিকারী, মেসার্স কোয়ালিটি ইন্টারন্যাশনাল (বিডি) উক্ত কার্যবিবরণী সদয় অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করেন এবং তা সমর্থন করেন জনাব এম এ হামিদ, স্বত্বাধিকারী, মেসার্স দিগন্ত এডভারটাইজিং। অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে ৫২তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়।

আলোচ্যসূচি-২ঃ ২০১৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন;

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান ২০১৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করেন এবং বার্ষিক প্রতিবেদনে উপস্থাপিত পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন পাঠ করেন। বক্তব্যের শুরুতে তিনি ঢাকা চেম্বারের স্বনামধন্য ব্যবসায়ী ব্যক্তিত্ব এবং দেশ-বিদেশের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ যারা বিগত বছর ইন্তেকাল করেন তাঁদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় ২০১৪ সালের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে ডিসিসিআই এর ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সভাপতি মহোদয় আরো বলেন, বিগত ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে বর্তমান সরকার পুনরায় ক্ষমতা গ্রহণ করে। উক্ত নির্বাচন ও সরকার গঠন নিয়ে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে টানাপোড়েনসহ আন্দোলন এবং দেশে একটি অরাজক অবস্থা বিরাজ করায় অর্থনীতির ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। তিনি বলেন, দেশে বিনিয়োগের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসতে আরো বেশ কিছুদিন সময়ের প্রয়োজন রয়েছে। বিরাজমান শঙ্কার ফলে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে এখনো স্থবিরতা কাজ করছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে সরকারের বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে গতিশীলতা ফিরে আসতে শুরু করেছে।

২০১৪ সালের শুরুর দিকে এমন একটি চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে তিনি ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। এ চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে ২০১৪ সালের পর্ষদ সর্বাঙ্গীণভাবে ডিসিসিআই-এর কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সচেষ্ট ছিলেন বলে তিনি জানান। গত এক বছরে চেম্বারের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা এবং তার উপর ভিত্তি করে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতি সেবার মানোন্নয়নের জন্য চেম্বারের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা রচনা ও কর্মকৌশল নির্ধারণ এবং একই সাথে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার বিষয়ে চেম্বার কিভাবে আরও বেশি অবদান রাখতে পারে সে ব্যাপারে আলোচনার জন্য সকলের সমবেত হওয়াকে তিনি স্বাগত জানান।

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেও বাংলাদেশের অর্থনীতি গতিশীলভাবে সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে, যেখানে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬%। ২০১৪ সালে মাথাপিছু আয় ছিল ১১৯০ মার্কিন ডলার, যা ২০১০ সালে ছিল ৮৪৩ মার্কিন ডলার। প্রতিনিয়ত রপ্তানি বৃদ্ধি এবং প্রবাসী শ্রমিকদের রেমিট্যান্স পাঠানোর উচ্চ হারের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি বৈশ্বিক মন্দা সত্ত্বেও একটি সুদৃঢ় অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে ২০০০ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ যেখানে ছিল মাত্র ১.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার তা দশ গুণ বেড়ে ২০১৪ সালে ২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে। এছাড়া, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, ম্যাক্রো ইকোনোমিক স্ট্যাবিলিটি, সভরেন ক্রেডিট রেটিং-এর স্থিতিশীলতার ফলে আমাদের অর্থনীতি বৈদেশিক মন্দাভাব মোকাবেলা করতে পেরেছে। আর এক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে গৃহীত এমডিজি লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সাফল্য দেখিয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান বিপুল জনগোষ্ঠীর বাস্তবতা, উদ্যমী তরুণ জনগোষ্ঠী, সামাজিক দায়বদ্ধতা বিষয়ে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি, টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনার কৌশল নির্ধারণের ফলে অতিদ্রুত সময়ে দারিদ্র্য বিমোচনের সম্ভাবনার দ্বার খুলে যাচ্ছে। বাংলাদেশ বর্তমানে ২০৩০ সালের মধ্যে আপার মিডল ইনকাম কান্ট্রি গ্রুপ জিএনআই-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৫০ সালের মধ্যে ডেভেলপড এ্যাডভান্সড ইকোনোমি স্ট্যাটাস অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করছে।

তিনি আরো উল্লেখ করেন, ঢাকা চেম্বার ইতোপূর্বে ''ভিশন-২০২১'', ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস কনফারেন্স (আইবিসি), ''এসএমই ফাইন্যান্সিং ফেয়ার", "বাংলাদেশ ২০৩০ঃ স্ট্র্যাটেজি ফর গ্রোথ" এবং "পজিশনিং বাংলাদেশঃ ব্র্যান্ডিং ফর বিজনেস" শীর্ষক কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ইভেন্ট সফলভাবে আয়োজন করে দেশের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন আনয়নে সরকারি ও বেসরকারি নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় ডিসিসিআই ২দিন ব্যাপী "DCCI Entrepreneurship and Innovation Expo" এর আয়োজন করে।

ডিসিসিআই এর কিছু উল্লেখযোগ্য প্রকল্প সভাপতি মহোদয় সভায় তুলে ধরেনঃ

- সেন্টার ফর প্রমোশন অব ইমপোর্ট ফ্রম ডেভেলপিং কান্ট্রিজ (সিবিআই) এবং ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি)-এর সহায়তায় "দি নেদারল্যান্ডস ট্রাষ্ট ফান্ড থ্রি (এনটিএফ থ্রি) বাংলাদেশ" প্রকল্পটি ডিসিসিআই ও বেসিস যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে।
- ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি) এবং ডিসিসিআই যৌথভাবে "এশিয়ার এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর আঞ্চলিক বাণিজ্যে দক্ষতা উন্নয়ন" প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় ডিসিসিআই কর্তৃক সারা দেশে "২০০০ নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি (ইটুকে)" শীর্ষক প্রকল্পটি বর্তমানে চলমান রয়েছে।
- জাপানের ইকোনোমি, ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমইটিআই) মন্ত্রণালয়ের আওতায় দি ওভারসীজ হিউম্যান রিসোর্সেস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (এইচআইডিএ) এবং জাপান এক্সটার্নাল ট্রেড অর্গানাইজেশন (জেট্রো) যৌথভাবে ২০১৪ অর্থবছরে "দি এমইটিআই গ্লোবাল ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম" চালু করেছে, যার আওতায় ডিসিসিআই-তে একজন জাপানী নাগরিক তার ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম সম্পাদন করছে।
- ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই)-এর কার্যক্রম ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই) মডুলার লার্নিং সিস্টেম ইন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট (এমএলএস-এসসিএম)(পি)- কোর্সের কার্যক্রম এবং পরীক্ষা সফলতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডিবিআই কর্তৃক ১২টি স্বল্পমেয়াদী ট্রেনিং কোর্স এবং ডিবিআই নলেজ সেন্টার কর্তৃক ২০টি দিনব্যাপী ট্রেনিং কোর্স ও ওয়ার্কশপ পরিচালনা করা হয়। ডিবিআই বিবিএ কলেজ কর্তৃক ১ম, ২য় ও ৩য় ব্যাচে যথাক্রমে ১৫ জন, ৩৩ জন এবং ৫৪ জন শিক্ষার্থীর ক্লাস চালু রয়েছে।

বিদেশ বাণিজ্য সফরের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

১. ডিসিসিআই'র সভাপতি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফর সঙ্গী হয়ে জাপান সফরে ঐ দেশের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে মত বিনিময় করেন।

২. এছাড়াও তিনি ডিসিসিআই'র সভাপতি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফর সঙ্গী হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬৯তম সভায় যোগদান করেন।

জাতীয় নীতিমালা ও বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে ডিসিসিআই'র সুপারিশমালাঃ

জাতীয় নীতি ও গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুতে বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি হিসেবে সরকারের নিকট গঠনমূলক মতামত/সুপারিশমালা প্রেরণ ডিসিসিআই-এর কার্যক্রমের অন্যতম একটি অংশ। ডিসিসিআই জাতীয় বাজেট ২০১৪-২০১৫ তে অন্তর্ভূক্তির জন্য বেশ কিছু সুপারিশমালা এনবিআর-এ প্রেরণ করেছে। এছাড়াও ডিসিসিআই প্রায় ২৫টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অ্যাক্ট, নীতি, এফটিএ, পিটিএ, বাণিজ্য চুক্তি, ওয়ার্কপ্ল্যান ইত্যাদি বিষয়ে এর সুপারিশমালা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

২০১৪ সালে প্রকাশনা সমূহঃ

ডিসিসিআই'র গবেষণা শাখার সহযোগিতায় জনসংযোগ শাখা এ বছর বেশ কিছু প্রকাশনা বের করেছে। এগুলো হলোঃ Introducing DCCI-2014, Tax Guide 2014-15, DCCI Monthly Review, Souvenir on DCCI Entrepreneurship and Innovation Expo, Brochures for DCCI Trade Delegation to abroad, Annual Report-2014.

স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং বোর্ডের কার্যক্রমঃ

ডিসিসিআই-এর ২৩ টি স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রতিটি একজন করে পরিচালকের নেতৃত্বে সারা বছর কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ২০১৪ সালে স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলো প্রায় ৬৫ টি বৈঠক করে এবং এ সকল বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ গৃহীত হয়। এছাড়া স্ট্যান্ডিং কমিটির নতুন আহ্বায়ক ও সহ-আহ্বায়কদের অংশগ্রহণে একটি সমন্বয় সভা ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত হয়। স্ট্যান্ডিং

কমিটিগুলোর বিশদ কার্যাবলী এ রিপোর্ট এর আলাদা একটি অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। কমিটিগুলোর সমন্বয়কারী পরিচালক, আহ্বায়ক এবং সহ-আহ্বায়কগণকে বছরব্যাপী তাদের অকৃত্রিম সহযোগিতার জন্য তিনি সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। ডিসিসিআইতে এ বছর দশটি (১০) টি বোর্ড সভা ও তিন (৩) টি জরুরী বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে যাতে ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক বিষয় ছাড়াও ডিসিসিআইকে আরো কার্যকরভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে গৃহীত নীতি বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাগুলো ডিসিসিআই এর প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও সুশৃংখল কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করেছে।

সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম

২০১৪ সালে ডিসিসিআই নানাবিধ সামাজিক কল্যাণমূলক কাজের সাথে জড়িত ছিল। এ বছর ডিসিসিআই'র সামাজিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দেশের মানুষের শীতের কষ্ট লাঘবের লক্ষ্যে উত্তারাঞ্চলের বিভিন্ন চেম্বারের প্রতিনিধিদের কাছে শীত বস্ত্র হস্তান্তর করে। এছাড়া ঢাকা ও এর আশেপাশের মানুষের শীত কষ্ট লাঘবের জন্য ঢাকা মহানগর সমিতি এবং আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম এর প্রতিনিধিদের নিকটও শীতবস্ত্র হস্তান্তর করা হয়েছে। তাছাড়া, পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষ্যে ডিসিসিআই-তে দোয়া ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। ঢাকা চেম্বারের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ছাড়াও দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ উক্ত দোয়া ও ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই'র সদস্যপদ

ডিসিসিআই'র সম্মানিত সদস্যবৃন্দ আমদানি, রপ্তানি, ম্যানুফেকচারিং, ব্যাংকিং, ইন্সুরেন্স, জাহাজ নির্মাণ, রিয়েল এস্টেট এবং এসএমই খাতের সাথে সম্পৃক্ত। ২০১৪ সালে ৪০০ জন নতুন সদস্য নিবন্ধিত হয়েছেন, ১৩০ জন সদস্য তাদের সদস্যপদ পূনরুজ্জীবিত করেছেন এবং ২৪১১ জন সদস্য তাদের সদস্যপদ নবায়ন করেছেন।

ডিসিসিআই এর আর্থিক অবস্থার হিসাব

ডিসিসিআই বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্ত নিরীক্ষা রিপোর্ট হতে দেখা যায়, এ বছর চেম্বারের আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১,৯৬,৬৬,৬৪১ টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ১০,৬৭,৮৫,৯১৭ টাকা, অর্থ্যাৎ ২০১৪ সালে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১,২৮,৮০,৭২৪ টাকা বা ১২.০৬%। এ আয় মূলতঃ সদস্যদের চাঁদা, ভবন ভাড়া, এফডিআর এর সুদ এবং অন্যান্য উৎস থেকে অর্জিত হয়েছে। চেম্বারের মোট তহবিল বা সঞ্চয় পূববর্তী বছরের ৩৭,১১,৪৮,৫৮০ টাকা থেকে ৬,১৭,৭৬,৪০১ টাকা অর্থাৎ ১৬.৬৪% বৃদ্ধি পেয়ে এ বছরে ৪৩,২৯,২৪,৯৮১ টাকায় দাঁড়িয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ২০১৪ সালে চেম্বারের আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে।

পরিশেষে তিনি বলেন, ডিসিসিআই'র সভাপতি হিসেবে আজ তার শেষ কার্যদিবস। তবে ডিসিসিআই এর কার্যক্রমের সাথে তার সম্পৃক্ততা ও সহযোগিতা সব সময় অব্যাহত থাকবে এবং বেসরকারি খাতের উন্নয়নের জন্য তিনি সবসময় সচেষ্ট থাকবেন বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তাঁর মেয়াদে ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়নে যতটুকু অবদান রাখতে পেরেছেন, সে কৃতিত্ব তিনি সকলকে দেন। ডিসিসিআই সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ নিজ নিজ স্থানে দায়িত্বশীলতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে ডিসিসিআই এর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছেন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্য করছেন বলে তিনি মন্তব্য করেন। বক্তব্য শেষ করার পূর্বে তিনি ডিসিসিআই'র নবনির্বাচিত সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং পরিচালনা পর্ষদ-কে আন্তরিক অভিনন্দন জানান এবং ২০১৫ সালে চেম্বারের সাফল্যের জন্য তারা আরো বেশি সচেষ্ট থাকবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পরিশেষে বিদায়ী সভাপতি হিসেবে তিনি তার পূর্বসূরীগণ এবং উত্তরসূরীগণকে ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি চেম্বারের উত্তরোত্তর উন্নয়নের প্রয়োজনে যেকোন সময় যেকোন ধরণের সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ধৈর্য্য সহকারে তার বক্তব্য শোনার জন্য তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

সভাপতি মহোদয় কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করার পর চেম্বারের সচিব তা সদয় অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। এ পর্যায়ে জনাব দাতা মাগফুর, মেসার্স দাতা এন্টারপ্রাইজ বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করেন এবং মিসেস সামসুন নাহার, মেসার্স আবদুর রহমান তা সমর্থন করেন। অতঃপর সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ২০১৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন গৃহীত ও অনুমোদিত হয়।

বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদন হওয়ার পর সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে শুভেচ্ছা বক্তব্য উপস্থাপন করেন সর্বজনাব এম জামাল উদ্দিন, মেসার্স জামাল উদ্দিন টেক্সটাইলস মিলস্ লিঃ; অধ্যাপক আলী আশরাফ, ডিসিসিআই এর প্রাক্তন পরিচালক এবং প্রাক্তন ডেপুটি স্পীকার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ; নাসির উদ্দিন এ ফেরদৌস এবং আনোয়ার হোসেন মন্ডল প্রমূখ। আলোচনায় যে বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয় তা হচ্ছে সেগুলো হলো- ২০১৪ সালের পর্ষদের কার্যক্রমের প্রশংসা করা হয় এবং ২০১৫ সালের পর্ষদ আরো গতিশীল এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণ কার্যক্রম অধিক হারে পরিচালনা করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আলোচ্যসূচি-৩ঃ ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন (Audit Report) অনুমোদন;

সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সচিব মহোদয় ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদন বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার পর জনাব মেজর (অবঃ) মোঃ ইয়াদ আলী ফকির; মেসার্স ইয়াদ লিমিটেড-এর প্রস্তাবে এবং জনাব মাহবুব আনাম; মেসার্স মাহাবুব অ্যান্ড এসোসিয়েটস-এর সমর্থনে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন বার্ষিক সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচি-৪ঃ ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সালের পরিচালক এবং ২০১৫ সালের জন্য সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা;

সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সচিব মহোদয় নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব সালাহ্উদ্দিন আব্দুল্লাহ-কে মঞ্চে আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। আসন গ্রহণের পর সভাপতি মহোদয়ের অনুরোধে নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় ২০১৫, ২০১৬ এবং ২০১৭ সালের জন্য পরিচালক হিসেবে জেনারেল শ্রেণী থেকে সর্বজনাব ওসমান গনি; আসিফ এ. চৌধুরী; খন্দকার আবদুল মুক্তাদির; খন্দকার আতিক-ই-রাব্বানি, এফসিএ এবং এসোসিয়েট শ্রেণী থেকে সর্বজনাব হোসেন খালেদ ও হোসেন আকতার নির্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষণা করেন। এর পর নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় ২০১৫ সালের জন্য সভাপতি পদে জনাব হোসেন খালেদ; উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি পদে জনাব হুমায়ুন রশীদ এবং সহ-সভাপতি পদে জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী নির্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষণা করেন। উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণ করতালির মাধ্যমে নবনির্বাচিত পর্ষদ সদস্যবৃন্দ এবং সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতিকে অভিনন্দন জানান।

নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব সালাহ্উদ্দিন আব্দুল্লাহ নির্বাচন বিধিমালা ও নির্বাচন তফসিল অনুযায়ী স্বচ্ছ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় আন্তরিক সহযোগিতার জন্য নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন আপীল বোর্ডের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এবং চেম্বারের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের একনিষ্ঠ ও নিরলস দায়িত্ব পালনের জন্য সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বিধি মোতাবেক নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন আপীল বোর্ডের বিলুপ্তি ঘোষণা করেন। সভাপতি মহোদয় নির্বাচন বোর্ড এবং নির্বাচন আপীল বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। এ পর্যায়ে সচিব মহোদয় নব-নির্বাচিত সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং পরিচালকবৃন্দকে মঞ্চে আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।

আলোচ্যসূচি-৫ঃ ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের জন্য নিরীক্ষক (Auditor) নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ;

সচিব মহোদয় ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ বিষয়ে মেসার্স এ. কাসেম এন্ড কোং, মেসার্স এম. এম. রহমান অ্যান্ড কোং এবং মেসার্স আকতার আমির অ্যান্ড কোং থেকে তিনটি আবেদন পত্র প্রাপ্তির বিষয়টি উল্লেখ করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন, মেসার্স এ কাসেম এন্ড কোং বিগত আট বছর যাবৎ ঢাকা চেম্বারের নিরীক্ষক হিসেবে সন্তোষজনকভাবে কাজ করছে। বিস্তারিত আলোচনার পরে এ কাসেম অ্যান্ড কোং-কে নিরীক্ষা ফি ৬৫,০০০/- টাকা এবং ১৫% ভ্যাট ৯,৭৫০/- টাকাসহ মোট ৭৪,৭৫০/- টাকা পারিশ্রমিক ধার্য করে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগের জন্য প্রস্তাব করেন জনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ, মেসার্স কল্ডওয়েল ডেভেলপমেন্ট লিঃ এবং জনাব মোঃ ইকরাম ঢালী, মেসার্স সীমা প্যাকেজিং অ্যান্ড এক্সেসরিজ এ প্রস্তাব সমর্থন করেন। অতঃপর সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এ পর্যায়ে বিদায়ী সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান এর অনুরোধে নব-নির্বাচিত সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যের শুরুতে তিনি ২০১৫ সালের নির্বাচন সফলভাবে সম্পন্ন করায় নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন আপীল বোর্ডসহ সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সদ্য বিদায়ী সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খানকে তাঁর কার্যক্রমের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর অসম্পন্ন কাজগুলো বাস্তবায়ন করার চেষ্টা অব্যাহত রাখবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

নব-নির্বাচিত সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বলেন, তৃতীয়বারের মতো ঢাকা চেম্বারের দায়িত্ব গ্রহণ মানে হলো দায়িত্ব ও কর্তব্য বহুগুণে বেড়ে যাওয়া। তিনি ডিসিসিআইকে বিশ্বের মধ্যে একটি অন্যতম চেম্বার হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য কাজ করে যাবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, একজন ব্যবসায়ী হিসেবে ঢাকা চেম্বারের দায়িত্ব পাওয়ার পর তার আর চাওয়া পাওয়ার কিছুই থাকে না। এই মহান প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার সাথে সাথে তিনি গর্ব করে বলেন, ঢাকা চেম্বারের সব ধরনের কর্মকাণ্ডে সম্মানিত সদস্যবৃন্দসহ প্রাক্তন সভাপতি মহোদয়গণও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত থাকেন, ফলে সাফল্য সহজলভ্য হয়। তিনি আরো বলেন, প্রত্যেক সভাপতি মহোদয় ওপেন ডোর পলিসি গ্রহণ করেন, এজন্য তিনি সম্মানিত সদস্যবৃন্দের সমস্যাগুলো চেম্বারে উপস্থাপন করার জন্য আহবান জানান, যার মাধ্যমে এসব সমস্যাগুলো সুপারিশ আকারে সরকারের নিকট তুলে ধরা সম্ভব হবে।

তিনি আরো বলেন, প্রতি ৩ মাস অন্তর পরিচালক, আহ্বায়ক, সহ-আহ্বায়ক এবং সম্মানিত সদস্যবৃন্দদের নিয়ে তিনি মতবিনিময় সভার আয়োজন করবেন এবং সমস্যাসমূহ সমাধানে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করবেন। প্রত্যেক সভা সেমিনার শুরু করার পূর্বেই যদি সমস্যাসমূহ, প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ ডিসিসিআইতে অগ্রিম পাঠানো হয়, তবে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়। এ কাজ বাস্তবায়নে প্রত্যেককে ই-মেইল ব্যবহারের জন্য তিনি অনুরোধ করেন এবং এভাবে অটোমেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহজ হবে বলে নবনির্বাচিত সভাপতি মহোদয় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, দেশের অন্যতম প্রাচীন ও কার্যকর বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে ডিসিসিআই দীর্ঘ পাঁচ দশকেরও বেশী সময় ধরে সুনাম ও অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে। দেশের আর্থ সামাজিক অগ্রযাত্রায় ঢাকা চেম্বারের ভূমিকা সর্বজন স্বীকৃত। এ ধারাবাহিকতা সাবলীল রাখতে তিনি সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন।

পরিশেষে সদ্য বিদায়ী সভাপতি মহোদয় চেম্বারের সার্বিক উন্নতি কামনা করে ও ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে সকলকে আপ্যায়নে আমন্ত্রণ জানান এবং ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(এএইচএম রেজাউল কবির)
সচিব

(মোহাম্মদ শাহজাহান খান)
সভাপতি

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর বিশেষ সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর আর্টিকেলস্ অফ এসোসিয়েশন-এর ৩২ ধারা মতে বিগত ৩১ জানুয়ারি, ২০১৫ ইং (১৮ মাঘ, ১৪২১ বাংলা) রোজ শনিবার, সকাল ১১ঃ৩০ ঘটিকায় ঢাকা চেম্বার অডিটরিয়ামে (৬৫-৬৬, মতিঝিল বা/এ, ৬ষ্ঠ তলা, ঢাকা-১০০০) ডিসিসিআই-এর এক বিশেষ সাধারণ সভা (Extraordinary General Meeting) অনুষ্ঠিত হয়।

বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

ক্রঃ নং	প্রতিনিধির নাম		প্রতিষ্ঠানের নাম
০১	জনাব মুসফিকুর রহমান	–	মেসার্স এ-ওয়ান পলিমার লিমিটেড
০২	জনাব নাদিম আহমেদ	–	মেসার্স আনোয়ার ইস্পাত লিমিটেড
০৩	জনাব মোঃ সামী উদ্দিন মিয়া	–	মেসার্স আনোয়ার গ্যালভানাইজিং লিঃ
০৪	জনাব মোঃ নুরুজ্জামান	–	মেসার্স মেহমুদ ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিঃ
০৫	জনাব শহিদুজ্জামান	–	মেসার্স হোসেন ডাইং অ্যান্ড প্রিন্টিং মিলস্ লিঃ
০৬	জনাব নৃপেন চন্দ্র সাহা	–	মেসার্স এ-ওয়ান ট্রেডিং কোং
০৭	জনাব মির্জা হাসান মাহমুদ	–	মেসার্স আই এ রাবার ইন্ডাস্ট্রি
০৮	ক্যাপ্টেন (অবঃ) মোঃ নুরুল হক	–	মেসার্স শেল্টার কনস্ট্রাকশনস লিঃ
০৯	ইঞ্জিনিয়ার শামসুজ্জোহা চৌধুরী	–	মেসার্স ইউনিক লিভিং লিঃ
১০	জনাব মোঃ মাজহারুল ইসলাম	–	মেসার্স হসপিটাল ফিজিসিয়ান নিউজ নেটওয়ার্ক
১১	আলহাজ্ব মোঃ আহসানুল হক	–	মেসার্স আপন ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
১২	জনাব নাসিরুদ্দিন এ ফেরদৌস	–	মেসার্স ধানমন্ডি ডেল অ্যান্ড কোম্পানী
১৩	জনাব এম আবু হোরায়রাহ	–	মেসার্স সালমান রেফ্রিজারেশন
১৪	জনাব ইমরান আহমেদ	–	মেসার্স নওয়াব এন্ড সন্স
১৫	জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান	–	মেসার্স খায়ের এন্টারপ্রাইজেস
১৬	জনাব খায়রুল বাশার	–	মেসার্স কমা ক্রিয়েশন
১৭	জনাব মোঃ ইকরাম ঢালী	–	মেসার্স সীমা প্যাকেজিং অ্যান্ড এক্সেসরিজ
১৮	জনাব মোঃ ওমর গণি	–	মেসার্স আনোয়ার সিমেন্ট শীট লিঃ
১৯	জনাব শেখ মোঃ ওয়ালিউল ইসলাম	–	মেসার্স রুটস সোর্সিং ইন্টারন্যাশনাল লিঃ
২০	জনাব ওসীম কুমার সাহা	–	মেসার্স নিলাঞ্জনা এন্টারপ্রাইজ
২১	আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন	–	মেসার্স আনোয়ার সিল্ক মিলস লিঃ
২২	জনাব মাহবুবুর রহমান	–	মেসার্স ইটিবিএল হোল্ডিংস লিমিটেড
২৩	জনাব রাশেদ মাকসুদ খান	–	মেসার্স বেঙ্গল ফাইন সিরামিকস লিঃ
২৪	জনাব হোসেন খালেদ	–	মেসার্স এ জি অটোমোবাইলস লিমিটেড
২৫	জনাব এম এস সেকিল চৌধুরী	–	মেসার্স টিসিবিএল গ্রুপ
২৬	সৈয়দ তাজুল বাসার টিপু	–	মেসার্স কনসার্টেড সলিউশন

ক্রঃ নং	প্রতিনিধির নাম		প্রতিষ্ঠানের নাম
২৭	জনাব মোঃ আহসান উল্লাহ	–	মেসার্স বিডি ক্যাপিটাল
২৮	জনাব এবিএম মুস্তাক হোসেন	–	মেসার্স ইউনিয়ন কেমিক্যালস
২৯	আলহাজ্ব আব্দুস সালাম	–	মেসার্স হাজী আব্দুল হালিম এন্ড সন্স
৩০	জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী	–	মেসার্স এস এস ভিশন লিমিটেড
৩১	জনাব এম আনওয়ারুল হক	–	মেসার্স টিপারা আয়রন এন্ড টিন ফ্যাক্টরী লিঃ
৩২	জনাব মাহাবুব আনাম	–	মেসার্স মাহাবুব অ্যান্ড এসোসিয়েটস
৩৩	জনাব মোঃ হাবিব উল্লাহ তুহিন	–	মেসার্স নাইস ট্রেড লাইনার্স
৩৪	জনাব মোঃ রমিজউদ্দিন ফকির	–	মেসার্স লাকী ট্রেডিং এজেন্সী
৩৫	জনাব হোসেন আকতার	–	মেসার্স আনোয়ার এক্সপোর্ট এন্ড ইমপোর্ট কোং
৩৬	খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির	–	মেসার্স শাবাব ফেব্রিক্স লিঃ
৩৭	জনাব মোঃ হেদায়েত কবির	–	মেসার্স এশিয়ান টাওয়ার ডেভেলপমেন্ট লিঃ
৩৮	মিসেস লিলি হক	–	মেসার্স চয়ন প্রকাশনী
৩৯	জনাব আবসার করিম চৌধুরী	–	মেসার্স ফজল ওয়্যার এন্ড মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজ
৪০	জনাব মোঃ শামীম ভূঁইয়া	–	মেসার্স হার্ট ইন্টারন্যাশনাল
৪১	জনাব মাহবুব	–	মেসার্স সিটি জেনারেল ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড
৪২	ইঞ্জিঃ মোঃ আল-আমিন	–	মেসার্স প্যারাডাইস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কনসট্রাকশন লিঃ
৪৩	জনাব নেসার মাকসুদ খান	–	মেসার্স ম্যাক্স রিনিউয়্যঅবল এ্যানার্জি কোং লিঃ
৪৪	জনাব সামির সাত্তার	–	মেসার্স সাত্তার অ্যান্ড কোং
৪৫	জনাব আবু বকর মোঃ সিদ্দিক	–	মেসার্স অল টেক মেশিনারি
৪৬	জনাব রোকোনুজ্জামান	–	মেসার্স ঢাকা অনুবাদ
৪৭	জনাব মোঃ সবুর খান	–	মেসার্স ড্যাফোডিল কম্পিউটারস লিঃ
৪৮	জনাব এস রুমী সাইফুল্লাহ	–	মেসার্স ভিনসেন্ট কমিউনিকেশন লিমিটেড
৪৯	খন্দকার শহীদুল ইসলাম	–	মেসার্স মাহবুবা খন্দকার
৫০	জনাব এম এ সাত্তার	–	মেসার্স সাত্তার মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ
৫১	জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান	–	মেসার্স এস এস শিপিং এন্ড ট্রেডিং লিঃ
৫২	জনাব মোঃ বেল্লাল হোসেন	–	মেসার্স টি কে ডি এন্টারপ্রাইজ অব বিডি
৫৩	জনাব মোঃ শামসুদ্দিন ঢালি	–	মেসার্স ম্যাক্স ইন্টারন্যাশনাল
৫৪	জনাব খায়ের উদ্দিন	–	মেসার্স আনোয়ার জুট স্পিনিং মিলস লিঃ
৫৫	জনাব মোঃ আল হেলাল	–	মেসাস আনোয়ার সিমেন্ট লিঃ
৫৬	জনাব মোতালেব হোসেন	–	মেসার্স আনোয়ার ল্যান্ডমার্ক লিঃ
৫৭	জনাব আকতার সেলিম	–	মেসার্স এ্যাথেনা'স ফার্নিচার অ্যান্ড হোম ডেকর
৫৮	জনাব আহমেদ সাগর	–	মেসার্স আনোয়ার এন্টিজেনেটেড স্টীল প্ল্যান্ট
৫৯	জনাব মোঃ শাহীন হোসেন	–	মেসার্স ট্রাম্প ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড
৬০	জনাব মনজুর হোসেন	–	মেসার্স কাবা ট্রেডিং কোং

ক্রঃ নং	প্রতিনিধির নাম		প্রতিষ্ঠানের নাম
৬১	জনাব বিনয় এ চ্যাটার্জি	–	মেসার্স টিএমএসএস
৬২	জনাব মাহবুব আলম	–	মেসার্স বিডি ফাইন্যান্স লিঃ
৬৩	জনাব মোঃ নুরুজ্জামান	–	মেসার্স দি বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৬৪	জনাব মোঃ মোনায়েম খান	–	মেসার্স রাজা এন্ড ব্রাদার্স
৬৫	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	–	মেসার্স নবীন ট্রেডার্স
৬৬	জনাব হোসেন এ সিকদার	–	মেসার্স কোহিনুর লেদার প্রোডাক্ট লিঃ
৬৭	জনাব আহমেদ হোসেন মজুমদার	–	মেসার্স পারভীন ট্রেডিং কোম্পানী
৬৮	জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী	–	মেসার্স ইউনি-গ্লোব ট্রাভেলস লিঃ
৬৯	জনাব আব্দুল আজিজ সরকার	–	মেসার্স আরি-আরা গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজ
৭০	জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ	–	মেসার্স আহমদ খান অ্যান্ড কোং
৭১	জনাব নেসার কাজী	–	মেসার্স আনোয়ার এক্সপোর্ট এন্ড ইম্পোর্ট কোং
৭২	জনাব প্রমোদ দাস	–	মেসার্স হাসান ট্রেড ইম্পেক্স
৭৩	জনাব নান্না মিয়া	–	মেসার্স নিপা ইন্টারপ্রাইজ
৭৪	জনাব দাতা মাগফুর	–	মেসার্স দাতা এন্টারপ্রাইজেস লিঃ
৭৫	জনাব মোঃ সাইফুল হুদা আনাহলী	–	মেসার্স ইস্টার্ন হাউজিং লিঃ
৭৬	জনাব মির্জা জহির আলী	–	মেসার্স পেগাসাস ইন্টারন্যাশনাল ট্রের্ডিং কোং
৭৭	জনাব মোঃ রমজান	–	মেসার্স হক প্লাস্টিক
৭৮	জনাব মোঃ রাশেদ আলী	–	মেসার্স দয়াল এন্টারপ্রাইজ
৭৯	জনাব মোঃ নুরুল আমিন	–	মেসার্স এ্যাডভান্স ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
৮০	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন মণ্ডল	–	মেসার্স কোয়ালিটি ইন্টারন্যাশনাল (বিডি)
৮১	জনাব মোঃ নিয়ামত উল্লাহ মজুমদার	–	মেসার্স ইনোভা ইন্টারন্যাশনাল
৮২	জনাব পারভেজ আহমেদ	–	মেসার্স রিহান করপোরেশন
৮৩	জনাব এ কে এম দেলোয়ার হোসেন	–	মেসার্স ক্রাউন মেলামাইন ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
৮৪	জনাব এম এ মান্নান	–	মেসার্স বেটা বাংলাদেশ লিঃ

সভার শুরুতে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর সচিব জনাব এ এইচ এম রেজাউল কবির বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণকে স্বাগত জানান এবং চেম্বারের সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং পরিচালকমন্ডলীর সদস্যগণকে মঞ্চে আসন গ্রহণের জন্য সবিনয়ে অনুরোধ জানান। সবার আসন গ্রহণের পর সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে চেম্বারের ইমাম জনাব হাফেজ ক্বারী মোঃ আব্দুস সাত্তার পবিত্র কালাম-ই-পাক থেকে তেলাওয়াত করেন।

অতঃপর ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ এর সভাপতিত্বে বিশেষ সাধারণ সভার কার্যক্রম শুরু হয়। এ পর্যায়ে চেম্বারের সচিব বিশেষ সাধারণ সভার নোটিশ পাঠ করেন এবং সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সভাপতি মহোদয়ের অনুমতি প্রার্থনা করেন। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে বিশেষ সাধারণ সভায় নিম্নোক্ত আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সচিব মহোদয় বিশেষ সাধারণ সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

আলোচ্যসূচি ঃ **ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশন-এ অন্তর্ভূক্তির জন্য নিম্নোক্ত কতিপয় ধারার সংশোধনী প্রস্তাবাবলীর উপর আলোচনা এবং অনুমোদন।**

সংশোধনী প্রস্তাবাবলী

Existing Article	Proposed Amendment in Article
Following existing articles 5, 12 I (iii), 14 (b), 16 C, 18, 19, 19 (A), 20, 27, 33, 34, 35, 47, 48, 49 (b) mention the position of Chief Executive Officer of DCCI as “Secretary”	Proposed amendment in those following articles 5, 12 I (iii), 14 (b), 16 C, 18, 19, 19 (A), 20, 27, 33, 34, 35, 47, 48, 49 (b) will be as Secretary General in place of Secretary.
Existing Article - 4(1) a) General Members a) Any Public Limited Company, Private Limited Company, Industrial Unit, Professional Body, Big Trading and Consultancy Firm, Bank, Insurance Company and any other financial organization shall be eligible to become General Member of the Chamber. The annual membership subscription of a General Member shall be Tk. 8,000/- (Taka eight thousand) only.	Proposed Amendment in Article - 4(1) a) General Members a) Any Public Limited Company, Private Limited Company, Industrial Unit, Professional Body, Big Trading and Consultancy Firm, Bank, Insurance Company and any other financial organization shall be eligible to become General Member of the Chamber. The annual membership subscription of a General Member shall be Tk. 9,000/- (Taka nine thousand) only.
Existing Article - 4(1) b) Associate Members b) Any Small and Cottage Industrial Unit. New Industrial and Commercial Enterprises and any other small organization who are engaged in Trade and Commerce are entitled to become Associate Members of the Chamber. The annual membership subscription of an Associate Member shall be Tk. 5,000/- (Taka five thousand) only.	Proposed Amendment in Article - 4(1) b) Associate Members b) Any Small and Cottage Industrial Unit. New Industrial and Commercial Enterprises and any other small organization who are engaged in Trade and Commerce are entitled to become Associate Members of the Chamber. The annual membership subscription of an Associate Member shall be Tk. 6,000/- (Taka six thousand) only.
Existing Article - 4(1) c) Town Associations c) At places where there is no Chamber of Commerce and Industry, Town Association organized there and licensed under the provision of the Companies Act and Trade Organization	Proposed Amendment in Article - 4(1) c) Town Associations c) At places where there is no Chamber of Commerce and Industry, Town Association organized there and licensed under the provision of the Companies Act and Trade Organization

Existing Article	Proposed Amendment in Article
Ordinance, to represent the trade and industry of those areas, shall be eligible to become an Associate member of the Chamber and shall enjoy all the rights, obligations and privileges of an Associate member having one vote. The annual membership subscription of a Town Association shall be Tk. 5,000/- (Taka five thousand) only.	Ordinance, to represent the trade and industry of those areas, shall be eligible to become an Associate member of the Chamber and shall enjoy all the rights, obligations and privileges of an Associate member having one vote. The annual membership subscription of a Town Association shall be Tk. 6,000/- (Taka six thousand) only.
Existing Article - 4(1) d) Trade Groups d) Groups organized to represent specific Trade or Industry or both licensed under the Trade Organization Ordinance and the Companies Act. shall be eligible to become an Associate member of the Chamber and shall enjoy all the rights, obligations and privileges of an Associate member having one vote. The annual membership subscription of a Trade Group shall be Tk. 5,000/- (Taka five thousand) only.	Proposed Amendment in Article - 4(1) d) Trade Groups d) Groups organized to represent specific Trade or Industry or both licensed under the Trade Organization Ordinance and the Companies Act. shall be eligible to become an Associate member of the Chamber and shall enjoy all the rights, obligations and privileges of an Associate member having one vote. The annual membership subscription of a Trade Group shall be Tk. 6,000/- (Taka six thousand) only.

উক্ত আলোচ্যসূচি বিস্তারিত আলোচনার পর সদয় অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করেন জনাব মাহবুবুর রহমান, মেসার্স ইটিবিএল হোল্ডিং লিমিটেড এবং তা সমর্থন করেন আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন, মেসার্স আনোয়ার সিল্ক মিলস লিঃ। অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত সংশোধনীসমূহ অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।

পরিশেষে সম্মানিত সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ চেম্বারের সার্বিক উন্নতি কামনা করে ও ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে সকলকে আপ্যায়নে আমন্ত্রণ জানান এবং বিশেষ সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(এএইচএম রেজাউল কবির)
সচিব

(হোসেন খালেদ)
সভাপতি

ঢাকা চেম্বারের সেবা প্রদানের অগ্রদূত হিসেবে স্মরণীয় ও বরণীয় ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পরিচালনা পর্ষদ-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৫৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বার্ষিক প্রতিবেদনে ঢাকা চেম্বারের সেবা প্রদানের অগ্রদূত হিসেবে যাদের নাম স্মরণীয় এবং বরণীয় তাদের সম্মানার্থে সংক্ষিপ্ত জীবনী উপস্থাপন করা হলো। এতে যদি কোনো তথ্য বা উপাত্ত বাদ পড়ে থাকে তা আগামী বার্ষিক প্রতিবেদনে সংশোধিত আকারে প্রকাশ করা হবে।

মরহুম আলহাজ্ব হাফেজ মনির হোসেন

আলহাজ্ব হাফেজ মনির হোসেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি চেম্বারের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত চেম্বারের নানাবিধ কর্মকান্ডের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে দেশের শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি ছিলেন ধর্মপরায়ণ, দেশদরদী, সমাজসেবক ও গরীবের বন্ধু। তিনি বিভিন্ন সময়ে চেম্বারের পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থেকে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পের উন্নয়নে আজীবন কাজ করেছেন। তিনি বাংলাদেশের প্রথম উদ্যোক্তা, যিনি চীনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে শিল্প স্থাপন করেন। ১৩ এপ্রিল, ১৯৯১ সালে ৭৮ বৎসর বয়সে বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে----রাজিউন)।

মরহুম আলহাজ্ব নাজির হোসেন

আলহাজ্ব নাজির হোসেন পুরাতন ঢাকার লালবাগে ১৯৩০ সালে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে ওতোপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। লালবাগ বস্ত্রবিতান, লালবাগ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ইত্যাদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ১৯৭৩ সাল থেকে ঢাকা চেম্বারের বিভিন্ন কর্মকান্ডে জড়িত থেকে দেশের শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। তিনি ১৯৯১-৯২ এবং ১৯৯৬ সালে ঢাকা চেম্বারের পরিচালক ছিলেন। জনাব নাজির হোসেন ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ সমাজসেবক। তিনি আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট-এর আজীবন সদস্য, ফিরোজা বারী পঙ্গু ও শিশু হাসপাতালের চেয়ারম্যানসহ বাংলাদেশ শিশু ওয়েলফেয়ার পরিষদ, সরকারি শিশু সনদ ইত্যাদি সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানে একনিষ্ঠভাবে নিবেদিত প্রাণ হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি শুধু সমাজ সেবকই নন, একজন সু-সাহিত্যিক হিসেবেও সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর বইগুলোর মধ্যে অন্যতম কিংবদন্তির ঢাকা, দেশ দেশান্তর, সমবায় সংগ্রাম সাধনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

মরহুম ফজলুল করিম চৌধুরী

জনাব ফজলুল করিম চৌধুরী ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি পুরোনো ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি। বিভিন্ন সময় তিনি ডিসিসিআই'র পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। মরহুম ফজলুল করিম চৌধুরী দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে ও শিল্পোন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখেছেন। ঢাকা চেম্বারের অগ্রযাত্রায় এবং সার্বিক কর্মকান্ডে মরহুমের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও কর্ম প্রচেষ্টা ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিবৃন্দ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। জনাব ফজলুল করিম চৌধুরী ২১ মে, ১৯৯৮ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে----রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বৎসর।

মরহুম নুরউদ্দিন আহমেদ

জনাব নুরউদ্দিন আহমেদ ডিসিসিআই, দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) এবং ঢাকা ক্লাবের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশের শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি সংগঠনসমূহের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়নে এক অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন। তিনি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণসহ দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে এক বিশাল অবদান রেখে গেছেন। মরহুম নুরউদ্দিন আহমেদ ছিলেন একাধারে একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক, চিন্তাবিদ, ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক। ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি তিনি সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষাবিস্তারে অবদানসহ দুঃস্থ মানবতার সেবায় নিয়োজিত

ছিলেন। ঢাকা চেম্বারের ব্যাপ্তি, বহুমুখী কার্যক্রম, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সেবা প্রদানের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন এবং সর্বোপরি চেম্বারের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি ও সংরক্ষণে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। বর্তমান সময়ের বিশ্বায়নের নিত্য নব-প্রযুক্তি উদ্ভাবনের নতুন প্রজন্মের মেধা, ধীশক্তি ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন তিনি অনুধাবন করেছিলেন এবং ঢাকা চেম্বারের নেতৃত্বে বিভিন্ন স্রোতধারা থেকে প্রতিশ্রুতিশীল এবং সম্ভাবনাময় নতুন নেতৃত্বশ্রেণী তৈরি করে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। মরহুম নুরউদ্দিন আহমেদ ঢাকা চেম্বারের মাসিক প্রকাশনা ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরী বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। মরহুমের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও কর্মপ্রচেষ্টা সকলেই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। নুরউদ্দিন আহমেদ ২৩ মে, ২০০০ সালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে----- রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

মরহুম আবু নাসের আহম্মদ

জনাব আবু নাসের আহম্মদ ঢাকা চেম্বারের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণের মধ্যে অন্যতম। তিনি ঢাকা শহরের এক আদি ও প্রসিদ্ধ মুসলিম (সরদার) পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও পরবর্তীকালে শিল্প-বাণিজ্যে বিশেষভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। তিনি ১৯৬০-৬১ কার্যকালে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ঢাকা চেম্বারের নেতৃবৃন্দের অনুরোধে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ অবদান রাখার জন্য আশির দশকে আবারো ঢাকা চেম্বারের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মেসার্স ক্রীন ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর লিঃ এর চেয়ারম্যান ছিলেন এবং চলচ্চিত্র প্রযোজনা পরিবেশনা ও প্রদর্শক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। মরহুম আবু নাসের আহম্মদ ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি বহুবিধ জনহিতকর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি চেম্বারের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওতোপ্রাতভাবে জড়িত থেকে দেশের শিল্প ও বাণিজ্যিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। জনাব আবু নাসের আহম্মদ ১৫ জুন, ১৯৮৬ সালে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে-----রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বৎসর।

মরহুম এম ইউনুস, এফসিএ

জনাব এম ইউনুস, এফসিএ ১৯৩৮ সালের ১৪ মে, কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর থানার পাহাড়পুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৪ ও ১৯৯৩ সালে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি এফবিসিসিআই এর পরিচালকের দায়িত্ব পালন সহ এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি দেশের একজন বিশিষ্ট চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস এবং ইউনুস অ্যান্ড কোম্পানীর ফাউন্ডার পার্টনার ছিলেন। তিনি দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট অব বাংলাদেশ (আই সি এ বি) এবং দি সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব একউন্ট্যান্টস (সাফা) এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিভিন্ন সংগঠনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়নে অনবদ্য অবদান রাখেন। মরহুম এম ইউনুস, এফসিএ ছিলেন একজন চিন্তাবিদ, ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক। ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ও শিক্ষা বিস্তারে বিভিন্ন অবদানসহ দুঃস্থ মানবতার সেবায় তিনি সর্বদা নিয়োজিত ছিলেন। ঢাকা চেম্বারের বর্তমান ব্যাপ্তি, বহুমুখী কার্যক্রম ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সেবা প্রদানের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন এবং সর্বোপরি চেম্বারের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি ও সংরক্ষণে মরহুম এম ইউনুস, এফসিএ আন্তরিকভাবে সচেষ্ট ছিলেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় এম ইউনুস, এফসিএ ৩০ ডিসেম্বর, ২০০৮ সালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে-----রাজিউন)।

মরহুম ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী

জনাব ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী ১৯২৫ সালের ১৬ জুলাই বর্তমান মিয়ানমারের (পূর্বনাম বার্মা) রেঙ্গুনে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মরহুম ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী ১৯৬১-৬২ সাল মেয়াদে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিভিন্ন সংগঠনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়নে অনবদ্য অবদান রেখেছেন। একজন সফল ব্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি সামাজিক ও শিক্ষা বিস্তারে অবদান রেখেছেন। তিনি আল বাওয়ানী ফাউন্ডেশন, ঢাকা রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন অ্যান্ড ফিন্যান্স করপোরেশন এবং লালবাগ মাদ্রাসা এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। মরহুম ওয়াই এ বাওয়ানী লতিফ বাওয়ানী

জুট মিল, আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলসহ অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক। আহমেদ বাওয়ানী একাডেমী এবং ঢাকায় বাওয়ানী উচ্চ বিদ্যালয় তিনি স্থাপন করেন। মরহুমের এই অবদান ঢাকা চেম্বারের সকল সদস্যবৃন্দ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। মরহুম ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী ১২ জানুয়ারি, ২০০৯ সালে পাকিস্তানের করাচিতে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে-----রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

মরহুম আলহাজ্ব মুখলেছুর রহমান

জনাব মুখলেছুর রহমান ১৯২৮ সালে ১৮ এপ্রিল নরসিংদীর এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মৌলভী আশরাফ আলী ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রিধারী এবং পরবর্তীতে তৎকালীন সরকারের শিক্ষা বিভাগের উচ্চ পদে আসীন ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ১৯৫২ সালে তিনি ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বাগেরহাট কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। অতঃপর দীর্ঘদিন চট্টগ্রাম চেম্বারে সেক্রেটারি হিসেবে কর্মরত থেকে চেম্বারের প্রভূত উন্নয়ন সাধনে ভূমিকা রাখেন। ১৯৬৭-৬৮ সালে ব্যবসার জগতে প্রবেশ করেন। তিনি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য খাতের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক ভূমিকা রাখতে শুরু করেন।

জনাব মুখলেছুর রহমান ১৯৭০ হতে ১৯৭৪ পর্যন্ত ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি এবং ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঢাকা চেম্বারের অন্যতম কনসালটেন্ট বা পরামর্শক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। চেম্বারের দিক-নির্দেশনামূলক কর্মকান্ডে ও যোগ্য নেতৃত্ব তৈরিতে বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্য তিনি Leader হিসেবে বিবেচিত হতেন। ঢাকা চেম্বারের প্রথম প্রকল্প “সার্ভিস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম” তিনিই চালু করেন, যা গবেষণা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা দিয়েছে। জনাব মুখলেছুর রহমান ছিলেন একজন সৎ, নির্ভীক ও বিশিষ্ট সংগঠক। পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন সু-সাহিত্যিক, সমাজসেবী ও জ্ঞানপিপাসু দার্শনিক। তিনি একাধিক সামাজিক ও মানবকল্যাণমূলক সংগঠনের সফল প্রতিষ্ঠাতা। শ্রদ্ধেয় জনাব মুখলেছুর রহমান ১৬ এপ্রিল, ২০১০ সালে ৮৬ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে-----রাজিউন)।

মরহুম আবুল কাশেম, এফসিএ

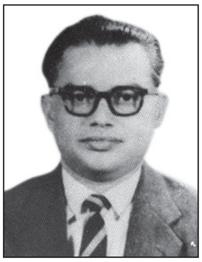

মরহুম আবুল কাশেম এ দেশের দ্বিতীয় মুসলিম চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ছিলেন। ১৯৫৩ সালে তিনি তাঁর ফার্ম এ কাশেম এ্যান্ড কোং প্রতিষ্ঠা করেন, যা বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরাতন এবং স্বনামধন্য চার্টার্ড একাউন্টেটস্ ফার্ম। তিনি তাঁর দীর্ঘ ও অসাধারণ কৃতিত্বপূর্ণ কর্মময় জীবনে দি ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টেন্টস্ অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)’র প্রাক্তন সভাপতি ছিলেন। তিনি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম, সমাজ কল্যাণমূলক এবং মানব সেবার ন্যায় মহৎ কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। তিনি বাংলাদেশের লায়ন আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট এবং সিনেটের ফাইন্যান্স কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি ভিকারুননেসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের গভর্নিং বডি-এর সদস্য ছিলেন।

মরহুম মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন

জনাব মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)’র একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ডিসিসিআই প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি ১৯২৩ সালের ২১ জুলাই ঢাকার সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মধুমিতা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও নির্বাহী পরিচালক ছিলেন। ১৯৫০ সালে তিনি প্রথম সিরকো সোপ অ্যান্ড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠা করেন, যেটি তৎকালীন সময়ের প্রথম সাবান ফ্যাক্টরি। এটি ব্রিটিশ কোম্পানী জেমস ফিনলে অ্যান্ড কোম্পানীর ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে কাজ করতো। ১৯৬৬ সালে তিনি কোহিনূর জুট মিলস্ স্থাপন করেন এবং স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক অব পাকিস্তান এবং স্ট্যান্ডার্ড ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড-এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর ৫৩ বছর কর্মজীবনে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গিয়েছেন। ১৯৭৬ সালের ৮ জানুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মরহুম মোহাম্মদ সাখী মিঞা

জনাব মোহাম্মদ সাখী মিঞা পুরাতন ঢাকার প্রবীণ ব্যক্তিত্ব, সাহিত্যিক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক। জনাব মোহাম্মদ সাখী মিঞা ১৯২১ সালে ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইস্ট বেঙ্গল ইনস্টিটিউশন থেকে কৃতিত্বের সাথে এনট্রান্স এবং ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন ও পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তিনি পাকিস্তান আমলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চাকুরীর মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। অতঃপর চাকুরী ছেড়ে তিনি লুব্রিকেন্ট-এর ব্যবসায় নিয়োজিত হন। তিনি লুব্রিকেন্ট ব্যবসায় বাঙ্গালীদের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং তাঁর প্রতিষ্ঠান নিশাত ট্রেডিং এ ব্যবসায় এখনও নিয়োজিত। তিনি ছিলেন বিনয়ী, দানশীল, ধর্মপ্রাণ ও মানবদরদী। তিনি ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কমিটির (বর্তমান ঢাকা সিটি কর্পোরেশন) কমিশনার এবং পরবর্তীতে চেয়ারম্যানের দায়িত্বও পালন করেন। তিনি ডিসিসিআই'র প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এর সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ পাবলিকেশনস লিমিটেডের অন্যতম পরিচালক ছিলেন। তিনি ঢাকার ইতিহাস ও ইসলামী মূল্যবোধের উপর বেশ কয়েকটি অনুবাদও প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক বিষয়ে লেখালেখি করতেন। তিনি তৎকালীন সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। তিনি বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তনের প্রথম সারির একজন দিকনির্দেশক। তিনি বর্তমান ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জড়িত ছিলেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় এই ব্যক্তিত্ব ৮৭ বছর বয়সে ২০০৮ সালের ১লা জুলাই ঢাকার বারডেম হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন।

আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন

আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন ১৯৭৬-৭৮ মেয়াদকালে প্রথমবারের মত ঢাকা চেম্বারের পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে তিনি ১৯৮২-৮৩, ১৯৮৫ এবং ১৯৮৯-৯০ মেয়াদকালে ঢাকা চেম্বারের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বর্তমানে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ এর চেয়ারম্যান। তিনি আনোয়ার গ্রুপের বিভিন্ন কোম্পানীর চেয়ারম্যান ছাড়াও নির্বাহী পরিচালক, দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের পরিচালক এবং প্রাক্তন ডিআইটির ট্রাস্টি ছিলেন। একজন সফল উদ্যোক্তা আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন তাঁর প্রচন্ড ধী-শক্তি, মেধা, সুদূর প্রসারী ভবিষ্যত দৃষ্টির ক্ষমতাবলে বাংলাদেশের শিল্পায়নে খাতওয়ারী অসামঞ্জস্যতা দূর করার জন্য এবং দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য নিজে উদ্যোগী হয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমনঃ গৃহায়ন, শিক্ষা, বয়ন, নির্মাণ এবং প্রযুক্তি (আইটি) খাতে বিনিয়োগ করেছেন এবং আগামী প্রজন্মের জন্য দিক দিশারীর ভূমিকা পালন করছেন।

তিনি বহু সমাজকল্যাণ কাজের অগ্রদূত এবং প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচিত। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- উদয়ন বিদ্যালয়, জমিলা খাতুন বালিকা বিদ্যালয়, রহিমবক্স মেমোরিয়াল আই ক্লিনিকস, জমিলা খাতুন রেড ক্রিসেন্ট প্রসূতি এবং শিশু সেবা কেন্দ্র, আনোয়ার হোসেন ফ্রি মেডিকেল সেন্টার, আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন শহিদ নগর ফ্রি প্রাইমারী বিদ্যালয় প্রভৃতি তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত।

তিনি ঢাকা চেম্বারের বহুমুখী কার্যক্রমের অন্যতম উপদেষ্টা এবং ব্যবসা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত। তিনি সামাজিক ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সমভাবে অগ্রগণ্য। সময়ের প্রয়োজনে এবং এলাকার উন্নয়নকল্পে তিনি নব্বই-এর দশকে জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে অমূল্য অবদান রাখেন এবং ঢাকাবাসীর প্রভূত উন্নয়ন সাধন করেন। এছাড়াও আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন লালবাগ ক্রিকেট ক্লাব, আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স-এর আজীবন সদস্য।

জনাব এম এ সাত্তার

জনাব এম এ সাত্তার ১৯৮২-৮৪ সালে ঢাকা চেম্বারের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। তিনি এফবিসিসিআই-এর সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ব্যবসায়ী মহলের যে কোনো জটিল মুহূর্তে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিতে তাঁর জুড়ি নেই। আর এ কারণেই ব্যবসায়ী মহলে যে কোন কঠিন বাস্তবতায় সঠিক পথ-প্রদর্শক হিসেবে আজও দিক-নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দেন। ঐতিহাসিক ঢাকা ক্লাবের সভাপতি হিসেবে তিনি দক্ষতার পরিচয় দেন এবং নব্বই-এর দশকে বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব মাহবুবুর রহমান

জনাব মাহবুবুর রহমান ১০ জুলাই, ১৯৪২ সালে কুমিল্লার প্রসিদ্ধ চৌদ্দগ্রাম থানার অন্তর্গত জগন্নাথদীঘি ইউনিয়নে জন্মগ্রহণ করেন। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করে ৬০-এর দশকে একজন সফল ব্যাংকার হিসেবে তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। অতঃপর ১৯৭৪-৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হিসেবে শ্রীলংকার কান্ট্রি প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি মেসার্স ইস্টার্ন ট্রেডিং (বাংলাদেশ) লিমিটেড সহ বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তিনি বর্তমানে ইটিবিএল হোল্ডিং এর চেয়ারম্যান, যার অনেকগুলো অঙ্গ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ১৯৮০ সালে জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশাল এর ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট অব বাংলাদেশ নির্বাচিত হন। ১৯৮৫-৮৬ সালে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি, ১৯৯২-৯৪ সালে এফবিসিসিআই-এর প্রেসিডেন্ট এবং ১৯৯৪ সাল থেকে বর্তমান সময় অবধি আইসিসি-বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। ১৯৯৩-৯৫ সালে ইসলামিক চেম্বার অব কমার্স-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট, ১৯৮৭-১৯৮৮ সালে লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা এর প্রেসিডেন্ট এবং এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন ব্যাংক, আর্থিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালক/চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন।

জনাব মাহবুবুর রহমান আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক এবং বিশ্বায়ন সম্পর্কিত বহু প্রতিষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে সুনাম ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যবসায়ীদের বর্তমান প্রয়োজন, ব্যবসা-বাণিজ্যের বাধা বিপত্তি এবং সর্বোপরি অন্তরায় দূর করার জন্য একনিষ্ঠভাবে সরকারি ও ব্যবসায়ী মহলে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দিক-নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন। সময় উপযোগী একটি ট্রেড অর্গানাইজেশন রুলস্ প্রণয়নে তিনি সরকারকে সক্রিয় সাহায্য করে ব্যবসায়ী ও সরকারি মহলে অভিনন্দিত হয়েছেন।

ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) দেশের শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নে বেসরকারিখাতের অন্যতম সংগঠন হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নকে আরো গতিশীল করতে ডিসিসিআই কর্তৃপক্ষ গড়ে তুলেন ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন। ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস-এ ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ তারিখে The Societies Registration Act XXI of 1860-এর অধীনে নিবন্ধিত হয়, যা ৪টি গ্রুপের সমন্বয়ে গঠিত ৯ সদস্যের একটি Executive Committee দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর সভাপতি ফাউন্ডেশনের মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

জনাব আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এর উদ্দেশ্যঃ

- ডিসিসিআই এর সেবামূলক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ততা এবং এর ঐতিহ্য ও উন্নয়নের ধারা বজায় রাখা;
- স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশিক্ষণ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা;
- গরীব ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের জন্য অলাভজনক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা;
- সাহিত্য, চারুকলা, বিজ্ঞান ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদানের জন্য উৎসাহমূলক পুরস্কার ও মেধাবীদেরকে বৃত্তি প্রদান করা;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য সাহায্য সংগ্রহ ও বন্টন এবং পুনর্বাসনের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা;
- ডিসিসিআই এর সদস্য এবং অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যবসায়িক শিষ্ঠাচার বা নীতি সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা
- পাবলিক-প্রাইভেট ও সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে সংযোগ স্থাপন ও যোগাযোগের ভারসাম্য রক্ষা করা।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত নিম্লোক্ত ব্যক্তি মহোদয়গণের স্বাক্ষরক্রমে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন নিবন্ধিত হয়ঃ

১) জনাব আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন, চেয়ারম্যান, ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ
২) জনাব এম এ সাত্তার, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
৩) জনাব মাহবুবুর রহমান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
৪) জনাব এ টি এম ওয়াজিউল্লাহ, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
৫) জনাব এ রব চৌধুরী, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
৬) জনাব রাশেদ মাকসুদ খান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
৭) জনাব এ এস এম কাশেম, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
৮) জনাব এম এইচ রহমান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
৯) জনাব আফতাব-উল ইসলাম, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
১০) জনাব বেনজির আহমেদ, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
১১) জনাব মতিউর রহমান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
১২) জনাব ফজলে আর এম হাসান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
১৩) জনাব সাইফুল ইসলাম, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
১৪) জনাব এম এ মোমেন, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
১৫) জনাব জাফর ওসমান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
১৬) জনাব হোসেন খালেদ, সভাপতি, ডিসিসিআই ও মহাসচিব, ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন

ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডসমূহঃ

১) সামাজিক সেবামূলক কার্যকলাপের অংশ হিসেবে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত ফিরোজা বাড়ি পঙ্গু ও শিশু হাসপাতালে ঢাকা চেম্বারের ওয়ার্ড উন্নয়ন ও রোগীদের চিকিৎসার জন্য নিয়মিতভাবে দীর্ঘদিন ধরে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

২) ডিসিসিআই কর্তৃক আয়োজিত DCCI Young Visionaries প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী দুইজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় অনুষ্ঠিত (১৮-২০ এপ্রিল, ২০১২) The Global Social Venture Competition (GSVC)-তে অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান অধিকার করে বাংলাদেশের সুনাম অর্জন করেন, ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন তাঁদের যাতায়াত বাবদ ২,০০,০০০/- টাকা বিমান ভাড়া পরিশোধ করেছে।

৩) সামাজিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে কিডনী ফাউন্ডেশনকে ডায়ালাইসিস মেশিন ক্রয় বাবদ ২০,০০,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়।

৪) ২০১৩ সালে পবিত্র রমজান মাসে ঢাকার দুঃস্থ ও দরিদ্র স্থানীয়দের মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী বিতরণের জন্য ঢাকা মহানগরী সমিতি (ঢাকা সমিতি) কে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ২,০০,০০০/- টাকা অনুদান দেওয়া হয়।

৫) ২০১২ সালে পবিত্র রমজান মাসে ঢাকার দুঃস্থ ও দরিদ্র স্থানীয়দের মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী বিতরণের জন্য ঢাকা মহানগরী সমিতি (ঢাকা সমিতি) কে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ১,৫০,০০০/- টাকা অনুদান দেওয়া হয়।

৬) পুরাতন ঢাকায় আজাদ মুসলিম ক্লাবের সাথে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং বাংলাদেশ ডায়াবেটিস এসোসিয়েশন এর যৌথ উদ্যোগে একটি ডায়াবেটিস সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি উল্লেখযোগ্য ঘটনাপুঞ্জী ২০১৪-১৫

১০ ডিসেম্বর ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই'র ৫৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই এস্টেট, কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত।

১৩ ডিসেম্বর ২০১৪ ঃ নবনির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদের সাথে ঢাকা চেম্বারের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের পরিচিতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী এবং সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

১৪ ডিসেম্বর ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী যুক্তরাষ্ট্রের বিদায়ী রাষ্ট্রদূত ড্যান ডব্লিউ মজিনা'র সম্মানে অ্যামচেম আয়োজিত মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী বিনিয়োগ বোর্ড আয়োজিত "বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নীতিমালার সমন্বয়" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

১৫ ডিসেম্বর ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের জরুরি সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে স্পেনের বাণিজ্য প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এবং সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী চেম্বারের বিভিন্ন বিভাগের প্রধানদের সাথে মতবিনিময় করেন।

১৬ ডিসেম্বর ২০১৪ ঃ মহান বিজয় দিবস ২০১৪ উপলক্ষ্যে জাতীয় স্মৃতি সৌধে ঢাকা চেম্বারের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পন।

১৯ ডিসেম্বর ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম বিএসটিআই'র সভায় যোগদান করেন।

২০ ডিসেম্বর ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের ১২তম সভা অনুষ্ঠিত।

২১ ডিসম্বের ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ এ্যাকশন এইড আয়োজিত সেমিনারে যোগদান করেন।

২২ ডিসেম্বর ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী এফবিসিসিআই'র বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করেন।

২৩ ডিসেম্বর ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ "কোরিয়ার উন্নয়ন অভিজ্ঞতাঃ বাংলাদেশের দিক-নির্দেশনা" বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী "শারীরিক প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি" বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

২৪ ডিসেম্বর ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই নবনির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাথে গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই নবনির্বাচিত সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি ও পরিচালকবৃন্দের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম-এর প্রতিনিধিদের নিকট শীতবস্ত্র বিতরণ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী এবং সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই'র পক্ষ থেকে দিনাজপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর প্রতিনিধিদের নিকট শীতবস্ত্র বিতরণ।

২৭ ডিসেম্বর ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন সভাপতি জনাব এম এ সাত্তার ঢাকা চেম্বারের পক্ষ থেকে জামালপুর জেলায় শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী বাংলাদেশ ইনডেনটিং এসোসিয়েশন আয়োজিত “বেস্ট ইনডেনটিং এ্যাওয়ার্ড ২০১৪” প্রদান অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এম.পি এবং এফবিসিসিআই সভাপতি কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ অনুষ্ঠানে যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

২৮ ডিসেম্বর ২০১৪ ঃ ঢাকা চেম্বারের পক্ষ থেকে ঢাকা সমিতি’র প্রতিনিধিবৃন্দের নিকট শীতবস্ত্র হস্তান্তর করা হয়।

ঃ ঢাকা চেম্বারের পক্ষ থেকে ঢাকা শিল্প নগরী শিল্প মালিক বহুমুখী সমবায় সমিতি’র প্রতিনিধিদের নিকট শীতবস্ত্র হস্তান্তর করা হয়।

ঃ ঢাকা চেম্বারের পক্ষ থেকে মেসবাহউল উম্মা ট্রাস্ট’র প্রতিনিধির নিকট শীতবস্ত্র হস্তান্তর করা হয়।

২৯ ডিসেম্বর ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ-এর সাথে স্লোভাকিয়ার মান্যবর রাষ্ট্রদূত জিংমুন্ড বারটক সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, পরিচালক সর্বজনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান, মোক্তার হোসেন চৌধুরী এবং সচিব জনাব এ এইচ এম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী বিল্ড আয়োজিত ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কিং কমিটির ৪র্থ সভায় যোগদান করেন। ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান, মোক্তার হোসেন চৌধুরী এবং সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

৩০ ডিসেম্বর ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী বিএসটিআই’র কাউন্সিল সভায় যোগদান করেন। মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এম.পি এবং এফবিসিসিআই সভাপতি কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ অনুষ্ঠানে যথাক্রমে প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে সভায় যোগদান করেন।

৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী বিআইবিএম আয়োজিত আইএমএসএমই ইন বাংলাদেশ বিষয়ক পরামর্শক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম বেসিস আয়োজিত ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৫ বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহকারী সচিব (গবেষণা) জনাব আজিজুর রহমান বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার মধ্যকার মুক্ত বাণিজ্য বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ঢাকা চেম্বারের পক্ষ থেকে চাপাইনবাবগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি’র প্রতিনিধিদের নিকট শীতবস্ত্র হস্তান্তর।

১ জানুয়ারি ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী কুড়িগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি সভাপতির নিকট শীতবস্ত্র হস্তান্তর করেন। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান, সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

৩ জানুয়ারি ২০১৫ ঃ ঢাকা চেম্বারের পক্ষ হতে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনকে শীতার্তদের মাঝে বিতরণের জন্য শীতবস্ত্র হস্তান্তর।

ঃ ডিসিসিআই’র পক্ষ থেকে নীলফামারি চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি’র প্রতিনিধির নিকট শীতবস্ত্র হস্তান্তর।

৬ জানুয়ারি ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী এমসিসিআই আয়োজিত এলডিসিভূক্ত দেশসমূহের জন্য বালি ঘোষণা বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

৭ জানুয়ারি ২০১৫ ঃ এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের সেরা ব্যাংকার হিসেবে মনোনীত হওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান কে ঢাকা চেম্বারের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানান ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী এবং পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী।

১০ জানুয়ারি ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী ডিবিআইতে অনুষ্ঠিত “আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট অপারেশন অ্যান্ড এল/সি প্রসিডিউর” বিষয়ক ট্রেনিং কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

১১ জানুয়ারি ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ডব্লিউটি ৯ম মিনিস্ট্রারিয়াল বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১২ জানুয়ারি ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ক্রয় কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব এম আবু হোরায়রাহ ঢাকা জেলার ম্যাজিস্ট্রেট কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত “ঢাকা জেলার ভোক্তা অধিকার নিশ্চিতকরণ” বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, আহ্বায়ক জনাব মোহাম্মদ মোনায়েম খান ঢাকা জেলার আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৩ জানুয়ারি ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ-এর সাথে লেসেথো’র মান্যবর হাইকমিশনার বোথানা টিসিকোনা সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন পরিচালক জনাব দাতা মাগফুর শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতীয় শিল্পনীতি-২০১৫ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির বিআইআইএসএস আয়োজিত “বাংলাদেশ অ্যান্ড বিমসটেকঃ ওয়ে ফরওয়ার্ড” বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতীয় শিল্পনীতি-২০১৫ এর সভায় যোগদান করেন।

১৪ জানুয়ারি ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী শিল্প মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত “ন্যাশনাল প্রডাক্টেভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এ্যাওয়ার্ড” প্রদানের বিষয়ক ২য় সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব এম আবু হোরায়রাহ শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত বিএসটিআই এবং সৌদি আরবের মাননিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের উপর কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের উপর কর্মপরিকল্পনা নির্ধারন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৫ জানুয়ারি ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড-এর সভায় যোগদান করেন।

১৭ জানুয়ারি ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের ১ম সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির উক্ত সভায় যোগদান করেন।

১৯ জানুয়ারি ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের জরুরী সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী এসএটিভি ২য় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

২০ জানুয়ারি ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সংবাদ সম্মেলনে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব এম এস সিদ্দিকী বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের গণশুনানিতে যোগদান করেন।

২২ জানুয়ারি ২০১৫ ঃ ঢাকা চেম্বার আয়োজিত দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং অর্থনীতিতে এর প্রভাব বিষয়ক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত।

ঃ ন্যাশনাল এনার্জি স্ট্র্যাটেজি ফর প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে কাতারের প্রিন্স হামেদ ফাহাদ আল তানি সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

২৩ জানুয়ারি ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ ইপিবি আয়োজিত ডিআইটিএফ-২০১৫-এর মূল্যায়ন কমিটির সভায় যোগদান করেন।

২৪ জানুয়ারি ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ "কোম্পানী এ্যাক্টের মাধ্যমে বাংলাদেশে ব্যবসা পরিস্থিতি নিশ্চিতকরণ" বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ ইপিবি আয়োজিত ডিআইটিএফ-২০১৫-এর মূল্যায়ন কমিটির সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ "স্কিল অ্যান্ড লোন ফেয়ার" বিষয়ক অনুষ্ঠান-এ বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী আইএলও আয়োজিত "এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি ইন্স্যুরেন্স প্রোগ্রাম" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক-এর বিদায়ী এবং নতুন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা-এর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ কন্সটিটিউশন অ্যান্ড মেম্বারশীপ অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এইচআর কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

২৫ জানুয়ারি ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে ওয়ালস-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স-এর বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এবং সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি হোসেন খালেদ, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী বাংলাদেশস্থ বৃটিশ হাইকমিশন আয়োজিত ওয়ালস বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সম্মানার্থে নৈশভোজ সভায় যোগদান করেন।

২৬ জানুয়ারি ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ "ইন্টারন্যাশনাল কাস্টমস ডে-২০১৫" উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-আহ্বায়ক জনাব এম এ মান্নান পণ্য বিতরণ নিয়ন্ত্রণ কমিটির সভায় যোগদান করেন।

২৭ জানুয়ারি ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে এইচকেটিডিসি রিজিওন্যাল ডিরেক্টর ড্যানি চিউ সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই এবং হংকং ট্রেড ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল (এইচকেটিডিসি) যৌথভাবে আয়োজিত "হংকং এশিয়ার আমদানি-রপ্তানির মূলকেন্দ্র" বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত।

২৮ জানুয়ারি ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত রিজিওন্যাল কানেক্টিভিটি বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২৯ জানুয়ারি ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির ডিবিআই গভার্নিং বডি-এর সভায় যোগদান করেন।

৩০ জানুয়ারি ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে তাইওয়ান ট্রেড সেন্টার-এর পরিচালক ওডি ওয়াং সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

৩১ জানুয়ারি ২০১৫ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই এবং থাই-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল-এর মধ্যকার বিজনেস নেটওয়ার্ক সভা অনুষ্ঠিত।

২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব এম এস সিদ্দিকী, ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের গণশুনানিতে যোগদান করেন।

ঃ কমার্শিয়াল হিস্ট্রি অব ঢাকা গ্রন্থের বাংলা সংস্করণের মুদ্রণ বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত।

৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি হুমায়ুন রশীদ শ্রীলংকার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশস্থ শ্রীলংকান হাইকমিশনার আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী ১২তম ঢাকা আন্তর্জাতিক টেক্সটাইল অ্যান্ড গার্মেন্টস মেশিনারি এক্সপোজিশন'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি হোসেন খালেদের নেতৃত্বে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এম.পি-এর সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, শিল্প সচিব জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূইয়্যা এবং ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০১৫ মূল্যায়ন কমিটির সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-আহ্বায়ক জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট ইপিবি আয়োজিত উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলাদেশের বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ইউকেএইড যৌথভাবে আয়োজিত বিএফপি-বাংলাদেশ প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিরসনে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের দাবিতে এফবিসিসিআই আয়োজিত মানববন্ধনে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহকারী সচিব (গবেষণা) জনাব আজিজুর রহমান বিনিয়োগ বোর্ড আয়োজিত ন্যাশনাল ট্রেড ফেসিলিটেশন কমিটির ৪র্থ সভায় যোগদান করেন।

৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে আইটিসি'র প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০১৫ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-আহ্বায়ক জনাব ইমরান আহমেদ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত সভায় যোগদান করেন।

১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সহ-আহ্বায়ক জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট ইপিবি আয়োজিত “৪র্থ নেপাল ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ার-২০১৫” বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর নেতৃত্বে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজিবুর রহমানের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী ডিজিটাল বাংলাদেশ-২০১৫ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব তাহসিন আমান বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত খসড়া রপ্তানি নীতিমালা ২০১৫-১৮তে অন্তর্ভূক্তি বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এম.পি এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সাথে সাক্ষাৎকার সভা ডিসিসিআই কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই ক্রয় কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী এবং পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী বাংলাদেশস্থ কানাডিয়ান হাইকমিশনারের সৌজন্যে আয়োজিত নৈশভোজে যোগদান করেন।

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে জেট্রো’র বাংলাদেশ আবাসিক প্রতিনিধি কাই কাওয়ানো সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর ২০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে TFO Canada-এর জাকির মুন্সী সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন ঢাকা চেম্বারের পক্ষ থেকে সিএসআর কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদ-এর প্রতিনিধিদের নিকট চেক হস্তান্তর করেন।

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী এফবিসিসিআই কর্তৃক বিদেশী মিশন প্রধান ও দাতাসংস্থার প্রতিনিধিদের সম্মানে আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির পরিবেশ মন্ত্রণালয় আয়োজিত “কান্ট্রি ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান” বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

ঃ এগ্রোবেইজ ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্শিয়ালাইজেশন অফ এগ্রিকালচার বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই উপ-সচিব (জনসংযোগ) জনাব মোঃ একরামুল হক ইপিবি আয়োজিত সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহকারী সচিব (মেম্বারশীপ) জনাব রাসেল আহমেদ রপ্তানি নীতিমালা ২০১৫-১৮ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ঃ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে জাতীয় শহীদ মিনারে ঢাকা চেম্বারের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ।

২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী এসএমই ফাউন্ডেশন আয়োজিত জাতীয় শিল্পনীতিমালা প্রণয়ন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই এস্টেট, কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, পরিচালক খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের প্রতিনিধি জনাব অনির চৌধুরীর সাথে বৈঠক করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী এগ্রো প্রডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল-এর ৫ম এক্সিকিউটিভ কমিটির সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন আয়োজিত দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই একাউন্টস অ্যান্ড ফাইন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনবিআর রিলেটেড ইস্যুস্ স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই আহ্বায়ক সৈয়দ আলমাস কবির “টেকনোলোজি অ্যান্ড ইনোভেশন সাপোর্ট সেন্টার” বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-আহ্বায়ক জনাব রিয়াদ হোসেন ঢাকা জেলার কাস্টমস কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত “বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন” বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সদস্য জনাব এ কে এম আজাদ খাদ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত “আইএসও ২২০০ঃ২০০৫ এর সচেতনতা বৃদ্ধি” বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ ঢাকা চেম্বারে স্থাপিত ওয়াইপো টেকনোলোজি অ্যান্ড ইনোভেশন সাপোর্ট সেন্টার উদ্বোধন করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির, ডিপিডিটি-এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ সানোয়ার হোসেন এবং ওয়াইপো’র কর্মকর্তাবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ঃ প্রটেকশন অব কনজুমার রাইটস্, এসেনশিয়াল কমুডিটিজ অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন পরিচালক জনাব মোঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ)-এর বড় ভাইয়ের জানাজার নামাজে অংশগ্রহণ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহকারী সচিব (মেম্বারশীপ) জনাব রাসেল আহমেদ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ব্যবসায় সমস্যা সমাধানে খাত ভিত্তিক কমিটি গঠন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী বিনিয়োগ বোর্ড আয়োজিত যুক্তরাজ্যে “রোড শো” আয়োজন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ ফিলিপাইন-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত “ফিলিপাইনের সাথে ব্যবসা পরিচালনাঃ সম্ভাবনা ও সমাধান” বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত “বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়নঃ ভোক্তা স্বার্থে নিরবচ্ছিন্ন সঞ্চালন” বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম প্রধান অতিথি এবং প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের মূখ্য সচিব জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ কান্ট্রি ব্রান্ডিং অ্যান্ড পজিশনিং বাংলাদেশ ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

১ মার্চ ২০১৫ ঃ কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনবিআর রিলেটেড ইস্যুস্ স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই আহ্বায়ক সৈয়দ আলমাস কবির বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ড (বিওআই)-এর অনলাইন সাপোর্ট সার্ভিস উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

২ মার্চ ২০১৫ ঃ প্রজেক্টস, বিবিএ কলেজ, ডিবিআই, এডুকেশন, রিসার্চ, লাইব্রেরী অ্যান্ড নলেজ সেন্টার বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এএইচএম মোস্তাফা কামাল, এম.পি-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

৩ মার্চ ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির ইউএসএআইডি'এর এগ্রিকালচার ভ্যালু চেইন প্রজেক্ট এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) যৌথভাবে আয়োজিত "বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের প্রমোশনঃ পণ্য নির্দেশন এবং টেকসই উন্নয়ন" বিষয়ক ৩দিন ব্যাপী ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ টেলিকম, আইসিটি অ্যান্ড ইনটেলেকচুয়্যাল প্রপার্টি রাইটস স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

৪ মার্চ ২০১৫ ঃ কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনবিআর রিলেটেড ইস্যুস স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী-এর সাথে ইন্ডিয়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র জয়েন্ট ডিরেক্টর বোধিসত্ব মুখার্জী সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত "বেটার ওয়ার্ক অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড প্রোগ্রাম" বিষয়ক স্টিয়ারিং কমিটির ৭ম সভায় যোগদান করেন।

৫ মার্চ ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির ইউএসএআইডি'এর এগ্রিকালচার ভ্যালু চেইন প্রজেক্ট এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) যৌথভাবে আয়োজিত "বাংলাদেশের রপ্তানীযোগ্য পণ্যের প্রমোশনঃ পণ্য নির্দেশন এবং টেকসই উন্নয়ন" বিষয়ক ওয়ার্কশপের সমাপনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

৬ মার্চ ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী জার্মানীর বার্লিনে অনুষ্ঠিত বৃহত্তম পর্যটন মেলা "আইটিবি বার্লিন-২০১৫"তে যোগদান করেন।

৭ মার্চ ২০১৫ ঃ এফডিআই, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি অ্যান্ড প্রাইভেটাইজেশন অফ এসওইএস বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ড-এর ২য় সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সভায় যোগদান করেন।

ঃ এনভায়রনমেন্ট, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, রিনিউএ্যাবল এনার্জি, কার্বন ট্রেডিং অ্যান্ড পলিউশন কন্ট্রোল স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ হাউজিং, রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ টেলিকম, আইসিটি অ্যান্ড ইনটেলেকচুয়্যাল প্রপার্টি রাইটস স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

৮ মার্চ ২০১৫ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি জনাব হোসেন খালেদের নেতৃত্বে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রী জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, এম.পি-এর সাথে সচিবালয়ে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের উপ-মন্ত্রী জনাব আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব, ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী এবং ডিসিসিআই মহাসচিব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ হিউম্যান রিসোর্স স্কিলস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওভারসিস এমপ্লয়মেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ফিনান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন্স, ক্যাপিটাল মার্কেট অ্যান্ড প্রোডাক্টস ডাইভার্সিফিকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

৯ মার্চ ২০১৫ ঃ এসএমই এন্টারপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি-স্মাগলিং ইনিশিয়েটিভ স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে চায়না ফরেন ট্রেড সেন্টার-এর প্রতিনিধি মাইকেল ফেঞ্চ সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-আহ্বায়ক জনাব এম এ মান্নান ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট'র কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত "পণ্য বিতরণ ও পর্যবেক্ষণ' বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১০ মার্চ ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সমন্বয়কারী পরিচালক, আহ্বায়ক ও সহ-আহ্বায়ক মহোদয়বৃন্দের পরিচিতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও আহ্বায়ক জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ এফবিসিসিআই আয়োজিত প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেট ২০১৫-১৬ বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

১১ মার্চ ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই এবং বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক) যৌথভাবে আয়োজিত "কমার্শিয়াল মেডিয়েশন" বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী জার্মানীর বার্লিনে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস পরিদর্শন করেন এবং জার্মানীতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আলী সরকারের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম ফিশারিজ প্রডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এর ১৫তম নির্বাহী কমিটির সভায় যোগদান করেন।

১২ মার্চ ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী সুইডেনের স্টকহোমে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস পরিদর্শন করেন এবং দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি ফরিদা ইয়াসমিন কে ঢাকা চেম্বারের প্রকাশনা সমূহ হস্তান্তর করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব এম এস সিদ্দিকী রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) আয়োজিত বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যকার বাণিজ্য ব্যবধান কমানোর পরিকল্পনা বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ডব্লিউটিও ট্রেড ফেসিলিটেশন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৪ মার্চ ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত বই মেলায় অংশগ্রহণ করেন এবং সুইডেনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোঃ গোলাম সারওয়ার-এর নিকট ঢাকা চেম্বারের প্রকাশনা হস্তান্তর করেন।

১৫ মার্চ ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) এম ফজলুল করিম প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আয়োজিত যুক্তরাষ্ট্রে আয়োজিতব্য বিনিয়োগ বিষয়ক রোড শো আয়োজনের লক্ষ্যে মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহকারী সচিব (মেম্বারশীপ) জনাব রাসেল আহমেদ ইপিবি আয়োজিত বাংলাদেশের প্রচলিত ও অপ্রচলিত রপ্তানী পণ্যের তালিকা প্রস্তুত বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৬ মার্চ ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ এফবিসিসিআই আয়োজিত কাউন্সিল অব চেম্বার্স-এর সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী জার্মানীতে অনুষ্ঠিত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ তথ্য-প্রযুক্তি মেলা "সিইবিআইটি হ্যানোভার ২০১৫" তে যোগদান করেন।

১৭ মার্চ ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী আইটিসি'র সিনিয়র ট্রেড প্রোমোশন অফিসার মারি ক্লড এবং সিনিয়র অফিসার মার্টিন ল্যাবে-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী জেনেভায় অবস্থিত বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন আয়োজিত জাতীয় শিশু দিবসের অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

১৮ মার্চ ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই পাবলিকেশন্স অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও)-এর সদর দপ্তর পরিদর্শন করেন।

১৯ মার্চ ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সহ-আহ্বায়ক জনাব মোঃ খাইরুল বাসার বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত আমদানি নীতিমালা ২০১৫-১৮ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২১ মার্চ ২০১৫ ঃ ইমপোর্ট পলিসি, ইমপোর্ট, ইনডেনটিং, ট্যারিফ অ্যান্ড ট্রেড ফেসিলিটেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস, ক্যাপিটাল মার্কেট অ্যান্ড সার্ভিসেস স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ হাউজিং, রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

২২ মার্চ ২০১৫ ঃ ন্যাশনাল কমিউনিকেশন, ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রকচার ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সহ-আহ্বায়ক জনাব মোঃ নিয়ামত উল্লাহ মজুমদার ইপিবি আয়োজিত "বাণিজ্যিকভাবে মধু চাষে সমস্যা ও সম্ভাবনা" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২৩ মার্চ ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ-এর সাথে চীনের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, পরিচালক সর্বজনাব আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান, আসিফ এ চৌধুরী, খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই একাউন্টস্ অ্যান্ড ফাইন্যান্স কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত ইসিএনসিআইডি-এর ৫ম সভায় যোগদান করেন। মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এম.পি উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী ভিয়েতনামের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সাথে এফবিসিসিআই'র মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

২৪ মার্চ ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই এস্টেট, কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়েজিত স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট'র স্টিয়ারিং কমিটির ১৫তম সভায় যোগদান করেন।

২৫ মার্চ ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী ওয়াইপিজিসিসি-এর বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

২৬ মার্চ ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, আহ্বায়ক জনাব এম এস সিদ্দিকী দেশ টিভির ৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

২৮ মার্চ ২০১৫ ঃ ন্যাশনাল এনার্জী স্ট্র্যাটেজি ফর প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ড-এর ৩য় সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ এসমএই ফাউন্ডেশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব আবসার করিম চৌধুরী পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় আয়োজিত “পণ্য ও সেবা ক্রয়” বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

২৯ মার্চ ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির ডিবিআই বিবিএ কলেজের শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-আহ্বায়ক জনাব মোঃ নিয়ামত উল্লাহ মজুমদার ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-এর কার্যালয় আয়োজিত “ঢাকা জেলার আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ” বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৩০ মার্চ ২০১৫ ঃ ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাথে মুডি’স ইনভেস্টরস সার্ভিস বিষয়ক এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর প্রতিনিধিবৃন্দের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সহ-আহ্বায়ক জনাব মামুন আকবর বাংলাদেশ ও ইরান স্ট্যান্ডার্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট-এর মধ্যকার খসড়া সমঝোতা চুক্তির উপর আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

১ এপ্রিল ২০১৫ ঃ সিভিল এভিয়েশন অ্যান্ড ট্যুরিজম সার্ভিসেস সেক্টর ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

৪ এপ্রিল ২০১৫ ঃ ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির “দি রাইজ অব ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন ইন এশিয়া” বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৫ এপ্রিল ২০১৫ ঃ ঢাকা সিটি ট্রাফিক অ্যান্ড পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-আহ্বায়ক জনাব রিয়াদ হোসেন বেসিস আয়োজিত ই-কমার্স সেমিনারে যোগদান করেন।

৬ এপ্রিল ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম “ভ্যাট বাস্তবায়ন এবং সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি এ্যাক্ট ২০১২” বিষয়ক ওয়ার্কশপে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

৭ এপ্রিল ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সহকারী সচিব (গবেষণা) জনাব আজিজুর রহমান বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ন্যাশনাল ট্রেড পোর্টাল বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৯ এপ্রিল ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই এগ্রোবেইজড স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য জনাব এনামুল হক পাটোয়ারি বাংলাদেশ ব্যাংক আয়োজিত এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১১ এপ্রিল ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

১২ এপ্রিল ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে বেঙ্গল চেম্বার-এর সভাপতি ড. অলক রয় সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ৭ম প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভায় যোগদান করেন।

১৪ এপ্রিল ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী একুশে টেলিভিশনের ১৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

১৫ এপ্রিল ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ এ্যামচেম আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-আহ্বায়ক জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট ইপিবি আয়োজিত ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৬ এপ্রিল ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ বিল্ড আয়োজিত ৩য় বিজনেস কনফিডেন্স সার্ভে-এর প্রকাশনা অনুষ্ঠানে যোগাদন করেন।

১৮ এপ্রিল ২০১৫ ঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেবার রিলেসন্স, ফ্যাক্টরি কমপ্লায়েন্স অ্যান্ড কর্পোরেট সোশাল রেসপনসিবিলিটি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

১৯ এপ্রিল ২০১৫ ঃ এক্সপোর্ট পলিসি, প্রমোশন, ডাইভার্সিফিকেশন, মাল্টিলেটারেল অ্যান্ড বাইলেটারেল ট্রেড এগ্রিমেন্ট বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ড আয়োজিত “মাইক্রো ইকোনোমিক পলিসিস কনভারজেন্সী” বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২০ এপ্রিল ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই এবং লিম গ্লোবাল যৌথভাবে আয়োজিত “অপরচুনিটি আউট অফ ক্রাইসিস” বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত।

২২ এপ্রিল ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী “ভ্যালু এ্যাডেড ট্যাক্স অ্যান্ড সাপ্লিমেন্টারি এ্যাক্ট-২০১২” এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ এগ্রো বেইজ ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্শিয়ালাইজেশন অফ এগ্রিকালচার বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

২৩ এপ্রিল ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ রানা প্লাজা দূর্ঘটনায় নিহতদের স্মরণে আয়োজিত দোয়া মাহফিলে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী বাংলাদেশ ক্রপ প্রটেকশন এসোসিয়েশনের বার্ষিক নৈশভোজে করেন।

২৫ এপ্রিল ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ এবং সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স সিরিজ-২০১৫ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

২৬ এপ্রিল ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ “অর্থনীতির সার্বিক অবস্থা” শীর্ষক সেমিনারে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, আহ্বায়ক সৈয়দ আলমাস কবির ওয়ার্ল্ড ইনটেলেকচুয়্যাল প্রপার্টি ডে-২০১৫-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

২৭ এপ্রিল ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই একাউন্টস্ অ্যান্ড ফিন্যান্স কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

২৯ এপ্রিল ২০১৫ ঃ কন্সটিটিউশন অ্যান্ড মেম্বারশীপ অ্যান্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এইচআর স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইস্টিটিউট (বিএফটিআই)-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আলী হোসেন সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, আহ্বায়ক জনাব এম এস সিদ্দিকী, ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের গণশুনানিতে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহ্বায়ক সৈয়দ আলমাস কবির “বাংলাদেশের তথ্য-প্রযুক্তি খাতকে আরো শক্তিশালীকরণ” বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

৩০ এপ্রিল ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না “এসএমই নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়ন” শীর্ষক সেমিনারে যোগদান করেন।

২ মে ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ সিপিডি আয়োজিত "সাবসিডি ম্যানেজমেন্ট ইন বাংলাদেশঃ ইফিসিয়েন্সি অ্যান্ড ইকুয়েটি ইস্যুস" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

৪ মে ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ বাংলাদেশী উদ্যোক্তাদের বিদেশে বিনিয়োগ শীর্ষক সেমিনারে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার চামড়া শিল্প এলাকায় প্লট বরাদ্দ বিষয়ক কমিটির সভায় যোগদান করেন।

৫ মে ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদের নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজিবুর রহমান-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং জাতীয় বাজেট ২০১৫-১৬ তে অন্তর্ভূক্তির জন্য ঢাকা চেম্বারের সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ এনটিএফটু-এর প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির সভায় যোগদান করেন।

৬ মে ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী "বাণিজ্যিক বিরোধ নিরসনে মেডিয়েশনের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনারে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-আহ্বায়ক জনাব মামুন আকবর শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত "জাতীয় শিল্প নীতিমালা" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৭ মে ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, পরিচালক খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ "ডিজিটাল ইনভেস্টমেন্ট সামিট-২০১৫" যোগদান করেন।

৮ মে ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ এফবিসিসিআই এবং এনটিভি যৌথভাবে আয়োজিত "বাজেট প্রত্যাশা" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৯ মে ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী "ভ্যাট প্রদানের প্রক্রিয়া সহজীকরণ" বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

১০ মে ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী দৈনিক ভোরের পাতা-এর ১১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

১১ মে ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় আয়োজিত "কান্ট্রি ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান" বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

১২ মে ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ "সোশাল মার্কেটিং অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং ফর ন্যাশনাল প্রডাক্টেভিটি অর্গানাইজেশনস" বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই এবং ইউএসএআইডি-বাংলাদেশ যৌথভাবে আয়োজিত "নিরাপদ আম বাজারজাতকরণের জন্য সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন" বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী ইটুকে প্রকল্পের সভায় যোগদান করেন।

১৩ মে ২০১৫ ঃ ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই এগ্রোবেইজড স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য জনাব এনামুল হক পাটোয়ারি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় আয়োজিত সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই এগ্রোবেইজড স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য জনাব এ কে এম আজাদ খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে আয়োজিত সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-আহ্বায়ক জনাব মোঃ খাইরুল বাসার বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ডেভেলপমেন্ট ফিন্যান্স অ্যান্ড এইড এ্যাসেসমেন্ট বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৪ মে ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী "পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সমস্যা, বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা" শীর্ষক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ওসমান গনি বিএসটিআই আয়োজিত "কালি ও মুদ্রণজাত পণ্যের মূল্য" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৫ মে ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, পরিচালক সর্বজনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী, এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান এমসিসিআই'র বাজেট আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

১৬ মে ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই এস্টেট, কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিবিআই গভর্নিং বডি'র ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

১৯ মে ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ফোরাম বাংলাদেশ-এর বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার ঢাকা জেলা ম্যাজিস্টেট'র কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্লট বরাদ্দ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২০ মে ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই একাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

২১ মে ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী পাট বহুমুখীকরণ বিষয়ক স্টিয়ারিং কমিটির সভায় যোগদান করেন।

২৪ মে ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের ৫ম সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির উক্ত সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আয়োজিত বাংলাদেশের তথ্য-প্রযুক্তি খাতের সমস্যা ও সম্ভাবনা শীর্ষক সভায় যোগদান করেন।

ঃ হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওভারসিস এমপ্লয়মেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

২৫ মে ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই-এর সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর নেতৃত্বে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত, এম.পি-এর সাথে সচিবালয়ে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। অর্থ প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এম.পি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, পরিচালক ও প্রাক্তন সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান, পরিচালক সর্বজনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান, আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, আসিফ এ চৌধুরী, খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ, মোক্তার হোসেন চৌধুরী, নেসার মাকসুদ খান, ওসমান গনি, আহ্বায়ক ও প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ এবং ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ ইপিবি'র ৩য় বাণিজ্য সহায়ক পরামর্শক কমিটির সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বিএফটিআই'র পরিচালনা পর্ষদের ৪২তম সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-আহ্বায়ক জনাব রাশেদ আলী ইপিবি আয়োজিত বাংলাদেশের কান্ট্রি ব্রান্ডিং উন্নয়ন শীর্ষক সভায় যোগদান করেন।

২৭ মে ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই আয়োজিত "সমুদ্র আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধিঃ বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্ভাবনা" বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শাহজাহান খান, এম.পি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এবং নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম (বীর বিক্রম), এম.পি সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই এগ্রোবেইজড স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য মিসেস কাজী মুন্নী বাংলাদেশ এগ্রো প্রসেসিং এসোসিয়েশন আয়োজিত “বাংলাদেশের কৃষি খাতে ট্যারিফ এবং নন-ট্যারিফ সমস্যা” শীর্ষক গোলটেবিল সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই এগ্রোবেইজড স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী ইপিবি আয়োজিত “পাট খাতের উন্নয়ন, প্যাকেজিং এবং মার্কেটিং” শীর্ষক সেমিনারে যোগদান করেন।

৩০ মে ২০১৫ ঃ বাংলাদেশে অবস্থানরত বিভিন্ন দূতাবাসের কূটনীতিকদের সাথে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত “বাংলাদেশ ২০৩০ঃ নেক্সট বিলিয়ন ডলার অপরচুনিটিজ” বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এম.পি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এবং ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স (আইসিসি)-বাংলাদেশ এর সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান সম্মানিত অতিথি হিসেবে এ মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক)’র মধ্যাহ্নভোজে যোগদান করেন।

৩১ মে ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সহকারী সচিব (গবেষণা) জনাব আজিজুর রহমান বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত “খসড়া আমদানি নীতিমালা ২০১৫-১৮” বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

১ জুন ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সহকারী সচিব (গবেষণা) মিস তৈয়েবা হোসনে জেসমিন ২০১৫-১৬ অর্থবছরে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২ জুন ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ যমুনা টিভিতে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক খন্দকার আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত কপি রাইট অফিস এ্যান্ড প্যাটেন্ট, ডিজাইন অ্যান্ড ট্রেডমার্কস আয়োজিত সভায় যোগদান করেন।

৪ জুন ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বাজেট ২০১৫-১৬ বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন এবং বাজেট বিষয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-আহ্বায়ক জনাব এম রশিদ শাহ সম্রাট সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিতব্য গ্লোবাল ভিলেজ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৬ জুন ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ এবং অন্যান্য ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ইমপোর্ট পলিসি, ইমপোর্ট, ইনডেন্টিং, ট্যারিফ অ্যান্ড ট্রেড ফেসিলিটেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

৭ জুন ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বাংলাদেশ সফররত ভারতের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সৌজন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী “ভ্যালু এ্যাডেড ট্যাক্স বাস্তবায়ন এবং সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি এ্যাক্ট ২০১২” বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ক্রয় কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

৮ জুন ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এটুআই প্রকল্পের সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত “ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এ্যাওয়ার্ড-২০১৩” নির্বাচন কমিটির সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন পরিচালক জনাব ওয়াকার আহমদ চৌধুরী বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের সমস্যা ও সম্ভাবনা শীর্ষক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ "ভ্যালু এ্যাডেড ট্যাক্স এবং সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি এ্যাক্ট-২০১২" বিষয়ক সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

৯ জুন ২০১৫ ঃ বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০১৫ উপলক্ষ্যে ডিসিসিআই এবং শিল্প মন্ত্রণালয় যৌথভাবে আয়োজিত সেমিনারে ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত "বাংলাদেশ অ্যান্ড ফ্রি টেড এগ্রিমেন্ট" বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী "ভ্যালু এ্যাডেড ট্যাক্স বাস্তবায়ন এবং সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি এ্যাক্ট ২০১২" বিষয়ক সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ট্রেড ডেলিগেশন এ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (গবেষণা) জনাব এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) আয়োজিত বাংলাদেশ কান্ট্রি প্রোগ্রামিং মিশন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১০ জুন ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ, পরিচালক খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ ইটালিতে অনুষ্ঠিত ৯ম ওয়ার্ল্ড চেম্বার্স কংগ্রেস-এ যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ "৯ম এশিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যান্ড ট্যুরিজম এক্সপো ২০১৫" তে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ ইপিবিতে অনুষ্ঠিত ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে আয়োজিতব্য সফর বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১১-১৩ জুন ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদের নেতৃত্বে ঢাকা চেম্বারের বাণিজ্য প্রতিনিধিদল চীনের কুনমিং-এ অনুষ্ঠিত ১০তম চায়না সাউথ এশিয়া বিজনেস ফোরামে যোগদান করেন। প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, মোক্তার হোসেন চৌধুরী এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে উক্ত ফোরামে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের (আমেরিকা উইং)-এর মহাপরিচালক জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান এর বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী বাংলাদেশ ব্যাংক আয়োজিত "বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার পরবর্তী অবস্থা" শীর্ষক সেমিনারে যোগদান করেন।

১১-১৪ জুন ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী, মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির বিসিআইএম চেম্বার্স কো-অপারেশন কাউন্সিল-এর সভায় যোগদান করেন।

১২ জুন ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী যাকাত ফেয়ার ২০১৫-তে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

১৩ জুন ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী জাতীয় বাজেট ২০১৫-১৬ বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী বাংলাদেশ ব্যাংক আয়োজিত সার্ক ফিন্যান্স গভর্নেন্স বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (গবেষণা) জনাব এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারি এবং সহকারী সচিব (গবেষণা) জনাব আজিজুর রহমান সিপিডি আয়োজিত জাতীয় বাজেট ২০১৫-১৬ এর বিশ্লেষণ সভায় যোগদান করেন।

১৪ জুন ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ ফরেন চেম্বার আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই এবং বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন যৌথভাবে আয়োজিত “বাংলাদেশ আইটি এবং আইটি এ্যানএবল সার্ভিস এর সমস্যা ও সম্ভাবনা” শীর্ষক মতবিনিময় সভা ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (গবেষণা) জনাব এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারি বিআইডিএস আয়েজিত “প্রমোটিং মার্কেট-লিড ইনক্লুসিভ গ্রোথ” বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (গবেষণা) জনাব এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত সাফটা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৫ জুন ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ-এর সাথে প্রাইসওয়াটারহাউসকুপারস্-এর সিনিয়র কনসালটেন্ট গুরুনচাল সিং সাক্ষাৎ করেন।

ঃ এগ্রো বেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্শিয়ালাইজেশন অফ এগ্রিকালচার বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী-এর সাথে আইপ্যাক এর প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (গবেষণা) জনাব এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারি বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আয়োজিত “ভ্যাজিটেবল ওয়েল ও ফ্লাওয়ার চাষাবাদ” বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৬ জুন ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী বিয়াক আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এমসিসিআই’র বাজেট বিশ্লেষণ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই একাউন্টস অ্যান্ড ফিন্যান্স কমিটির ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।

১৬-১৭ জুন ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ রাশিয়ায় সেন্ট পিটার্সবার্গ ইন্টারন্যাশনাল ইকোনোমিক ফোরামে যোগদান করেন।

১৭ জুন ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী “ই-কমার্সের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন” বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী ইউরোপীয় ইউনিয়ন, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং তথ্যমন্ত্রণালয় যৌথভাবে আয়োজিত “বাংলাদেশ ইন্সপায়ারস প্রজেক্ট”-এর সমাপনী ও নৈশভোজে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন পরিচালক জনাব এম আনোয়ারুল হক, আহ্বায়ক জনাব এম এস সিদ্দিকী সারকো সচিবালয় আয়েজিত মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

১৮ জুন ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির আইসিএবি আয়োজিত জাতীয় বাজেট ২০১৫-১৬ বিশ্লেষণ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই উপ-সচিব (গবেষণা) জনাব এএইচএম মনিরুজ্জামান ইপিবি আয়োজিত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে রপ্তানি হ্রাসের কারণ চিহ্নিতকরণ সভায় যোগদান করেন।

২০ জুন ২০১৫ ঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেবার রিলেসন্স, ফ্যাক্টরি কমপ্লায়েন্স অ্যান্ড কর্পোরেট সোশাল রেসপনসিবিলিটি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

২৪ জুন ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী বিনিয়োগ বোর্ড আয়োজিত ওয়ার্ল্ড ইনভেস্টমেন্ট রিপোর্ট-২০১৫ এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী বিল্ডের ফিনান্সিয়াল সেক্টর ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কিং কমিটির ৫ম সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী বাংলাদেশে অবস্থিত থাইল্যান্ডের দূতাবাস আয়োজিত ইফতার মাহফিলে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব আবসার করিম চৌধুরী ঢাকা জেলা লবণ কমিটির ১ম সভায় যোগদান করেন।

২৫ জুন ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং আইপ্যাক যৌথভাবে আয়োজিত "চায়না (গুয়াংজু)-বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট এ্যান্ড টেকনোলোজি প্রমোশন অ্যান্ড ম্যাচ-মেকিং সেশন" এ যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী গ্রামীণফোনে অনুষ্ঠিত প্যানেল গ্রুপ আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহকারী সচিব (গবেষণা) জনাব আজিজুর রহমান শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত ইস্তাম্বুল সভার কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আয়োজিত "বাংলাদেশে আইটি এবং আইটি এ্যানেবলড সার্ভিসের সম্ভাবনা" শীর্ষক সভায় যোগদান করেন।

২৭ জুন ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সভায় যোগদান করেন।

২৮ জুন ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী পাট বহুমুখীকরণ প্রমোশন কেন্দ্র আয়োজিত পাট উৎপদান ও বহুমুখীকরণ উদ্যোক্তাদের মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত এনএসএফটিএ/এসএমটিআইএস-এর সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-আহ্বায়ক জনাব এম এ মান্নান "দেশীয় কসমেটিক ও টয়লেট্রিজ পণ্যের সম্ভাবনা" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম এসএমই ফাউন্ডেশন আয়োজিত "বিজনেস রেজিস্টার" বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

২৯ জুন ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে ইন্ডিয়া চেম্বার অব কমার্সের জয়েন্ট ডিরেক্টর বোধিসত্ব মুখার্জী সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ঢাকা সিটি ট্রাফিক অ্যান্ড পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

৩০ জুন ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ অর্থমন্ত্রণালয় আয়োজিত বাজেট পরবর্তী আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

১ জুলাই ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ ঢাকা চেম্বারের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের সাথে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (গবেষণা) জনাব এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত জাপান ও বাংলাদেশের মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (গবেষণা) জনাব এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত চীন ও বাংলাদেশের মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২ জুলাই ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী বিনিয়োগ বোর্ড আয়োজিত "এফডিআই-জিডিপি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক" শীর্ষক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম এফবিসিসিআই'র ইফতার ও দোয়া মাহফিলে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন পরিচালক জনাব এম আনোয়ারুল হক বিটাকের গভর্নিং বডির সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিবিআই কলেজ ওয়ার্কিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

৪ জুলাই ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী এনার্জিপ্যাকের জন ডিয়ার ট্রাকটর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

৫ জুলাই ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে বিএসসিসিআই'র ১১১তম পরিচালনা পর্ষদের সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক-এর ইফতার ও দোয়া মাহফিলে যোগদান করেন।

৭ জুলাই ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির বাংলাদেশ মালয়েশিয়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র ইফতার ও দোয়া মাহফিলে যোগদান করেন।

৮ জুলাই ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বিল্ড'র ৭ম ট্রাষ্টি বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

৯ জুলাই ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ প্রাণ আরএফএল গ্রুপের সিইও মেজর জেনারেল (অবঃ) আমজাদ হোসেন চৌধুরী মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে শোকবার্তা প্রেরণ করেন।

১১ জুলাই ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ এফবিসিসিআই আয়োজিত ইফতার ও দোয়া মাহফিলে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ সিভিল এভিয়েশন অ্যান্ড ট্যুরিজম সার্ভিসেস সেক্টর ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

১২ জুলাই ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বিএসসিসিআই'র ১১২ তম বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন আয়োজিত ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির বিনিয়োগ বোর্ড আয়োজিত বাংলাদেশে বিনিয়োগের নানাদিক বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহকারী সচিব (গবেষণা) মিস তৈয়েবা হোসনে জেসমিন বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আয়োজিত রপ্তানির প্রতিবন্ধকতা ও সমাধান শীর্ষক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

১৩ জুলাই ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন পরিচালক জনাব এম আনোয়ারুল হক বিএসটিআই'র ৯ম ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টিফিকেশন কমিটির সভায় যোগদান করেন।

১৪ জুলাই ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ ইটুকে প্রকল্প বিষয়ে মার্কেন্টাইল ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

২১ জুলাই ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বাংলাদেশে নিযুক্ত নেদারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত গারবান এস ডি জং-এর বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

২২ জুলাই ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ এবং অন্যান্য ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানি উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী, বীর বিক্রম-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ আইসিসি-বাংলাদেশ আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজ সভায় যোগদান করেন।

২৩ জুলাই ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে ইন্ডিয়া চেম্বার অব কমার্স-এর জয়েন্ট ডিরেক্টর বোধিসত্ব মুখার্জী সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বিএসটিআই এবং নেপালের ডিপার্টমেন্ট অফ ফুড টেকনোলোজি অ্যান্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল এর মধ্যকার খসড়া সমঝোতা চুক্তি বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই উপ-সচিব (জনসংযোগ) জনাব মোঃ একরামুল হক ২১তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০১৬ এর উপ-কমিটির সভায় যোগদান করেন।

২৫ জুলাই ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী ডিবিআই আয়োজিত “ম্যানেজারিয়াল লিডারশিপ স্কিল” বিষয়ক ট্রেনিং কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

২৬ জুলাই ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী ইপিবি-এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম প্রোটেকশন অফ কনজ্যুমার রাইটস আইন ২০০৯ এর চূড়ান্তকরণ বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-আহ্বায়ক জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট ইপিবি আয়োজিত “৮৪তম ইজমির ইন্ট্যারন্যাশনাল ফেয়ার” বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সদস্য জনাব এনামুল হক পাটওয়ারী বাংলাদেশ ও চেক রিপাবলিক এর মধ্যকার বাণিজ্য সম্প্রসারণ বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

২৭ জুলাই ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে তাইওয়ান ট্রেড সেন্টারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ড্যানি ওয়াং সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব হোসেন খালেদের সভাপতিত্বে ডিসিসিআই কন্সটিটিউশন, মেম্বারশীপ, এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এইচআর বিশেষ কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ সহ ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ মাননীয় প্রধামন্ত্রীর মূখ্য সচিব জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

২৮ জুলাই ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদের সাথে সিঙ্গাপুরে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মাহবুব-উজ জামান সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী এবং মহাসচিব জনাব এএইএচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

২৯ জুলাই ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ আইএমএসএমই অফ বাংলাদেশ-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে ভারতের ন্যাশনাল স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ সেন্টার-এর চেয়ারম্যান রবীন্দ্র নাথ সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই একাউন্টস্ অ্যান্ড ফাইনান্স স্ট্যান্ডিং কমিটির ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত।

৩০ জুলাই ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে গ্রামীণফোনের জেনারেল ম্যানেজার জনাব আজিজুল আবেদিন সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে কোর নলেজ সেন্টার-এর সিইও সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উচ্চ ঝুঁকি মোকাবেলা বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, পরিচালক জনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ ৪২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশস্থ দক্ষিণ কোরিয়ার দূতাবাস আয়োজিত নৈশভোজে যোগদান করেন।

৩১ জুলাই ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে আইএমএসএমই অফ ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।

১ আগস্ট ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ এবং ভারতের প্রতিনিধিদলের মধ্যকার বাণিজ্য আলোচনা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বিএসসিসিএল’র ১১৩ তম বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ভারতের ন্যাশনাল স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএসআইসি)-এর মধ্যকার মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত। ভারতের ন্যাশনাল স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএসআইসি)-এর সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার জনাব প্রলয় দে এবং ডিসিসিআই’র সদস্যবৃন্দ এ মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

ঃ কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনবিআর রিলেটেড ইস্যুস্ স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ কান্ট্রি ব্রান্ডিং অ্যান্ড পজিশনিং বাংলাদেশ বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

২ আগস্ট ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের ট্রেড অফিসার সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক) আয়োজিত সেমিনারে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী গ্রামীণফোন আয়োজিত “রিয়েলাইজেশন অফ ডিজিটাল বাংলাদেশ” এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

৩ আগস্ট ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ ফরেন চেম্বার আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের ৭ম সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির উক্ত সভায় যোগদান করেন।

৪ আগস্ট ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বিয়াক আয়োজিত “এডিআর সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিয়াকের ভূমিকা” শীর্ষক সেমিনারে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানী লিমিটেড-এর ১৮তম অডিট কমিটির সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী এফবিসিসিআই আয়োজিত “ইন্ডিয়া ইনভেস্টট্রেড ২০১৫” শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-আহ্বায়ক জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১১-১২ এবং ২০১২-১৩ প্রদান বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-আহ্বায়ক জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট ইপিবি আয়োজিত ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০১৬ বিষয়ক স্টিয়ারিং কমিটির সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-আহ্বায়ক জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত কুনমিং মেলার স্থায়ী প্যাভিলিয়ান স্থাপন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৫ আগস্ট ২০১৫ ঃ প্রোজেক্ট, বিবিএ কলেজ, ডিবিআই, এডুকেশন, রিসার্চ, লাইব্রেরী অ্যান্ড নলেজ সেন্টার স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

৬ আগস্ট ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ ইন্ডিয়া চেম্বার অব কমার্স আয়োজিত ইন্ডিয়া ইনভেস্টট্রেড ২০১৫ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ অর্থমন্ত্রণালয় আয়েজিত ফিন্যান্সিয়াল এ্যাক্ট বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

৭ আগস্ট ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স সিরিজ-এ যোগদান করেন।

৮ আগস্ট ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ এটুআই প্রকল্পের প্রতিনিধিদলের সাথে বৈঠকে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ইটুকে প্রজেক্ট এবং এক্সেসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) এর মধ্যকার মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনবিআর রিলেটেড ইস্যুস স্ট্যান্ডিং কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ এফডিআই, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি অ্যান্ড প্রাইভেটাইজেশন অফ এসওই'স স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

৯ আগস্ট ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ আইসিসি-বাংলাদেশ আয়োজিত সভায় যোগদান করেন।

১০ আগস্ট ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ ইটিবিএল হোল্ডিংস লিমিটেড আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান করেন।

১১ আগস্ট ২০১৫ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত ওয়ানজা ক্যাম্পোজ ডাঃ নবরেগা সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, পরিচালক জনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে টিইউভি এসইউভি বাংলাদেশ-এর স্থায়ী প্রতিনিধি সাক্ষাৎ করেন।

ঃ হিউম্যান রিসোর্স স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ টেলিকম, আইটিসি অ্যান্ড ইনটেলেকচুয়্যাল প্রোপার্টি রাইটস স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সহ-আহ্বায়ক জনাব এম এ মান্নান কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)-এর স্ট্রাটেজি প্ল্যান নির্ধারণ বিষয়ক ফোকাস গ্রুপ আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির বিয়াক টেকনিক্যাল এ্যাডভাইজরি বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৩ আগস্ট ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে ইউকে-বাংলাদেশ ই-ফেয়ার-এর আহ্বায়ক জনাব মোঃ আব্দুল আওয়াল তমাল সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি হোসেন খালেদ ইটুকে প্রকল্প বিষয়ে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সাথে মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী বাংলাদেশ ব্যাংক আয়োজিত নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিট ২০১৫ বিষয়ক সম্মেলনে যোগদান করেন।

১৬ আগস্ট ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে জনাব মানদিপ সাক্ষাৎ করেন।

১৭ আগস্ট ২০১৫ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ এবং শ্রীলংকায় নিযুক্ত দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রদূত জফ ডয়েজ-এর মধ্যকার মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি হুমায়ুন রশীদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী ও সহ-আহ্বায়ক জনাব খাইরুল বাসার জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) আয়োজিত নতুন কাস্টম আইন ও এর প্রয়োগ শীর্ষক জাতীয় ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির ২য় ইউকে-বাংলাদেশ ই-কমার্স আয়োজনের লক্ষ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

১৮ আগস্ট ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ ইউএসএআইডি আয়োজিত সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী-এর সাথে ইটালিয়ান ট্রেড কমিশনার মার্টিনো ক্যাস্ট্রিলানো সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

১৯ আগস্ট ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে কানাডায় বাংলাদেশি ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের পণ্য প্রসার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে টিএফও কানাডা সার্ভিসেস এর প্রতিনিধি জাকির মুন্সি সাক্ষাৎ করেন।

২০ আগস্ট ২০১৫ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইন্সটিটিউট (বিএফটিআই) যৌথভাবে আয়োজিত “পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক আইন ২০১৩” শীর্ষক সেমিনার ডিসিসিআই অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এম.পি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ।

ঃ ডিসিসিআই আয়োজিত “এসএমই উদ্যোক্তাদের ই-কমার্স সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ” বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী বিএবি আয়োজিত “যাকাত এবং ওয়াকফ” শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম এফবিসিসিআই আয়োজিত ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন ফি বৃদ্ধি বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-আহ্বায়ক জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট ইপিবি আয়োজিত ৬ষ্ঠ ভূটান ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ার-২০১৫ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-আহ্বায়ক জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট ইপিবি আয়োজিত ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং এক্সপো, অস্ট্রেলিয়া-২০১৫ বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

২১ আগস্ট ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৭ম সভা অনুষ্ঠিত।

২২ আগস্ট ২০১৫ ঃ কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনবিআর রিলেটেড ইস্যুস স্ট্যান্ডিং কমিটির ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ এফডিআই, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি অ্যান্ড প্রাইভেটাইজেশন অফ এসওইস বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

২৩ আগস্ট ২০১৫ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত “ব্যবসায় ক্রমবর্ধমান ব্যয় বৃদ্ধি” বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মূখ্য সচিব জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ সেমিরের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব হোদায়েতউল্ল্যাহ আল মামুন, এনডিসি এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজিবুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ডব্লিউটিও ট্রেড ফেসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

২৪ আগস্ট ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী’র সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তান দূতাবাসের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর মিসেস ফারাহ ফারুক সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

২৫ আগস্ট ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ ঢাকা চেম্বার এবং ইউএপি যৌথভাবে আয়োজিত টেকনোলেজি ইনোভেশন ম্যানেজমেন্ট ফর কমপিটিটিভ এ্যাডভানটেজ-ওয়ার্কশপে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-আহ্বায়ক জনাব রিয়াদ হোসেন শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত “আইপি বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরি” বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

২৬ আগস্ট ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, পরিচালক জনাব সামির সাত্তার সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত “বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট”-এ ঢাকা চেম্বারের পক্ষ হতে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস স্ট্যান্ডিং কমিটির ৭ম সভা অনুষ্ঠিত।

২৭ আগস্ট ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, পরিচালক সামির সাত্তার সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ফোরাম ২০১৫-তে যোগদান করেন।

২৮ আগস্ট ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আয়োজিত “এটুআই প্রকল্পের মূল্যায়ন” বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

২৯ আগস্ট ২০১৫ ঃ এফডিআই, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি অ্যান্ড প্রাইভেটাইজেশন অফ এসওইএস বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

৩০ আগস্ট ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাউজক) এর চেয়ারম্যান ইঞ্জিঃ জয়নুল আবেদিন ভূইয়্যা এর সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন আকতার, আহ্বায়ক ও প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার, সহ-আহ্বায়ক মিস শামসুন্নাহার, মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার বিদায়ী রাষ্ট্রদূতের সম্মানে আয়েজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী “ব্যবসায় ক্রমবর্ধমান ব্যয় বৃদ্ধি” সেমিনার বিষয়ে এটুআই প্রকল্পের প্রজেক্ট অফিসার জনাব সাখওয়াত-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের ৮ম সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী প্রাইভেট সেক্টর পার্টনারশিপ বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই এস্টেট, কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

৩১ আগস্ট ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ড-এর ৮ম সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির উক্ত সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী বিসিআই আয়োজিত “শিল্পায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার পথে সমস্যা ও সম্ভাবনা” বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী আইএফসি’র বিদায়ী কান্ট্রি ম্যানেজার কেইলি এফ কেলহোফার এবং নবাগত কান্ট্রি ম্যানেজার মিস ওইন্ডি ওয়ানার-এর সম্মানে আয়োজিত ভোজ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড আয়োজিত সিরডাপ মিলনায়তনে বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষায় টেকসই ট্যুরিজম বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

ঃ কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনবিআর রিলেটেড ইস্যুস্ বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত।

২ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী অস্ট্রেলিয়ার সুইয়ানব্রান ইউনির্ভাসিটি অফ টেকনোলোজি-এর প্রতিনিধিদলের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব নেসার মাকসুদ খান, খন্দকার আতিক-ই রাব্বানী, এফসিএ, মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী এ্যামচেম'র মধ্যাহ্নভোজে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী ভিয়েতনামের ৭০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশে অবস্থিত ভিয়েতনামের দূতাবাস আয়োজিত নৈশভোজে যোগদান করেন।

৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী "সিএসআর ইন বাংলাদেশ ২০১৫" শীর্ষক প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির "আইটি/আইটিএস/হাই-টেক পলিসি অ্যান্ড রোডম্যাপ" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী এফবিসিসিআই আয়োজিত "স্থলবন্দর সমূহের উন্নয়ন" বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ বিএএসএফ'র ১৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত নৈশভোজে যোগদান করেন।

৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান, মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এর সাথে টুভ সুড-এর প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।

৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ কনফেডারেশন অফ বৃটিশ ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ইমপোর্ট পলিসি, ইনডেনটিং, ট্যারিফ অ্যান্ড ট্রেড ফেসিলিটেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড স্মাগলিং ইনিসিয়েটিভ এবং প্রোকেটশন অফ কনজুমার রাইটস্‌, এসেনশিয়াল কমুডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির যৌথ সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ইমপোর্ট পলিসি, ইমপোর্ট, ইনডেনটিং, ট্যারিফ অ্যান্ড ট্রেড ফেসিলিটেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

১০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী বাংলাদেশস্থ অস্ট্রেলিয়ান দূতাবাস আয়োজিত চা-চক্রে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-আহ্বায়ক জনাব এম এ শাহ রশিদ সম্রাট ইপিবি আয়োজিত "ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল মেগা ট্রেড ফেয়ার-২০১৫" বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির "বাংলাদেশ বিজনেস এ্যাওয়ার্ড" পদক প্রদান অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

১২ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ ডিসিসিআই গুলশান সেন্টারে অনুষ্ঠিত হাউজিং এন্ড রিয়েল এস্টেট খাতের সমস্যা ও সম্ভাবনা শীর্ষক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির বাংলাদেশ আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক)'র ৪র্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত এডিআর বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী রাশিয়া এবং প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে বাংলাদেশী পণ্য রপ্তানি বিষয়ক আলোচনায় যোগদান করেন।

ঃ ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি স্মাগলিং ইনিশিয়েটিভ এবং প্রটেকশন অফ কনজুমার রাইটস্‌ স্ট্যান্ডিং কমিটির যৌথ সভা অনুষ্ঠিত।

১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী বাংলাদেশে নিযুক্ত থাইল্যান্ডের বিদায়ী রাষ্ট্রদূত এর সম্মানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত নৈশভোজে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার, সহকারী সচিব (গবেষণা) জনাব মোঃ আজিজুর রহমান, সহকারী সচিব (এস্টেট) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম "ড্রাফট ঢাকা স্ট্রাকচার প্ল্যান ২০১৬-২০৩৫" বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত।

১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী মধুমতি ব্যাংকের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সদস্য জনাব এনামুল হক পাটোয়ারি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, আহ্বায়ক রকিব মোহাম্মদ ফখরুল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত ৮ম গ্লোবাল ফোরাম অন মাইগ্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই) কলেজ এর ওয়ার্কিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ বিশ্বব্যাংক আয়োজিত সেমিনারে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ পোল্যান্ডের ডেপুটি রেজিস্ট্রার অফ ট্রেজারি-এর সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ বিশ্বব্যাংক আয়োজিত নলেজ শেয়ারিং সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী বাংলাদেশস্থ সুইডেন দূতাবাস আয়োজিত “সুইডেনে বাংলাদেশী পণ্য রপ্তানি” বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ পোল্যান্ডে ডেপুটি মিশন অফ ট্রেজারি-এর সাথে এফবিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির গ্রামীণফোন আয়োজিত টেকসই ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বিএসসিসিএল’র ১১৭তম পরিচালনা পর্ষদের সভায় যোগদান করেন।

১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই এমপ্লয়ীজ প্রভিডেন্ট ফান্ড বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ এনভায়রনমেন্ট, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, রিনিউএ্যাবল এনার্জী, কার্বন ট্রেডিং অ্যান্ড পলিউশন কন্ট্রোল স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

২০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট কনফারেন্স ২০১৫ বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী এবং ইন্টারন্যাশনাল টেড সার্ভিসেস লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও এর মধ্যকার সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী আইএফসি ইন্ডাস্ট্রি ট্রেড অর্গানাইজেশন-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ডিসিসিআই ইটুকে প্রকল্পের বিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত।

২১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ এমডিজি’র লক্ষ্য অর্জনে দেশীয় সম্পদের ব্যবহার শীর্ষক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী পাট বহুমুখীকরণ কেন্দ্রের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস্ স্ট্যান্ডিং কমিটির ৮ম সভা অনুষ্ঠিত।

২২ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ঃ কন্সটিটিউশন অ্যান্ড মেম্বারশীপ অ্যান্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এইচআর স্ট্যান্ডিং কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী'র সাথে কম্পিউটার জগৎ-এর আহ্বায়ক জনাব মোঃ তমাল সাক্ষাৎ করেন এবং ২য় ইউকে-বাংলাদেশ ই-কমার্স ফেয়ার বিষয়ে আলোচনা করেন। ডিসিসিআই মহাসচিব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী ডিসিসিআই এমপ্লয়ীজ প্রভিডেন্ট ফান্ড-এর দ্বিতীয় সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী চীনের ৬৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশস্থ চীনের দূতাবাস আয়োজিত নৈশভোজে যোগদান করেন।

ঃ ২য় ইউকে-বাংলাদেশ ই-কমার্স ফেয়ার বিষয়ে ডিসিসিআই এবং কম্পিউটার জগৎ-এর মধ্যকার আলোচনা সভা ডিসিসিআই গুলশান সেন্টারে অনুষ্ঠিত।

২ অক্টোবর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী শিল্পমন্ত্রণালয় কর্তৃক ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন আয়োজিত ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নে কার্যক্রম গ্রহণ বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

৩ অক্টোবর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের ৮ম সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সভাপতি মোঃ শোয়েব চৌধুরী, মহাসচিব এএইচএম রেজাউল কবির এ সভায় যোগদান করেন।

৪ অক্টোবর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী বিএফপি-বি-বিষয়ক পলিসি এ্যাভাইজরি কমিটির ২য় সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী দেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষিত নিয়ে মাছরাঙ্গা টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

৫-১০ অক্টোবর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী টোকিও ভিত্তিক এশিয়া প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) কর্তৃক পাকিস্তানে আয়োজিত "মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও কৌশল" শীর্ষক আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

৫ অক্টোবর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না বাংলাদেশ ব্যাংক আয়োজিত ফ্রাইডে মার্কেট বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৬ অক্টোবর ২০১৫ ঃ সিভিল এভিয়েশন অ্যান্ড ট্যুরিজম সার্ভিসেস সেক্টর ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

৭ অক্টোবর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ ডেনিমজিন্স.কম বাংলাদেশ আয়োজিত ৪র্থ ডেনিম জিন্স প্রদর্শনী এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ বিল্ড আয়োজিত ফার্ষ্ট বাংলাদেশ রিলায়েন্স ডায়লগ অফ প্রাইভেট সেক্টর বিষয়ক ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির ৪র্থ ডেনিম জিন্স বাংলাদেশ আয়োজিত ফ্যাশন শোতে যোগদান করেন।

৮ অক্টোবর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ স্পেনের জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকাস্থ স্পেন দূতাবাস আয়োজিত নৈশভোজে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির ফার্স্ট বাংলাদেশ রেজিলিয়েন্স ডায়লগ অফ প্রাইভেট সেক্টর শীর্ষক ডায়লগে সঞ্চালক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

১০ অক্টোবর ২০১৫ ঃ ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি-স্মাগলিং স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

১১ অক্টোবর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ-এর সাথে আইটিসি'র প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।

ঃ আইটিসি জেনেভার একটি প্রতিনিধিদল ঢাকা চেম্বার সচিবালয়ের বেঞ্চমার্কিং বিষয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (গবেষণা) জনাব এ কে এম আসাদুজ্জামান ইপিবি'তে আয়োজিত সভায় যোগদান করেন।

১৩ অক্টোবর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং টুভ সুড সাউথ এশিয়া (প্রাইভেট লিঃ) যৌথভাবে আয়োজিত “নিরাপদ জ্বালানি ভবিষ্যৎঃ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ” বিষয়ক সেমিনারের প্যারালাল সেশনে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং টুভ সুড সাউথ এশিয়া (প্রাইভেট লিঃ) যৌথভাবে আয়োজিত “নিরাপদ জ্বালানি ভবিষ্যৎঃ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরন” বিষয়ক সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

১৪ অক্টোবর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদের সাথে আইটিসি’র প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ বাংলাদেশ এনার্জী রেগুলেটরি কমিশনের ৬৮তম উন্মুক্ত শুনানিতে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী ফিশারিজ প্রোডাক্টস বিজনেস কাউন্সিল-এর ৭ম বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী ফিশারিজ প্রোডাক্টস বিজনেস কাউন্সিল-এর ১৬তম নির্বাহী কমিটির সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী বাংলাদেশ এনার্জী রেগুলেটরি কমিশন আয়োজিত সভায় যোগদান করেন।

১৫ অক্টোবর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বাংলাদেশ মালয়েশিয়া ট্রেড রিলেশনঃ অপরচুনিটিজ অ্যান্ড চ্যালেঞ্জ বিষয়ক সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী পাট বহুমুখীকরণ কেন্দ্র আয়োজিত পণ্য প্রদর্শনীতে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই এমপ্লয়ীজ প্রভিডেন্ট ফান্ড ট্রাস্টি বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত।

১৭ অক্টোবর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৮ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই কর্তৃক আয়োজিত “আঞ্চলিক যোগাযোগঃ বাংলাদেশের সমস্যা ও সম্ভাবনা” বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত। মাননীয় যোগাযোগ ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এম.পি সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব রিয়ার এ্যাডমিরাল (অবঃ) মোঃ খুরশেদ আলম, বিএন এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত নেপালের রাষ্ট্রদূত হরি কুমার শ্রেষ্ঠা বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন।

২০-২২ অক্টোবর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ আইটিসি কর্তৃক কাতারের দোহায় আয়োজিত “১৫তম ওয়ার্ল্ড এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফোরাম”-এ যোগদান করেন।

২৫ অক্টোবর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই আয়োজিত “মোবাইল ফিনান্সিং সার্ভিসেস” বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত। মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এম.পি উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ গোল টেবিল আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বিএসসিসিএল-এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

২৬ অক্টোবর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদের সাথে আইএফসি’র প্রতিনিধি জনাব লুৎফুল্লাহ সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড আয়োজিত বৌদ্ধ ধর্মের স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহে পর্যটন সম্প্রসারণ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনার উপলক্ষ্যে আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান করেন এবং এ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকারীদের মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

২৭ অক্টোবর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড আয়োজিত বৌদ্ধ ধর্মের স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহে পর্যটন সম্প্রসারণ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনার প্যারালাল সেশনে নির্ধারিত অলোচক হিসেবে যোগদান করেন।

২৮ অক্টোবর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে সাস'র প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।

২৯ অক্টোবর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ সিজেডএম কর্তৃক সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং রোলার অফ দুবাই'র সহ-সভাপতি মান্যবর শেখ মোহাম্মদ বিন রাশেদ আল মাক্তুম-এর সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ তুরস্কের ৯২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

৩১ অক্টোবর ২০১৫ ঃ বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত "ডুইং বিজনেস ২০১৬" শীর্ষক প্রতিবেদনে ব্যবসা পরিচালনায় বাংলাদেশের অবস্থানের বিষয়ে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) উদ্বেগ প্রকাশ বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক) আয়োজিত সভায় যোগদান করেন।

১ নভেম্বর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্থানের হাইকমিশনার সুজা আলম সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, পরিচালক জনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ, প্রাক্তন পরিচালক জনাব ওয়াকার আহমদ চৌধুরী, মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত সিঙ্গাপুরের কনসুলর ড্যারেল লিউ কাই মান সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, পরিচালক সর্বজনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ, সামির সাত্তার, প্রাক্তন জনাব পরিচালক ওয়াকার আহমদ চৌধুরী, মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ দৈনিক প্রথম আলো প্রত্রিকায় সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

২ নভেম্বর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট ইপিবি আয়োজিত ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০১৬ উপলক্ষ্যে প্রকাশিতব্য স্যুভেনির সাব-কমিটির সভায় যোগদান করেন।

৩ নভেম্বর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সালে ভারতের অবস্থিত বেলজিয়াম দূতাবাসের প্রতিনিধিদলের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে আম্মান চেম্বার অব কমার্স'র ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে বাংলাদেশস্থ সুইডেন দূতাবাসের প্রতিনিধি সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার জনাব পঙ্কজ শরন-এর বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

৪ নভেম্বর ২০১৫ ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজিবুর রহমান ডিসিসিআই ট্যাক্স গাইড ২০১৫-১৬ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ, সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, পরিচালক সর্বজনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান, আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ, মোক্তার হোসেন চৌধুরী, ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির এবং এনবিআর-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ ঢাকা চেম্বারের নির্বাচন ২০১৬ এবং সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি পদে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে যোগদান করেন।

৫ নভেম্বর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ দৈনিক সমকাল পত্রিকায় সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

৬ নভেম্বর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ দৈনিক প্রথম আলোর ১৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

৭ নভেম্বর ২০১৫ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত “এমডিজি থেকে এসডিজিতে রূপান্তরঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রেক্ষিতে সমস্যা ও সম্ভাবনা” শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত। মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এম.পি সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ইউএনডিপি-বাংলাদেশ-এর সহকারী কান্ট্রি ডিরেক্টর পলাশ কান্তি দাস, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস)-এর মহাপরিচালক ড. খান আহমেদ সাইয়েদ মুর্শীদ এবং বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)-এর চেয়ারম্যান এবং ডিসিসিআই প্রাক্তন সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম সেমিনারে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বিএসসিসিএল’র ২০তম অডিট কমিটির সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব খায়রুল বাসার কর অঞ্চল, ঢাকা (পশ্চিম) আয়োজিত আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

৮ নভেম্বর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে স্পেলবাউন্ড-এর কর্মকর্তাবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ মালয়েশিয়ার বিদায়ী রাষ্ট্রদূত মিসেস নরলিন বিনতি উথমান’র সম্মানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বাংলাদেশস্থ বৃটিশ হাইকমিশন আয়োজিত বাংলাদেশ বিজনেস নেটওয়ার্কিং রিসিপশন ফর প্রফেশনালস্, ইনোভেটরস অ্যান্ড এন্টারপ্রেনিউরস-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

৯ নভেম্বর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বিল্ড আয়েজিত নন-ট্যারিফ বিষয়ে ষ্টেকহোল্ডারদের দিনব্যাপী ওয়ার্কশপে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ এফবিসিসিআই আয়োজিত ডিউটি, ভ্যালু এডেড ট্যাক্স এবং আয়কর আইন বাস্তবায়ক বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব এম এ শাহ রশিদ সম্রাট ইপিবি আয়োজিত ভারতের ত্রিপুরা অনুষ্ঠিতব্য বাণিজ্য মেলা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১০ নভেম্বর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত এ্যাহন সেঙ্গ-ডু-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে চীনের ইউনান প্রদেশে’র বাণিজ্য প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ আইসিএসবি প্রদত্ত ন্যাশনাল এ্যাওয়ার্ড ফর করর্পোরেট গর্ভানেন্স এক্সিলেন্স-২০১৪ প্রদান অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

১১ নভেম্বর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ-২০১৫ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৫-এর ওয়ার্কিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই অডিট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বিয়াক-এর ৩য় কাউন্সিল সভায় যোগদান করেন।

১২ নভেম্বর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানী-এর সিইও জনাব আনিস উজ্জামান সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ ডেনিম এক্সপো-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন আওতাভুক্ত এলাকায় সৌন্দর্যবর্ধন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান বিনিয়োগ বোর্ড আয়োজিত ঢাকা শহরে যানজট সমস্যা ও অর্থনীতিতে এর প্রভাব বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

১৩ নভেম্বর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ ঢাকা-কোরিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল-২০১৫ তে যোগদান করেন।

১৪ নভেম্বর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ আইবিএ আয়োজিত বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার জনাব পঙ্কজ শরন-এর বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

১৫ নভেম্বর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ আইএফসি-বাংলাদেশ'র প্রতিনিধির সাথে বৈঠকে যোগদান করেন।

১৬ নভেম্বর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূতের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

১৭ নভেম্বর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে পাকিস্তানের নারী উদ্যোক্তা মিসেস তালাত হাফিজ সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ ইটুকে প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় যোগদান করেন।

১৮ নভেম্বর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর চেয়ারম্যান মোঃ নজিবুর রহমানের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব এম এ শাহ রশিদ সম্রাট জাপানের টোকিওতে অনুষ্ঠিতব্য জেডব্লিউএফ ইন্টারন্যাশনাল ফ্যাশন ফেয়ার-এ বাংলাদেশের অংশগ্রহণ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৯ নভেম্বর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ১০ মিনিস্ট্রিরিয়াল-এ অংশগ্রহণ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ ১২২তম বিএসসিসিএল বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

২০ নভেম্বর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ "গ্লোবাল ইউয়ুথ এন্টারপ্রেনিউরশীপ সামিট ২০১৫" তে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

২২ নভেম্বর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ-এর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত শ্রীলংকার হাইকমিশনার ইয়াসোজা গুনাসেকেরা সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, পরিচালক খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ এবং মহাসচিব এএইচএম রেজাউল কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

২৪ নভেম্বর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই আয়োজিত "ইনভেস্টমেন্ট ক্লাইমেন্ট ইন বাংলাদেশঃ লুকিং এহেড" বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর ড. গওহর রিজভী সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

২৬ নভেম্বর ২০১৫ ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৯ম সভা অনুষ্ঠিত।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ডিসিসিআই-এর সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডান থেকে ষষ্ঠ), মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত, এম.পি (বাম থেকে ষষ্ঠ) কে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন। ২৫ মে, ২০১৫ তারিখের ছবিতে অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এম.পি (ডান থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (ডান থেকে পঞ্চম), সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে চতুর্থ) এবং পরিচালনা পর্ষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডান থেকে ষষ্ঠ), মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এম.পি (ডান থেকে সপ্তম) কে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন। ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (ডান থেকে পঞ্চম), সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে চতুর্থ) এবং পরিচালনা পর্ষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে সপ্তম), মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এম.পি (ডান থেকে সপ্তম) কে ক্রেস্ট প্রদান করছেন। ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন (ডান থেকে চতুর্থ), ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (বাম থেকে ষষ্ঠ), সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বাম থেকে পঞ্চম) এবং পরিচালনা পর্ষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দকে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে ষষ্ঠ) মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এম.পি (বাম থেকে পঞ্চম) কে ক্রেস্ট প্রদান করছেন। ০২ মার্চ, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বাম থেকে সপ্তম), পরিচালক সর্বজনাব মোঃ সবুর খান (ডান থেকে তৃতীয়), এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (ডান থেকে পঞ্চম), আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (বাম থেকে দ্বিতীয়), খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির (ডান থেকে চতুর্থ), খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বামে), মোক্তার হোসেন চৌধুরী (বাম থেকে তৃতীয়), রিজওয়ান-উর রহমান (বাম থেকে চতুর্থ), পরিকল্পনা সচিব জনাব মোহাম্মদ শফিকুল আজম (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এ এইচ এম রেজাউল কবির (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডান থেকে চতুর্থ), মাননীয় পরিবেশ ও বনমন্ত্রী জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, এম.পি (বাম থেকে সপ্তম) কে ক্রেস্ট প্রদান করছেন। ০৮ মার্চ, ২০১৫ তারিখের ছবিতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের উপ-মন্ত্রী জনাব আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব (ডান থেকে পঞ্চম), ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (ডান থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং পরিচালনা পর্ষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডান থেকে পঞ্চম), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজিবুর রহমান (বাম থেকে পঞ্চম) কে ক্রেস্ট প্রদান করছেন। ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে তৃতীয়) এবং পরিচালনা পর্ষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দকে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর মধ্যকার বাজেট বিষয়ক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ৫ মে, ২০১৫ তারিখের ছবিতে এনবিআর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজিবুর রহমান (ডানে), ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (ডান থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে চতুর্থ), পরিচালক সর্বজনাব আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (বামে) এবং নেসার মাকসুদ খান (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে অবস্থানরত বিভিন্ন দূতাবাসের কূটনীতিকদের সাথে ডিসিসিআই আয়োজিত “বাংলাদেশ ২০৩০ঃ নেক্সট বিলিয়ন ডলার অপরচুনিটিজ” বিষয়ক প্রাতঃরাশ সভায় বক্তব্য রাখছেন মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এম.পি (ডানে)। ৩০ মে, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স (আইসিসি)-বাংলাদেশ এর সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান (বাম থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

Bangladesh
2030
NEXT BILLION DOLLAR OPPORTUNITIES

ডিসিসিআই আয়োজিত “বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়নঃ ভোক্তা স্বার্থে নিরবচ্ছিন্ন সঞ্চালন” বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে তৃতীয়)। ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ তারিখের ছবিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম (ডান থেকে তৃতীয়), প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের মূখ্য সচিব জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

Seminar on
Power System Development: Reliable Supply to Customers' Perspective
Dhaka Chamber of Commerce & Industry

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

DCCI
Seminar on
Increasing Maritime Connectivity: Bangladesh Business Prospect
Chief Guest : Mr. Shajahan Khan, M.P., Hon'ble Minister, Ministry of Shipping, GoB
Special Guest : Major (Retd.) Rafiqul Islam (Bir Bikram), M.P.
Chairman, Parliamentary Standing Committee on Ministry of Shipping
Organized by : Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI)

ঢাকা চেম্বার আয়োজিত “সমুদ্র আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধিঃ বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্ভাবনা” বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় নৌ পরিবহন মন্ত্রী জনাব শাহজাহান খান, এম.পি (ডান থেকে চতুর্থ)। ২৭ মে, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডান থেকে তৃতীয়), নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম (বীর বিক্রম), এম.পি (ডান থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বামে) এবং প্রাক্তন সভাপতি ও পরিচালক জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

Seminar on
Geographical Indication of Goods (Registration and Protection) Ac
Significance of GI, Implementation Challenges and Needed Initi
Chief Guest : Mr. Tofail Ahmed, M.P. Hon'ble Minister, Ministry of Commerce
Special Guest : Mr. Md. Mosharaf Hossain Bhuiyan ndc, Secretary, Ministry of Indus
Jointly organised by-
Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI)
Bangladesh Foreign Trade Institute (BFTI)

ডিসিসিআই এবং বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই) যৌথভাবে আয়োজিত “পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক আইন ২০১৩” শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এম.পি (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ২০ আগস্ট, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডান থেকে তৃতীয়), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (বাম থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (বামে) এবং বিএফটিআই’র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আলী আহমেদ (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

DCCI
Seminar on
Regional Connectivity : Opportunities and Challenges for Bangladesh
Chief Guest : Mr. Obaidul Quader, MP
Hon'ble Minister, Ministry of Road Transport and Bridges, GoB
Special Guests : Rear Admiral (Retd.) Md. Khurshed Alam, BN
Secretary in Charge, Ministry of Foreign Affairs, GoB
H. E. Mr. Hari Kumar Shrestha
Ambassador, Embassy of Nepal in Bangladesh
Organized
haka Chamber of Commerce
dustry (DC

ঢাকা চেম্বার আয়োজিত “আঞ্চলিক যোগাযোগঃ বাংলাদেশের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ” বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এম.পি (ডান থেকে তৃতীয়)। ১৭ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখের ছবিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব রিয়ার এ্যাডমিরাল (অবঃ) মোঃ খুরশেদ আলম, বিএন (ডান থেকে দ্বিতীয়), বাংলাদেশে নিযুক্ত নেপালের রাষ্ট্রদূত হরি কুমার শ্রেষ্ঠা (বাম থেকে চতুর্থ), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে পঞ্চম), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (বাম থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (বামে) এবং সিপিডি’র অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ডিসিসিআই আয়োজিত “ব্যবসা পরিচালনায় ক্রমবর্ধমান ব্যয় বৃদ্ধি” বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মূখ্য সচিব জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ২৩ আগস্ট, ২০১৫ তারিখের ছবিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব হোদায়েতউল্লাহ আল মামুন, এনডিসি (বাম থেকে তৃতীয়), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজিবুর রহমান (ডানে), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে চতুর্থ), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

Seminar on
Increasing Cost of Doing Busine
Organized by : Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI)

ডিসিসিআই আয়োজিত “মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস” বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এম.পি (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ২৫ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডান থেকে তৃতীয়), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (বাম থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বামে) এবং বিয়াক’র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর প্রাক্তন ডেপুটি গভর্নর জনাব মোহাম্মদ এ রুমি আলী (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

Round Table Discussion
on
Mobile Financial Services: The Right Delivery Perspective
Chief Guest : Mr. M. A. Mannan, Hon'ble State Minister, Ministry of
Chair : Mr. Hossain Khaled, President, Dhaka Chamber of Commerce
organized by:
29 October 2015
DCCI Auditorium

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত “এসমএই খাতে ই-কমার্স-এর সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ” বিষয়ক সেমিনার বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে তৃতীয়)। ২০ আগস্ট, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই প্রাক্তন সভাপতি জনাব বেনজীর আহমেদ (ডান থেকে তৃতীয়), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বামে), পরিচালক খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (ডানে) এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক জনাব স্বপন কুমার রায় (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

Seminar on
Prospects & Challenges of e-Commerce : Opportunities for SMEs
Chief Guest : Ms. Tarana Halim
Organized by : Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI)

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ong Kong: Sourcing and Distribution
ub in Asia
January 2015 • Dhaka, Bangladesh

ডিসিসিআই এবং হংকং ট্রেড ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল (এইচ কে টি ডি সি) যৌথভাবে আয়োজিত “হংকং ঃ এশিয়ার বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র” বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন আইসিসিবি-এর সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান (বামে)। ২৭ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডানে), রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)-এর ভাইস চেয়ারম্যন জনাব শুভাশীষ বসু (বাম থেকে তৃতীয়), হংকং ট্রেড ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল (এইচ কে টি ডি সি)-এর দক্ষিণ এশিয়া ও ভারত অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক ড্যানি চিউ গ্যাম (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

National Seminar on:
Doing Business with Philippines: Challenges & Opportunities
Chief Guest: H.E. Tofail Ahmed, MP
Hon'ble Minister for Commerce, Govt. of Bangladesh
Organized by:
Bangladesh-Philippines Chamber of Commerce & Industry (BPCCI)

“ফিলিপাইনের সাথে বাংলাদেশের ব্যবসা পরিচালনায় সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ” শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এম.পি. (ডান থেকে তৃতীয়)। ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখের ছবিতে আইসিসি-বাংলাদেশ এর সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়), এফবিসিসিআই'র সভাপতি কাজী আকরাম উদ্দিন আহমদ (বাম থেকে তৃতীয়), ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডানে), বাংলাদেশ-ফিলিপাইন চেম্বারের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জনাব আর মাকসুদ খান (ডান থেকে চতুর্থ), বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত ভিসেনটি ভিভিসিন টি বেনডিলো (বাম থেকে চতুর্থ) এবং ডিসিসিআই প্রাক্তন সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

USAID
National Dialogue
Enabling Policy Environment for Safe
Mango Marketing

ঢাকা চেম্বার এবং ইউএসএআইডি বাংলাদেশ ভ্যালু চেইন্স (এভিসি) প্রোজেক্ট যৌথভাবে আয়োজিত “নিরাপদ আম বাজারজাতকরণের জন্য সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন” বিষয়ক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডান থেকে তৃতীয়)। ১২ মে, ২০১৫ তারিখের ছবিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব হেদায়েতউল্লাহ আল মামুন, এনডিসি (ডান থেকে দ্বিতীয়), ইউএসএআইডি-বাংলাদেশ-এর পরিচালক (ইকোনোমিক গ্রোথ) রামোনা এম ই হ্যামজারি (বাম থেকে দ্বিতীয়), ইউএসএআইডি বাংলাদেশ ভ্যালু চেইন্স (এভিসি) প্রোজেক্ট-এর প্রধান উইলিয়াম টি লেভিন (ডানে) এবং ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ডিসিসিআই ট্যাক্স গাইড ২০১৫-১৬ এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের ছবিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজিবুর রহমান (ডান থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে সপ্তম), সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বাম থেকে ষষ্ঠ), পরিচালক জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (বাম থেকে চতুর্থ), আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (বাম থেকে পঞ্চম), খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বাম থেকে তৃতীয়), জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

Seminar on
Transition from MDG to SDG : Prospects & Chal
for Industries & Business
Chief Guest : Mr. M. A. Mannan, M.P
Hon'ble State Minister, Ministry of Finance and Plann
Chair : Mr. Hossain Khaled, President, DCCI
by : Dhaka Chamber of Commerce & Ind
ovember 07, 2015

ঢাকা চেম্বার আয়োজিত "এমডিজি থেকে এসডিজিতে উন্নয়নঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রেক্ষিতে সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এম.পি (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ৭ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডান থেকে তৃতীয়), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (বাম থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বামে) এবং বিল্ড-এর চেয়ারম্যান এবং ডিসিসিআই প্রাক্তন সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

20-21 Octo
Vorld Export Development Forum 2015
Sustainable trade: Innovate, invest, internatio
المنتدى العالمي لتنمية الصادرات
التجارة المستدامة: ابتكر، استثمر، ت
IT

২০-২১ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখে কাতারের দোহায় অনুষ্ঠিত "ওয়ার্ল্ড এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফোরাম ২০১৫"-এর প্যারালাল সেশনের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডানে) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

Conference
Break out Session
27 October 2015

২৭ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড আয়োজিত “বাংলাদেশের বৌদ্ধ ধর্ম স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলোতে পর্যটন সম্ভাবনার উন্নয়ন” শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডানে)।

INAUGURATION
Ceremony
BIKE SHOW
MOTOR show
UTTARA

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডানে) ১০ম ঢাকা মটর শো’র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন। ৯ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখের ছবিতে মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এম.পি. (বাম থেকে দ্বিতীয়), এফবিসিসিআই সভাপতি কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ (বামে), নিটল-নিলয় গ্রুপের চেয়ারম্যান জনাব আবদুল মাতলুব আহমেদ (বাম থেকে তৃতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

World Accreditation Day 9 June 2015

বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস-২০১৫ উপলক্ষে বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) এবং ঢাকা চেম্বার যৌথভাবে আয়োজিত “এ্যাক্রেডিটেশনঃ স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবায় সহায়তা করে” বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (ডানে)। ৯ জুন, ২০১৫ তারিখে ছবিতে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এম.পি. (ডান থেকে তৃতীয়), বিএবি’র চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ আলতাফ হোসেন (বাম থেকে দ্বিতীয়), বিএবি’র মহাপরিচালক জনাব মোঃ আবু আব্দুল্লাহ (বামে) এবং বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. প্রাণ গোপাল দত্ত (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (প্রথম সারিতে ডান থেকে চতুর্থ) ডিসিসিআই’র বিশেষ সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখছেন। ৩১ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (প্রথম সারিতে ডান থেকে তৃতীয়), পরিচালক সর্বজনাব মোঃ সবুর খান (বামে), এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (বাম থেকে চতুর্থ), আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (বাম থেকে পঞ্চম), হোসেন আকতার (ডান থেকে দ্বিতীয়), খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির (বাম থেকে তৃতীয়), নেসার মাকসুদ খান (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং সামির সাত্তার (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

বিশেষ সা... সভা-২০১৫
(ডিসিসিআই)

ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ এর চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন (বাম থেকে নবম) ঢাকা চেম্বারের সমন্বয়কারী পরিচালক, আহ্বায়ক ও সহ-আহ্বায়কবৃন্দের পরিচিতিমূলক সভায় বক্তব্য রাখছেন। ১০ মার্চ, ২০১৫ তারিখের ছবিতে আইসিসি-বাংলাদেশ এর সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান (ডান থেকে সপ্তম), সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে অষ্টম), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (ডান থেকে ষষ্ঠ), সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে পঞ্চম), প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ সর্বজনাব আর মাকসুদ খান (বাম থেকে ষষ্ঠ), এম এইচ রহমান (বাম থেকে পঞ্চম), আফতাব উল ইসলাম (বাম থেকে সপ্তম), বেনজির আহমেদ (বাম থেকে চতুর্থ), জাফর ওসমান (বাম থেকে তৃতীয়) এবং পরিচালনা পর্ষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

১৫ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া চেম্বার অব কমার্স আয়োজিত “বাংলাদেশ-মালয়শিয়া বাণিজ্য যোগাযোগঃ সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ” বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ।

Seminar on
“Bangladesh-Malaysia Trade Relationship
Opportunities and Challenges”
Courtesy by:
BBS CABLES
Showcase Malaysia
Pan Pacific Sonargaon

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী'র (ডান থেকে পঞ্চম)-এর সাথে বাংলাদেশের ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকারের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডানে), এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব আব্দুল মাতলুব আহমেদ (বাম থেকে চতুর্থ), প্রথম সহ-সভাপতি জনাব শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন) (ডান থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি জনাব মাহবুবুল আলম (বাম থেকে তৃতীয়), এমসিসিআই সভাপতি জনাব সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর (বামে), বিজেএমইএ সভাপতি জনাব আতিকুল ইসলাম (বাম থেকে সপ্তম) এবং অন্যান্য ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ কে দেখা যাচ্ছে।

CCPIT
IPAG
CHINA (GUA... BANGLADESH (DHAKA)
INDUSTRIAL COOPER... PROJECT MATCHING FORUM
CHINA (GUANGZHOU) - BANGLADESH (DHAKA)
INDUSTRIAL COOPERATION SEMINAR &
PROJECT MATCHING FORUM
June 25, 2015

২৫ জুন, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত চায়না-বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেশন শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ।

TÜV
'Safe Future Now'
Summit on Power and Energy
'Accelerating growth through
Power and Energy security'
October 13, 2015
KFW

ডিসিসিআই এবং টুভ সুড সাউথ এশিয়া (প্রাইভেট লিঃ) যৌথভাবে আয়োজিত "নিরাপদ জ্বালানি ভবিষ্যৎঃ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ" বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বামে)। ১৩ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম (ডান থেকে দ্বিতীয়), বাংলাদেশ এনার্জী রেগুলেটরি কমিশন-এর চেয়ারম্যান জনাব এ আর খান (ডানে), বাংলাদেশ নিযুক্ত জার্মানীর রাষ্ট্রদূত ড. থমাস প্রিঞ্জ (ডান থেকে তৃতীয়) এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ডিসিসিআই আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বামে)। ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখের ছবিতে ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (বাম থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে চতুর্থ), পরিচালক সর্বজনাব মোঃ সবুর খান (ডান থেকে তৃতীয়), এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (বাম থেকে দ্বিতীয়), আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (ডানে), আসিফ এ চৌধুরী (পিছনের সারিতে ডান থেকে তৃতীয়), হোসেন আকতার (ডান থেকে দ্বিতীয়), খ. আতিক-ই-রাব্বানী (পিছনের সারিতে ডানে), ওসমান গনি (বাম থেকে তৃতীয়) এবং এস রুমি সাইফুল্লাহ (পিছনের সারিতে ডান থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

Meet the Press

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডান থেকে চতুর্থ), “বিরাজমান রাজনৈতিক অস্থিরতাজনিত অর্থনৈতিক অচলাবস্থা” বিষয়ক সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন। ২২ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (বাম থেকে পঞ্চম), সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে তৃতীয়), পরিচালক সর্বজনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (বামে), আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (ডান থেকে দ্বিতীয়), খ. আতিক-ই-রাব্বানী (পিছনের সারিতে বাম থেকে দ্বিতীয়), ওসমান গনি (বাম থেকে তৃতীয়) এবং এস রুমি সাইফুল্লাহ (পিছনের সারিতে বামে), মোক্তার হোসেন চৌধুরী (পিছনের সারিতে ডানে) এবং ডিসিসিআই সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে তৃতীয়) “ডুইং বিজনেস ২০১৬” শীর্ষক প্রতিবেদনে ব্যবসা পরিচালনায় বাংলাদেশের অবস্থানের বিষয়ে ডিসিসিআই আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন। ৩১ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে তৃতীয়), পরিচালক সর্বজনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী (ডান থেকে দ্বিতীয়), এস রুমি সাইফুল্লাহ (বামে) এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত ওয়ানজা ক্যাম্পোজ ডা নবরিগা (বাম থেকে তৃতীয়) কে ফুলের তোড়া উপহার দিচ্ছেন। ১১ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (ডান থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক জনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ (বামে) এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে তৃতীয়) শ্রীলংকায় নিযুক্ত দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রদূত জফ ডয়েজ (ডান থেকে চতুর্থ) কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। ১৭ আগস্ট, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বামে) এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডান থেকে তৃতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে ষষ্ঠ) কাতারের যুবরাজ জনাব হামেদ ফাহাম আল তানি (বাম থেকে পঞ্চম) কে ক্রেস্ট প্রদান করছেন। ২২ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (বাম থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে চতুর্থ) এবং পরিচালনা পর্ষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দকে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (বাম থেকে চতুর্থ), লেসেথো'র হাইকমিশনার বুথানা টিসিকোনা (ডান থেকে চতুর্থ) কে ফুলের তোড়া উপহার দিচ্ছেন। ১৩ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে তৃতীয়), পরিচালক সর্বজনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (ডান থেকে দ্বিতীয়), খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বাম থেকে তৃতীয়), মোক্তার হোসেন চৌধুরী (ডানে) এবং কনস্যুল জেনারেল ড. মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডান থেকে চতুর্থ), সিঙ্গাপুরে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব মাহবুব উজ্ জামান (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে ফুলের তোড়া উপহার দিচ্ছেন। ২৮ জুলাই, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বামে) এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডান থেকে তৃতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

মালদ্বীপে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার রিয়ার এডমিরাল সারওয়ার হোসেন (ডান থেকে ষষ্ঠ) কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (ডান থেকে পঞ্চম)। ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বাম থেকে পঞ্চম), পরিচালনা পর্ষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, প্রাক্তন সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (বাম থেকে তৃতীয়), ভারতের নয়াদিল্লীতে নিযুক্ত স্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রদূত জিগমুন্ড বারটক (মাঝে) কে ফুলের তোড়া উপহার দিচ্ছেন। ২৯ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে তৃতীয়), পরিচালক সর্বজনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (ডান থেকে দ্বিতীয়), মোক্তার হোসেন চৌধুরী (ডানে), প্রাক্তন পরিচালক জনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে তৃতীয়) বাংলাদেশে নিযুক্ত সিঙ্গাপুরের কনসুল ড্যারেল লিউ কাই মান (বাম থেকে চতুর্থ) কে ডিসিসিআই প্রকাশনা “কমার্শিয়াল হিস্ট্রি অব ঢাকা” উপহার দিচেছন। ১ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে চুতর্থ), পরিচালক সর্বজনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ (ডান থেকে পঞ্চম), সামির সাত্তার (ডান থেকে তৃতীয়), প্রাক্তন পরিচালক ওয়াকার আহমদ চৌধুরী (বামে) এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে তৃতীয়) বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার শাহ সুজা আলম (বাম থেকে চতুর্থ) কে ডিসিসিআই প্রকাশনা গ্রন্থ “কমার্শিয়াল হিস্ট্রি অব ঢাকা” উপহার দিচেছন। ১ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে তৃতীয়), পরিচালক জনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ (ডান থেকে দ্বিতীয়), প্রাক্তন পরিচালক জনাব ওয়াকার আহমদ চৌধুরী (বামে), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডানে) এবং পাকিস্তান দূতাবাসের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর মিসেস ফারাহ ফারুক (ডান থেকে চতুর্থ) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে তৃতীয়), তাইওয়ান ট্রেড সেন্টার এর প্রতিনিধি ওডি ওয়াং (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে “কমার্শিয়াল হিস্ট্রি অব ঢাকা” গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন। ২৭ জুলাই, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে চতুর্থ), চায়না ফরেন ট্রেড সেন্টার-এর ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিকেশন বিভাগের মহাব্যবস্থাপক লিউ কুয়াংডং (ডান থেকে তৃতীয়) এর নিকট থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন। ১০ মার্চ, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (বাম থেকে তৃতীয়), পরিচালক খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বামে), প্রাক্তন সভাপতি জনাব আর মাকসুদ খান (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে দ্বিতীয়) বাংলাদেশে নিযুক্ত শ্রীলংকার রাষ্ট্রদূত ইয়াসোজা গুনাসেকেরা (বাম থেকে তৃতীয়) কে ফুলের তোড়া উপহার দিচ্ছেন। ২২ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (ডান থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক জনাব খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বামে) এবং ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বসা, বাম থেকে দ্বিতীয়), স্পেনের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের প্রধান বুরকাড পেসচেক (বসা, বাম থেকে তৃতীয়), ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (বসা, বামে), সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (পিছনের সারিতে, বাম থেকে পঞ্চম) এবং পরিচালনা পর্ষদের অন্যান্য সদস্যদের ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত স্পেনের বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের সাথে আলোচনা সভার ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বামে) জেট্রো’র বাংলাদেশ আবাসিক প্রতিনিধি জনাব কাই কাওয়ানো (বাম থেকে দ্বিতীয়)-এর সাথে মতবিনিময় করছেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডানে), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডান থেকে তৃতীয়) কে অন্যান্যদের মাঝে দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)’র সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (প্রথম সারি বাম থেকে পঞ্চম), ওয়েলস-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের চেয়ারম্যান দিলাবর এ হোসেন (প্রথম সারি ডান থেকে সপ্তম), ওয়েলস চেম্বারের প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ এবং ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দকে ২৫ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ডিসিসিআই এবং থাইল্যান্ডের প্রতিনিধিদলের মধ্যকার আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখের ছবিতে থাইল্যান্ডের বিনিয়োগ বোর্ডের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল চোকেডি কেসাং (ডানে), ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (বাম থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বাম থেকে তৃতীয়), পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (বামে) এবং মহাসচিব এএইচএম রেজাউল কবির (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা চেম্বার এবং ভারতের ন্যাশনাল স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএসআইসিসি)-এর মধ্যকার মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে তৃতীয়)। ১ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে এনএসআইসি'র সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার জনাব প্রলয় দে (ডান থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই'র সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং মহাসচিব এএইচএম রেজাউল কবির (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে চতুর্থ), ইন্ডিয়া চেম্বার অব কমার্স-এর যুগ্ম পরিচালক বোধিসত্ত মুখার্জী (বাম থেকে তৃতীয়) কে ঢাকা চেম্বারের পাবলিকেশন সেট উপহার দিচ্ছেন। ২৯ জুন, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে তৃতীয়), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে তৃতীয়), বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স-এর সভাপতি ড. অলক রায় (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে ঢাকা চেম্বারের পাবলিকেশন সেট উপহার দিচ্ছেন। ১২ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (ডান থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে তৃতীয়), বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তান হাইকমিশনের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর ফারাহ ফারুক (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে ডিসিসিআই প্রকাশনা "কমার্শিয়াল হিস্ট্রি অব ঢাকা" উপহার দিচ্ছেন। ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে তৃতীয়), বাংলাদেশে অবস্থিত ইটালী দূতাবাসের ডেপুটি ট্রেড কমিশনার মার্টিনো ক্যাস্টিলানি (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে "কমার্শিয়াল হিস্ট্রি অব ঢাকা" গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন। ১৮ আগস্ট, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই মহাসচিব এএইএচএম রেজাউল কবির (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে দ্বিতীয়) “ব্যবসায় সংকটকালীন সুযোগ” শীর্ষক ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখছেন। ২০ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (ডান থেকে তৃতীয়), লিম গ্লোবাল, ইউএসএ’র সভাপতি আর্নি টার্নার (ডানে থেকে দ্বিতীয়), লিম গ্লোবাল, ইউএসএ’র বাংলাদেশ কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. আহমেদ শেখ আসিফ (ডানে), ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

Workshop on Opportunity out of Crisis
ECONOMY

বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক) এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ বিকল্প পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক বিরোধ নিস্পত্তির বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক সাক্ষরের পর তা হস্তান্তর করছেন বিয়াক চেয়ারম্যান জনাব মাহবুবুর রহমান (ডান থেকে চতুর্থ) এবং গ্রুপ ম্যানেজিং ডিরেক্টর, আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ জনাব মানওয়ার হোসেন (বাম থেকে তৃতীয়)। ৩০ জুন ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন ও আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ এর চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন (ডানে), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বামে) এবং অন্যান্যদের কে দেখা যাচ্ছে।

সেন্টার ফর এনআরবি আয়োজিত “ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স সিরিজ-২০১৫”-তে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডানে)। ৮ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর ড. আতিউর রহমান (বামে), সেন্টার ফর এনআরবি, চেয়ারম্যান জনাব এম এস সেকিল চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়), মালয়েশিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব শহীদুল ইসলাম (বাম থেকে তৃতীয়) এবং মালয়েশিয়া-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সভাপতি জনাব নাসির এ চৌধুরী (বাম থেকে চতুর্থ) কে দেখা যাচ্ছে।

NRB
Centre for Non Resident Banglade
World Conference Series 2015
Malaysia Conference - Kuala Lum
Financial Branding of Bang

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

iamsmeof bangladesh
IDLC

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ ২৯ জুলাই, ২০১৫ তারিখে রাজধানীর রেডিসন হোটেলে অনুষ্ঠিত আইএমএসএমই অব বাংলাদেশ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন।

Canada Bangladesh Bilateral Trade: Opportunities and Challenges
PAN PACIFIC SONARGAON

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বামে) “কানাডা-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ঃ সম্ভাবনা এবং সমস্যা” শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন। ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখের ছবিতে কানাডা-বাংলাদেশ চেম্বার-এর সভাপতি জনাব মাসুদুর রহমান (বাম থেকে চতুর্থ), এফবিসিসিআই সভাপতি কাজী আকরাম উদ্দিন আহমদ (ডানে), দি চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সভাপতি জনাব মাহবুবুল আলম (বাম থেকে তৃতীয়) এবং বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের প্রাক্তন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. মজিবুর রহমান (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

INAUGURATION CEREMONY

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডানে) এফ-কমার্স বিষয়ক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন। ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই প্রাক্তন সভাপতি ও পরিচালক জনাব মোঃ সবুর খান (ডান থেকে তৃতীয়), বেসিস সভাপতি জনাব শামীম আহসান (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে অন্যান্যদের মাঝে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বামে), পরিচালক খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (ডানে) ১০ জুন, ২০১৫ তারিখে ইটালীতে অনুষ্ঠিত ৯ম ওয়ার্ল্ড চেম্বার্স কংগ্রেস-এর ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

আইসিসি-বাংলাদেশ এর সভাপতি এবং ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান ১২ জুন, ২০১৫ তারিখে চীনের কুনমিং-এ অনুষ্ঠিত ১০ম চায়না সাউথ এশিয়া বিজনেস ফোরামের “প্রমোশন অফ কন্স্ট্রাকশন অফ সিল্ক রোড ইকোনোমিক বেল্ট” শীর্ষক প্যারালাল সেশনে বক্তব্য রাখছেন।

Asia Business Forum
June 10, 2015 Kunming China
CSABF

১২ জুন, ২০১৫ তারিখে চীনের কুনমিং-এ অনুষ্ঠিত প্রমোশন অফ কন্স্ট্রাকশন অফ সিল্ক রোড ইকোনোমিক বেল্ট শীর্ষক প্যারালাল সেশনে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ।

中国一南亚商务论坛
The 10th China-South Asia Business Forum
June 10, 2015 Kunming China
CSABF

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

আইসিসি-বাংলাদেশ এর সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান (ডান থেকে অষ্টম), ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (ডান থেকে সপ্তম), পরিচালক সর্বজনাব আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (ডান থেকে তৃতীয়), মোক্তার হোসেন চৌধুরী (বাম থেকে চতুর্থ), প্রাক্তন সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে পঞ্চম), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডান থেকে পঞ্চম) কে ১২ জুন, ২০১৫ তারিখে চীনের কুনমিং-এ অনুষ্ঠিত ১০ চায়না সাউথ এশিয়া বিজনেস ফোরাম-এর ছবিতে অন্যান্যদের মাঝে দেখা যাচ্ছে।

第十届
The 10th China-South Asia

ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (বাম থেকে ষষ্ঠ), পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (বাম থেকে পঞ্চম), প্রাক্তন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আলাউদ্দিন মালিক (বাম থেকে সপ্তম), প্রাক্তন পরিচালক সর্বজনাব আহমেদ হোসেন মজুমদার (বাম থেকে দ্বিতীয়), মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম (বাম থেকে তৃতীয়), নাজির হোসেন (ডান থেকে তৃতীয়) কে ১২ জুন, ২০১৫ তারিখে চীনের কুনমিং-এ অনুষ্ঠিত ১০ চায়না সাউথ এশিয়া বিজনেস ফোরাম-এর ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

Bangladesh will be the
LARGEST ECONOMY
by the year 2030.

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (সামনের সারিতে বাম থেকে চতুর্থ), পরিচালক সর্বজনাব আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (বাম থেকে পঞ্চম), মোক্তার হোসেন চৌধুরী (সামনের সারিতে ডান থেকে দ্বিতীয়) কে চীনের কুনমিং-এ ১০ম চায়না সাউথ এশিয়া বিজনেস ফোরামে অংশগ্রহণের পূর্বে তোলা গ্রুপ ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী (ডান থেকে তৃতীয়), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডান থেকে চতুর্থ) কে ১৩ জুন, ২০১৫ তারিখে চীনের কুনমিং-এ অনুষ্ঠিত বিসিআইএম চেম্বার্স কাউন্সিল এর সভায় আলোচনারত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে।

Bangladesh GDP-Growth
GDP (%)

ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়) চীনের কুনমিং-এ অনুষ্ঠিত বিসিআইএম ইকোনোমিক করিডোর শীর্ষক সভায় বক্তব্য রাখছেন। ১২ জুন, ২০১৫ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বামে) এসময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী (ডানে), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে চীনের কুনমিং-এ অনুষ্ঠিত বাণিজ্য মেলায় ইপিবি'র স্টলে তোলা ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ঢাকা চেম্বারে স্থাপিত ওয়াইপো টেকনোলোজি অ্যান্ড ইনোভেশন সাপোর্ট সেন্টার উদ্বোধন করছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে চতুর্থ)। ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (বাম থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বামে), ডিপিডিটি-এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ সানোয়ার হোসেন (ডান থেকে তৃতীয়) এবং ওয়াইপো'র অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), দি নেদারল্যান্ড ট্রাস্ট ফান্ড থ্রি-প্রকল্পের বাংলাদেশ সমন্বয়কারী মার্টিন ল্যাবে (বামে)-এর সাথে মতবিনিময় করছেন। ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (ডান থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডানে), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডান থেকে তৃতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ইন্ডেটিং এজেন্টস এসোসিয়েশন-এর সভাপতি জনাব এম এস সিদ্দিকী (ডান থেকে ষষ্ঠ) এর নিকট থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা গ্রহণ করছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে পঞ্চম)। ২৩ মে, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধরী (ডান থেকে তৃতীয়), পরিচালক সর্বজনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী (ডান থেকে দ্বিতীয়), এস রুমি সাইফুল্লাহ (বাম থেকে তৃতীয়), ওসমান গনি (বাম থেকে দ্বিতীয়), আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (বামে) কে অন্যান্যদের মাঝে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বামে) “ইন্ডিয়া ইনভেস্টট্রেড ২০১৫” এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন। ৬ আগস্ট, ২০১৫ তারিখের ছবিতে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এম.পি (ডান থেকে দ্বিতীয়), বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার জনাব পঙ্কজ শরন (ডান থেকে তৃতীয়) এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

INDIA INVESTRADE 2015
Focus Sector
INDIA INVESTRADE

ঢাকা চেম্বার এবং ইউএসএআইডি’র বাংলাদেশ ভ্যালু চেইন প্রজেক্ট-এর মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের পর তা হস্তান্তর করছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে নবম) এবং ইউএসএআইডি’র বাংলাদেশ ভ্যালু চেইন প্রজেক্ট-এর প্রধান নির্বাহী ইউলিয়াম টি লেভিন (ডান থেকে পঞ্চম)। ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (বাম থেকে সপ্তম), সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বাম থেকে অষ্টম) এবং পরিচালনা পর্ষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ কে দেখা যাচ্ছে।

১৩ মে, ২০১৫ তারিখে এমসিসিআই আয়োজিত “বাংলাদেশ-ভারত অভ্যন্তরীণ নৌ প্রটোকলঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা” বিষয়ক সেমিনারে ছবিতে এমসিসিআই সভাপতি সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর (ডান থেকে তৃতীয়), মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থবিষয়ক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান (ডান থেকে চতুর্থ), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে দ্বিতীয়) বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার জনাব পঙ্কজ শরন (বাম থেকে চতুর্থ) কে অন্যান্যদের মাঝে দেখা যাচ্ছে।

MCCI
Discussion on
Bangladesh-India Protocol on Inland Water Transit and Trade: Challenges & Opportunities
Organised by
Metropolitan Chamber of Commerce and Industry, Dhaka (MCCI)
and
High Commission of India in Bangladesh

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

Non-Tariff Barriers in
Bangladesh-India Trade
Addressing Sanitary and Phytosanitary (SPS) Concerns
Organised by
Centre for Policy Dialogue (CPD)

ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (ডান থেকে তৃতীয়) “বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যকার শুল্ক বিষয়ক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ” বিষয়ক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন। ১৮ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে আইসিসি-বাংলাদেশ-এর সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান (ডান থেকে চতুর্থ), সিপিডি’র নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (ডব্লিউটিও সেল) জনাব অমিতাভ চক্রবর্তী (বাম থেকে তৃতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (ডানে), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ শাহরিয়ার আলম, এম.পি (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে ১৮ জুন, ২০১৫ তারিখে রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ইকোনোমিক ফোরাম-এর ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

২৫ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত টেকনোলোজিক্যাল ইনোভেশন ম্যানেজমেন্ট ফর কম্পিটেটিভ এ্যাডভানটেজ বিষয়ক ওয়ার্কশপের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (ডানে), বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ এম.পি (বাম থেকে তৃতীয়), আইন, বিচার এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী এ্যাডভোকেট আনিসুল হক (ডান থেকে তৃতীয়), বিয়াক-এর চেয়ারম্যান জনাব মাহবুবুর রহমান (ডান থেকে চতুর্থ), ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (বামে), এমসিসিআই সভাপতি জনাব আনিস এ খান (ডানে) এবং আইএফসি'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার জনাব মাসরুর রিয়াজ (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত “বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি” বিষয়ক সেমিনারের ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

BIAC
Seminar on
Alternative Dispute Resolution : The Way Forward
Bangladesh International Arbitration Centre
IFC

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা জনাব এইচ টি ইমাম (ডান থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব আব্দুল মাতলুব আহমেদ কে (ডানে) ১০ জুন, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ৯ম এশিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যান্ড ট্যুরিজম এক্সপো-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

Inauguration Ceremony

ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (প্রথম সারিতে মাঝে) কে ৩০ জুলাই, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ক্লাইমেট চেইঞ্জ বিষয়ক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

MCCI
Roundtable Discussion on
Bali decision on preferential Rules of Origin for LDCs:
Issues for Bangladesh

ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (ডান থেকে ষষ্ঠ), সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বামে), বাণিজ্য সচিব জনাব হেদায়েতউল্লাহ আল মামুন, এনডিসি (ডান থেকে চতুর্থ), এমসিসিআই সভাপতি সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর (ডান থেকে তৃতীয়) কে ৬ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখে এমসিসিআই আয়োজিত “স্বল্পোন্নত দেশ সমূহের জন্য বালি প্যাকেজ ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ” শীর্ষক সেমিনারের ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে ষষ্ঠ), অস্ট্রেলিয়ার সুইনবার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিকে ফুলের তোড়া উপহার দিচ্ছেন। ০২ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই পরিচালক জনাব নেসার মাকসুদ খান (ডান থেকে পঞ্চম), খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (ডান থেকে চতুর্থ), ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডান থেকে তৃতীয়) এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

NPO
International Workshop on
Diversity Management & Human Capital Strategy

৬-১০ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত টোকিও ভিত্তিক এশিয়া প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) কর্তৃক আয়োজিত “মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও কৌশল” শীর্ষক আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপের ছবিতে ডিসিসিআই’র সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (পিছনের সারিতে বাম থেকে পঞ্চম) এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদেরকে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক)'র চেয়ারম্যান জনাব মাহবুবুর রহমান (ডান থেকে পঞ্চম) "বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে মেডিয়েশন" বিষয়ক ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখছেন। ১১ মার্চ ২০১৫ তারিখে বিয়াক ও ডিসিসিআই যৌথভাবে আয়োজিত ওয়ার্কশপের ছবিতে ট্রান্সকম গ্রুপ এর চেয়ারম্যান জনাব লতিফুর রহমান (বাম থেকে পঞ্চম), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডান থেকে চতুর্থ), ডিসিসিআই এর প্রাক্তন সভাপতি ও পরিচালক জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (ডান থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (বাম থেকে তৃতীয়) এবং প্রাক্তন সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (বামে) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (উপরের সারিতে ডান থেকে চতুর্থ) এবং প্রাক্তন সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (উপরের সারিতে ডান থেকে তৃতীয়) এবং অন্যান্য ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দকে ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখে এফবিসিসিআই আয়োজিত চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা বন্ধে আহুত মানববন্ধন ও জাতীয় পতাকা প্রদর্শন কর্মসূচীর ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

দেশ বাঁচাও, অর্থনী বাঁচাও
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (সামনের সারি বাম থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (সামনের সারি বাম থেকে তৃতীয়), পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, আহ্বায়ক, সহ-আহবায়ক এবং অন্যান্য সদস্যবৃন্দকে ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখে এফবিসিসিআই আয়োজিত চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা বন্ধে আহুত মানববন্ধন ও জাতীয় পতাকা প্রদর্শন কর্মসূচীর ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

BUILD
"ভ্যাট প্রদানে সচেতন সহজীকরণ বিষয়ক কর্মশালা"
জনাব ড. আবদুল মজিদ

ঢাকা শিল্প মালিক সমিতি, ডিসিসিআই ও বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড) এর যৌথ উদ্যোগে ‘‘ভ্যাট প্রদান পদ্ধতি সহজীকরণ বিষয়ক কর্মশালা”-তে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই’র উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি হুমায়ুন রশীদ (বামে)। ৯ মে, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে দ্বিতীয়), প্রাক্তন সহ-সভাপতি ও ঢাকা শিল্প মালিক সমিতি’র সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

BUILD
"ভ্যাট প্রদানে সচেতন সহজীকরণ বিষয়ক কর্মশালা"
জনাব ড. আবদুল মজিদ

ঢাকা শিল্প মালিক সমিতি, ঢাকা চেম্বার এবং বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড) এর যৌথ উদ্যোগে ‘‘ভ্যাট প্রদান পদ্ধতি সহজীকরণ বিষয়ক কর্মশালা”-তে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বামে)। ৯ মে, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই’র উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি হুমায়ুন রশীদ (বাম থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি ও ঢাকা শিল্প মালিক সমিতি’র সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

Press Conference
INDIA INVESTRADE 2015
Venue: FBCCI Auditorium

এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব আব্দুল মাতলুব আহমেদ (সামনের সারিতে, ডান থেকে চতুর্থ) “ইন্ডিয়া ইনভেস্টট্রেড ২০১৫” বিষয়ক সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন। ৪ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

দেশীয় ই-কমার্স শিল্পের বিকাশে নীতিমালা প্রণয়ন বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডানে)। ১৭ জুন, ২০১৫ তারিখের ছবিতে বেসিস সভাপতি জনাব শামীম আহসান (ডান থেকে পঞ্চম), এফবিসিসিআই প্রথম সহ-সভাপতি জনাব সফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন) (ডান থেকে চতুর্থ) কে দেখা যাচ্ছে।

E-COMMERCE
ALLIANCE
t for the Local E-Commerce Industry
June 17 2015
The Daily Star

ঢাকা চেম্বার এবং ইউএসএআইডি'এর এগ্রিকালচার ভ্যালু চেইন প্রজেক্ট যৌথভাবে আয়োজিত "বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের প্রমোশনঃ পণ্য নির্দেশন এবং টেকসই উন্নয়ন" বিষয়ক ৩-দিন ব্যাপী কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন অ্যামচেম -এর সভাপতি জনাব আফতাব-উল ইসলাম (ডানে)। ৫ মার্চ, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ভ্যালু চেইন প্রজেক্ট-এর প্রধান উইলিয়াম টি লেভিন (বামে), ইউএসএআইডি'র প্রাইভেট সেক্টর এ্যাডভাইজর অনিরুদ্ধ রয় (ডান থেকে চতুর্থ), ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি)-এর প্রশিক্ষক গ্রেগ স্যাম্পসন (ডান থেকে তৃতীয়) এবং পেট্রা ওয়ালটারোভা (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

DCCI
USAID
Training Workshop
Promotion of Exports from Bangladesh:
Product Certification & Sustainable Development

গত ২৪ জুলাই, ২০১৫ তারিখে ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত ''ইন্টারন্যাশনাল সার্টিফিকেট/ডিপ্লোমা কোর্স অন মডুলার লার্নিং সিস্টেম ইন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট (এমএলএস-এসসিএম)" এর ১৮ তম ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে ডিসিসিআই-এর সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বসা, বাম থেকে চতুর্থ), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বসা, ডান থেকে তৃতীয়) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

International Certificate/Diploma

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

USAID
Training Workshop
Promotion of Exports from Bangladesh:
Product Certification & Sustainable Development

ইউএসএআইডি'এর এগ্রিকালচার ভ্যালু চেইন প্রজেক্ট এবং ডিসিসিআই যৌথভাবে আয়োজিত "বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের প্রমোশন ঃ পণ্য নির্দেশন এবং টেকসই উন্নয়ন" বিষয়ক ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ৩ মার্চ, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এ এইচ এম রেজাউল কবির (বামে), ভ্যালু চেইন প্রজেক্ট-এর প্রধান উইলিয়াম টি লেভিন (বাম থেকে তৃতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে তৃতীয়)-এর সাথে মতবিনিময় করছেন বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আলী আহমেদ (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ২৯ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে ছবিতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (ডানে), সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
ক্যাপিটাল সিরাজ সেন্টার

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডান থেকে দ্বিতীয়) ক্যাপিটাল সিরাজ সেন্টারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন। ২৮ মে, ২০১৫ তারিখের ছবিতে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী এ্যাডভোকেট মোঃ কামরুল ইসলাম (বামে), বেঙ্গল গ্রুপের চেয়ারম্যান জনাব মোরশেদুল ইসলাম (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং ডিসিসিআই'র প্রাক্তন পরিচালক আলহাজ্ব মোঃ শরফুদ্দিন (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে তৃতীয়) ই-লার্নিং বিষয়ে এটুআই প্রকল্পের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করছেন। ৭ জুলাই, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং ডিবিআই-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে চতুর্থ), মার্কেন্টাইল ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এম এহসানুল হক (বাম থেকে তৃতীয়) কে “কমার্শিয়াল হিস্ট্রি অব ঢাকা” গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন। ১৪ জুলাই, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে চতুর্থ), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডান থেকে তৃতীয়) এবং ইটুকে প্রকল্পের কনসালটেন্ট কাজী শফিকুর রহমান (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (ডান থেকে ষষ্ঠ), সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে চতুর্থ), প্রাক্তন সভাপতি সর্বজনাব এম এইচ রহমান (ডান থেকে পঞ্চম), আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে সপ্তম), পরিচালক আসিফ এ চৌধুরী (ডানে), খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (ডান থেকে দ্বিতীয়), মোক্তার হোসেন চৌধুরী (ডান থেকে তৃতীয়) এবং মুডি’স থেকে আগত প্রতিনিধিদলের সদস্যদের ৩০ মার্চ, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভার ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বামে) কে বাংলাপিডিয়ার গ্রন্থসমগ্র উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ওসমান গনি (ডানে)।

এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ ব্যাংকার হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংক'র গভর্ণর ড. আতিউর রহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ৭ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী (বামে), সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বাম থেকে তৃতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে তৃতীয়), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)-এর চেয়ারম্যান ইঞ্জিঃ জি এম জয়নাল আবেদিন ভূইয়া (বাম থেকে তৃতীয়) কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। ৩০ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন আকতার (ডান থেকে দ্বিতীয়), আহ্বায়ক ও প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে দ্বিতীয়), সহ-আহ্বায়ক মিসেস শামসুন্নাহার (ডানে) এবং মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বামে), মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা জনাব এইচ টি ইমাম (বাম থেকে তৃতীয়) এবং ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব এম এস সিদ্দিকী (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে দেশ টেলিভিশনের ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে চ্যানেলটির শীর্ষ কর্মকর্তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে তৃতীয়), পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে একুশে টেলিভিশন লিঃ-এর ১৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদানের ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

এসএ টেলিভিশনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান জনাব সালাউদ্দিন আহমেদ (বাম থেকে চতুর্থ) কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বাম থেকে তৃতীয়)। ১৯ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী (ডান থেকে তৃতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডান থেকে তৃতীয়)-এর সাথে মতবিনিময় করছেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আকতারুজ্জামান খান কবির (বাম থেকে তৃতীয়) ২২ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী (বামে), সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং টুভ সুড সাউথ এশিয়া (প্রাইভেট লিঃ) যৌথভাবে ১৩ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখে আয়োজিত “নিরাপদ জ্বালানি ভবিষ্যৎ ঃ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ” বিষয়ক সেমিনারের প্যারালাল সেশন পরবর্তী গ্রুপ ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (ডান থেকে দ্বিতীয়), টুভ সুড সাউথ এশিয়া (প্রাইভেট লিঃ)’র পরিচালনা পর্ষদের সদস্য কারস্টেন জেনডার (ডানে) এবং টুভ সুড সাউথ এশিয়া (প্রাইভেট লিঃ)-এর সিইও নিরঞ্জন নাদকারনি (বাম থেকে চতুর্থ) কে দেখা যাচ্ছে।

Seminar on
Investment Climate in Bangladesh: Looking Ahead
Chief Guest : Professor Dr. Gowher Rizvi
Hon'ble Adviser to the Prime Minister on International Relation Affairs
Special Guest : Mr. Shitangshu Kumar Sur Chowdhury
Deputy Governor, Bangladesh Bank
organized by:
Industry (DCCI)
24 November

ডিসিসিআই আয়োজিত “বাংলাদেশে বিনিয়োগ পরিবেশ” শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর ড. গওহর রিজভী (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ২৪ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডান থেকে তৃতীয়), বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্ণর জনাব এস কে সুর চৌধুরী (বাম থেকে তৃতীয়), বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ড (বিওআই)’র নির্বাহী সদস্য জনাব নাভাস চন্দ্র মণ্ডল (ডানে), ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং পরিচালক জনাব সামির সাত্তার (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ডিসিসিআই পরিচালক ও প্রাক্তন সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (বামে), মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এম.পি (ডান থেকে দ্বিতীয়) এর নিকট থেকে সিআইপি কার্ড গ্রহণ করছেন। ৬ মে, ২০১৫ তারিখের ছবিতে এফবিসিসিআই সভাপতি কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ (ডান থেকে তৃতীয়), শিল্প সচিব জনাব মোশাররফ হোসেন ভূইয়া, এনডিসি (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বামে) ভ্যাট কমিশনার কার্যালয় (পশ্চিম) আয়োজিত ভ্যাট প্রদানে জনসচেতনতা বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন। ২২ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখের ছবিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)'র সদস্য জনাব মোঃ ফরিদ উদ্দিন (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

মিরপুর কর অঞ্চল (১১) কর্তৃক ৬ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে আয়োজিত অনলাইন ভ্যাট সিস্টেম বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (ডানে)।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২
করদাতা উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ক সেমিনার
VAT Online
মূল্য ঘোষণার ঝামেলা আর নেই

ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী (বামে) এনবিআর আয়োজিত করদাতা উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন। ৭ জুন, ২০১৫ তারিখের ছবিতে অতিরিক্ত ভ্যাট কমিশনার (ঢাকা পশ্চিম) শেখ আবু ফয়সাল মোঃ মুরাদ (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

জার্মানীর হ্যানোভারে ১৪ থেকে ১৮ মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বৃহত্তম পর্যটন মেলা আইটিবি বার্লিনে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী (ডান থেকে তৃতীয়) এবং অন্যান্যদের কে দেখা যাচ্ছে।

Welcome to
eTravel World
TRAVEL MASSIVE
criteo
zeego

১৮ মার্চ, ২০১৫ তারিখে জার্মানীর বার্লিনে অনুষ্ঠিত আইটিবি মেলার ই-ট্রাভেল ওয়ার্ল্ড শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন (বাম থেকে তৃতীয়), ঢাকা মহানগর সমিতির কোষাধ্যক্ষ আলহাজ্ব ফয়জুর রহমান (ডানে) কে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন-এর পক্ষ থেকে চেক হস্তান্তর করছেন। ৮ জুলাই, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে দ্বিতীয়), প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব আবসার করিম চৌধুরী (বামে) এবং ঢাকা মহানগর সমিতির মহাসচিব জনাব আবু মোতালেব (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা চেম্বারের সিএসআর কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ’র চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন (বাম থেকে তৃতীয়), বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদ’র প্রধান সমন্বয়কারী জনাব নাসির ইকবাল যাদু (ডান থেকে দ্বিতীয়) এর নিকট চেক হস্তান্তর করছেন। ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডানে), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডান থেকে পঞ্চম), দিনাজপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি’র সভাপতি জনাব মোঃ মোসাদ্দেক হোসেন (ডান থেকে দ্বিতীয়)-এর নিকট শীত বস্ত্র হস্তান্তর করছেন। ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (ডান থেকে ষষ্ঠ), সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বাম থেকে তৃতীয়) এবং পরিচালনা পর্ষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দদের দেখা যাচ্ছে।

Bangladesh is now
as the world's

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

Bangladesh is now
ranked as the w   's

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডান থেকে পঞ্চম), আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম-এর প্রতিনিধি'র নিকট শীতবস্ত্র হস্তান্তর করছেন। ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (ডান থেকে সপ্তম), সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বাম থেকে তৃতীয়) এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দদের দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে তৃতীয়), ঢাকা বিসিক শিল্প এলাকার মালিক সমিতির উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব মোঃ সারোয়ার হোসেন (বাম থেকে তৃতীয়) এর নিকট শীতবস্ত্র হস্তান্তর করছেন। ২৮ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (বামে), মোক্তার হোসেন চৌধুরী (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে তৃতীয়), ঢাকা মহানগর সমিতির মহাসচিব জনাব আবু মোতালেব (বাম থেকে তৃতীয়) এর নিকট শীতবস্ত্র হস্তান্তর করছেন। ২৮ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (বাম থেকে দ্বিতীয়), মোক্তার হোসেন চৌধুরী (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব হোসেন এ সিকদার (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে দ্বিতীয়), মিসবাউল উম্মা ট্রাস্ট-এর প্রতিনিধি মুন্সী মামুনুর রশীদ (বাম থেকে দ্বিতীয়) এর নিকট শীতবস্ত্র হস্তান্তর করছেন। ২৮ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (বামে) এবং মোক্তার হোসেন চৌধুরী (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

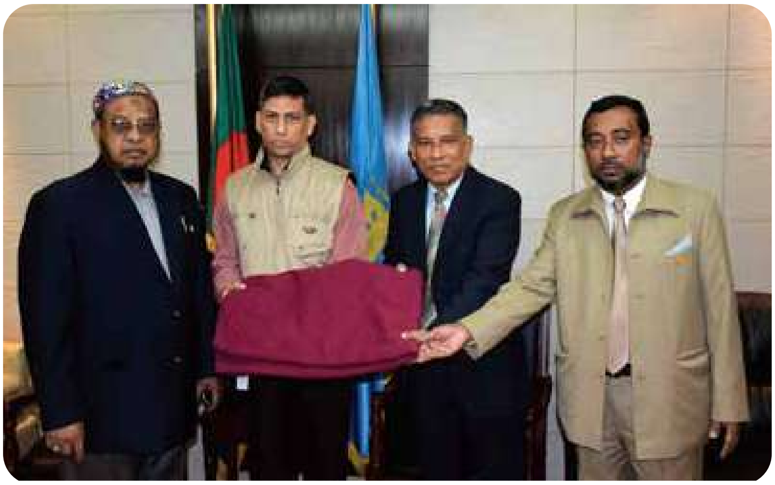

ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (ডান থেকে তৃতীয়), প্রাক্তন সহ-সভাপতি সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে চতুর্থ), এম আবু হোরায়রা (ডান থেকে পঞ্চম) কে পুরাতন ঢাকার শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়), কুড়িগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি জনাব শফিকুল ইসলাম (বাম থেকে তৃতীয়) কে শীতবস্ত্র হস্তান্তর করছেন। ১ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (ডান থেকে তৃতীয়), সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

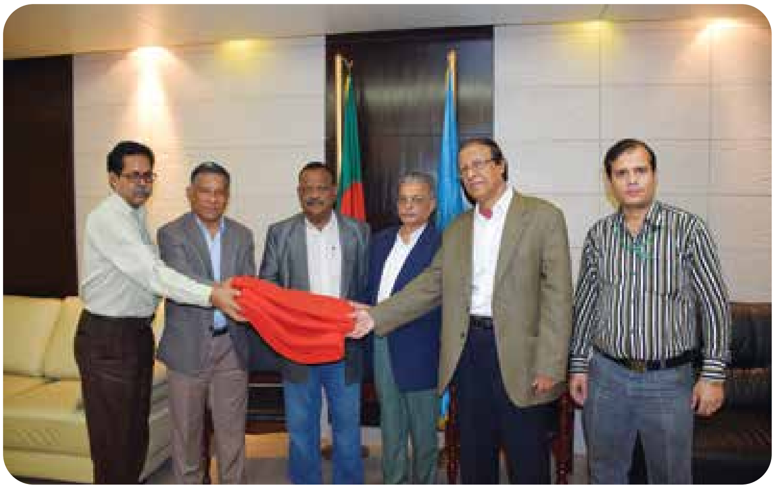

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

২৯ মার্চ, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিবিআই বিবিএ কলেজের ১ম বর্ষের শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে দ্বিতীয়), মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

১০ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখে ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত ‘‘আন্ডারষ্ট্যান্ডিং ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট অপারেশন অ্যান্ড এল/সি প্রসিডিওরস” শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে ডিসিসিআই-এর সহ-সভাপতি এবং প্রধান অতিথি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (মাঝখানে), নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই জনাব মোঃ হোসেন আলী (ডান থেকে দ্বিতীয়), প্রশিক্ষক জনাব মোঃ আজহার আলী মিঞা (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং উপসচিব ও কোর্স সমন্বয়কারী তামান্না সুলতানা (বামে) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

গত ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত “হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড এইচআরআইএস” শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে ডিসিসিআই-এর পরিচালক খ. আতিক-ই-রব্বানী, এফসিএ (মাঝখানে), নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই জনাব মোঃ হোসেন আলী (ডান থেকে দ্বিতীয়), প্রশিক্ষক দিলরুবা শারমিন খান (ডানে) এবং উপসচিব ও কোর্স সমন্বয়কারী তামান্না সুলতানা (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র পরিচালক জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (বসা, বাম থেকে তৃতীয়) কে ১০ জুন, ২০১৫ তারিখে ডিবিআইতে অনুষ্ঠিত "ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট অপারেশন অ্যান্ড এল/সি প্রসিডিউর" বিষয়ক ট্রেনিং কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানের ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

গত ২৫ জুলাই, ২০১৫ তারিখে ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত "ডেভলপমেন্ট অব ম্যানেজারিয়াল লিডারশীপ স্কিলস্" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে ডিসিসিআই'র পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই জনাব মোঃ হোসেন আলী (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বসা ডান থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (বসা ডান থেকে দ্বিতীয়), ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী (বসা ডানে) কে ১৬ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত "মডিউলার লার্নিং সিস্টেম ইন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট" শীর্ষক ডিপ্লোমা কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য ঢাকা চেম্বার কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প "ইটুকে" বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বাম থেকে পঞ্চম)। ১৩ আগস্ট, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (বাম থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বাম থেকে তৃতীয়), পরিচালক সর্বজনাব আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (বাম থেকে দ্বিতীয়), মোক্তার হোসেন চৌধুরী (বামে), ইষ্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আলী রেজা ইফতেখার (ডান থেকে চতুর্থ) এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন (ডানে), ডিসিসিআই প্রাক্তন সভাপতি সর্বজনাব এম এ সাত্তার (বামে), মাহবুবুর রহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়), আর মাকসুদ খান (ডান থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (মাঝে), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বাম থেকে তৃতীয়) এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দকে ৩১ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখে আয়োজিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডান থেকে চতুর্থ), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (ডান থেকে পঞ্চম), সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে তৃতীয়) এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দকে ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভার ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বিল্ড-এর চেয়ারম্যান এবং ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে তৃতীয়) মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এম.পি (বাম থেকে তৃতীয়) কে ক্রেস্ট প্রদান করছেন। ২৮ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডান থেকে চতুর্থ), বাণিজ্য সচিব জনাব হেদায়েতউল্লাহ আল মামুন, এনডিসি (বাম থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই সচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং বিল্ড-এর সিইও ফেরদৌস আরা বেগম (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

বিল্ড পরিচালিত “বিজনেস কনফিডেন্স সার্ভে”-এর প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর জনাব আবুল কাসেম (ডান থেকে তৃতীয়)। ১৬ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখের ছবিতে বিল্ডের চেয়ারম্যান আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে দ্বিতীয়), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব অমিতাভ চক্রবর্তী (ডানে), ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হুমায়ুন রশীদ (বাম থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং পরিচালক এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (বামে) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

MCCI
BUILD
LAUNCHING CEREMONY
3rd Business Confidence Survey-2015
Conference Room, DCCI, Dhaka
April 16, 20

ডিসিসিআই প্রাক্তন সভাপতি ও চেয়ারম্যান, বিল্ড জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে তৃতীয়), বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর জনাব আবুল কাসেম (বাম থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়), ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন পরিচালক জনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে ২৪ জুন, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বিল্ডের ওয়ার্কিং কমিটির সভার ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং অন্যান্য সদস্যবৃন্দ কে ২১ মার্চ, ২০১৫ তারিখে আয়োজিত ইমপোর্ট পলিসি, ইমপোর্ট, ইনডেন্টিং, ট্যারিফ অ্যান্ড ট্রেড ফেসিলিটেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভার ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডান থেকে চতুর্থ), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (ডান থেকে তৃতীয়), সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ (বাম থেকে তৃতীয়), আহবায়ক সৈয়দ আলমাস কবির (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কান্ট্রি ব্রান্ডিং স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভার ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে তৃতীয়), সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান (বাম থেকে পঞ্চম), পরিচালক জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (বাম থেকে তৃতীয়), আহ্বায়ক জনাব নাজির হোসেন (ডান থেকে চতুর্থ), সহ-আহবায়ক জনাব আনোয়ার হোসেন মন্ডল (বাম থেকে চতুর্থ) এবং অন্যান্য সদস্যবৃন্দকে ২২ মার্চ, ২০১৫ তারিখে আয়োজিত ন্যাশনাল কমিউনিকেশন, ট্রান্সপোর্টেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভার ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ডিসিসিআই সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব ওসমান গনি (বামে), আহ্বায়ক ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আল আমিন (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং অন্যান্য সদস্যবৃন্দকে ১৮ মার্চ, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিসিসিআই পাবলিকেশন্স অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভার ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়), সমন্বয়কারী পরিচালক খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ (বাম থেকে চতুর্থ), আহ্বায়ক সৈয়দ আলমাস কবির (বাম থেকে তৃতীয়), সহ-আহ্বায়ক রিয়াদ হোসেন (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে ৩ মার্চ, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত টেলিকম, আইসিটি অ্যান্ড ইন্টেলেকচুয়্যাল প্রপার্টি রাইটস্ স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভার ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে তৃতীয়), আহ্বায়ক জনাব হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে তৃতীয়), সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব হোসেন আকতার (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব এম আবু হোরায়রাহ (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে ডিসিসিআই এস্টেট অ্যান্ড মেইটেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভার ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (বাম থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়), সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব সামির সাত্তার (ডান থেকে দ্বিতীয়), আহ্বায়ক ও প্রাক্তন পরিচালক জনাব দাতা মাগফুর (ডান থেকে তৃতীয়) তে ৭ মার্চ, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত এফডিআই, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি অ্যান্ড প্রাইভেটাইজেশন অফ এসওইএস বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভার ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ (ডান থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে তৃতীয়), আহ্বায়ক জনাব এম এস সিদ্দিকী (বাম থেকে চতুর্থ) কে ২৮ মার্চ, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল এনার্জি স্ট্রাটেজি ফর প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভার ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

স্বীকৃতি সনদ প্রদান অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ হতে “কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল”-এর আতওতায় উদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্ণর জনাব এস কে সুর চৌধুরীর (বাম থেকে তৃতীয়) নিকট থেকে প্রতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি সনদ গ্রহণ করছেন ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী (বাম থেকে পঞ্চম)। ১০ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই ইটুকে প্রকল্পের কনসালটেন্ট কাজী শফিকুর রহমান (বাম থেকে ষষ্ঠ) এবং অন্যান্যদেরকে দেখা যাচ্ছে।

দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র জেনারেল বডিতে ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ মেয়াদকালে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধিবৃন্দ

০১। **জনাব হোসেন খালেদ**
সভাপতি, ডিসিসিআই।

০২। **জনাব হুমায়ুন রশীদ**
ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই।

০৩। **জনাব এম এইচ রহমান**
প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই।

০৪। **জনাব আফতাব-উল ইসলাম**
প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই।

০৫। **জনাব বেনজির আহমেদ**
প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই।

০৬। **জনাব সৈয়দ তৌফিক আলী**
প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই।

২০১৫ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারি-আধাসরকারি সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সভায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ

ক্রমিক নং	ফাইল, অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি ২০১৫
১	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই) এর স্বতন্ত্র পর্ষদ পরিচালক	জনাব হোসেন খালেদ সভাপতি, ডিসিসিআই
২	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বাণিজ্য সহায়ক পরামর্শক কমিটি	জনাব হোসেন খালেদ সভাপতি, ডিসিসিআই
৩	বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানী লিঃ এর স্বতন্ত্র পর্ষদ পরিচালক	জনাব হোসেন খালেদ সভাপতি, ডিসিসিআই
৪	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর পর্ষদ সদস্য	জনাব হোসেন খালেদ সভাপতি, ডিসিসিআই
৫	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	জনাব হোসেন খালেদ সভাপতি, ডিসিসিআই
৬	পলিসি এ্যাডভাইজরি কমিটি অফ বিজনেস ফিন্যান্স ফর দি পুওর ইন বাংলাদেশ	জনাব হোসেন খালেদ সভাপতি, ডিসিসিআই
বাণিজ্য মন্ত্রণালয় / WTO/FTA/TRIPS/BIMESTEC/Multilateral etc		
৬	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত এগ্রো প্রোডাক্টস্ বিজনেস প্রোমোশন কাউন্সিল এর নির্বাহী কমিটির সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ফিশারি প্রোডাক্টস্ বিজনেস প্রোমোশন কাউন্সিল এর নির্বাহী কমিটির সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৮	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ, বিপণন ও মূল্য স্থিতিশীল ও যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার নিমিত্তে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রমের জন্য গঠিত কমিটির সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	আলহাজ্ব আব্দুস সালাম পরিচালক, ডিসিসিআই

ক্রমিক নং	ফাইল, অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি ২০১৫
৯	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর খসড়া সংশোধনী চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সেমিনারে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	আলহাজ্ব আব্দুস সালাম পরিচালক, ডিসিসিআই জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস)
১০	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত SAFTA/SATIS সভায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত প্রস্তুতিমূলক সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির পরিচালক, ডিসিসিআই
১১	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত Regional Connectivity স্থাপনের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির পরিচালক, ডিসিসিআই
১২	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত Trade and Competitiveness, World Bank Group কর্তৃক প্রণীত "Bangladesh's Alignment to the WTO Trade Facilitation Agreement" শীর্ষক প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী পরিচালক, ডিসিসিআই
১৩	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত আমদানিনীতি আদেশ, ২০১৫-২০১৮ প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রাপ্ত প্রস্তাব/মতামত পর্যালোচনার জন্য এ সম্পর্কিত অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ খায়রুল বাশার আহ্বায়ক, কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনবিআর রিলেটেড ইস্যুস্ স্ট্যান্ডিং কমিটি
১৪	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত Development Finance and Aid Assessment (DFAA) বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ খায়রুল বাশার আহ্বায়ক, কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনবিআর রিলেটেড ইস্যুস্ স্ট্যান্ডিং কমিটি
১৫	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত আমদানি নীতি আদেশ, ২০১৫-২০১৮ প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রাপ্ত প্রস্তাব/মতামত পর্যালোচনার নিমিত্তে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ খায়রুল বাশার আহ্বায়ক, কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনবিআর রিলেটেড ইস্যুস্ স্ট্যান্ডিং কমিটি
১৬	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত আমদানি নীতি আদেশ, ২০১৫-২০১৮ প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রাপ্ত প্রস্তাব/মতামত পর্যালোচনার নিমিত্তে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব আজিজুর রহমান সহকারী সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
১৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত রপ্তানি নীতি ২০১৫-২০১৮ এ অন্তর্ভূক্তির জন্য খসড়া সুপারিশমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রস্তাবাবলী/সুপারিশসমূহের উপর অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব তাহসিন আমান আহ্বায়ক, এক্সপোর্ট পলিসি, প্রমোশন, ডাইভারসিফিকেশন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
১৮	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত কুনমিং-এ স্থায়ী প্যাভিলিয়ন স্থাপনের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট সহ-আহ্বায়ক, ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার স্ট্যান্ডিং কমিটি
১৯	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১১-২০১২ ও ২০১২-২০১৩ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট সহ-আহ্বায়ক, ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার স্ট্যান্ডিং কমিটি

ক্রমিক নং	ফাইল, অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি ২০১৫
২০	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত 'Outcome of the Bali Ministerial with Particular Focus on LDCs Decisions & Trade Facilitation Agreement' শীর্ষক ওয়ার্কশপে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব ইমরান আহমেদ সহ-আহ্বায়ক, ইমপোর্ট পলিসি, ইমপোর্ট ইনডেন্টিং স্ট্যান্ডিং কমিটি
২১	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশ ও চেক প্রজাতন্ত্রের মধ্যকার প্রস্তাবিত Agreement on Economic Cooperation and Trade Promotion সংক্রান্ত খসড়ার বিষয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এনামূল হক পাটোয়ারি সদস্য, এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্সিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার স্ট্যান্ডিং কমিটি
২২	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশের পাট ও পাটজাতদ্রব্য রপ্তানি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এনামূল হক পাটোয়ারি সদস্য, এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্সিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার স্ট্যান্ডিং কমিটি
২৩	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ডব্লিউটিও'র ৯ম মিনিস্টেরিয়াল কনফারেন্সে গৃহীত বালি প্যাকেজে অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন ইস্যু আলোচনা ও পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এ এইচ এম রেজাউল কবির মহাসচিব, ডিসিসিআই
২৪	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ডব্লিউটিও'র সদস্য দেশ হিসেবে বাংলাদেশ কর্তৃক উপস্থাপিত ট্রেড ফেসিলিটেশন এগ্রিমেন্টটিকে রেটিফাই করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে আলোচনার নিমিত্তে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এ এইচ এম রেজাউল কবির মহাসচিব, ডিসিসিআই
২৫	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত "ডায়াগনস্টিক ট্রেড ইন্টিগ্রেশন স্টাডি" (ডিটিআইএস) এ্যাকশন ম্যাট্রিক্স হালনাগাদকরণ কৌশল নির্ধারণ সংক্রান্ত কর্মশালায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস), ডিসিসিআই
২৬	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত SAFTA এর সভায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারি যুগ্ম-সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
২৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা পর্যালোচনা ও অনুমোদনের নিমিত্তে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারি যুগ্ম-সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
২৮	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত Steering Committee on implementation of Bangladesh Trade Portal (BTP) in the Ministry of Commerce and Online Licensing Module (OLM) in the Department of Imports and Exports এর সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এ এইচ এম মনিরুজ্জামান উপ-সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
২৯	গত ০৭-০৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ সময়ে থাইল্যান্ডের ব্যাংককে BIMSTEC Trade Negotiation Committee (TNC) এর অনুষ্ঠিত ২০তম সভায় বাংলাদেশের কৌশলগত অবস্থান সুনির্দিষ্টকরণের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এ এইচ এম মনিরুজ্জামান উপ-সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই

ক্রমিক নং	ফাইল, অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি ২০১৫
৩০	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত সেক্টর ভিত্তিক ব্যবসা বাণিজ্যের সমস্যা চিহ্নিতকরণের জন্য সাব-কমিটি গঠনের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব রাসেল আহমেদ সহকারী সচিব (মেম্বারশীপ), ডিসিসিআই
৩১	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ন্যাশনাল ট্রেড পোর্টাল (এনটিপি) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সিনিয়র ভিশনিং ওয়ার্কশপে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব আজিজুর রহমান সহকারী সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৩২	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে বাণিজ্য সচিব পর্যায়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত আসন্ন সভার অবস্থান পত্র প্রণয়নের জন্য অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব আজিজুর রহমান সহকারী সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৩৩	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক আয়োজিত ইউরিয়া রেজিন (এইচ.এস.কোড ৩৯০৯.১০.০০) এর উপর শুল্ক হার হ্রাস/বৃদ্ধি প্রসঙ্গে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ ইকরাম ঢালী সহ-আহ্বায়ক, সিভিল এভিয়েশন ট্যুরিজম অ্যান্ড সার্ভিস সেক্টর ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি
৩৪	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক আয়োজিত “দেশীয় কসমেটিকস এবং টয়লেট্রিজ পণ্য সামগ্রীর বাজার সম্প্রসারণের সম্ভাবনা” শীর্ষক সেমিনারে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম এ মান্নান সহ-আহ্বায়ক, প্রটেকশন অব কনজুমারস রাইটস্ স্ট্যান্ডিং কমিটি
৩৫	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক আয়োজিত Problems and Prospects of IT & IT Enabled Services Outsourcing in Bangladesh শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ বিষয়ক সেমিনারে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস), ডিসিসিআই
৩৬	গত ১৭-১৮ অক্টোবর, ২০১৫ ইং তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-নেপাল বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের সভায় উপস্থাপনের জন্য “নেপালের বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকারের জন্য বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য সম্ভাব্য পণ্যের তালিকা প্রণয়ন” করার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব আজিজুর রহমান সহকারী সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/ইপিবি আয়োজিত নীতি, আইন, মেলা সংক্রান্ত সভাসমূহ	
৩৭	ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০১৫ এ নির্মিত প্যাভিলিয়ন/ মিনি-প্যাভিলিয়ন/ স্টল (দেশী/বিদেশী) এর মূল্যায়ন সংক্রান্ত কমিটির সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব হুমায়ুন রশীদ ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৩৮	২১তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০১৬ এর অর্থ উপ-কমিটির সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব আসিফ এ. চৌধুরী পরিচালক, ডিসিসিআই জনাব মোঃ একরামুল হক উপ-সচিব (জনসংযোগ), ডিসিসিআই
৩৯	ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০১৫ এর স্টিয়ারিং কমিটির সমাপনী সভা এবং ডিআইটিএফ-২০১৬ এর স্টিয়ারিং কমিটির ১ম সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট সহ-আহ্বায়ক, ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার স্ট্যান্ডিং কমিটি
৪০	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত তুরস্কের ইজমীরে ২৮ আগস্ট হতে ০২ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত “84th Izmir International Fair” শীর্ষক মেলায় অংশগ্রহণ বিষয়ে আলোচনা সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট সহ-আহ্বায়ক, ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার স্ট্যান্ডিং কমিটি

ক্রমিক নং	ফাইল, অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি ২০১৫
৪১	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত "বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মধু চাষ ও রপ্তানির সমস্যা এবং সম্ভাবনা" শীর্ষক বিশেষ সেমিনারে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ নেয়ামত উল্লাহ মজুমদার সহ-আহ্বায়ক, এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্সিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার স্ট্যান্ডিং কমিটি
৪২	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত "পাট চাষের উন্নয়ন, প্যাকেজিং ও বাজার উপযোগীকরণ" শীর্ষক বিশেষ সেমিনারে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এনামুল হক পাটোয়ারি সদস্য, এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্সিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার স্ট্যান্ডিং কমিটি
৪৩	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত Country Branding প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব রাশেদ আলী সহ-আহ্বায়ক, কান্ট্রি ব্রান্ডিং অ্যান্ড পজিশনিং বাংলাদেশ ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি
৪৪	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই-এ অক্টোবর, ২০১৫ হতে অনুষ্ঠিতব্য ০৫ মাস মেয়াদী "গ্লোবাল ভিলেজ" শীর্ষক মেলায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ বিষয়ে আলোচনা সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট সহ-আহ্বায়ক, ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার স্ট্যান্ডিং কমিটি
৪৫	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত 6th Bhutan International Trade Fair-2015, (04-08 September 2015) শীর্ষক মেলায় অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট সহ-আহ্বায়ক, ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার স্ট্যান্ডিং কমিটি
৪৬	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত "International Sourcing Expo, Australia, ISEA-2015" শীর্ষক মেলায় অংশগ্রহণ বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট সহ-আহ্বায়ক, ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার স্ট্যান্ডিং কমিটি
৪৭	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত গত ২০-২২ অক্টোবর ২০১৫ সময়ে তাসখন্দে অনুষ্ঠিত "Plastics & Polymers NEC, Uzexpocenter" শীর্ষক মেলায় অংশগ্রহণ বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট সহ-আহ্বায়ক, ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার স্ট্যান্ডিং কমিটি
৪৮	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত আগামী ১৭-২৭ ডিসেম্বর, ২০১৫ সময়ে ভারতের কলকাতায় অনুষ্ঠিতব্য "India International Mega Trade Fair-2015" শীর্ষক মেলায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট সহ-আহ্বায়ক, ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার স্ট্যান্ডিং কমিটি
৪৯	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত চীনের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতির বিষয়ে আলোচনা সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম এস সিদ্দিকী আহ্বায়ক, ন্যাশনাল এনার্জি স্ট্র্যাটেজি ফর প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি
৫০	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত গত ১৮-২০ মার্চ, ২০১৫ সময়কালে মেক্সিকোর গুয়াদালাজারা এ অনুষ্ঠিত "ANTAD Mega Sources (AMS)" শীর্ষক মেলায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ একরামুল হক উপ-সচিব (জনসংযোগ), ডিসিসিআই

ক্রমিক নং	ফাইল, অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি ২০১৫
৫১	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে যে সকল পণ্য ও সেবার রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে তার কারণ উদঘাটন এবং প্রতিকার নির্ধারণ বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এ এইচ এম মনিরুজ্জামান উপ-সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৫২	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত Duty Draw Back প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জটিলতা দূরীকরণ ও Duty Draw Back আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণের জন্য DEDO-এর রপ্তানি সহায়ক অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি খাতের সমন্বয় সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব আজিজুর রহমান সহকারী সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৫৩	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত রপ্তানিযোগ্য প্রচলিত ও অপ্রচলিত পণ্যের তালিকা নিরূপণ সংক্রান্ত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব রাসেল আহমেদ সহকারী সচিব (মেম্বারশীপ), ডিসিসিআই
৫৪	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত “রাবারের রপ্তানি আয় সুদৃঢ়করণে রূপকল্প ২০৩০ বাস্তবায়নে সমস্যা ও সমাধান” শীর্ষক বিশেষ সেমিনারে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ নেয়ামত উল্লাহ মজুমদার সহ-আহ্বায়ক, এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্সিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার স্ট্যান্ডিং কমিটি
বিনিয়োগ বোর্ড / প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় /শিল্প মন্ত্রণালয়/ওয়াইপো, কপিরাইট অফিস আয়োজিত সভাসমূহ		
৫৫	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত Programme Steering Committee of the Better Work and Standards Programme এর সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৫৬	শিল্প মন্ত্রণালয়ের পেটেন্ট, ডিজাইনস ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত IP Day/২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব হুমায়ুন রশীদ ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, ডিসিসিআই জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ পরিচালক, ডিসিসিআই সৈয়দ আলমাস কবির আহ্বায়ক, টেলিকম, আইসিটি, ইন্টিলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস স্ট্যান্ডিং কমিটি জনাব রিয়াদ হোসেন সহ-আহ্বায়ক, টেলিকম, আইসিটি, ইন্টিলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস স্ট্যান্ডিং কমিটি
৫৭	শিল্প মন্ত্রণালয়ের পেটেন্ট, ডিজাইনস ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস, ২০১৫ এর টক শো, মিডিয়া উপ কমিটির সমন্বয় সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ পরিচালক, ডিসিসিআই সৈয়দ আলমাস কবির আহ্বায়ক, টেলিকম, আইসিটি, ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৫, ডিসিসিআই

ক্রমিক নং	ফাইল, অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি ২০১৫
৫৮	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ECNCID)'র সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৫৯	এশিয়ান প্রোডাক্টিভিটি কর্তৃক আয়োজিত গত ০৬-০৯ অক্টোবর, ২০১৫ সময়ে Islamabad, Pakistan-এ অনুষ্ঠিত Diversity Management and Human Capital Strategy শীর্ষক কর্মসূচিতে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৬০	শিল্প মন্ত্রণালয়ের এনপিও কর্তৃক আয়োজিত "ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড-২০১৩" প্রদানের লক্ষ্যে গঠিত এসেসমেন্ট কমিটির সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী পরিচালক, ডিসিসিআই
৬১	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ECNCID)'র সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৬২	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় শিল্পনীতি-২০১৫ প্রণয়নকালে শিল্পখাতসমূহে প্রদানযোগ্য আর্থিক ও বিনিয়োগ প্রণোদনা ও অন্যান্য অধ্যায় যুগোপযোগীকরণ বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব দাতা মাগফুর আহ্বায়ক, এফডিআই, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি এবং প্রাইভেটাইজেশন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
৬৩	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত Technology and Innovation Support Centers (TISC) শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব সৈয়দ আলমাস কবির আহ্বায়ক, টেলিকম, আইসিটি অ্যান্ড ইন্টিলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস্ স্ট্যান্ডিং কমিটি
৬৪	শিল্প মন্ত্রণালয়ের পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত আইপি বিষয়ক জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ট্রেডমার্কস সংক্রান্ত সেমিনার এর প্রস্তুতিমূলক সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব রিয়াদ হোসেন সহ-আহ্বায়ক, টেলিকম, আইসিটি, ইন্টিলেকচুয়্যাল প্রপার্টি রাইটস স্ট্যান্ডিং কমিটি
৬৫	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত বিএসটিআই হতে প্রাপ্ত বাংলাদেশ ও ইরানের মান সংস্থাসমূহের মধ্যে সম্পাদিতব্য একটি সমঝোতা স্মারকের খসড়া চূড়ান্তকরণের বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মামুন আকবর সহ-আহ্বায়ক, এফডিআই, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি অ্যান্ড প্রাইভেটাইজেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি
৬৬	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ইস্তাম্বুল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব আজিজুর রহমান সহকারী সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৬৭	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত 10th North East Business Summit-এ মাননীয় শিল্পমন্ত্রীর অংশগ্রহণকালে সম্মেলনের বিশেষ ইভেন্ট আলোচনার জন্য বাংলাদেশের পক্ষ হতে ভারতে বাণিজ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উদ্যোক্তাগণ/ব্যবসায়ী যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হন তা উপস্থাপনের লক্ষ্যে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সমস্যা ও সমাধানের প্রস্তাব নিয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	মিস তৈয়্যেবা হোসনে জেসমিন সহকারী সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৬৮	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI) ও Sri Lanka Standards Institution (SLSI) এর সমঝোতা স্মারকের খসড়া চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে আয়োজিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম আনওয়ারুল হক প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই

ক্রমিক নং	ফাইল, অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি ২০১৫
৬৯	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় শিল্পনীতি-২০১৫ এর খসড়া বিষয়ে মতামত গ্রহণের জন্য অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মামুন আকবর সহ-আহ্বায়ক, এফডিআই, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি অ্যান্ড প্রাইভেটাইজেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি জনাব আজিজুর রহমান সহকারী সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৭০	বাংলাদেশ ষ্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন এর কাউন্সিলের সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, ডিসিসিআই
৭১	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত BSTI ও নেপালের Department of Food Technology and Quality Control (DFTQC) এর মধ্যে সম্পাদিতব্য সমঝোতা স্মারক MoU এর খসড়া চূড়ান্তকরণ বিষয়ক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির পরিচালক, ডিসিসিআই
৭২	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত Saudi Arabia Standards, Metrology and Quality Organization (SASO) এবং Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI) এর মধ্যে কারিগরি সহযোগিতামূলক খসড়া চুক্তি বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম আবু হোরায়রাহ প্রাক্তন সহ-সভাপতি এবং আহ্বায়ক প্রটেকশন অব কনজুমার রাইটস্ স্ট্যান্ডিং কমিটি
৭৩	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত মাননীয় শিল্পমন্ত্রীর বেলারুশ সফর সঙ্গী হিসেবে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব শাহজাদা এ হামিদ আহ্বায়ক, কান্ট্রি ব্র্যান্ডিং স্ট্যান্ডিং কমিটি জনাব ইকরাম ঢালী সহ-আহ্বায়ক, সিভিল এভিয়েশন অ্যান্ড ট্যুরিজম সার্ভিসেস সেক্টর ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি
৭৪	শিল্প মন্ত্রণালয়ের ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন কর্তৃক আয়োজিত Institutional Strengthening of NPO through the Development of Productuvity Practitioners শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস), ডিসিসিআই
৭৫	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শিল্প মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে "শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারের রপ্তানি বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন এবং বাজারজাতকরণের গুরুত্ব দিতে হবে' শীর্ষক প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব রাসেল আহমেদ সহকারী সচিব (মেম্বারশীপ), ডিসিসিআই
৭৬	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত কপিরাইট অফিস ও পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরকে একত্রিত করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনার বিষয়ে পর্যালোচনার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	ড. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ পরিচালক, ডিসিসিআই
৭৭	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত গণচীন এবং বাংলাদেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি এবং সমঝোতা স্মারকের বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন/বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এ এইচ এম রেজাউল কবির মহাসচিব, ডিসিসিআই

ক্রমিক নং	ফাইল, অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি ২০১৫
৭৮	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত জাপান এবং বাংলাদেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি এবং সমঝোতা স্মারকের বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন/বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এ এইচ এম রেজাউল কবির মহাসচিব, ডিসিসিআই
৭৯	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত Investment Road Show United Kingdom এর সাব-কমিটির সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস), ডিসিসিআই
৮০	বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত “Leather and Leather Goods: Next to RMG in Bangladesh” শীর্ষক সেমিনারে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৮১	বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত ‘FDI and another Major Determinant of GDP: A Research Analysis’ শীর্ষক সেমিনারে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৮২	বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত Launching Ceremony of World Investment Report 2015 এ ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৮৩	বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত ‘Road Show’ in United Kingdom এর প্রস্তুতিমূলক সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী পরিচালক, ডিসিসিআই
৮৪	বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত “Harmonization of Economic Policies in Bangladesh” শীর্ষক সেমিনারে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৮৫	বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত ‘Different Aspects of Investment in Bangladesh’ শীর্ষক সেমিনারে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এ এইচ এম রেজাউল কবির মহাসচিব, ডিসিসিআই
বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আয়োজিত সভাসমূহ		
৮৬	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এর উন্মুক্ত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব হুমায়ুন রশীদ উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই জনাব এম এস সিদ্দিকী আহ্বায়ক, ন্যাশনাল এনার্জি স্ট্র্যাটেজি ফর প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি জনাব মোঃ হোসেন আলী নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই, ডিসিসিআই
৮৭	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার, পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি) এর বিদ্যুতের সঞ্চালন মূল্যহার এবং বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা কোম্পানীসমূহের বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদনের ওপর অনুষ্ঠিত গণশুনানিতে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম এস সিদ্দিকী আহ্বায়ক, ন্যাশনাল এনার্জি স্ট্র্যাটেজি ফর প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি জনাব মোঃ হোসেন আলী নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই, ডিসিসিআই

ক্রমিক নং	ফাইল, অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি ২০১৫
৮৮	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক আয়োজিত প্রাকৃতিক গ্যাসের সঞ্চালন ট্যারিফ এবং ভোক্তা পর্যায়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের ট্যারিফ পরিবর্তনের আবেদনের ওপর অনুষ্ঠিত গণশুনানিতে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম এস সিদ্দিকী আহ্বায়ক, ন্যাশনাল এনার্জি স্ট্র্যাটেজি ফর প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি জনাব মোঃ হোসেন আলী নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই, ডিসিসিআই
	বিশ্ব ব্যাংক, এডিবি, আইএফসি, বিআইসিএফ, আইবিএফবি এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ আয়োজিত সেমিনার ও সভাসমূহ	
৮৯	বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত "ফ্রাইডে মার্কেট" চালু সংক্রান্ত মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না আহ্বায়ক, এসএমই এন্ট্রাপ্রিনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রোডাক্ট ডাইভারসিফিকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি
৯০	বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত Training and Capacity Building of the members of IamSME of Bangladesh এ ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	কাজী মোঃ শফিকুর রহমান কনসালট্যান্ট, ডিসিসিআই ইটুকে প্রজেক্ট জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস), ডিসিসিআই
৯১	বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত নলেজ শেয়ারিং এবং আলোচনা সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারি যুগ্ম-সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
	অর্থ মন্ত্রণালয় / জাতীয় রাজস্ব বোর্ড/ ঢাকা কাস্টম হাউস/আইসিডি, কমলাপুর, ঢাকা (কাস্টম) আয়োজিত সভাসমূহ	
৯২	ঢাকা কাস্টম হাউসের উপদেষ্টা কমিটির সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৯৩	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত National Workshop on New Customs Act and Respective Best Practices কর্মশালায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব খায়রুল বাশার সহ-আহ্বায়ক, কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনবিআর রিলেটেড ইস্যুস্ স্ট্যান্ডিং কমিটি
৯৪	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত National Trade Facilitation Committee (NTFC) এর সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব আজিজুর রহমান সহকারী সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৯৫	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত ATA Carnet Convention এ স্বাক্ষরের জন্য পণ্য তালিকা চূড়ান্তকরণ এবং গ্যারান্টি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থা নির্ধারণের লক্ষ্যে আয়োজিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারি যুগ্ম-সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
	পররাষ্ট্র, বন ও পরিবেশ এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত সভাসমূহ	
৯৬	মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নেতৃত্বে গত ১৮-২০ জুন, ২০১৫-এ রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে অনুষ্ঠিত St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF)-2015 এ বাংলাদেশ থেকে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধি দলে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব হুমায়ুন রশীদ উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই

ক্রমিক নং	ফাইল, অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি ২০১৫
৯৭	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত National Consultation Prior to the Eighth Global Forum on Migration & Development (GFMD) এ ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই জনাব রাকিব মোহাম্মদ ফখরুল আহ্বায়ক, হিউম্যান রিসোর্স স্কিলস্ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
৯৮	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত Lecture by Mr. Atul Khare, Under Secretary-General (USG) for the UN Department of Field Support এ ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৯৯	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত Commonwealth Enterprise and Investment Council (CWEIC) এ প্রতিষ্ঠাকালীন কৌশলগত অংশীদার/সদস্য (Founding Strategic Partner) হিসেবে বাংলাদেশের যোগদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকল্পে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারি যুগ্ম-সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
১০০	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত EFCC-Country Investment Plan (CIP) Consultation কর্মশালায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
	বিবিধ মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের আয়োজিত সভা	
১০১	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন এবং সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত International Conference on Urban Health এর প্রস্তুতিমূলক সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
১০২	এফবিসিসিআই কর্তৃক আয়োজিত কাউন্সিল অব চেম্বার প্রেসিডেন্টস্ এর সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব হুমায়ুন রশীদ ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, ডিসিসিআই
১০৩	দি ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বার্স অফ কমার্স (এফবিসিসিআই) এর বার্ষিক সাধারণ সভাঃ ২০১৩-২০১৪ তে ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
১০৪	এফবিসিসিআই কর্তৃক আয়োজিত স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত মার্চ ০২, ২০১৫ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং-এসআরও নং-৪৪-আইন/২০১৫ এর বলে জারীকৃত বর্ধিত ট্রেড লাইসেন্স ফি সম্পর্কে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	আলহাজ্ব আব্দুস সালাম পরিচালক, ডিসিসিআই
১০৫	এফবিসিসিআই কর্তৃক আয়োজিত ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেট প্রস্তাব প্রণয়নের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত প্রাক-বাজেট আলোচনা সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এবং আহ্বায়ক, কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনবিআর রিলেটেড ইস্যুস্ স্ট্যান্ডিং কমিটি

ক্রমিক নং	ফাইল, অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি ২০১৫
১০৬	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত Business Outreach on "Procurement of Goods, Works and Services" শীর্ষক কর্মশালায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব আবসার করিম চৌধুরী প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই মিসেস সামসুন নাহার সহ-আহ্বায়ক, ডিসিসিআই এস্টেট, কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড মেইন্টেন্যান্স বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস), ডিসিসিআই এবং জনাব রফিকুল ইসলাম সহকারী সচিব (এস্টেট), ডিসিসিআই
১০৭	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন কর্তৃক আয়োজিত ঢাকা জেলার আওতাধীন ঢাকা শিল্পনগরী (কেরানীগঞ্জ) ও বিসিক শিল্পনগরী, ধামরাই এর জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই এবং মিসেস সামসুন নাহার সহ-আহ্বায়ক, ডিসিসিআই এস্টেট, কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড মেইন্টেন্যান্স বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
১০৮	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন কর্তৃক আয়োজিত "চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা" শীর্ষক প্রকল্পের ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
১০৯	Embassy of Sweden কর্তৃক আয়োজিত "Exporting to Sweden" শীর্ষক সেমিনারে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই জনাব এ এইচ এম মনিরুজ্জামান উপ-সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
১১০	কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট, মিরপুর বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ বাস্তবায়ন এবং Automation বিষয়ে ব্যবসায়ীগণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ সংক্রান্ত অনুষ্ঠিত সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	আলহাজ্ব আব্দুস সালাম পরিচালক, ডিসিসিআই
১১১	কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট, মোহাম্মপুর বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ বাস্তবায়ন এবং Automation বিষয়ে ব্যবসায়ীগণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ সংক্রান্ত অনুষ্ঠিত সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী পরিচালক, ডিসিসিআই
১১২	জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয় (বিচার শাখা) কর্তৃক আয়োজিত "ঢাকা জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি" এর সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম আবু হোরায়রাহ প্রাক্তন সহ-সভাপতি এবং আহ্বায়ক প্রটেকশন অব কনজুমার রাইটস্ স্ট্যান্ডিং কমিটি
১১৩	ঢাকা জেলার আইন শৃংখলা কমিটির সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোহাম্মদ মনিয়ুম খান সহ-আহ্বায়ক, ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি-স্মাগলিং ইনিশিয়েটিভ স্ট্যান্ডিং কমিটি

ক্রমিক নং	ফাইল, অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি ২০১৫
১১৪	বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে পর্যটন শিল্পের বর্তমান অচলাবস্থা ও করণীয় বিষয়ে পর্যটন শিল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে গণমাধ্যম কর্মীদের মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী পরিচালক, ডিসিসিআই জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
১১৫	বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত "Development of Sustainable Tourism Based on Buddhist Heritage, Culture and Pilgrimage Circuits: Bangladesh Perspective" শীর্ষক কর্মশালায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী পরিচালক, ডিসিসিআই জনাব মোঃ একরামুল হক উপ-সচিব (জনসংযোগ), ডিসিসিআই
১১৬	বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত জার্মানির বার্লিনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলা ITB Berlin-2015-এ ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী পরিচালক, ডিসিসিআই
১১৭	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর কর্তৃক আয়োজিত অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ আদেশ, ২০১১ এর জেলা পণ্য বিপণন মনিটরিং কমিটির সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	আলহাজ্ব আব্দুস সালাম পরিচালক, ডিসিসিআই
১১৮	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান পরিচালক, ডিসিসিআই
১১৯	জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার এর স্টীয়ারিং কমিটির সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
১২০	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত বহুমুখী পাটজাতপণ্য উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাদের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
১২১	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) এর দ্বিতীয় তলায় প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন, বিজেআরআই এ অবস্থিত জেইএসসি ঢাকা ও কাঁচামাল ব্যাংক জেডিপিসি'র প্রধান কার্যালয়ে স্থানান্তর, IT Sector উন্নয়নের নিমিত্ত প্রাক্কলন, নীতিমালা, নকশা এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক বিষয়গুলো চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
১২২	পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক আয়োজিত Multilouge on Pathways for Implementation of SDGs: Domestic Resource Mobilisation and Retention of Policy Space এ ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব হুমায়ুন রশীদ ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
১২৩	পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক আয়োজিত সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) দলিলের খাতভিত্তিক খসড়া অধ্যায় ২ এবং ৩ এর উপর পরামর্শ প্রদান বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই

ক্রমিক নং	ফাইল, অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি ২০১৫
১২৪	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই) কর্তৃক আয়োজিত Trade Policy Regime of Bangladesh শীর্ষক প্রশিক্ষণে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারি যুগ্ম-সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
১২৫	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা কর্তৃক আয়োজিত “জেলা পরিবীক্ষণ” কমিটির সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ নেয়ামত উল্লাহ মজুমদার সহ-আহ্বায়ক, এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্সিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার স্ট্যান্ডিং কমিটি
১২৬	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের পাট অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত পাটখাতের উন্নয়ন সম্পর্কিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন এবং “পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০” বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ নেয়ামত উল্লাহ মজুমদার সহ-আহ্বায়ক, এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্সিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার স্ট্যান্ডিং কমিটি
১২৭	কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) কর্তৃক আয়োজিত ক্যাব-এর স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান তৈরির জন্য আয়োজিত এফজিডি (Focus Group Discussion) সেশনে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম এ মান্নান সহ-আহ্বায়ক, প্রটেকশন অব কনজুমারস রাইটস্ স্ট্যান্ডিং কমিটি
১২৮	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত “Awareness on ISO 22000:2005 Food Safety Management Systems - Requirements for any Organization in the Food Chain” শীর্ষক প্রশিক্ষণে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এ. কে. এম. আজাদ সদস্য, এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্সিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার স্ট্যান্ডিং কমিটি
১২৯	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক আয়োজিত অকেজো মালামাল নিষ্পত্তি কমিটির সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এ. কে. এম. আজাদ সদস্য, এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্সিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার স্ট্যান্ডিং কমিটি
১৩০	বাংলাদেশ এগ্রো প্রসেসরস এসোসিয়েশন (বাপা) কর্তৃক আয়োজিত “Tariff & Non Tariff Barriers in Agro Processing Sector” শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	মিসেস কাজী মুন্নী সদস্য, এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্সিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার স্ট্যান্ডিং কমিটি
১৩১	এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক গৃহীত “বিজনেস রেজিস্টার” কার্যক্রম বিষয়ক মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস), ডিসিসিআই
১৩২	বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি কর্তৃক আয়োজিত ঢাকা মেট্রো আরটিসি‘র সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব আজিজুর রহমান সহকারী সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই

ডিসিসিআই স্ট্যান্ডিং কমিটি সমূহের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্তসার-২০১৫

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সার্বিক পরিচালনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করা, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলীসহ পরামর্শ ও সুপারিশ প্রণয়ন করা, চেম্বারের প্রশাসনিক কাজকর্ম, দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য, শিল্পায়নে বিরাজমান সমস্যা, জাতীয় বাজেট, নতুন করারোপ এবং সর্বোপরি বাণিজ্যিক প্রতিক্রিয়াসহ নানাবিধ সমস্যার উপর পর্যালোচনার মাধ্যমে বাস্তবমুখী বিশ্লেষণাত্মক পরামর্শ দেয়া স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহের মূখ্য দায়িত্ব। ২০১৫ সালে মোট ২৪টি স্ট্যান্ডিং কমিটি তাদের কর্মকান্ড অব্যাহত রেখেছে। বিষয়ভিত্তিক স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোর বার্ষিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হয়েছে।

ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ড

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র মুখপাত্র হিসেবে ডিসিসিআই মাসিক রিভিউ দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হচ্ছে। ব্যবসায়ী মহলে তথা দেশে ও বিদেশে এ প্রকাশনা ইতিমধ্যে একটি স্থান করে নিয়েছে। সংবাদপত্র ও মননশীল প্রকাশনায় খ্যাতিমান কয়েকজন ব্যক্তিত্বের তত্ত্বাবধানে প্রতিমাসে ডিসিসিআই মাসিক রিভিউ প্রকাশিত হয়। এর উপদেষ্টা পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দরা হলেনঃ ড. মিজানুর রহমান শেলী-চেয়ারম্যান, সৈয়দ কামাল উদ্দিন-সদস্য, জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন-সদস্য, জনাব এ এস এম কাসেম-সদস্য, জনাব এম এ মোমেন-সদস্য এবং জনাব হোসেন খালেদ-সদস্য।

এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্সিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার-২০১৫

জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষিভিত্তিক শিল্পের ভূমিকা অপরিসীম। বিভিন্ন কৃষিজাত শিল্প স্থাপনের সম্ভাব্যতা, বাজারজাতকরণ, কৃষি নীতিমালা সম্পর্কিত বিষয় এবং WTO Agreement এর আলোকে জাতীয় অর্থনীতিতে নীতি নির্ধারণী মন্ত্রণালয় এর বিভিন্ন সংস্থার বিবেচনার জন্য এবং কার্যকরী সুপারিশমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে ডিসিসিআই'র "এগ্রোবেইজড ট্রেড অ্যান্ড কমার্সিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার" স্ট্যান্ডিং কমিটি কাজ করে আসছে। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর "এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্সিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার-২০১৫" কমিটির এবছর ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কৃষিভিত্তিক শিল্প আলোচনার আওতায় যে বিষয়গুলো বিবেচনায় আসতে পারে, সেগুলো হলো ঃ ফসল ও অন্যান্য কৃষিজ সম্পদ উৎপাদন ও বহুমুখীকরণের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। বাংলাদেশের কৃষিখাতের সাথে গবাদি পশু, মৎস্য ও বন প্রভৃতি খাতসমূহও ওতপ্রতোভাবে জড়িত। বাংলাদেশের কৃষি কার্যক্রম মূলত প্রকৃতি, পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল। যেহেতু কৃষিই বাংলাদেশের জনজীবনের প্রধান অবলম্বন, সে কারণে কৃষি সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়সমূহ যেমন ঃ কৃষির ইতিহাস, কৃষিজমি, চাষ পদ্ধতির ধরণ, কৃষিশ্রমিক, কৃষিঋণ, কৃষিসামগ্রী বিপণন, কৃষিনীতি, কৃষিশিক্ষা ও গবেষণা, ফসলের জাত উদ্ভাবন, ফসলের ক্ষতিকর প্রাণী ও রোগবালাই, কৃষিসম্পদ, কৃষি পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়াদি, কৃষি যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি, খামার উপকরণ ও সরঞ্জাম, কৃষিসংস্থা, কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সক্রিয় বিবেচনায় আনা প্রয়োজন।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইউএসএআইডি-এর এগ্রিকালচার ভ্যালু চেইন (এভিসি) প্রজেক্ট যৌথভাবে "বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের প্রমোশন ঃ পণ্য নির্দেশন এবং টেকসই উন্নয়ন" বিষয়ক ৩দিন ব্যাপী (০৩ মার্চ, - ০৫ মার্চ, ২০১৫) এক ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, মহাসচিব জনাব এ এইচ এম রেজাউল কবির এবং ইউএসএআইডি-এর এগ্রিকালচার ভ্যালু চেইন প্রজেক্ট-এর প্রধান জনাব উইলিয়াম টি লেভিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি মোঃ শোয়েব চৌধুরী আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে হলে আমাদেরকে কৃষির বহুমুখীকরণের পাশাপশি পণ্যের মান সংযোজন করা, বাংলাদেশের কৃষি খাতের উন্নয়নের জন্য নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কৃষি পণ্য উৎপাদনে গতানুগতিক ধারার বাইরে উন্নত জ্ঞান আহরণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দের বিশেষত ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প উদ্যোক্তাদের আন্তর্জাতিক বাজারে নিজেদের সক্ষমতা ও সেই সাথে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জণের জন্য নতুন নতুন প্রযুক্তি অবলম্বনে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

গত ১২ মে, ২০১৫ তারিখে এ কমিটি ইউএসএআইডি বাংলাদেশ ভ্যালু চেইন্স (এভিসি) প্রজেক্ট এর সাথে যৌথভাবে "নিরাপদ আম বাজারজাতকরণের জন্য সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন" বিষয়ক একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। এ সভায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সিনিয়র সচিব জনাব হেদায়েতউল্ল্যাহ আল মামুন, এনডিসি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এবং ইউএসএআইডি-বাংলাদেশ-এর পরিচালক (ইকোনোমিক গ্রোথ) মিস রামোনা এম ই হ্যামজারি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে আম সহ অন্যান্য খাদ্যপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার বিষয়ে এ খাতের ব্যবসায়ীদের আরো সচেতন থাকার আহ্বান জানান।

এছাড়াও আম সহ অন্যান্য খাদ্য পণ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, পণ্য বহুমুখীকরণ ও বাজার সম্প্রসারণের জন্য সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের উপর জোরারোপ করা হয়। ২০১৫ সালে কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ-এ ঢাকা চেম্বারের নিম্নোক্ত প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ঃ

ক) এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্সিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার স্ট্যান্ডিং কমিটির সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার এর স্টিয়ারিং কমিটির সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

খ) সহ-আহ্বায়ক জনাব মোঃ নেয়ামত উল্লাহ মজুমদার রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত "বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মধু চাষ ও রপ্তানির সমস্যা এবং সম্ভাবনা" এবং "রাবারের রপ্তানি আয় সুদৃঢ়করণে রূপকল্প ২০৩০ খ্রিঃ বাস্তবায়নে সমস্যা ও সমাধান" শীর্ষক বিশেষ সেমিনার দুটিতে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

গ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত "Awareness on ISO 22000:2005 Food Safety Management Systems – Requirements for any Organization in the Food Chain" শীর্ষক প্রশিক্ষণ এবং আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ঢাকা-এর উদ্যোগে আয়োজিত 'অকেজো মালামাল নিষ্পত্তি কমিটি'- এর সভায় এ কমিটির সদস্য জনাব এ.কে.এম আজাদ ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঘ) জনাব এনামুল হক পাটোয়ারি, সদস্য, এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্সিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার স্ট্যান্ডিং কমিটি রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত "পাট চাষের উন্নয়ন, প্যাকেজিং ও বাজার উপযোগীকরণ" শীর্ষক বিশেষ সেমিনার এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশের পাট ও পাটজাতদ্রব্য রপ্তানি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভায় ঢাকা চেম্বারের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন।

ঙ) মিস কাজী মুন্নী বাংলাদেশ এগ্রো প্রসেসর এসোসিয়েশন (বাপা) কর্তৃক আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে ঢাকা চেম্বারের পক্ষে অংশগ্রহণ করেন।

এ স্ট্যান্ডিং কমিটিতে ডিসিসিআই এর সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী সমন্বয়কারী পরিচালক, এডভোকেট আলহাজ্ব আব্দুল আজিজ সরকার আহ্বায়ক এবং জনাব মোঃ নেয়ামত উল্লাহ মজুমদার সহ-আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও জনাব সাহিদ হোসেন, জনাব এনামুল হক পাটোয়ারি, জনাব এম. এ. রাজ্জাক, ড. কামরুল আহসান, জনাব এ.কে.এম আজাদ, জনাব মোঃ খোরশেদ আলম, ড. মোঃ আলী আফজাল, মেজর সৈয়দ মুনীবুর রহমান (অবঃ), জনাব আব্দুস সোবহান, জনাব জামিল মাহমুদ, জনাব মোঃ কবির হোসেন, জনাব এস এম মোজাম্মেল হোসেন, জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, জনাব এ. কে. এম শরিফুল ইসলাম, জনাব মোহাম্মদ ফজলুল মমিন, জনাব সিরাজুল ইসলাম এবং কাজী মুন্নী এ কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সিভিল এভিয়েশন, ট্যুরিজম অ্যান্ড সার্ভিস সেক্টর ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০১৫

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) দেশের পর্যটন খাতের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য এ খাতে করণীয় নির্ধারণে সিভিল এভিয়েশন, ট্যুরিজম অ্যান্ড সার্ভিস সেক্টর ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০১৫ গঠন করা হয়। এ স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রধান কাজ হচ্ছে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের অপার সম্ভাবনা ও এর বিকাশে করণীয় নির্ধারণে নানা সুপারিশমালা গ্রহণ করা ও এ সকল সুপারিশমালা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা। একথা সত্য যে বাংলাদেশে এ মুহূর্তে তৈরী পোষাক খাতই সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত। নদীমাতৃক কৃষিনির্ভর এ দেশের বিদ্যমান পর্যটন সম্ভাবনাকে যদি কাজে লাগানো যায় তাহলে এ খাত থেকেও প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকরি ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

ডিসিসিআই'র সিভিল এভিয়েশন, ট্যুরিজম অ্যান্ড সার্ভিস সেক্টর ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি বাংলাদেশের সর্বাধিক পর্যটন সম্ভাবনাময় এলাকাগুলো চিহ্নিত করে এবং এর উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নির্ধারণে সুপারিশ প্রণয়ন করে থাকে। পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি পর্যায়ের পাশাপাশি বেসরকারি খাতেও ট্যুরিজম সেক্টর গড়ে তোলার ব্যাপারে এ কমিটি প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন করে থাকে।

এ কমিটি পর্যটন খাতের উন্নয়ন ও প্রসার, দেশের সামগ্রিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, স্থানীয় পর্যটন কেন্দ্রসমূহ উন্নয়নে সরকারি সহযোগিতা, দেশে ও দেশের বাইরে অবস্থানরত দূতাবাস সমূহের কার্যকর ভূমিকা তথা দেশীয় ট্যুরিজম ও এর সেবাখাতের উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

এ কমিটি দেশের পর্যটন স্থানসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং পর্যটকদের নিরাপত্তার জন্য উন্নত ব্যবস্থা গ্রহণে স্থানীয় চেম্বার সমূহের মধ্যে আলোচনা করে সুপারিশমালা প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থায় প্রেরণ করে থাকে। এছাড়াও এ বিষয়ে সেমিনার, কর্মশালা এবং গোল টেবিল বৈঠক আয়োজনের মাধ্যমে পর্যটন খাতের সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং এর সমাধানের উপায় নিরুপণ করে থাকে। এ বছর এ স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ কমিটির সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রনে সরকারি প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে ঢাকা চেম্বারের পক্ষ থেকে ২-৮ মার্চ ২০১৫ তারিখে জার্মানীর বার্লিনে অনুষ্ঠিত বৃহত্তম পর্যটন মেলা 'আইটিবি বার্লিন' এ যোগদান করেন। পরবর্তীতে তিনি ঢাকা চেম্বারের পক্ষ থেকে ১৬-২০ মার্চ তারিখে জার্মানীর হ্যানোভারে অনুষ্ঠিত তথ্য প্রযুক্তির উপর 'সিইবিআইটি' মেলায়ও অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি জেনেভাস্থ আইটিসি'র সিনিয়র ট্রেড প্রমোশন অফিসার মার্টিন ল্যাবে এবং কনসালট্যান্ট প্যাট্রিসিয়া রাস এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি ১৮ মার্চ অনুষ্ঠিত 'ওনারশীপ অ্যান্ড সাসটেইনিবিলিটি' শীর্ষক গ্রুপ ডিসকাশনে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি তাঁর সফরকালে ডব্লিওটিও'র প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করেন।

এ বছর সিভিল এভিয়েশন, ট্যুরিজম অ্যান্ড সার্ভিস সেক্টর ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি'র সুপারিশে বিগত ২৭-২৮ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত International Conference on Developing Sustainable and Incusive Buddhist Heritage & Pilgrimage Circuits in South Asia's Buddhist Heartland এ অংশগ্রহণ করেন। উক্ত কনফারেন্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের টি/কফি ব্রেকটি ডিসিসিআই স্পন্সর করে। এ কনফারেন্সের প্রথম ব্রেকআউট সেশনে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ নির্ধারিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী, পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী, একেডি খায়ের মোহাম্মদ খান, আলহাজ্ব আব্দুস সালাম উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য ডিসিসিআই বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের বিকাশে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সাথে একসাথে কাজ করছে। কমিটির সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত বৌদ্ধ সংস্কৃতি নির্ভর পর্যটন সম্ভাবনার উপর অনুষ্ঠিত সেমিনার সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সভা বা সেমিনারে বছরব্যাপী সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। এ কমিটির সুপারিশক্রমে এ বছর ডিসিসিআই'র একটি বোর্ড সভা কক্সবাজারে আয়োজন করার পরিকল্পনাও রয়েছে।

এ কমিটিতে এ বছর জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী, সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব এস. এম. জিল্লুর রহমান, আহ্বায়ক এবং জনাব মোঃ ইকরাম ঢালী, সহ-আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও জনাব মাহাবুব আনাম, প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই, জনাব এমএ রশিদ শাহ সম্রাট, জনাব সুমন তালুকদার, সৈয়দ হাবিব আলী, জনাব এএইচএম মঈন উদ্দিন, জনাব মোঃ ফখরুল ইসলাম, জনাব মোহাম্মদ ওসমান গনি, জনাব জামিলুর রহমান, জনাব এএসএম ইব্রাহিম, ইঞ্জিনিয়ার এম শরিফুল আলম, জনাব এম শাহজালাল মজুমদার, জনাব এসএম হাবিবুর রহমান, জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন মিয়া, জনাব মোঃ শাহজাহান এবং জনাব মোঃ মিজানুর রহমান মামুন এ কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

Country Branding and Positioning Bangladesh for Industrial Growth & International Relation Development Standing Committee-2015

Country Branding and Positioning Bangladesh for Industrial Growth & International Relation Development Standing Committee-2015 has been working for the overall branding issues of Bangladesh for our industrial growth and enhancing international relation. During the year this committee had arranged three meetings.

This Committee had also organized a breakfast meeting on Bangladesh 2030: Next Billion Dollar Opportunities on 30 May, 2015. Hon'ble Commerce Minister Mr. Tofail Ahmed, MP was present as chief guest while President of International Chamber of Commerce, Bangladesh Mr. Mahbubur Rahman was present as guest of honour.

Ambassador of Korea to Bangladesh Lee Yun-Young, High Commissioner of Pakistan Mr. Shuja Alam and Commercial Counsellor Ms. Farah Farooq, Commercial Officer of Danish Embassy Saadia Taufiq, Deputy Head of France Embassy Somen Dutta, Second Secretary of Indonesian Embassy Fitri Tjandra Prijanti, First Secretary of Russian Embassy Andrei Bankaev, Commercial Counsellor of Turkish Embassy Tulay Uyanik, Consul Attache of Libyan Embassy Adel A. Musa, Director of UK Trade & Investment Ruzina Hasan, Mr. Brad from US Embassy were also present in the meeting.

DCCI President Mr. Hossain Khaled stressed on more Foreign Direct Investment (FDI) to accelerate GDP growth at least 38% from the existing 28% in order to achieve the middle income country status. To graduate Bangladesh as the 30th largest economies in the world by the year 2030 and achieve double digit growth, the emerging Bangladesh needs additional 14% Investment of GDP. He also invited foreign investors to invest in Bangladesh as we have skilled and easily trainable workforce, access to global market, FDI friendly economic zones and attractive incentive packages.

During the year, Mr. S. Rumi Saifullah, Mr. Shahzada A. Hamid and Mr. Md. Rashed Ali played their active role as Coordinating Director, Convenor and Co-convenor of this standing committee respectively. The other distinguished members of the standing committee were: Mr. Data Magfur, Former Director, DCCI, Kh. Rashedul Ahsan, Mr. Salim Akhter Khan, Syed Almas Kabir, Mr. Ashfaque Ahmed, Mr. Tanvir Neamul Basher, Mr. Mohammad Dawood Raywas, Mr. Shameem Ahsan Khan, Major Syed Mahmud Hasan, Mrs. Sharita Millat and Mr. Hyun Ki Kim.

Standing Committee on "Customs, VAT, Taxation NBR Related Issues" -2015

This standing committee deals with the matters related to rules and procedure of Customs, VAT, Taxation and NBR related issues and prepares effective policy recommendations for simplification and rationalization of the Taxation systems in the country. The committee also discusses the problem faced by the business community regarding Customs, VAT, Tariff and Taxation and suggest for their remedial measures. The committee also prepares effective and fruitful recommendations on National Budget and discuss on National Budget.

The committee has prepared a mission-vision statement at the beginning of the year. This year the committee organized six meetings. The committee put forwarded some fruitful recommendations on National Budget 2014-15. Under the guidance of this standing committee DCCI has prepared 53 recommendations on the issue of income tax, import duty, VAT and supplementary duty as a part of policy advocacy to help government ensure a business-friendly environment in the country. The set of recommendations were placed to National Board of Revenue with a view to incorporate while formulating the national budget.

Like the previous years, under the guidance and direct supervision of this committee, DCCI has successfully published one of its regular comprehensive publications "DCCI Tax Guide 2015-16". Later the tax guide was formally unveiled by the Chairman of NBR Mr. Md. Nojibur Rahman. To create awareness and calculate easily the Chamber publishes tax guide which are distributed among the Members of DCCI free of cost. The tax guide is also distributed to the Members of NBR. Representatives from this committee/DCCI have participated in various meetings at different Ministries/departments.

During the year, Mr. Hossain Akhtar, Former Sr. Vice President, DCCI, Director, DCCI and Coordinating Director; Mr. Haider Ahmed Khan, FCA, Former Sr. Vice President, DCCI and Convenor; Mr. Md. Khayrul Bashar, Co-Convenor of the Standing Committee performed their responsibilities. The other distinguished members of the Standing Committee were: Mr. Absar Karim Chowdhury, Former Vice President, DCCI; Mr. M. Anwarul Haque Former Director, DCCI; Engr. Kazi Mahbubur Rahman; Mr. Md. Shahid Hossain; Major Syed Munibur Rahman; Mr. Md. Sakhayet Ullah Azad; Mr. Mohiuddin Ahmed; Mr. M. Mosharrof Hossain; Mr. Anowarul Islam; Mr. Humayun Kabir; Mr. Junayed Chowdhury; Mr. Md. Moshiur Rahman; Mr. Md. Mujibur Rahman; Mr. Mohammad Haroon Patwary; Mr. Md. Aminul Islam; Mr. M. Shafiqul Alam, FCA and Mr. Mohammed Nizam Uddin Talukder.

ডিসিসিআই পাবলিকেশনস অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০১৫

ডিসিসিআই-এর ক্রমবর্ধমান কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরণের প্রকাশনা বের করে থাকে। ডিসিসিআই প্রকাশনাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মাসিক ভিত্তিতে প্রকাশিত ডিসিসিআই রিভিউ, বার্ষিক প্রতিবেদন, ট্যাক্স গাইড, কমার্শিয়াল হিস্ট্রি অব ঢাকা, ইনট্রোডিউসিং ডিসিসিআই, ব্রশিউর, ফ্লায়ার, শুভেচ্ছা কার্ড, ডেলিগেশন ব্রশিউর ইত্যাদি। এ সকল প্রকাশনাসমূহের মানোন্নয়নসহ দেশের সার্বিক প্রকাশনা খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন সুপারিশ প্রণয়ন এ কমিটির অন্যতম উদ্দ্যেশ্য ও লক্ষ্য। তাছাড়াও এ কমিটি দেশের মুদ্রণ শিল্পের সার্বিক উন্নয়নে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানকল্পে সুপারিশ প্রণয়ন করে থাকে।

জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে ডিসিসিআই পাবলিকেশনস স্ট্যান্ডিং কমিটি নিরলস কাজ করে থাকে। এ কমিটি সৃজনশীল প্রকাশনা বৃদ্ধির সুপারিশও প্রণয়ন করেছে। ডিসিসিআই পাবলিকেশনস স্ট্যান্ডিং কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কমার্শিয়াল হিস্ট্রি অব ঢাকা এর বাংলা সংস্করণ ঢাকার বাণিজ্যিক ইতিহাস এ বছর প্রকাশ করা হয়েছে। এ বছর এ কমিটির ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও ডিসিসিআই পর্ষদ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ কমিটি আগামী বছর ঢাকা চেম্বার এবং ডিবিআই কলেজের আরো প্রচার-প্রচারনার স্বার্থে দেশের খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবীদের সাথে একটি গোলটেবিল আলোচনা সভা আয়োজন করা, ঢাকা চেম্বারের কর্মকর্তাবৃন্দের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রণিত বাংলা বানান রীতির উপর দিনব্যাপী কর্মশালা আয়োজন করা এবং ঢাকা চেম্বারের সম্মানিত সদস্যবৃন্দের ব্যবসায়িক তথ্য সম্বলিত "মেম্বার ডিরেক্টরি" মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

পূর্ববর্তী বছরগুলোর মত এ বছরও পাবলিকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি, ভ্যাট ট্যাক্স স্ট্যান্ডিং কমিটির সাথে ট্যাক্স গাইড ২০১৫-১৬ প্রকাশনায় যৌথভাবে শতভাগ সফলতার সাথে কাজ করেছে। কমিটি ডিসিসিআই'র জনসংযোগ শাখার আধুনিকায়ন ও দক্ষতা উন্নয়নেও আলোচনা ও সুপারিশ প্রণয়ন করে থাকে। এ কমিটি এ বছর ডিসিসিআই রিভিউকে সকল সদস্যদের মাঝে ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণের সুপারিশ করে।

এ কমিটিতে জনাব ওসমান গনি, সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব নাসির হোসেন, আহ্বায়ক, ইঞ্জিঃ মোঃ আল আমিন, সহ-আহ্বায়ক হিসেবে এ বছর দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়াও জনাব এম এস সিদ্দিকী, ক্যাপ্টেন মোঃ নূরুল হক (অবঃ), জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ, ডঃ খলিলুর রহমান, জনাব মোঃ হাবিব উল্ল্যাহ তুহিন, জনাব কামরুল হাসান শায়ক, জনাব রাশেদুল ইসলাম ভূইয়্যা, কাজী রেজাউর রহমান, মিসেস লিলি হক, জনাব কাজল দেবনাথ, জনাব মাহবুবুর রহমান সোহেল, জনাব মোঃ ইলিয়াস মোল্লা, জনাব রঘুপতি সেন এবং মিসেস পপি চৌধুরী সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ডিসিসিআই এস্টেট, কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড মেইন্টেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৫

ডিসিসিআই এস্টেট, কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড মেইন্টেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটি ডিসিসিআই-এর নিজস্ব ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ, অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সম্পদ সম্প্রসারণ, ভবনের ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠানের সুবিধা-অসুবিধা, ভাড়া আদায় ত্বরান্বিত করা, খালি স্পেসসমূহ গ্রহণযোগ্য প্রতিষ্ঠানের নিকট ভাড়া প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে সৃজনশীল প্রস্তাবনা ও তা পর্ষদ অনুমোদন সাপেক্ষে বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে থাকে। এছাড়াও আইনগত বিষয়গুলোও পর্যালোচনান্তে বস্তুনিষ্ঠ সুপারিশ প্রণয়ন এ কমিটির এখতিয়ারভূক্ত।

ডিসিসিআই-এর সিংহভাগ আয়ের উৎস ভাড়া খাত। কমিটির দিক নির্দেশনানুযায়ী ভবনের খালি জায়গাসমূহ ভাড়া দেয়ার বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া হয়। খালি স্পেসগুলো দ্রুত ভাড়া দেয়ার জন্য ডিসিসিআই ওয়েবসাইটে, Bikroy.com, ekhanei.com, ডিসিসিআই এর মাসিক রিভিউতে বিজ্ঞপ্তি প্রদান এবং ব্যাংক, বিমা, ইন্সুরেন্স কোম্পানীগুলোর কাছে সরাসরি পত্র প্রেরণ করা হয়। ফলশ্রুতিতে তৃতীয় তলাস্থ ৮৬০০ বর্গফুট মধুমতি ব্যাংক লিঃ এর অনুকূলে ও ৮ম তলার ২২৭৫ বর্গফুট স্পেস মেসার্স মে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সার্ভিসেস লিমিটেড এর অনুকূলে ভাড়া প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে। অন্যান্য স্পেসগুলোতে গ্রহণযোগ্য প্রতিষ্ঠানের নিকট ভাড়া প্রদানের সিদ্ধান্ত দাপ্তরিকভাবে প্রতিপালন করা হচ্ছে।

চলতি বছরে এ কমিটির ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ডিসিসিআই-এর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত কাজে কমিটি চেম্বার কর্তৃপক্ষের সাথে একাধিক বৈঠক করেছেন ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এ বছর ভবনের Interior Development বর্তমানে চেম্বার-এর সম্মুখ ভাগের দীর্ঘদিনের পুরাতন সিন্ডলার লিফট পরিবর্তন করে মেসার্স রেজিওনাল ট্রেডার্স হতে সিগমা ব্রান্ড এর নতুন লিফট সরবরাহ ও স্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ভবনের আউট সাইড গেইটটি নতুনভাবে করা হয়েছে। পুরাতন গ্রীলফ্রেম খুলে থাই এ্যালুমিনিয়াম ফিটিং করা হয়েছে। ব্যস্ততম মতিঝিল এলাকার যানজটে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে চেম্বারের সদস্যদের সহজে সেবা প্রাপ্তির বিবেচনায় গুলশান-১ এ ডিসিসিআই গুলশান সেন্টার চালু করা হয়েছে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতায় পূর্বাচলে ৩০০ ফুট রাস্তার পার্শ্বে অন্তত এক খণ্ড জায়গা ক্রয়ের লক্ষ্যে রাজউকে আবেদনপত্র জমা দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও ভবনের দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ, সৌন্দর্য বর্ধন ভাড়া আদায় ত্বরান্বিতকরণ বিষয়ে এ কমিটি সময়োপযোগী দিক নির্দেশনা রেখেছে। এ কমিটি ডিসিসিআই এর আইনগত বিষয়সমূহ পর্যালোচনাপূর্বক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ রাখে।

এ বছর জনাব হোসেন আকতার, সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব হোসেন এ সিকদার, আহ্বায়ক এবং মিসেস শামসুন্নাহার, সহ-আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেনঃ জনাব এম আবু হোরায়রাহ, জনাব এম আনওয়ারুল হক, জনাব ওয়াকার আহমদ চৌধুরী, জনাব মোঃ বশিরউদ্দিন এবং জনাব মোহাম্মদ ওসমান ফারুক।

ঢাকা সিটি ট্রাফিক অ্যান্ড পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৫

ঢাকা সিটি ট্রাফিক অ্যান্ড পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি ডিসিসিআই'র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি। ঢাকা শহরের ক্রমবর্ধমান যানজট ও গণপরিবহন সংকট মোকাবেলায় এ কমিটি বাস্তবভিত্তিক সুপারিশমালা প্রণয়ন ও তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহে প্রেরণের সুপারিশ করে থাকে। এ বছর এ কমিটির মোট তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বছর এ কমিটির সুপারিশে Regional Connectivity : Opportunities and Challenges for Bangladesh শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজিত হয়। সেমিনারটিতে সম্প্রতি স্বাক্ষরিত চার দেশীয় (বাংলাদেশ, ভূটান, ভারত ও নেপাল) মোটরযান চলাচল চুক্তিতে বাংলাদেশের সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ এর অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম।

এ বছর অনুষ্ঠিত তিনটি সভাতেই ব্যবসায়ের ব্যয় হ্রাসের ক্ষেত্রে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন কিভাবে অবদান রাখতে পারে সে ব্যাপারে আলোচনা করা হয়। এ ছাড়া রাজধানী ঢাকার যানযট নিরসনে সরকার কর্তৃক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণের তাগিদ প্রদান করা হয়। পাশাপাশি অসহনীয় যানযট দূরীকরণে বাস্তবভিত্তিক কিছু সুপারিশও এ কমিটি সভাসমূহের মাধ্যমে প্রদান করে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে একটি কার্যকর গোলটেবিল বৈঠক আয়োজনেরও সুপারিশ করা হয়।

এছাড়া ভিশনঃ ২০৩০ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে রেলওয়েকে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে একটি সেমিনার আয়োজন করার ব্যাপারে এ কমিটির পরিকল্পনা রয়েছে। সর্বোপরি ঢাকা শহরে একটি কার্যকর ও সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে এ কমিটি নিরলসভাবে কাজ করছে।

এ বছর এ কমিটিতে জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান সমন্বয়কারী পরিচালক, আলহাজ্ব মোঃ শরফুদ্দিন আহ্বায়ক এবং জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান খান সহ-আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। অন্যান্য সদস্যবৃন্দের মধ্যে ছিলেনঃ সর্ব জনাব আলহাজ্ব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক, মেজর (অবঃ) মোঃ ইয়াদ আলী ফকির, ক্যাপ্টেন মোঃ নূরুল হক, মোঃ আনোয়ার হোসেন মণ্ডল, মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, রাহাদুল ইসলাম ভূঁইয়া, কাজী রাজিউর রহমান, আসলাম ফজল মানিক, মোঃ আনোয়ার হোসেন, ড. এম খোরশেদ আলম, এম আবু হোরায়রাহ, এহসানুল হক এবং মোঃ আবুল কালাম আজাদ।

ডিসিসিআই এর "এনভায়রনমেন্ট, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, রিনিউএবেল এনার্জি, কার্বন ট্রেডিং অ্যান্ড পলিউশন কন্ট্রোল" বিষয়ক স্ট্যাডিং কমিটি-২০১৫

ডিসিসিআই এর "এনভায়রনমেন্ট, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, রিনিউএবেল এনার্জি, কার্বন ট্রেডিং অ্যান্ড পলিউশন কন্ট্রোল" বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি পরিবেশ উন্নয়নে ব্যবসায়ী সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। এই কমিটির মূল উদ্দেশ্য হলোঃ

১। পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ব্যবসায়ী সমাজের প্রয়োজনের আলোকে সরকার কর্তৃক পরিবেশ সহায়ক সুষ্ঠু নীতিমালা ও নিয়মনীতি গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করা এবং তা বাস্তবায়নে ব্যবসায়ী সমাজকে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো।

২। দেশের নগর কেন্দ্রিক শিল্প কারখানা কর্তৃক পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ ও তা নিরসনে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

৩। ডিসিসিআই এ একটি পরিবেশ সংক্রান্ত সেল স্থাপন, যেখানে পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহ করে তা দ্বারা পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টির ব্যবস্থা করা।

৪। ব্যবসায়ী সমাজের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য পরিবেশ সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্স এর বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা।

৫। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, যারা পরিবেশ রক্ষায় কাজ করছে, তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে পরিবেশ উন্নয়নে সহায়তা করা।

৬। দেশের পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেশী-বিদেশী পরিবেশবাদী দাতা গোষ্ঠীদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা এবং সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও রাউন্ড টেবিল বৈঠকের আয়োজন করে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

২০১৫ সালে এ কমিটির ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সেমিনার আয়োজনের সুপারিশ করা হয়। এবং ঢাকা চেম্বারকে পরিবেশবান্ধব গ্রীণ চেম্বারে পরিণত করার সুপারিশ গ্রহণ করা হয়। সুপারিশসমূহ ডিসিসিআই বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বর্তমানে একটি পাইলট প্রজেক্টের অধীনে ডিসিসিআইকে গ্রীণ চেম্বারে পরিণত করার কাজ চলমান আছে। এছাড়া “এ রোডম্যাপ টু রিনিউএবেল এনার্জি” শীর্ষক সেমিনার আয়োজনের ব্যবস্থা করা হবে।

এই স্ট্যান্ডিং কমিটিতে জনাব নেসার মাকসুদ খান, সমন্বয়কারী পরিচালক; ইঞ্জি. জনাব মোঃ নুরুল আকতার, আহ্বায়ক এবং জনাব আনোয়ারুল ইসলাম সহ-আহ্বায়ক এর দায়িত্ব পালন করেন। এ কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেন: সর্বজনাব ড. সৈয়দ জহরুল হক, নাসির উদ্দিন এ. ফেরদৌস, খন্দ: রাশেদুল আহসান, ইঞ্জি. উৎপল কুমার দাস, আকতার হোসেন, গোলাম আতাওয়ার দিদার, আসিফ মাহমুদ সামি, আবুল খায়ের মোহাম্মদ আতাউল করিম, রাহাদুল ইসলাম ভুঁইয়া এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব:) এম. মফিজুর রহমান।

Standing Committee on “Export Policy, Promotion, Diversification, Multi Lateral and Bi-lateral Trade Agreements and Industrial Policy (Including Privatization of SOEs)” -2015

This Standing Committee acts as a forum for Export Promotion through market and product diversification, utilizing the Multi-Lateral Trading System (MTS) & Bi-Lateral Trading System (BTS) and diversification suggests necessary recommendations and measures to be adopted by both the government and the private sector entrepreneurs for bringing dynamism and enhancing competitiveness to domestic industries and coping with the changing pattern of export in the global market.

During the year 2015, two meetings were held under this Standing Committee. In these meetings, members discussed various issues related to Export Policy, Export Promotion, Multi-lateral and Bi-lateral Trade Agreement, FTA etc of Bangladesh. Members of the Standing Committee stated that it is essential to know the views of various Embassies and High Commissions regarding ways of enhancing exports of Bangladesh to the potential markets. The committee proposed to organize a Round Table Discussion with the embassies of other countries to inform and overcome the existing problems related to export and import.

Representatives from this committee have participated in various meetings at different Ministries/ departments of the Government and various organizations. Members of this Standing Committee participated in DCCI trade delegation to various countries headed by the President, DCCI.

Khandakar Abdul Muktadir, Coordinating Director; Mr. Tahsin Aman, Convenor; Mr. Md. Hedayetullah Ron, Co-Convenor of the Standing Committee performed their responsibilities during the year. The other distinguished members of the Standing Committee were: Mr. Osama Taseer, Former Senior Vice President, DCCI; Mr. Mohammed Golam Mustafa, Former Vice President, DCCI; Mr. Andaleeb Hasan; Mr. Md. Shahjahan Siddiqui; Mr. Md. Azizur Rahman; Mr. Enamul Haque Patwary; Mr. A.K. M Delwar Hossain; Mr. Tariq Abul Ala; Dr. Lokiat Ullah; Mr. Md. Moshiur Rahman; Mir Moniruzzaman; Dr. Md. Zakir Hossain; Engr. Akber Hakim; Mr. Asif Muhammad Sami; Mr. Md. Mamun Or Rashid; Mrs. Sharita Millat and Mr. Md. Mamunur Rahman.

Standing Committee on "FDI, Capital Market and Portfolio Investment" -2015

The Standing Committee deals with the matters related to boost up the investment climate for both local investment and foreign direct investment (FDI) in Bangladesh through identifying the key constraints and practical difficulties faced by the business community and suggests effective solutions of the constraints. The committee also reviews the reasons of inability to utilize the Foreign Direct Investment (FDI) in Bangladesh and find suitable solution to ensure proper coordination to effectively utilize the FDI.

The committee also discussed the investment environment, opportunities, prospects and incentives prevailing in Bangladesh and formulates policy guidelines to attract more FDI in Bangladesh. To attract foreign investment and encourage Non - Resident Bangladeshi to invest in the country was one of the focusing areas of this Committee. At the beginning of the year a full-year program schedule has been formulated and the committee follows the schedule. During the year Four (4) meetings of this Standing Committee were held.

The government has adopted a number of measures to encourage foreign investors to invest in Bangladesh. In order to examine these opportunities for foreign investment the committee has planned to organize a seminar in large scale. The objectives of the seminar would not be the issue of discussing the problems for FDI, but also discuss about the policies and formulate other necessary recommendations to increase foreign invest in Bangladesh. The committee also suggested organizing a workshop on Industrial Policy and Privatization of SOEs. Representatives from this committee/DCCI have participated in various meetings at different Ministries/departments.

During the year, Barrister Sameer Sattar, Coordinating Director, Mr. Data Magfur, Former Director, DCCI and Convenor; Mr. Mamun Akbar, Co-Convenor of the Standing Committee performed their responsibilities. The other members of the Standing Committee were: Mr. Waqar Ahmad Choudhury, Former Director, DCCI; Dr. Enayet Karim; Mr. Ferdous Amin; Mr. A. K. Mizanur Rahman, FCA; Mr. Humayun Kabir; Mr. Mohammad Haroon Patwary; Mr. Mohammad Shahid Ullah; Mr. Md. Salam Obaidul Karim and Engr. Akber Hakim.

Standing Committee on Financial Institutions, Capital Market and Services – 2015

The Standing Committee acts as a platform to deal with the matters related to financial sector and make effective recommendations to concerned authorities for the true development of this sector. It also reviews the present activities of Central Bank and Commercial Banks, and Non-Banking Financial Institutions, capital market of the country and recommends measures to strengthen the sector.

During this year two meetings were held of this Standing Committee. The committee planned to organize a roundtable discussion on "Budgetary Consideration-Financial Institutions & Capital Market" at the end of this year to identify problems and guidelines of this sector.

Mr. Rizwan-ur Rahman, Coordinating Director, Mr. Waqar Ahmad Choudhury, Convenor, Mr. Faruq Moinuddin, Co-Convenor of the Standing Committee performed their responsibilities during the year. The other distinguished members of the Standing Committee were: Mr. Tapan Krishna Podder, FCA, FCMA, Mr. Md. Akter Hossain Sannamat, FCA, FCS, Mr. A.K.M. Mizanur Rahman, FCA, Mr. Ferdous Amin, Mr. Mohammad Haroon Patwary, Mr. Mafizuddin Sarker, Mr. Mohammad Abdul Mannan, Mr. Muhammad Nazirul Islam, Mr. Mohammed Ahsan Ullah and Mr. Wali Ul Islam.

ডিসিসিআই হাউজিং, রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৫

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর হাউজিং, রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৫ কার্যাবলীর মধ্যে অন্যতম বিষয় হাউজিং ও রিয়েল এস্টেট শিল্পের বিকাশ ও প্রসারে যথাযথ ভূমিকা পালন করা। হাউজিং, রিয়েল এস্টেট সংশ্লিষ্ট সরকারের বিভিন্ন সময়ে গৃহীত নীতিমালা ও সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ ও সুপারিশ তৈরি করে পর্ষদে পেশ করা, বিভিন্ন সমস্যা নিরসনের জন্য গ্রহণযোগ্য উপায় অবলম্বনের জন্য পরামর্শ ও সুপারিশ তৈরি করা। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর হাউজিং, রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০১৫ এর এ বছর ২টি সভা ও স্বনামধন্য হাউজিং রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীগণের সমন্বয়ে একটি গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে হাউজিং ও রিয়েল এস্টেট শিল্পের অবদান, এ ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যবসায়ীগণের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও ক্রেতা সাধারণের সমস্যাসমূহ নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা হয়। বিভিন্ন সভার আলোচনায় ফ্ল্যাট/প্লট ক্রেতাদের আবাসন ক্রয়ের ক্ষেত্রে উচ্চ সুদের ব্যাংক ঋণ, উচ্চ-হারে ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রি খরচ, হেরিটেজ প্রপার্টি জোনে আবাসন ব্যবসায়ীদের নির্মাণ অনুমোদন ও প্রতিবন্ধকতা, আম-মোক্তারনামা দলিল তৈরিতে অতিরিক্ত ফি আদায় ইত্যাদি বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

আবাসন ব্যবসায়ী ও ক্রেতা-সাধারণের স্বার্থ রক্ষায় উল্লেখিত সমস্যাসমূহ নিরসনকল্পে হাউজিং, রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০১৫ আবাসন ক্রেতাদের সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ব্যাংক ঋণ প্রদান, ফ্ল্যাট ক্রেতাদের ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রি খরচ কমানো এবং হেরিটেজ প্রপার্টি জোন এ আবাসন নির্মাণ ও অনুমোদন সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে চেম্বারের সভাপতি মহোদয়ের নেতৃত্বে এ কমিটির সদস্যসহ Call on এর মাধ্যমে এ শিল্পের প্রসার ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখার সুপারিশ রাখা হয়। উক্ত সুপারিশ প্রণয়নের জন্য ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, ডিসিসিআই এর উপস্থিতিতে স্বনামধন্য রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বিষয়ে রিহ্যাব ও সংশ্লিষ্টদের সাথে নিয়ে জাতীয় স্বার্থে হাউজিং ও রিয়েল এস্টেট শিল্পের গুরুত্ব অবদানের স্বীকৃতি প্রাপ্তির লক্ষ্যে সরকারি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পর্যাপ্ত পর্যালোচনা ও যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

জনাব কে জি করিম, সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব সেলিম আখতার খান, আহ্বায়ক এবং ইঞ্জিনিয়ার শামসুজ্জোহা চৌধুরী, সহ-আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেন ঃ জনাব এম মোশাররফ হোসেন, ইঞ্জিঃ মোঃ নুরুল হুদা, ইঞ্জিঃ মোঃ আল-আমিন, জনাব কে এম মনিরুজ্জামান, জনাব মোঃ খায়রুল ইসলাম, জনাব ধীরাজ মালাকার, জনাব দুলাল চৌধুরী, জনাব কাজী দেলোয়ার হোসেন, জনাব মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, ইঞ্জিঃ জাহাঙ্গীর আলম পাটোয়ারী, জনাব শহিদুল ইসলাম, জনাব নাসিদ ইসলাম এবং জনাব আব্দুস সোবহান।

হিউম্যান রিসোর্স, স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৫

ডিসিসিআই এর “হিউম্যান রিসোর্স স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট” বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি মানব সম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন ও বিদেশে চাকুরীর সুযোগ অনুসন্ধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং পরিস্থিতি উন্নয়নে গ্রহণযোগ্য সুপারিশমালা প্রণয়ন করে তা সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার কাছে প্রেরণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন, বিদেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও কর্মরতদের অধিকার সুরক্ষায় কাজ করে থাকে।

“হিউম্যান রিসোর্স স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট” বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৫ এর মোট ৩টি সভা এ বছর অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলোতে মানব সম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং বিদেশে চাকুরীর সুযোগ অনুসন্ধানে করণীয় বিভিন্ন বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। সভায় সদস্যগন বলেন, বিদেশে দক্ষ জনবলের অনেক চাহিদা আছে কিন্তু দক্ষ জনবলের অভাবে সে সুযোগ কাজে লাগানো যাচ্ছে না। তাই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করে বিদেশে চাকুরীর সুযোগ কাজে লাগানো হলে দেশের অর্থনীতি আরো শক্তিশালী হবে। কমিটির সুপারিশের আলোকে Best HR Practices for SME’s in Bangladesh” শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

এ স্ট্যান্ডিং কমিটিতে ডিসিসিআই এর পরিচালক জনাব খ. আতিক-ই-রব্বানি, এফসিএ সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব রাকিব মোহাম্মদ ফখরুল, আহ্বায়ক এবং খ. রাসেদুল আহসান, সহ-আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেনঃ সর্বজনাব ক্যাপ্টেন মুহঃ নুরুল হক (অবঃ), এস. এম. জিল্লুর রহমান, মোহাম্মদ মোনায়েম খান, মোঃ বেল্লাল হোসেন, মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, মেজর সৈয়দ মাহমুদ হাসান, সরকার আসাদুল্লাহ মাহমুদ, এম. শাহজালাল মজুমদার, মুহাম্মদ নাজমুল হক এবং কে. রহমতউল্লাহ।

Standing Committee on "Import Policy, Import, Indenting, Tariff and Trade Facilitation Standing Committee" -2015

This standing committee deals with the matters related to Import, Indenting, Tariff and Trade Facilitation and prepares effective policy recommendations for inclusion in the Import Policy Order. The committee also works to formulate recommendation to put forward to the government to create hassle free business environment in Bangladesh by reducing cost of doing business. Trade facilitation is of significant importance because it is all about reducing time in international trade. Facilitation of trade through improving Customs and port administrations, as well as removing other non-tariff barriers supports the just-in-time supply chain approach required by internationally competitive manufacturers. The mission of Import Policy, Import, Indenting, Tariff and Trade Facilitation Standing Committee is to act as an integrated approach to combine all effort and efficiency of a number of government agencies as well as private parties and individuals.

During the year three meetings were held under this Standing Committee. In this time the committee has dealt with the matters related to Import Policy, Import, Indenting, Tariff and Trade Facilitation. Identified prevailing problems faced by the importers, indentures and traders. Prepared Budget Recommendations on Import Policy, Indenting, Tariff and Trade Facilitation. Reviewed the implementation of the Import Policy Order, Indenting Policy, Tariff Rationalization and Trade Facilitation measures taken by the government from time to time.

The committee has proposed to hold a seminar on "Trade Facilitation: Challenges & Issues for Sustainable Growth". The objective of the seminar will be to identify the trade barrier and improve the procedures, facilitating the movement and reduce associated cost burdens. Representatives from this committee/DCCI have participated in various meetings at different Ministries/departments.

During the year, Mr. Humayun Rashid, Senior Vice President as Coordinating Director; Ms. Safina Rahman, Former Director, DCCI and Convenor; Mr. Imran Ahmed, Co-Convenor of the Standing Committee performed their responsibilities. The other members of the Standing Committee were: Mr. M Salem Sulaiman, Former Director, DCCI; Mr. M. Bashir Ullah Bhuiyan, Former Director, DCCI; Mr. Md. Neyamat Ullah Mazumder; Mr. M. Moniruzzaman; Mr. Md. Khayrul Bashar; Mr. Kazi Sharwar Habib; Mr. Shahzada A. Hamid; Mr. Md. Motaher Hussain; Mr. Mohiuddin Ahmed; Mr. Muhammad Mamunur Rashid; Mr. Aboul Khair Mohammad Ataul Korim; Mr. Mohammed Shahidul Islam; Mr. Md. Jahangir Alam; Mr. Enayetur Rahman; Mr. M. S. Siddiqui; Mr. Md. Munir Hossain and Sk. Md. Waliul Islam.

Standing Committee on "National Energy Strategy for Private Sector Development-2015"

The Standing Committee on "National Energy Strategy for Private Sector Development-2015" of DCCI acted as a platform to provide relevant suggestions, strategies and it lobbied with the government on important issues related to power, energy, coal, oil and gas sector development with special emphasis on greater and effective private sector participation to ensure right conditions and framework at policy and regulatory level and energy security of Bangladesh.

During the year 2015, one meeting of this Committee was held where the Committee stated that there has not been much discussion and deliberation on total supply chain management of power sector in Bangladesh. It is a must to be rational in energy utilization and ensure the availability of national resources for energy security. The Government of Bangladesh needs 30000 MW to 32000 MW of electricity by the year 2030 to achieve its desired targets. So, the Government should move to the right direction.

Representatives from this Standing Committee have participated in the Public Hearings and judicious decisions of Bangladesh Energy Regulatory Commission (BERC) on behalf of DCCI and raised strong voice in favor of the private sector in respect of fixation of energy and electricity prices and other energy related policy issues. BERC appreciated the presence and recommendations of representatives of DCCI.

Through this committee, DCCI expressed its deep concern over the recent tariff hike of gas and electricity and urged the government to rationalize the decision taken to facilitate the industrial, trade and economic growth in Bangladesh by holding a seminar on “Challenges & Opportunities on Price Hike of Energy and Power”.

The newly-declared tariff hike will have manifold impact on businesses. The industries and businesses also are affected badly, as it will increase the cost of doing business, which may affect the country's export. The tariff change should have been rational and justified, taking into account the real wage and socio-economic condition of mass people as well as rapid and ambitious industrial, trade and economic growth prospective in line with materialisation of Vision 2021 of the Government and vision of DCCI to make Bangladesh the 30th largest economy by the year 2030. Considering the long range impact on the economy, DCCI therefore urged the government to reconsider the decision of price hike of gas and electricity.

During the year Mr. Humayun Rashid, Senior Vice President Coordinating Director; Mr. M. S. Siddiqui, Convenor; Mr. Iqbal Hussaiyn, Co-Convenor duly performed their responsibilities in the Committee. The other distinguished Members of this Standing Committee were: Engr. Utpal Kumar Das, Mr. Asif Muhammad Sami, Mr. Kazi Anwar Hossain, Mr. Altaf Hossain Biswas, Mr. Farid Uddin Ahmed, Mr. Rezwanur Rab Zia and Mr. Tarique Ekramul Haque.

“ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি স্মাগলিং ইনিশিয়েটিভ” স্ট্যান্ডিং কমিটি - ২০১৫

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর “ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি স্মাগলিং ইনিশিয়েটিভ” স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৫ এর কার্যপরিধিতে রয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন, উন্নত যুবসমাজ গঠন, চোরাচালান রোধ, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং দেশের আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কিত সরকারের সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা। এছাড়া আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিষয়ে সরকারের নীতিমালা নির্ধারণের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করাও এ স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

চলতি বছরের শুরুতেই এই কমিটির সমন্বয়কারী পরিচালক, আহ্বায়ক ও সহ-আহবায়কের উপস্থিতিতে কমিটির কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের বিষয়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া কমিটির সম্মানিত সদস্যগণের উপস্থিতিতে প্রোটেকশন অব কনজুমার রাইটস্, এসেন্সিয়াল কমোডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৫ এর সাথে একটি যৌথ সভাসহ এ বছর মোট ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভাসমূহে সাম্প্রতিক সময়ে দেশে মাদক ব্যবসায়ী ও তরুণ সমাজে মাদক গ্রহণের প্রবণতা, খুন, ছিনতাই, রাহাজানি, গুম, হত্যা, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, ডাকাতি ইত্যাদি বিষয়ে এবং পবিত্র রমজান মাসে আমদানিকৃত পণ্যের পরিবহন খরচ, দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা এবং ঢাকা-শহরে সর্বত্র বিশেষ করে শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র এবং কূটনৈতিক এলাকায় অত্যাধুনিক ডিজিটাল ক্যামেরা স্থাপনসহ দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার আহ্বান জানানো হয়।

এ স্ট্যান্ডিং কমিটিতে ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, সমন্বয়কারী পরিচালক, খন্দকার শহীদুল ইসলাম, আহ্‌বায়ক ও প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই এবং জনাব মোহাম্মদ মোনায়েম খান, সহ-আহ্‌বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেন- জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই; ক্যাপ্ট. মোঃ নুরুল হক (অবঃ), জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন, হাজী আব্দুর রাজ্জাক, খন্দকার দিদার উস সালাম, জনাব মোঃ রমজান আলী, জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম এবং হাজী মোহাঃ মিয়া হোসেন।

Standing Committee on "National Communication, Transportation, Infrastructure Development and Port, Shipping and ICD/EPZ/SE-2015

The Standing Committee deals with matters and issues related to development of quality infrastructure network and transportation sector in Bangladesh, aiming to improve the investment climate and overall infrastructure competitiveness.

The committee plays key role in creating business enabling environment by providing policy input, policy suggestion and research based assistance to the Government of Bangladesh in formulating policy, regulatory and legal framework for infrastructure development and promoting private investment in infrastructure sector.

At the beginning of the year, a comprehensive annual program schedule was formulated. In line with the schedule, for 2015, one meeting was held under this Standing Committee. In the meeting, the committee decided to arrange a seminar on "Increasing Maritime Connectivity: Bangladesh Business Prospects". As per the decision of the Committee, the aforementioned seminar was organized by DCCI on May 27, 2015, at DCCI Auditorium. Hon'ble Minister, Ministry of Shipping, Mr. Shajahan Khan, MP was present as the Chief Guest while Chairman of the Parliamentary standing Committee on Ministry of Shipping Major (retd.) Rafiqul Islam (Bir Uttam), MP was present as the Special Guest.

Mr. Mohammad Shahjahan Khan, Coordinating Director and Immediate Former President DCCI, Mr. Nazir Hossain, Convenor & Former Director, DCCI; Mr. Md. Anwar Hossain Mondal, Co-Convenor of the Standing Committee performed their responsibilities during the year. The other distinguished members of the Standing Committee were: Capt. Md. Nurul Haque (Retd), Mr. Md. Delwar Hossain, Mr. Ashfaque Ahmed, Mr. S. M. Mahfuzul Huq, Mr. Shantanu Das, Mr. Nashid Islam and Brig General (Retd) M. Mofizur Rahman.

ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেবার রিলেশনস্, ফ্যাক্টরী কমপ্লায়েন্স অ্যান্ড কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি বিষয়ক স্টান্ডিং কমিটি-২০১৫

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেবার রিলেশনস্, ফ্যাক্টরী কমপ্লায়েন্স অ্যান্ড কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি বিষয়ক স্টান্ডিং কমিটি-২০১৫ এর কার্য পরিধিতে ছিল লেবার রিলেশনস্, ফ্যাক্টরী কমপ্লায়েন্স অ্যান্ড কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়নে সরকারকে পরামর্শ দেওয়া, বাস্তবায়নের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা, সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলোর সচেতনতা বৃদ্ধি করা, Accord এবং Alliance নীতিমালার সাংঘর্ষিক দিকগুলো সমন্বয় সাধন করা এবং সর্বশেষ প্রণীত বাংলাদেশ শ্রম আইন (খসড়া আইন) পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান।

২০১৫ সালে এই কমিটির মোট ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ব্যবসায়ের টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে লেবার রিলেশন এর ভূমিকা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেবার রিলেশনস্, ফ্যাক্টরী কমপ্লায়েন্স অ্যান্ড কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি বিষয়ে সরকার কর্তৃক আইন পরিবর্তন ও পরিমার্জনে মতামত/সুপারিশ প্রদান এবং তা বাস্তবায়নের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের উপায় নিরূপণে কাজ করে থাকে। তা ছাড়া মেম্বার সদস্যদের ফ্যাক্টরী কমপ্লায়েন্স বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, ব্যবসায় পরিচালনায় সিএসআর ইস্যুতে সামাজিক দায়বদ্ধতা বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা, বাংলাদেশ শ্রম আইন ও আন্তর্জাতিক শ্রম আইন সমন্বয় করে ব্যবসায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা, সিএসআর কে অনুপ্রাণিত করতে প্রণোদনামূলক কর্মপদ্ধতি চালুকরণ, তৈরি পোশাক শিল্পের বৃহৎ দুই ক্রেতা জোট Accord এবং Alliance এর নীতিমালার উপরে পর্যালোচনা ও সুপারিশ প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

উক্ত সভায় পোশাক শিল্পকে বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি হিসাবে আখ্যায়িত করে শ্রমিক-মালিক সু-সম্পর্ক বজায় রাখতে ট্রেড ইউনিয়ন এর পরিবর্তে Workers Participatory Committee (WPC) গঠনের বিষয়ে জোর দেওয়া হয়। শ্রমিকদের জন্য বেনিফিট ফান্ড তৈরির বিষয়েও আলোচনা করা হয়। দেয়াল ঘড়ির উৎপাদন আমাদের রপ্তানির একটি সম্ভাবনাময় খাত হতে পারে সে বিষয়ে চেম্বারের সদস্যদের অবহিতকরণের ব্যাপারেও কাজ করা হয়।

Accord এবং Alliance এর নীতিমালার অসামজস্যতা দূর করে একটি Standardized নীতিমালা প্রণয়নের দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়। বাংলাদেশ শ্রম আইন এর সর্বশেষ নিয়ম-কানুনের পর্যালোচনার বিষয়টিও এ সভাগুলোতে গুরুত্ব পায়। তাছাড়া ট্রেড ইউনিয়ন ভূক্ত কোম্পানীগুলো পরিদর্শন করে তার উপর একটি পর্যালোচনা রিপোর্ট তৈরি করে Accord এবং Alliance এর সাথে সমন্বয় করে কমপ্লায়েন্স নীতিমালা প্রণয়ন বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়।

এ বছর স্ট্যান্ডিং কমিটিতে ডিসিসিআই'র পরিচালক খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির সমন্বয়কারী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া জনাব আসিফ ইব্রাহীম, আহ্বায়ক ও জনাব সাঈদ উজ জামান, সহ-আহ্বায়ক হিসেবে কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেন। কমিটিতে সদস্যবৃন্দ হলেন- মিস সামসুন্নাহার, সর্বজনাব মনোয়ার মিসবাহ মঈন, মোঃ আশিকুর রহমান, খন্দকার নাজিম উদ্দিন, মোহাম্মদ সোহেল এবং ফয়সাল সামাদ।

Standing Committee on Projects, BBA College, DBI, Education, Research, Library and Knowledge Center-2015

In short, the main Terms of Reference (ToR) of the Standing Committee on "Projects, BBA College, DBI, Education, Research, Library and Knowledge Center-2015" of DCCI are:

1. To formulate appropriate policies and oversee the preparation of Annual DBI Training Calendar and professional academic courses like BBA & MBA to provide need-based education services.
2. To consider and evaluate viable projects in cooperation with National and International Partners of progress.
3. To guide DCCI Research Cell, Knowledge Centre, Library and DCCI in its activities.

Two meetings of the Standing Committee were held on March 02, 2015 and August 05, 2015 respectively. The following activities were undertaken as per recommendations of the Standing Committee with due approval of DCCI Board of Directors.

1. **Activities of DCCI Business Institute (DBI) and Knowledge Centre undertaken during the year 2015 are given below:**

   As recommended by the Standing Committee, the DBI Training Calendar 2015-16 (April-March) was prepared, published and distributed among the target groups. Regarding Modular Learning System in Supply Chain Management MLS-SCM$^{(P)}$, 17th batch (January - June) and 18th batch (July – December, 2015) of Certificate Course were successfully started with forty one (41) and forty two (42) participants respectively. In addition, 26 and 11 participants have registered for Advanced Certificate and 23 & 14 participants for Diploma Courses of MLS-SCM$^{(P)}$ respectively in 2015. Classes are held on Fridays and Saturdays so as to enable persons on–the-job to attend the training courses conveniently on weekend to increase their knowledge, efficiency and to advance better job opportunities. Regular Certificate/ Diploma examinations on MLS-SCM$^{(P)}$ Courses were also held in March & September, 2015 successfully. Total number of examinees were 406 modules/participants in March and 317 modules/participants in September, 2015. The examinations were held strictly as per the standard guidelines of ITC, Geneva and up to their full satisfaction. The success rates of examinees were 65% in March, 2015 Exam.

   As to short training courses from January to September, 2015, Nineteen (19) training courses were held as compared to twelve (12) in 2014. In these courses 296 (two hundred and ninety six) trainees participated with an average of 15.58 participants per course. During the same period thirteen (13) daylong workshops were held by Knowledge Center and 149 (One hundred forty nine) trainees participated in the workshops.

2. Activities of BBA College are summarized below:

A Governing Body of the DBI (College), headed by President, DCCI, has been formed which has been looking after the affairs of the College. Qualified and experienced teachers are teaching in the College with full satisfaction of the students. BBA classes for four batches, 1st Batch with 20 students, 2nd Batch with 33 students, 3rd Batch with 54 students and 4th Batch with 41 students are going on smoothly. Necessary steps have also being taken to admit students in the 5th Batch of Professional BBA Course.

In addition to class lectures, group discussion, group presentation, case study, assignments, exercise and other interactive methods of learning have been introduced to expose students' potential and creativity. Effort has been taken to expand students' standard of assimilation, analysis and creativity. Results of exams of different semesters are quite satisfactory.

3. The Activities of DCCI Research & Development (R&D) Department are summarized below:

DCCI Research & Development (R&D) Department arranged Seminar/ RTD/ Workshop/ Unveiling program–15; and prepared Speech/Talking Points (Both for Chamber and Outside) –85; Position Papers for Various Call on–06; Press Conference-2, Articles/Paper–05; Proposals on National Budget 2015-16–53; Power Point Presentations–15; Summary Outcome/Report–07; Arranged Meetings (Both with Local Dignitaries and Foreign Delegates)–30; Participated in different Meetings, Seminars etc. – 36; Message for various publications of DCCI and others – 08; Updated Bilateral Trade Statistics of Bangladesh-210 Countries; prepared Comments/ Proposals/ Recommendations on National Issues – 06; Review of MoU signed between DCCI & Others – 03; Publications – 05; Project Activities – 06; Economic Indicators of Bangladesh – 02; Meetings of 10 Standing Committees held – 24; prepared Minutes of the 53rd AGM (2014) of DCCI; DCCI Annual Report-2015, Report of the Board of Directors of DCCI-2015; Compiled DCCI Comments/Proposals on National Acts/Policies; Compiled Summary Outcome/Report of various Seminars/RTDs/Workshops; Prepared Reports of Annual Activities of 12 Standing Committees of DCCI; Prepared Annual Activity Calendar of DCCI, 2015; DCCI Tax Guide, 2015-16 Related Activities; Tax and Trade Related Information Dissemination along with services to the Distinguished Members of DCCI; E2K, NTF-III, Switch Asia-II, Enhancing Export Capacities of LDCs for Intra-regional Trade, CIPE working Related Activities and Dhaka Custom House Automation Project Closure Related Activities; Prepared and sent various letters to different Ministries, Divisions, Agencies, Private Organization both local and Multi-national and Regular e-mail correspondences with various stakeholders.

4. The activities of Library are summarized below:

Dhaka Chamber has a well equipped library. It is the backbone of the research and development activities of DCCI and DBI College. The Library provides a variety of services designed to support students, faculty members, business persons, members and staff of DCCI. Every year the Chamber purchases various publications which are very important for the members of DCCI, researchers and students of DBI College. In total the library has about 4639 books. The Library has a good collection of reference books, Trade Directories and BBA course related books. It has also an archive section with rare collections including government & non-government publications, National & International Business & Commercial Publications with study rooms. DCCI members also use it particularly for International Tenders and consulting International Directories. Library also served Library members regarding various Business information from internet & Books. About 10-15 members and 30-35 students use the library everyday.

The following activities were undertaken in the Library and Information Department in 2015:

1. Collection of up to date trade-related publications from Private & Public sectors and dissemination of the same among members by providing photocopy facilities,
2. Collection of latest International Trade and Business Directories, Journals, Magazines and business literature for reference service,
3. Collection and preservation of Government Documents, Acts, Ordinances, Policies, etc., and
4. Collection and Preservation of Training Papers, Research Papers, Reports on Workshops, Conference, Seminar, Symposium held at DCCI and outside DCCI.

During January to September, 2015, 74 Text Books, 780 Reference Books (Directories, Magazines, Journal, etc), Issued 288 Tender Request Letters, Received 477 Tender Schedule and collected 21 Training Materials.

Mr. Md. Shoaib Choudhury, Vice President, DCCI is the Coordinating Director of the Standing Committee; Mr. Kamrul Islam, FCA, and Major Md. Yead Ali Fakir (Retd.) are the Convenor and the Co-Convenor of the Standing Committee respectively. The other members of the Standing Committee are: Mr. T. I. M. Nurul Kabir, Former Senior Vice President, DCCI, Mr. Absar Karim Chowdhury, Former Vice President, DCCI; Former Directors of DCCI: Mr. Data Magfur, Mr. M. Anwarul Haque, Mr. Rafiqul Islam Khan, FCA; Mr. Md. Shahjahan Siddiqui, Mr. Syed Almas Kabir and Dr. Khalilur Rahman.

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রটেকশন অব কনজুমার রাইট্স, এসেন্সিয়াল কমোডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং ২০১৫

প্রটেকশন অব কনজুমার রাইট্স, এসেন্সিয়াল কমোডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে ডিসিসিআই'র পক্ষ থেকে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণকল্পে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন করা এই কমিটির অন্যতম দায়িত্ব। ন্যায্য মূল্যে ভোক্তাদের নিকট পণ্য সরবরাহে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের দায়িত্ব, কর্তব্য ও করণীয় সম্পর্কে ঢাকা চেম্বারের সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ এ কমিটি সরকারি মহলে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণে সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, আমাদের বাজার ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠু ও সুশৃংখল পরিবেশ এখনো গড়ে ওঠেনি।

পাশাপাশি এর যতটা আধুনিকায়ন ও স্বচ্ছতা প্রয়োজন সেটিরও যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সরকারের অনেক কিছু করণীয় থাকলেও মুক্তবাজার অর্থনীতির অজুহাত, প্রশাসনিক দৃঢ়তা ও প্রয়োজনীয় আইনী অবকাঠামোর অপ্রতুলতার কারণে প্রত্যাশিত পদক্ষেপ সরকারকে অনেক সময় নিতে দেখা যায় না। তদুপরি ব্যবসায়ী সমাজের কাছ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতার (Corporate Social Responsibility or CSR) বিষয়টিও বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রটেকশন অব কনজুমার রাইট্স, এসেন্সিয়াল কমোডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রথম সভায় এ কমিটির উদ্দেশ্য, আদর্শ সামনে রেখে মিশন স্টেটমেন্ট এবং বার্ষিক কর্মপঞ্জী প্রস্তুত করা হয় যা ডিসিসিআই পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সভায় ঢাকা চেম্বারের পক্ষ থেকে সমন্বয়কারী পরিচালক, আহ্বায়ক, সহ-আহ্বায়ক ও কমিটির সংশ্লিষ্ট সদস্যগণ উপস্থিত হয়ে মতামত প্রদান করে থাকেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ, বিপণন ও মূল্য স্থিতিশীল ও যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার নিমিত্তে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রমের জন্য গঠিত কমিটির বিভিন্ন সভায় ডিসিসিআই এর পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন সমন্বয়কারী পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম। এছাড়াও তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ বিষয়ে গণশুনানিতে ডিসিসিআই এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

এ স্ট্যান্ডিং কমিটিতে আলহাজ্ব আব্দুস সালাম সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব এম. আবু হোরায়রাহ, প্রাক্তন সহ-সভাপতি, আহ্বায়ক এবং জনাব এম.এ.মান্নান সহ-আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কমিটির সদস্য হিসেবে রয়েছেন জনাব মোঃ নুরুল আমিন, জনাব মোহাম্মদ দাউদ রাইয়াজ, জনাব মোঃ ছাখায়েত উল্লাহ (আজাদ), জনাব বি.এম. সৈয়দ ইকবাল, ইঞ্জিনিয়ার শামসুজ্জোহা চৌধুরী, জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন মন্ডল, জনাব মোহাম্মদ সেলিম, জনাব আশফাকুর রহমান, জনাব এ.কে.এম দেলোয়ার হোসেন, জনাব মোহাম্মদ আনাস এবং জনাব নাইমুল হক খান।

Standing Committee on SME Entrepreneurship Development and Product Diversification -2015

This committee deals with the development of SME Entrepreneurship, development and diversification of products. The committee also helps New, Young and Women entrepreneurs to create favorable environment for establishing new venture and help them in different ways and formulate suggestions and recommendations for the improvement of services to SME entrepreneurship development.

The committee works with Bangladesh Bank, SME Foundation, Ministry of Commerce, Ministry of Industries, Export Promotion Bureau, Small and Cottage Industries Training Institute (SCITI), Institute of Diploma Engineers, Bangladesh (IDEB), Banks and Financial Institutions, other related organization and forward recommendations to them for development of the SME sector after reviewing the problems of SME entrepreneurs. The overall mission of the Standing Committee is to work for creating enabling environment for SME Entrepreneurship development by establishing a bridge between entrepreneurs and Financial Institutions and create favorable environment for inducing young entrepreneurs in establishing new venture and help them in different ways which can also help them for diversification of products for industrialization and economic development.

During this year one meeting was held under this Standing Committee and discussed various important issues in the meeting. The committee has planned to organize a Seminar on “Challenges and opportunities of Venture Capital in Bangladesh” and “Challenges and opportunities of Angel Investors in Bangladesh” at the end of this year.

Mr. Md. Sabur Khan, Coordinating Director and Former President, DCCI, Mr. Md. Rashedul Karim Munna, Convenor and Mr. Md. Shahid Hossain, Co-Convenor of the Standing Committee performed their responsibilities during the year. The other distinguished members of the Standing Committee were: Mr. M. Anwarul Haque, Former Director, DCCI, Mr. A K M Azad, Mr. Enamul Haque Patwary, Mr. Nasiruddin A. Ferdous, Abu Bakr Md. Siddique, Mr. Rashed Ali, Ms. Suraiya Alam, Ms. Taslima Siddik Ratna, Ms. Parveen Hossain, Ms. Irin Akhter, Dr. Syed Zahurul Haque, Mr. Sk. Md. Waliul Islam, Mr. Mahbubur Rahman Sohel, Mr. Asif Masood, Mr. Md. Rafizul Islam, Mrs. Bertha Gity Baroi, Mr. Md. Khurshed Alam, and Mr. Mamun Akbar.

Standing Committee on Telecom, IT, ICT and Intellectual Property Rights 2015

Standing Committee on Telecom, IT, ICT and Intellectual Property Rights, 2015 of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) was formed to act as a platform for comprehensive outlook on important issues relating to IT infrastructure and draw-up realistic and achievable resolutions for encouraging IP which will add value to all stakeholders particularly to the private sector.

In order to have a realistic objectives, mission statement was approved by the committee in the beginning of the year and accordingly several activities were undertaken throughout the year. DCCI organized seminars on Prospects & Challenges of e-commerce: Opportunities for SMEs and Mobile financial Services: the Right Delivery Perspective this year. The committee took several steps to make the chamber activities as a fully automated like an e-Chamber/Green-Chamber and worked for enhancing contribution of ICT and Telecom as a Cross-Cutting sector towards meeting the vision 2016 target.

Chamber related any circular or notice of DCCI can be read or downloadable from DCCI’s website and any notice of seminar is synchronized with Google Calendar. DCCI to render better service to its members has incorporated online membership directory facility in its website.

Through this services businessmen from both home and abroad will get initial information relating to trade and commerce and it will create a space for business development. Through these service DCCI Steps forward to become a Green-Chamber and DCCI is working by ERP Software (Public Relation, Common Service, Account Section, HR Section, Member Section, and Store Section).

Coordinating Director, Convenor, Co-Convenor and dealing officer of this standing committee represented DCCI in various Seminars, Workshops, Round Table Discussions organized by different Ministries of GoB and others institutions. Mr. K. Atique-E-Rabbani, FCA, Director, Coordinating Director, Telecom, ICT and Intellectual Property Rights, 2015, DCCI attended the meeting at Prime Minister's Office to discuss the issue for running the Department of Copy Right Office & Patent, Design & Trademarks under the Ministry of Industries, GoB, 9th World Chambers Congress at Torino, Italy, and also attended the Seminar on "Towards Sustainable Development: Partnership for Innovation & Technological Capacity Building in the LDC's of Asia & the Pacific" at Bangkok.

The NTF III Project will continue to strengthen institutional marketing capacities, including the B2B capacity of the Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) and Bangladesh Association of Software & Information Services (BASIS) and both on and offline and working with foreign trade representatives. NTF III Project Bangladesh has already recruited 40 companies in selected growth segments of the IT & ITES industry, such as mobile, web and image processing among other areas.The NTF III Bangladesh project aims to increase the income of Bangladesh IT & ITES exports by enhancing the competitiveness of the sector, ultimately contributing to sustainable economic development i.e create and maintain jobs. In order to achieve this objective, the project will focus on strengthening the portfolio of services of the partner TSI, Bangladesh Association of Software & Information Service (BASIS) and Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI), with a view to ensure the sustainability of the interventions.

Mr. K. Atique-E-Rabbani, FCA, Director, DCCI was Coordinating Director, Mr. Syed Almas Kabir Convenor and Mr. Riyad Hossain was Co-convenor of this standing committee for the year-2015. The other distinguished members of the standing committee are Mr. Salahuddin Abdullah (Former Sr. Vice-President, DCCI), Mr. T. I. M Nurul Kabir (Former Sr. Vice-President, DCCI), Mr. Kamrul Islam, FCA (Former Director, DCCI), Mr. Shameem Ahsan, Mr. Syed Mamnun Quader, Mr. Asif Mahmood, Mr. Ashraful H Chowdhury, Mr. Md. Habib Ullah Tuhin, Mr. Md. Mostafizur Rahman, Mr. Rezwanur Rab Zia, Mrs. Lutfunnisa Saudia Khan, Mr. Mohammad Nayeem Abdullah and Mr. S.M Rafiqul Hasan.

ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৫

দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়ন, অর্থনৈতিক অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ এবং শিল্পপণ্যের বিকাশে দেশে ও বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ এবং বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণে এ কমিটি কাজ করে থাকে। বিশেষ করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি ত্বরান্বিত করা এবং দেশের বাণিজ্য সহায়ক পরিবেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করতে এ কমিটি সব সময় সচেষ্ট। এছাড়া দেশীয় পণ্য ও বিভিন্ন সেবাসমূহ নিজ ও অন্য দেশের ক্রেতা-ভোক্তাদের সামনে উপস্থাপনে সরকারি পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন নীতিমালা ও সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে এ কমিটি সারা বছর কাজ করে থাকে। বিভিন্ন সময়ে দেশী বিদেশী বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা সংক্রান্ত তথ্যাদি ডিসিসিআই মাসিক রিভিউ, ওয়েব সাইট, নোটিশ বোর্ড, জেনারেল সার্কুলার, ই-মেইল এর মাধ্যমে সদস্যবৃন্দকে অবহিত করা হয়।

দেশে ও বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বাণিজ্য মেলায় এ কমিটির মাধ্যমে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয়। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ, পরিচালক খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ ইটালীর টোরিনোতে অনুষ্ঠিত ৯ ওয়ার্ল্ড চেম্বার কংগ্রেস-এ যোগদান করেন। এছাড়াও ডিসিসিআই সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ কাতারের দোহায় অনুষ্ঠিত World Economic Development Forum এ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও চায়না কাউন্সিল ফর দি প্রোমোশন অফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড (সিসিপিআইটি) এর আমন্ত্রণে চীনের কুনমিং এ অনুষ্ঠিত ১০ম চায়না সাউথ-এশিয়ান বিজনেস ফোরামে ডিসিসিআই-এর উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি হুমায়ুন রশীদের নেতৃত্বে ৯ সদস্যের একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে।

এছাড়াও ১০ম চায়না সাউথ-এশিয়া বিজনেস ফোরামে বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের নেতা হুমায়ুন রশীদ “অর্থনৈতিক অঞ্চল কেন্দ্রিক সিল্ক রোড নির্মাণ কাজ ত্বরান্বিতকরণঃ সহযোগিতামূলক শিল্পায়নের লক্ষ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক উন্নয়ন” বিষয়ক সেশনে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন এবং চীনের বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগে আহ্বান জানান।

পাশাপাশি ডিসিসিআই’র পরিচালক মোক্তার হোসেন চৌধুরী, মহাসচিব এএইচএম রেজাউল কবির চীনের কুনমিং-এ অনুষ্ঠিত কো-অপারেশন কাউন্সিল অফ বিসিআইএম চেম্বার্স-এর কনসালটেটিভ সভায় যোগদান করেন। প্রতিনিধিদলটি ইউনান চেম্বার অব কমার্স পরিদর্শন ও অন্যান্য ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন বৈঠকে মিলিত হন।

প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ডিসিসিআই এর পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, মোক্তার হোসেন চৌধুরী, এম এ রশিদ শাহ সম্রাট, মোহাম্মদ আলাউদ্দিন মালিক, মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম, নাজির হোসেন, আহমেদ হোসেন মজুমদার, জাহাঙ্গীর হোসেন মিয়া এবং হাজী মোহাম্মদ মিয়া হোসেন ।

ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী এশিয়ান প্রডাক্টেটিভিটি অর্গানাইজেশন কর্তৃক ০৬-০৯ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে আয়োজিত Workshop on Diversity Management and Human Capital Strategy বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী জার্মানীতে অনুষ্ঠিত সবচেয়ে বড় পর্যটন মেলা “আই টি বি বার্লিন ২০১৫” এবং গত ১৪ থেকে ১৮ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত জার্মানীর হ্যানোভারে অনুষ্ঠিত বিশ্বের বৃহত্তম সিইবিআইটি (সিবিট) তথ্যপ্রযুক্তি মেলায় অংশগ্রহণ করেন।

ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়সহ ইপিবিতে বছর ব্যাপী অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় এ কমিটির মাধ্যমে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

জনাব আসিফ এ চৌধুরী, সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব মোঃ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ), আহ্বায়ক, জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট, সহ-আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেনঃ জনাব নাজির হোসেন, জনাব মাহাবুব আনাম, জনাব মোঃ মোনায়েম খান, জনাব মোঃ রাশেদ আলী, জনাব মোঃ হাবিব উল্ল্যাহ তুহিন, জনাব মোঃ বেলাল হোসেন, জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দিন আকন, জনাব সানাউল হক বাবুল, জনাব মাহমুদ হাসান, জনাব জাহিদুল করিম চৌধুরী, জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন মিয়া, জনাব মোঃ মামুনুর রহমান, জনাব জামিল মাহমুদ, জনাব ডঃ এম মুনিরুল ইসলাম, জনাব এম খাইরুল আলম, মিসেস পারভীন হোসেন এবং জনাব এ কে এম শরীফুল ইসলাম।

ডিসিসিআই ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৫

ডিসিসিআই ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি পর্ষদের নির্দেশনায় আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। এ লক্ষ্যে বর্তমান বছরে এই কমিটি ৯টি সভা করেছে। ২০১৪-১৫ সালে এই কমিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে সকল কাজসমূহ সম্পন্ন করেছে তা হলঃ ঢাকা চেম্বারের হিসাব ও হিসাব-বিবরণী মাসিক ভিত্তিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সুপারিশ প্রণয়ন করেছে, চেম্বারের ব্যয় নিয়ন্ত্রণে পর্ষদে সুপারিশ করেছে, চেম্বারের আর্থিক নীতি নির্ধারণে পর্ষদে সুপারিশ করেছে, চেম্বারের আর্থিক বাজেট প্রণয়ন ও বাজেটারী নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রেখেছে, চেম্বারের অর্থের লাভজনক বিনিয়োগে কার্যকরী সুপাশি প্রদান করেছে।

এ স্ট্যান্ডিং কমিটিতে ডিসিসিআই’র ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হুমায়ুন রশীদ, সমন্বয়কারী পরিচালক এবং প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব আবসার করিম চৌধুরী আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেন ঃ সর্বজনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা, জনাব হোসেন এ সিকদার, খন্দকার শহীদুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ, এম. আনওয়ারুল হক এবং জনাব সাঈদ-উজ-জামান।

ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই)
DCCI Business Institute (DBI)

In 2015, DCCI Business Institute (DBI) has been conducting various training programs in keeping with its Training Calendar 2015-16 (April-March). The Training Calendar was prepared under the guidance of the DCCI Standing Committee related to DBI and approved by the Board of Directors of DCCI. Later the Training Calendar was finalized, printed and distributed among the target groups. DBI has continued to organize Certificate/ Advanced Certificate/ Diploma courses and hold Examinations on “Modular Learning System in Supply Chain Management (MLS-SCM^{P})”, in accordance with the Agreement between DCCI and International Trade Centre (ITC)-UNCTAD/WTO, Geneva. These courses were appreciated by the participating business organizations and participants. The responses from the business community and public sector organizations, as a whole, are satisfactory. In addition it has also been implementing forty two (42) short training courses and forty (40) daylong workshops for the development of forward-looking entrepreneurs and business magagers. DBI has also continued 4-year BBA Professional Course under the National University, Gazipur. This was a fulfillment of the long cherished goal of DBI to conduct academic courses which would lead to MBA eventually. DCCI is contemplating to upgrade the College into a University College in future. With this end in view, it has applied to Rajuk for allotment of a plot in its Purbachal Project on 31.05.2015.

The Vision & Mission of DBI are:

Vision: to emerge as a professional business school with wide-ranging modern knowledge-based education and a Center of Excellence.

Mission: DBI plans to conduct short, medium and long term business-related training courses and curricula eventually to graduate as a full-fledged Business School for Entrepreneurs & Professionals.

The main activities of the DBI for 2015 are narrated below:

1. **Cooperation with ITC, Geneva for conducting MLS-SCM$^{(P)}$ Certificate/Diploma Courses:**

   DCCI entered into an Agreement with ITC-UNCTAD/WTO, Geneva in 2004, to conduct Certificate/ Diploma Courses on Modular Learning System in Supply Chain Management (MLS-SCM^{P}) and to hold examinations of the same in DCCI Business Institute (DBI). The Agreement was renewed a number of times and in 2014 it was again renewed for another period of three (3) years upto 2017. According to the Agreement, DCCI is the only Authorized Examination Body (AEB) of ITC in Bangladesh. In 2015, DBI has successfully conducted the MLS-SCM$^{(P)}$ courses and examinations. These courses improve the capacity of business organizations to become competitive in the globalised markets both at home and abroad, by effectively managing the supply chain. The main objective of the course is to train participants how to obtain quality inputs at the most competitive prices and keep the customers satisfied and reach organizational goal. The slogan of the MLS-SCM$^{(P)}$ course is **“Purchasing into Competitiveness**” where “^{P}” of MLS-SCM^{P} denotes power of Purchasing.

   The MLS-SCM^{P} course has the following eighteen (18) modules which cover all aspects of the supply chain of a business, from purchasing of raw materials and other inputs up to Customer Relationship Management:

1. Understanding the Corporate Environment; 2. Specifying Requirements & Planning Supply; 3. Analysing Supply Markets; 4. Developing Supply Strategies; 5. Appraising & Short-listing Suppliers; 6. Obtaining & Selecting Offers; 7. Negotiating; 8. Preparing the Contract; 9. Managing the Contract & Supplier Relationships; 10. Managing Logistics in the Supply Chain; 11. Managing Inventory; 12. Measuring and Evaluating Performance; 13. Environmental Procurement; 14. Group Purchasing; 15. E-Procurement; 16. Customer Relationship Management; 17. Operations Management; and 18. Managing Finance along the Supply Chain. More modules are in the process of development.

ITC has developed these excellent and easily intelligible modules of MLS-SCM$^{(P)}$ for quick and effective learning of the participants. Then they can help concerned companies achieve excellence in the supply chain management make them competitive in international market.

During 2015, 17th batch (January-June, 2015) and 18th batch (July- December, 2015) of Certificate Course were successfully started with forty one (41) and forty two (42) participants respectively. In addition, 26 and 11 participants have registered for Advanced Certificate and 22 & 14 participants for Diploma courses respectively in 2015. Classes are held on Fridays and Saturdays so as to enable persons on-the-job to attend the training courses conveniently on weekend. The courses help them increase their knowledge, efficiency and advance better job opportunities. Regular Certificate/ Diploma examinations on MLS-SCM$^{(P)}$ Courses were also held in March & September, 2015 successfully. Total number of examinees were 406 modules/participants in March and 317 modules/participants in September, 2015. The examinations were held strictly as per the standard guidelines of ITC, Geneva up to their full satisfaction.

The turn up of participants in the MLS-SCM$^{(P)}$ certificate course in 2015 exhibits the popularity of MLS-SCM in DBI, despite the fact that many other competitors like BRAC University, UK-based Chartered Institute of Purchasing & Supply (CIPS), USA-based International Supply Chain Education Alliance (ISCEA) Bangladesh and Bangladesh Japan Training Institute (BJTI) have entered into Bangladesh market with Diploma in Supply Chain Management Courses. MLS-SCM course of ITC/DBI is a unique, proven and powerful management system to cut cost, reduce lead time and become competitive in the Global Market. DCCI has developed an excellent infrastructure and a pool of (20) twenty experienced trainers through holding seven (7) ToT Workshops for conducting Certificate/Diploma Course in MLS-SCM$^{(P)}$. For holding these workshops, Master Trainers came from ITC, Geneva with necessary training modules and imparted rigorous training to the trainers in ToT workshop. They were trained not only about the content of the course but also how to design a course and deliver them effectively. A number of Trainers of DBI were awarded the Certificate of the Best Success Story Winner from ITC in the Global Roundtable Conferences held by ITC from time to time. They demonstrated that they had contributed to significant savings in total cost in purchase (more than 15%) in a year by using the tools and techniques of MLS-SCM$^{(P)}$ in their respective organizations apart from other benefits.

Glorious Achievement of DBI in MLS-SCM$^{(P)}$:

After taking necessary preparatory steps for 3 years from 2004, DCCI Business Institute (DBI) started offering regular MLS-SCM$^{(P)}$courses from 2007. Up to July, 2015, 673 participants participated in Certificate, 316 in Advanced Certificate and 226 in Diploma courses. Out of them 183 have already received International Certificates, 81 received International Advanced Certificates and 62 received International Diplomas in MLS-SCM$^{(P)}$. In 2015, 82 participants have been admitted for the certificate course. Diploma holders of DBI are the champions of certified Supply Chain Management professionals in Bangladesh. Many of them are working as Heads of

Procurement and Supply Chain Departments of many Government organizations, NGOs and private companies including multinational companies. Bangladesh Army, Navy, Air Force, Police and many other Govt. organizations are sending participants for the course every year. Recently, Petrobangla/ BAPEX has also sent participants for this proven and excellent training course.

DCCI Won "MLS-SCM$^{(P)}$ Best Network Partner Institution Award" of ITC-UNCTAD/WTO, Geneva:

It may not be out of place to mention here that DCCI received **"MLS-SCM$^{(P)}$ Best Network Partner Institution Award"** of International Trade Centre (ITC)-UNCTAD/WTO, Geneva, among its partner Institutions in 69 countries. The award was given at ITC's **"MLS-SCM$^{(P)}$ Global Network Roundtable",** held at Kuala Lumpur, Malaysia in 2011.

2. Short-term Training Courses in DBI:

In 1991, DCCI started conducting short training courses to provide training services to its members for development of business executives and entrepreneurs under a joint project with ITC-UNCTAD/WTO, Geneva. After the end of the one year project with ITC, DCCI continued the program of human resource development jointly with other partners of progress like ZDH & GTZ, Germany. Meanwhile DCCI upgraded its training centre into the DCCI Business Institute (DBI) in 1999. Since then, DBI has been conducting short-term training courses of 3 & 5 half days as usual. It has also started day long courses and workshops from 2015. During Oct., 2014 – Sept., 2015, 24 short training courses were held in DBI:

1. Guide to Export & Import Business; 2. Material Planning and Inventory Control; 3. Front Desk Behaviour and Receptionist Skills; 4. Professional Selling Skills and Secret of Success; 5. Human Resource Management & HRIS; 6. Understanding Import & Export Operation and L/C Procedures; 7. Rules & Procedures of VAT & Income Tax; 8. How to Prepare a Bankable Project Proposal for Getting Loan; 9. How to Operate Import & Export Business; 10. Human Resource Development (HRD); 11. Managing Accounts-Best Practices; 12. Understanding L/C Procedures and Export & Import Operation; 13. Branding & Marketing for Business Success; 14. Role of Company Secretary and the Art of Effective Communication; 15. Bangladesh Labour Law: Compliance and Disciplinary Cases; 16. Special Training Course on HRD; 17. Smart Negotiation Skills; 18. Understanding Import & Export Operation and L/C Procedures; 19. Effective Business Communication in English & E-mail Writing; 20. Rules & Procedures of VAT & Income Tax; 21. Development of Managerial Leadership Skills; 22. Human Resource Management & HRIS; 23. Front Desk Behaviour and Receptionist Skills; 24. Rules & Procedures of VAT & Income Tax.

In all 24 short courses were held in 2014-15 as compared to 15 courses in 2013-2014. Total participants in the courses were three hundred sixty eight (368) and two hundred eighty two (282) and total revenue receipts were 21.81 lakh and 19.44 lakh respectively over the same period. These show a turnaround in the short courses from the declining trend in previous years. The participants of the courses expressed great satisfaction at the outcome of the courses which enhanced their forward looking attitude, practical and theoretical knowledge and skill which widened their mental horizon to make them confident in doing their job professionally. They also requested to continue these courses in future.

3. DCCI Knowledge Centre (KC):

DCCI-Knowledge Center (KC) was established in cooperation with South-Asia Enterprise Development Facility (SEDF) in 2004. After the MoU with them was expired in June, 2008, DCCI continued the activities of KC as an extended wing of DCCI Business Institute (DBI). The objectives of Knowledge Center are to enhance both quantity and quality of training and services, particularly to facilitate the use of Information Technology (IT) for SME development. The goal of Knowledge Center is to provide a "one-stop-knowledge service" to local SMEs, students, academics, NGOs and business service providers. It is also used as the Computer Laboratory of the students of Professional BBA Course of DBI College, being conducted under National University.

Services of KC: The main services of KC are: (i) Trade & Technology Information service, (ii) CD ROM & Library service, (iii) Training service, and (iv) Development and Communication services. DCCI-Knowledge Center has two main sources of income. These are: (1) ***Sale of Services:*** it includes the income from different services provided by KC, like membership registration fees, internet browsing, printout, photocopy, CD-ROM, scanning etc. and (2) ***Workshop Registration Fees:*** it includes the registration fees from the participants of different workshops conducted by KC. Holding of day-long workshops on weekends (Fridays and Saturdays) is a new initiative of KC. From October, 2014 to September, 2015, following Nineteen (19) workshops were held in KC:

> **1. VAT & Customs Procedures for Import & Export; 2. Strategic Procurement Skills; 3. Branding and Brand Management for Business Success; 4.Professionalism in Business Communication & E-mail Writing; 5. Effective Export & Import Management; 6. Customer Relationship Management (CRM); 7. Leadership Skills: Be a Dynamic Leader; 8. Uniform Customs for Practice and Documentary Credits (UCPDC); 9. KAIZEN for Excellent Organizational Performance; 10. English for Business Executives; 11. Material & Inventory Management; 12. Front Desk Behaviour & Telephone Etiquettes; 13. Managing Logistic & Transportation; 14. Key Leadership Techniques for Managers; 15. Key to Successful Corporate Communication & Presentation Skills; 16. Income Tax Planning to Minimize Tax Burden Legally; 17. Shipping, Customs formalities and Clearance; 18. Effective Office Secretary; 19. Effective Export & Import Management.** In all 19 Workshops were held in 2014-15 as compared to 23 Workshops in 2013-14 in KC. Total participants in the workshops were 206 and 280 and total revenue receipts were 7.14 lakh and 9.49 lakh respectively over the same period.

4. Professional BBA Course under the National University, Gazipur:

The long-term vision of DBI is to emerge as a Professional Business School with wide-ranging modern knowledge-based education and a Centre of Excellence. With a view to achieving this goal, DBI approached the National University (NU) of Bangladesh for affiliation in 2009. After taking necessary preparatory steps and fulfilling the requirements, DBI was granted affiliation for conducting 4-years Professional BBA Course by the National University on 18-01-2011 for the session 2010-2011 with 50 (fifty) seats . Beginning with registration of twenty (20) students, BBA class was started in 2011-12. In 2012-13 the number of students registration increased to 34 and in 2013-14 students registration has surpassed the ceiling (50) of National University. Being satisfied with the performance of DBI, National University has agreed to permit registration of 55 students. In 2014-15, 41 participants have been registered for the course.

A Governing Body of the DBI (College), headed by President, DCCI, has been formed which has been looking after the affairs of the College. Qualified and experienced teachers are teaching in the College. The classes of 1st batch, 2nd batch, 3rd batch and 4th batch of BBA course are being run smoothly and the students and guardians are fully satisfied with the environment and method of teaching in DBI. Necessary steps are also being taken to admit students in the 5th Batch of Professional BBA Course. DCCI is contemplating to upgrade the College into a University College in future. With this end in view, it has applied to Rajuk for allotment of a plot in its Purbachal Project on 31.05.2015. It is expected that in not too distant future, the DBI shall emerge as a Professional Business School of international repute providing wide-ranging modern knowledge-based education including MBA for development of business entrepreneurs and executives.

DCCI BUSINESS INSTITUTE (DBI) COLLEGE

(A BBA College with a Difference)

Introduction

1. DCCI Business Institute (DBI) College, with a difference, has been consistent with its overall effort to emerge as a leading business school in the country. Since its commencement, DBI College has been relentlessly pursuing its mission and goals as stipulated by the Governing Body, Standing Committee, Working Committee and the DCCI Board of Directors. Accordingly, it has achieved commendable success in the fields of academics, administration, facilities, extra-curricular activities and student's affairs. In addition to that, National University of Bangladesh has recognized the huge potential that DBI College could manifest in the implementation of BBA (Professional) Progrmme. However, the overall achievement in 2015 seemed to be steady requiring more synergy Progrmme and concerted effort from all of its stakeholders.

Academics

2. Society expects quality graduates from business schools. To prepare managers and entrepreneurs, DBI has been contemporary and efficient. Therefore, academics have been the main focus of concentration. Simultaneously, all other activities supportive to academic excellence have been given due preference. Significant progress has been achieved in the following areas of interests.

   a. **Teaching Methodology**. In addition to lectures, group discussion, group presentation, case study, assignments, exercise and other interactive methods of learning has been introduced to explore, expose and develop the potentiality and creativity of the students.

   b. **Academic Calendar**. Academic Calendar or detailed year calendar, containing dates of holidays, examination schedule, socio-cultural events, visits, etc are being prepared and implemented.

   c. **Syllabus and Textbooks**. Syllabus and Textbooks are given by the College to the students for better preparation and to complete the exercise.

   d. **Examinations**. Results of the public exams have been satisfactory. Several students of 1st Batch, 2nd Batch and 3rd Batch are getting CGPA above 3.50.

   e. **Drop out**. Drop out is very nominal in 2015.

Administration

3. College administration has been considerate to include educational leadership, the capacity to bring about shared vision, collaborative decision-making ability and managerial skills.

   a. **Governing Body**. Regular Governing Body has been constituted and necessary papers have been sent to the National University for approval.

   b. **Principal**. Md. Azadur Rahman is the Acting Principal of DBI College, He has been running the College satisfactorily consistent with its goals, mission and vision. Recruitment of new Principal is under process.

   c. **Teaching and Supporting Stuff**. Two new teachers (Management & Marketing) and two senior office assistants for College (Administrative & Academic) have been appointed. A junior officer has been providing front desk services and student relations supports. A peon for College has also been appointed.

   d. **New Admission**. Steps are underway to attract and retain more good students for 5th Batch in 2015.

Facilities/Logistics

4. Provision of appropriate facilities is an essential component of maintaining environment conducive to effective learning and growth. DCCI has been fully supportive in providing all sorts of facilities including accommodation, furniture, security and maintenance. Recently textbooks worth Tk. 20,000.00 have been purchased for the library. College has been committed to provide state of art classroom. As such new Furniture, 50 Desks & 50 Chairs were purchased for the class room. A separate common room has also been arranged for the girl students.

Extra-Curricular Activities

5. Extracurricular activities are beneficial and important for development of students. Only thing they have to keep in mind is that how much is too much. DBI College Students have displayed a number of flash mobs on the occasion of 5th T-20 World Cup 2014, held in Bangladesh. That programme has been appreciated by all. They have also been exposed to some of the public speaking events, namely debate and group presentation in this year and industrial tour will be arranged soon.

Students' Affairs

6. A BBA college like DBI deserves considerable attention and resources because students here are mature and divergent having multifarious requirements. These matters should be reflected in code of conduct, safety, discipline, and job placement assistance etc for the students.

Conclusion

7. DBI College has been unique of its kind with versatile possibilities. All of its patrons have been proactive toward the attainment of desired goals. The National University has shown confidence in the ability of DCCI for running the BBA (Professional) Progrmme in DBI. We are confident that with the able guidance and cooperation of DCCI and National University, DBI College will reach a glorious phase and upgrade itself into a University College.

সংবাদপত্রে ডিসিসিআই

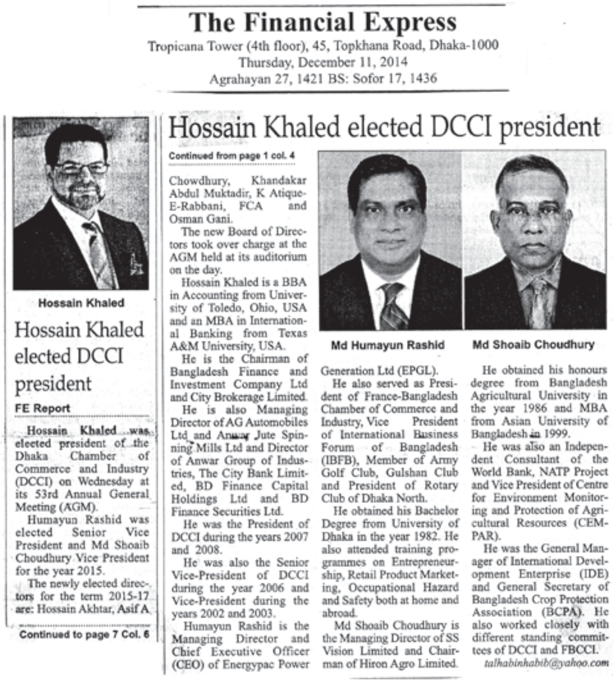

The Financial Express
Tropicana Tower (4th floor), 45, Topkhana Road, Dhaka-1000
Thursday, December 11, 2014
Agrahayan 27, 1421 BS: Sofor 17, 1436

Hossain Khaled

Hossain Khaled elected DCCI president

FE Report

Hossain Khaled was elected president of the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) on Wednesday at its 53rd Annual General Meeting (AGM).

Humayun Rashid was elected Senior Vice President and Md Shoaib Choudhury Vice President for the year 2015.

The newly elected directors for the term 2015-17 are: Hossain Akhtar, Asif A.

Continued to page 7 Col. 6

Hossain Khaled elected DCCI president

Continued from page 1 col. 4

Chowdhury, Khandakar Abdul Muktadir, K Atique-E-Rabbani, FCA and Osman Gani.

The new Board of Directors took over charge at the AGM held at its auditorium on the day.

Hossain Khaled is a BBA in Accounting from University of Toledo, Ohio, USA and an MBA in International Banking from Texas A&M University, USA.

He is the Chairman of Bangladesh Finance and Investment Company Ltd and City Brokerage Limited.

He is also Managing Director of AG Automobiles Ltd and Anwar Jute Spinning Mills Ltd and Director of Anwar Group of Industries, The City Bank Limited, BD Finance Capital Holdings Ltd and BD Finance Securities Ltd.

He was the President of DCCI during the years 2007 and 2008.

He was also the Senior Vice-President of DCCI during the year 2006 and Vice-President during the years 2002 and 2003.

Md Humayun Rashid

Md Shoaib Choudhury

Humayun Rashid is the Managing Director and Chief Executive Officer (CEO) of Energypac Power Generation Ltd (EPGL).

He also served as President of France-Bangladesh Chamber of Commerce and Industry, Vice President of International Business Forum of Bangladesh (IBFB), Member of Army Golf Club, Gulshan Club and President of Rotary Club of Dhaka North.

He obtained his Bachelor Degree from University of Dhaka in the year 1982. He also attended training programmes on Entrepreneurship, Retail Product Marketing, Occupational Hazard and Safety both at home and abroad.

Md Shoaib Choudhury is the Managing Director of SS Vision Limited and Chairman of Hiron Agro Limited.

He obtained his honours degree from Bangladesh Agricultural University in the year 1986 and MBA from Asian University of Bangladesh in 1999.

He was also an Independent Consultant of the World Bank, NATP Project and Vice President of Centre for Environment Monitoring and Protection of Agricultural Resources (CEMPAR).

He was the General Manager of International Development Enterprise (IDE) and General Secretary of Bangladesh Crop Protection Association (BCPA). He also worked closely with different standing committees of DCCI and FBCCI.

talhabinhabib@yahoo.com

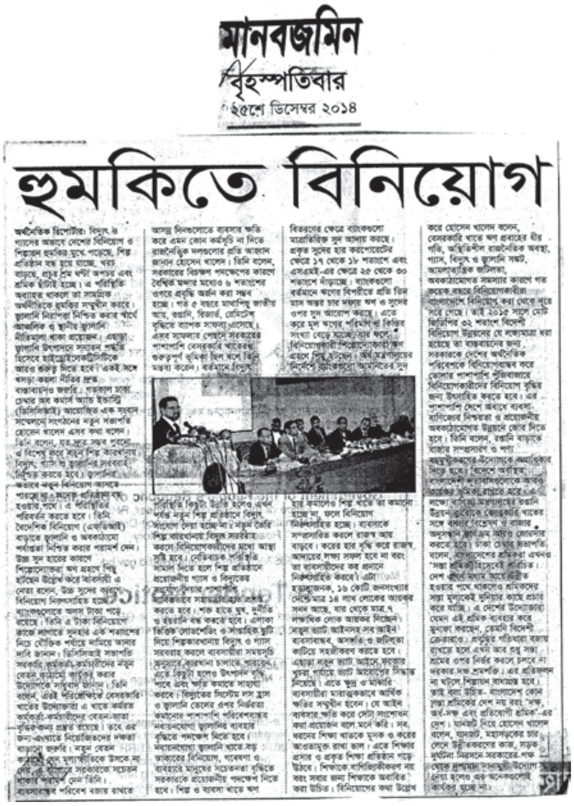

মানবজমিন
বৃহস্পতিবার
২৫শে ডিসেম্বর ২০১৪

হুমকিতে বিনিয়োগ

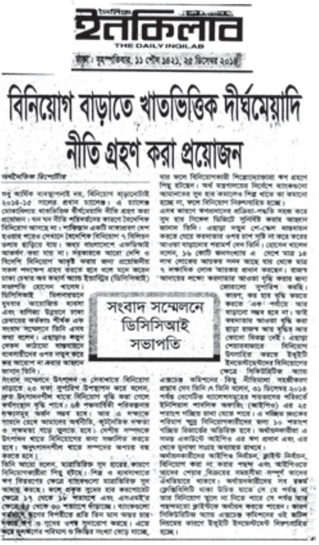

ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকা: বৃহস্পতিবার, ১১ পৌষ ১৪২১, ২৫ ডিসেম্বর ২০১৪

বিনিয়োগ বাড়াতে খাতভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদি নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন

সংবাদ সম্মেলনে ডিসিসিআই সভাপতি

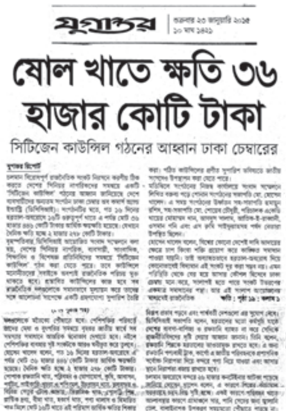

যুগান্তর
শুক্রবার ২৩ জানুয়ারি ২০১৫
১০ মাঘ ১৪২১

ষোল খাতে ক্ষতি ৩৬ হাজার কোটি টাকা

সিটিজেন কাউন্সিল গঠনের আহ্বান ঢাকা চেম্বারের

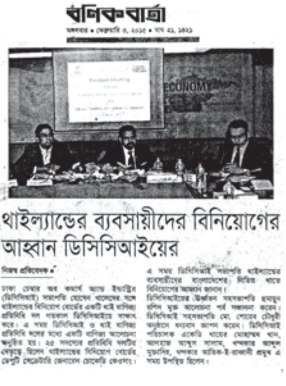

বণিক বার্তা
মঙ্গলবার • ফেব্রুয়ারি ৩, ২০১৫ • মাঘ ২১, ১৪২১

থাইল্যান্ডের ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের আহ্বান ডিসিসিআইয়ের

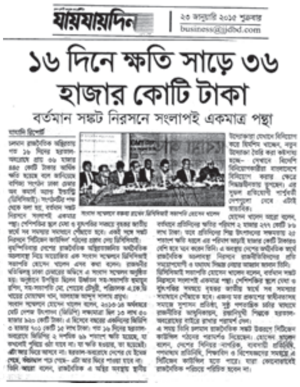

যায়যায়দিন
২৩ জানুয়ারি ২০১৫ শুক্রবার
business@jjdbd.com

১৬ দিনে ক্ষতি সাড়ে ৩৬ হাজার কোটি টাকা

বর্তমান সঙ্কট নিরসনে সংলাপই একমাত্র পন্থা

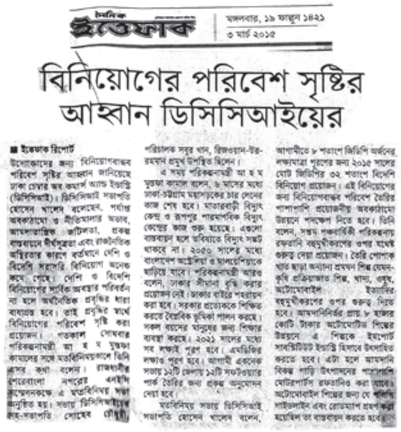

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন ১৪২১
৩ মার্চ ২০১৫

বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টির আহ্বান ডিসিসিআইয়ের

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

উদ্যোক্তাদের জন্য বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির আহ্বান জানিয়েছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। ডিসিসিআই সভাপতি হোসেন খালেদ বলেছেন, পর্যাপ্ত অবকাঠামো ও নীতিমালার অভাব, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বর্তমানে দেশি ও বিদেশি সরাসরি বিনিয়োগ অনেক কমে গেছে। দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগের সার্বিক অবস্থার পরিবর্তন না হলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা বাধাগ্রস্ত হবে। তাই প্রবৃদ্ধির স্বার্থে বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। গতকাল সোমবার পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন। রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলনকক্ষে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ডিসিসিআইয়ের সহ-সভাপতি শোয়েব চৌধুরী, পরিচালক সবুর খান, রিজওয়ান-উর-রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেন, ৬ মাসের মধ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চার লেনের কাজ শেষ হবে। মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ শুরু হয়েছে। এগুলো বাস্তবায়ন হলে ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ সঙ্কট থাকবে না। ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়া ও মালয়েশিয়াকে ছাড়িয়ে যাবে। পরিকল্পনামন্ত্রী আরও বলেন, ঢাকার সীমানা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন নেই। ঢাকার বাইরে শহরায়ন করা হবে। সরকার প্রত্যেককে শিক্ষিত করতে বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করছে। সকল বয়সের মানুষের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করছে। ২০২১ সালের মধ্যে সব লক্ষ্যই পূরণ হবে। এমডিজির লক্ষ্যও পূরণ হবে। আগামী একনেক সভায় ১২টি জেলায় ১২টি সফটওয়্যার পার্ক তৈরির জন্য প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হবে।

মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই সভাপতি হোসেন খালেদ বলেন, আগামীতে ৮ শতাংশে জিডিপি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য ২০১৫ সালের মোট জিডিপির ৩২ শতাংশে বিদেশি বিনিয়োগ প্রয়োজন। এই বিনিয়োগের জন্য বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরির পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নে পদক্ষেপ নিতে হবে। তিনি বলেন, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রফতানি বহুমুখীকরণের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। তৈরি পোশাক খাত ছাড়া অন্যান্য প্রমথন শিল্প যেমন- কৃষি প্রক্রিয়াজাত শিল্প, খাদ্য, ওষুধ, অটোমোবাইল ইত্যাদির বহুমুখীকরণের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। আমদানিনির্ভর প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকার অটোমোটিভ শিল্পের উন্নয়নে এ শিল্পকে ইমপোর্ট সাবস্টিটিউট ইন্ডাস্ট্রি হিসাবে উৎসাহিত করতে হবে। এটা হলে আমদানি বিকল্প গাড়ি উৎপাদনের পাশাপাশি মোটরপার্টস রফতানিও করা যাবে। অটোমোবাইল শিল্পের জন্য যে পলিসি গাইডলাইন এবং রোডম্যাপ গ্রহণ করা হয়েছিল তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

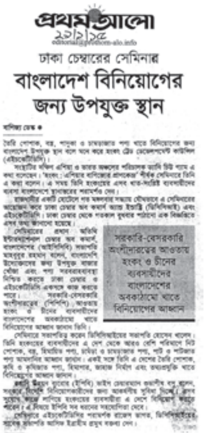

প্রথম আলো
২২/১/১৫
editorial@prothom-alo.info

ঢাকা চেম্বারের সেমিনারে

বাংলাদেশ বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত স্থান

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের আওতায় হংকং ও চীনের ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশের অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগের আহ্বান

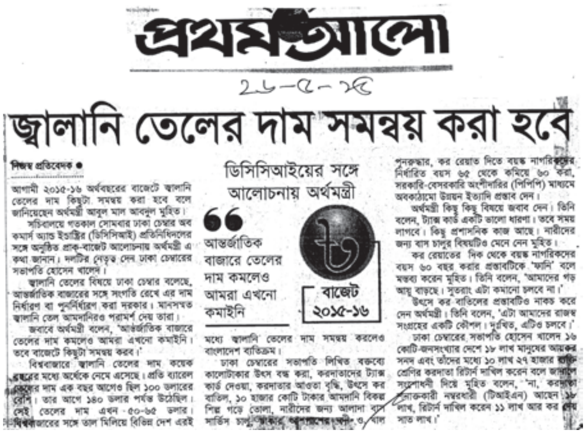

প্রথম আলো
২৬-৫-১৫

জ্বালানি তেলের দাম সমন্বয় করা হবে

ডিসিসিআইয়ের সঙ্গে আলোচনায় অর্থমন্ত্রী

> আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমলেও আমরা এখনো কমাইনি

বাজেট ২০১৫-১৬

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

আগামী ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেটে জ্বালানি তেলের দাম কিছুটা সমন্বয় করা হবে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত।

সচিবালয়ে গতকাল সোমবার ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) প্রতিনিধিদলের সঙ্গে অনুষ্ঠিত প্রাক্-বাজেট আলোচনায় অর্থমন্ত্রী এ কথা জানান। দলটির নেতৃত্ব দেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি হোসেন খালেদ।

জ্বালানি তেলের বিষয়ে ঢাকা চেম্বার বলেছে, আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সংগতি রেখে এর দাম নির্ধারণ বা পুনর্নির্ধারণ করা দরকার। মানসম্মত জ্বালানি তেল আমদানিরও পরামর্শ দেয় তারা।

জবাবে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমলেও আমরা এখনো কমাইনি। তবে বাজেটে কিছুটা সমন্বয় করব।'

বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম কয়েক বছরের মধ্যে অর্ধেকে নেমে এসেছে। প্রতি ব্যারেল তেলের দাম এক বছর আগেও ছিল ১০০ ডলারের বেশি। তার আগে ১৪০ ডলার পর্যন্ত উঠেছিল। সেই তেলের দাম এখন ৫০-৬৫ ডলার। বিশ্ববাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন দেশ এরই মধ্যে জ্বালানি তেলের দাম সমন্বয় করলেও বাংলাদেশ ব্যতিক্রম।

ঢাকা চেম্বারের সভাপতি লিখিত বক্তব্যে কালোটাকার উৎস বন্ধ করা, করদাতাদের ট্যাক্স কার্ড দেওয়া, করদাতার আওতা বৃদ্ধি, উৎসে কর বাতিল, ১০ হাজার কোটি টাকার আমদানি বিকল্প শিল্প গড়ে তোলা, নারীদের জন্য আলাদা বাস সার্ভিস চালু, [illegible] পুনরুদ্ধার, কর রেয়াত দিতে বয়স্ক নাগরিকদের নির্ধারিত বয়স ৬৫ থেকে কমিয়ে ৬০ করা, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারির (পিপিপি) মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি প্রস্তাব দেন।

অর্থমন্ত্রী কিছু কিছু বিষয়ে জবাব দেন। তিনি বলেন, ট্যাক্স কার্ড একটি ভালো ধারণা। তবে সময় লাগবে। কিছু প্রশাসনিক কাজ আছে। নারীদের জন্য বাস চালুর বিষয়টিও মেনে নেন মুহিত।

কর রেয়াতের দিক থেকে বয়স্ক নাগরিকদের বয়স ৬০ বছর করার প্রস্তাবটিকে 'ফানি' বলে মন্তব্য করেন মুহিত। তিনি বলেন, 'আমাদের গড় আয়ু বাড়ছে। সুতরাং এটা কমানো চলবে না।'

উৎসে কর বাতিলের প্রস্তাবটিও নাকচ করে দেন অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'এটা আমাদের রাজস্ব সংগ্রহের একটি কৌশল। দুঃখিত, এটিও চলবে।'

ঢাকা চেম্বারের সভাপতি হোসেন খালেদ ১৬ কোটি-জনসংখ্যার দেশে ১৮ লাখ মানুষের আয়কর সনদ এবং তাঁদের মধ্যে ১০ লাখ ২৭ হাজার ব্যক্তি শ্রেণির করদাতা রিটার্ন দাখিল করেন বলে জানালে সংশোধনী দিয়ে মুহিত বলেন, 'না, করদাতা শনাক্তকারী নম্বরধারী (টিআইএন) আছেন ১৮ লাখ, রিটার্ন দাখিল করেন ১১ লাখ আর কর দেয় সাত লাখ।'

সংবাদপত্রে ডিসিসিআই

প্রথম আলো
শনিবার, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

এ সপ্তাহের সাক্ষাৎকার

টানা অবরোধ-হরতালে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিস্থিতি নিয়ে *প্রথম আলোর* সঙ্গে কথা বলেছেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি **হোসেন খালেদ**

ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা আমাদের ধারণার চেয়েও বেশি

প্রথম আলো: চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতায় দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষয়ক্ষতির চিত্রটা কেমন?

হোসেন খালেদ: কিছুদিন আগে আমরা সংবাদ সম্মেলন করে বলেছিলাম যে চলমান হরতাল-অবরোধে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিদিন ক্ষতি হচ্ছে ২ হাজার ২৭৭ কোটি টাকা। খাদ্য, পরিবহন, পচনশীল পণ্য, নির্মাণ, কৃষিপণ্য, উৎপাদনশীল খাতসহ এমন কোনো খাত নেই, যেটা হরতাল-অবরোধে ব্যাহত হচ্ছে না। উৎপাদনশীল খাতে প্রতিদিন ২৫ শতাংশ কম পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে। দেশের পর্যটন খাত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। টাকার অঙ্কে হয়তো এ খাতের আয়তন বেশি বড় নয়, কিন্তু এ খাতের ৯৫ শতাংশ আয়ই বন্ধ হয়ে গেছে। আবাসিক হোটেলকে কেন্দ্র করে যেসব রেস্তুরেন্ট গড়ে উঠেছে, সেগুলোর ব্যবসাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দূরপাল্লার যাত্রী পরিবহনকারী বাসমালিকেরাও বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। ক্ষতিতে পড়েছেন বাসের চালক ও সহকারীরাও। ক্ষতির মাত্রাটা আমরা ধারণাও করতে পারি না। কারণ, আমরা উৎপাদনের দিক থেকে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি, তেমনি রপ্তানিতেও সমস্যায় পড়ছি। সারা বিশ্বে আমাদের ভাবমূর্তির সংকট দেখা দিয়েছে। ফলে অর্থনৈতিক

> আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি ৪৩ বছর হয়ে গেছে। এর মধ্যে মানুষ বদলেছে। ব্যবসার ধরন বদলেছে। কিন্তু বদলায়নি রাজনৈতিক সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির পরিবর্তন হওয়া উচিত

সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের (স্টেকহোল্ডার) সঙ্গে। রাজনৈতিক সমাধান রাজনৈতিক পর্যায় থেকেই আসতে হবে। সবাইকে কথা বলার সুযোগ দিতে হবে। দুই পক্ষকে আলোচনায় বসতেই হবে। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি ৪৩ বছর হয়ে গেছে। এর মধ্যে মানুষ বদলেছে। ব্যবসার ধরন বদলেছে। কিন্তু বদলায়নি রাজনৈতিক সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির পরিবর্তন হওয়া উচিত।

প্রথম আলো: এমন পরিস্থিতিতে দেশে কি নতুন বিনিয়োগ হচ্ছে?

হোসেন খালেদ: দেশে প্রতিবছর ৩০ লাখ লোক কর্মজীবনে প্রবেশ করছেন। আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মসংস্থান

কেনা হয়েছে। কিন্তু সরকার তো গ্যাস-বিদ্যুৎ-সংযোগ দিচ্ছে না। এক-দুই বছরের মধ্যে এসব সংযোগ পেয়ে যাব, সে নিশ্চয়তাও পাচ্ছি না। এ অবস্থায় ব্যাংকের কাছে আমরা প্রস্তাব দেব কীভাবে? কেউ তো শখে বিনিয়োগ করে না। বিনিয়োগ করে মুনাফার জন্য। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৭ শতাংশে নিয়ে যেতে হলে বিনিয়োগের পরিমাণ বর্তমানের ২৬ থেকে বাড়িয়ে ৩২ শতাংশে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু আমরা তো সামনে এগিয়ে না গিয়ে পেছনের দিকে চলে যাচ্ছি।

প্রথম আলো: রাজনৈতিক অস্থিরতা বন্ধে ব্যবসায়ীরা এবারও কর্মসূচি দিয়েছেন। আগেও দিয়েছিলেন। তখনকার কর্মসূচিতেও তেমন লাভ হয়নি। রাজনৈতিক দলগুলো কেন ব্যবসায়ীদের কথা শোনে না?

হোসেন খালেদ: ২০১৩ সালে ব্যবসায়ীরা যে রাস্তায় নেমেছিলেন, সেটির ভালো সাড়া পড়েছিল। সাধারণ মানুষ যোগ দিয়েছিল। এবারও যে কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে তার লক্ষ্যই হলো আমরা এ সংকট থেকে বের হতে চাই, জানমাল ও ব্যবসার নিরাপত্তা চাই। রাজনীতিকেরা ধরেই নিয়েছেন যে, দেশে যেই পরিস্থিতিই থাকুক না কেন, আমরা ব্যবসা বাড়িয়ে নেব। এটাও হয়তো সত্যি যে এবারও

নয়া দিগন্ত
ঢাকা, শুক্রবার ২৪ মাঘ ১৪২১, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

শিল্পমন্ত্রীর সাথে ডিসিসিআই নেতাদের বৈঠক

অটোমোবাইল শিল্পের বিকাশে দীর্ঘমেয়াদি নীতিসহায়তা দাবি

● **অর্থনৈতিক প্রতিবেদক**

দেশের অটোমোবাইল শিল্পের বিকাশে দীর্ঘমেয়াদি নীতিসহায়তা চেয়েছেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) নেতারা। তাদের দাবি, অটোমোবাইল শিল্প বিকশিত হলে দেশের দক্ষ ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের বিরাট সুযোগ তৈরি হবে। তারা বাজেটে প্রতি বছর শুল্ক কাঠামো পরিবর্তন না করে দীর্ঘমেয়াদি শুল্ক ও করসহায়তার সুপারিশ করেন। ডিসিসিআইর নবনির্বাচিত কমিটির নেতারা গতকাল শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুর সাথে বৈঠককালে এ নীতিসহায়তা চান।

শিল্প মন্ত্রণালয়ে এ বৈঠকে শিল্পসচিব মোশাররফ হোসেন ভুঁইয়া, ডিসিসিআই সভাপতি হোসেন খালেদ, ঊর্ধ্বতন সহসভাপতি হুমায়ুন রশিদ, সহসভাপতি মো: শোয়েব চৌধুরী, সাবেক সভাপতি মো: সবুর খান, পরিচালক এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান, আলহাজ আব্দুস সালাম, আসিফ এ চৌধুরী, হোসেন আকতার, খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির, খন্দকার আতিক-ই-রাব্বানীসহ কমিটির অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

থেকে ৩০ ভাগ ক্ষতি গুনছে। বাংলাদেশী শিল্প কারখানার আমদানি ও রফতানি খরচ কমাতে গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপন জরুরি। এর পাশাপাশি মেধাসম্পদের অধিকার সুরক্ষায় সরকারি উদ্যোগ জোরদার করতে হবে। এ লক্ষ্যে তিনি মেধাস্বত্ব আইনের কঠোর প্রয়োগ জোরদার করার তাগিদ দেন। বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্য আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে বিএসটিআইর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়াতে শিল্পমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি।

জবাবে শিল্পমন্ত্রী বলেন, অটোমোবাইল শিল্প খাতে বেসরকারি উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে এগিয়ে এলে সরকার সম্ভব সব ধরনের নীতিসহায়তা দেবে। তিনি এ লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেয়ার জন্য ডিসিসিআইয়ের নেতাদের পরামর্শ দেন। পায়রা সমুদ্রবন্দর নির্মাণ সমাপ্ত হলে, দেশীয় শিল্প কারখানার আমদানি ও রফতানি খরচ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

---

dailyobserver
Dhaka Friday February 6, 2015

DCCI seeks policy support to develop automobile industry

Staff Correspondent

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) leaders on Thursday sought assistance on principle to the Industry Minister Amir Hossain Amu to develop automobile industry which created job opportunity for skilled and educated young people.

They recommended imposing long term tax payment structure instead of changing the tax structure every year in the budget.

Board of Directors of DCCI led by its President Hossain Khaled, Industries Secretary Md. Mosharraf Hossain Bhuiyan, ndc, DCCI Senior Vice President Humayun Rashid and Vice President Md. Shoaib Choudhury were also present at the meeting.

DCCI President Hossain Khaled called upon the government to make policy guidelines and roadmap for automobile industry in Bangladesh.

He also stressed on the importance of recognizing the automobile sector as an independent sector like ship building industry. DCCI President proposed to set the Air Quality Standard/SPM 500 micrograph per square meter in every 8 hours in the industries.

He also stressed not to impose duty or tax on imported raw materials like finished goods.

He suggested implementing of Freight Trains or goods train is a group of freight cars on a railway transporting cargo in EPZs and special economic zonse (SEZs) to connect in the main stream of communication.

Hossain Khaled underscored the importance of more investment both from local and foreign. He also said that we should establish deep sea port to become a regional hub in this region.

Industries Minister Amir Hossain Amu, MP, endorsed the recommendations rose by the DCCI President and said these are very important for industrialization in real sense.

He also said that Government will take necessary measures in order to boost production of country's automobile sector and the government would help the private sector if they come forward to invest in this sector. He assured of all sorts of cooperation from the Ministry of Industries in this regard.

If the government get private proposal for establishment of private EPZ, it would consider positively consider about private EPZ, the Minister said.

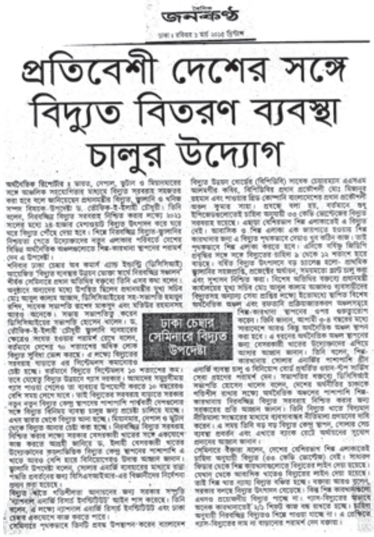

দৈনিক জনকণ্ঠ

প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে বিদ্যুত বিতরণ ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ

ঢাকা চেম্বার সেমিনারে বিদ্যুত উপদেষ্টা

NEWAGE

TUESDAY, JANUARY 27, 2015

Dhaka chamber seeks Wales investment in Bangladesh

Bangladesh Sangbad Sangstha · Dhaka

DHAKA Chamber of Commerce and Industry president Hossain Khaled has called upon Wales entrepreneurs to invest in various sectors in Bangladesh.

His call came when a visiting business delegation of Wales-Bangladesh Chamber of Commerce made a courtesy call on leaders of the DCCI in the capital on Monday.

Khaled said the Wales entrepreneurs could invest in areas of roads and highways, tourism infrastructure, industry, hotels, agro-based industries, hospitals, telecommunication, IT, leather goods, synthetic leather, textile, textile dyes and chemicals, small power generation plant, automobile spare parts, battery, food industry and fruit processing sectors in Bangladesh.

The 24-member WBCC delegation led by its chairman Dilabor A Hussain met the DCCI president Hossain Khaled and members of the board of directors. Deputy director of Welsh Government Mike Hnyda was also present during the meeting, said a DCCI news release.

Welcoming the delegation, Khaled said Wales and Bangladesh both were the land of opportunities where entrepreneurship was vibrant.

The DCCI president said Bangladesh and Wales should increase trade-related programmes to boost trade between the two parties.

Khaled briefed the delegation about different incentives packages taken by the Bangladesh government for the foreign investors.

Continued on B2 Col. 1

3-day workshop on export promotion begins in DCCI

BSS, *Dhaka*

A 3-day training workshop on promotion of export from Bangladesh began Tuesday.

Agricultural Value Chains (AVC) Project of USAID and Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) jointly organized the workshop at DCCI.

A total of 30 participants from different organizations doing business in agro-sector are taking part at the workshop, said a DCCI press release today.

DCCI Vice President Shoaib Choudhury, DCCI Secretary General A H M Rezaul Kabir and William T Levine, Chief of Party, USAID/Bangladesh AVC project were present at the inaugural session.

Speaking on the occasion, Shoaib Choudhury said more than 70 per cent population are directly and indirectly involved in agriculture.

"Bangladesh has immense potentials in agriculture sector and we are exporting quality rice and potato. But, to be competitive in the global market we have to ensure value addition in our agricultural products and focus on diversification," he added.

William T Levine said the main objective of the project is to increase agriculture productivity and upgrade innovation. He said this is a five-year project and initially will work in 20 Districts of Barisal, Dhaka and Khulna Divisions.

The Daily Star
DHAKA TUESDAY SEPTEMBER 1, 2015

DCCI urges govt to reconsider gas, power tariff hike

STAR BUSINESS DESK

A leading chamber has expressed deep concern over the recent hike in gas and electricity tariffs and urged the government to reconsider the decision, especially to facilitate industrial, trade and economic growth in Bangladesh.

The price hike will have manifold impact on the economy as increased costs will ultimately hurt exports, Dhaka Chamber of Commerce and Industry said in a statement yesterday.

The price hike could push the inflation into double digits and create other economic vulnerabilities, the chamber said.

It will also increase the sufferings of the poor and middle-income people as the price hike will also increase the cost of living, the DCCI said.

It will also further slower the inflow of foreign direct investment as the foreigners have always marked utility crisis as a serious matter of concern in Bangladesh, the chamber said.

The growth of the textile and garment industry will be immensely restrained and challenged, as it uses the largest amount of power in the country, it said.

The change in the tariff will only create additional challenges for the textile and garment industry, according to the statement.

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার, ১ ফাল্গুন ১৪২১
১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

অবরোধের ক্ষতি পোষাতে অর্ধেক কর মওকুফ চায় ডিসিসিআই

■ **ইত্তেফাক রিপোর্ট**

চলমান দীর্ঘস্থায়ী অবরোধে ব্যবসায়ের ক্ষতি তুলে ধরে সরকারের কাছে সব ধরনের করের ক্ষেত্রে ছাড় দেয়ার দাবি জানিয়েছে ব্যবসায়ীদের সংগঠন ঢাকা চেম্বার (ডিসিসিআই)। মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) প্রদানকারী ব্যবসায়ীদের ৫০ শতাংশে ছাড় দেয়া এবং বন্দরের সব ধরনের চার্জের ক্ষেত্রেও একই হারে মওকুফের দাবি জানানো হয়েছে। সেই সঙ্গে সরকারের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে গিয়ে ব্যবসায়ীদের উপর নতুন করে করারোপ না করারও দাবি জানানো হয়।

গতকাল রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান নজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ডিসিসিআই'র একটি প্রতিনিধি দল এ দাবি জানায়। সংগঠনের সভাপতি হোসেন খালেদ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন।

এনবিআর চেয়ারম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ

এ সময় এনবিআর চেয়ারম্যান ব্যবসায়ীদের উপর নতুন করে করারোপ না করার বিষয়ে ইতিবাচক মত দেন। সেই সঙ্গে দ্রুত চলমান সহিংস পরিস্থিতির সমাপ্ত হওয়া ও স্বাভাবিক ব্যবসায়ের পরিবেশ ফিরে আসবে বলে তাদের আশ্বস্ত করেন। ব্যবসায়ীদের সৎ পথে ব্যবসা পরিচালনার তাগিদ দিয়ে এক্ষেত্রে এনবিআর সব ধরনের সহায়তা করবে বলেও জানান তিনি। তিনি বলেন, করদাতাদের সচেতন করতে আগামীতে দেশের সব উপজেলায় আয়কর মেলার আয়োজন করবে।

হোসেন খালেদ তার বক্তব্যে বলেন, চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৭ হাজার কোটি টাকা ঘাটতি রয়েছে। অবরোধের ৩৬ দিনে আনুমানিক সাড়ে ৭ হাজার কোটি টাকা কম রাজস্ব আদায় হয়েছে। এ বাড়তি রাজস্ব আদায়ে ব্যবসায়ীদের উপর নতুন করে করের বোঝা যেন না চাপানো হয়।

এ সময় বলা হয়, হরতাল-অবরোধের কারণে বিভিন্ন বন্দর থেকে পণ্য খালাস হচ্ছে না। ফলে ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত বন্দর চার্জ বহন করতে হচ্ছে। রাজনৈতিক কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে বন্দরের সব ধরনের চার্জের অর্ধেক মওকুফ করার দাবি জানানো হয়।

এছাড়া নতুন ভ্যাট আইন ব্যবসাবান্ধব করা, চেম্বার ও ট্রেড বডির উপর থেকে বিদ্যমান কর প্রত্যাহার করা, দেশীয় শিল্প সুরক্ষার স্বার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া, অটোমোবাইল শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য বিনিয়োগবান্ধব নীতিমালা ও কর রেয়াতের সুবিধা দেয়ার আহ্বান জানানো হয়।

পাট শিল্পের শুল্ক প্রত্যর্পণ জটিলতা পরিহার করা, মার্চেন্ট ব্যাংকের কর্পোরেট করহার বিদ্যমান সাড়ে ৩৭ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩৫ শতাংশ করা, শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির কর্পোরেট করহার সাড়ে ২৭ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২৫ শতাংশ করা, শেয়ারবাজারে লেনদেনের উপর বিদ্যমান অগ্রিম কর অর্ধেকে নামিয়ে আনা, ব্যক্তির করমুক্ত আয়সীমা পৌনে তিন লাখ টাকা করা, সিএসআর (কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা) খাতে ব্যয়কে করমুক্ত ঘোষণা দেয়া, নিল ভ্যাট রিটার্ন জমা দেয়ার বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দেয়া, সব ধরনের শিক্ষাকে আয়করমুক্ত করা, ইন্টারনেটের উপর ভ্যাট প্রত্যাহার করা, ট্রাভেল এজেন্টদের আয়কর কমিয়ে আনার দাবিও জানানো হয়।

এ সময় অন্যদের মধ্যে এনবিআর সদস্য ফরিদ উদ্দিন, জাহাঙ্গীর হোসেন, পারভেজ ইকবাল ছাড়াও ডিসিসিআই'র নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

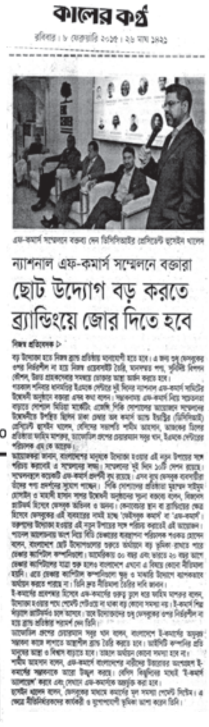

কালের কণ্ঠ
রবিবার। ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫। ২৬ মাঘ ১৪২১

এফ-কমার্স সম্মেলনে বক্তব্য দেন ডিসিসিআইয়ের প্রেসিডেন্ট হোসেন খালেদ

ন্যাশনাল এফ-কমার্স সম্মেলনে বক্তারা

ছোট উদ্যোগ বড় করতে ব্র্যান্ডিংয়ে জোর দিতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

DHAKA TRIBUNE | Friday, February 13, 20

DCCI President Hossain Khaled presents a crest to NBR chairman Nojibur Rahman yesterday as a DCCI team met to submit pre-budget proposal at the NBR headquarters

DCCI seeks tax rebate in next budget to cover business losses

Tribune Report

Leaders of Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) has urged the National Board of Revenue (NBR) to provide them with the tax rebate facilities for recovering the losses businesses occurred during the ongoing countrywide blockade and hartal programmes enforced by BNP-led 20 party alliance.

A DCCI delegation-led by its President Hossain Khaled made the plea at a meeting with the officials of National Board of Revenue (NBR), held at NBR headquarters in the capital yesterday. NBR Chairman Nojibur Rahman presided over the meeting.

Claiming that they are experiencing a shortfall of around Tk7,883 crore from their earning target because of the ongoing blockade, DCCI President has requested the NBR chairman not to impose any further taxes on the businessmen in the next budget.

DCCI President urged the NBR for giving them tax rebate in the next budget as the businessmen could not run their businesses in the last one month. Besides, the businessmen are facing troubles in paying their bank interests due to the current political unrest, he claimed.

> We are experiencing a shortfall of around Tk7,883 crore from our earning target because of the ongoing blockade

He explained that imported goods laden containers could not be released from Chittagong port due to the ongoing blockade and hartal, resulting in extra charges on businesses. He requested the NBR Chairman to consider up to 50% rebate on all charges at the port level.

DCCI also proposed to take measures for holding income tax fair at the upazila level alongside district level across the country to reduce tax burden on the businessmen.

In response, the NBR chairman assured the delegation of organising the income tax fair at the Upazila level, apart from the district level.

He, however, called upon the business community to do export and import business honestly, abiding the existing rules and regulations. He also stressed on expediting the tax net instead of increasing taxes.

NBR chairman informed the DCCI delegation that NBR would soon honour the top 10 tax payers from each of the five tax zones across the country. ●

দেশের অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়নে সরকারের কাছে পেশকৃত ডিসিসিআই'র সুপারিশ/প্রস্তাবসমূহ

সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে এক মত প্রকাশ করে দেশের বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সব সময় সরকারের নীতিমালা প্রণয়নে গঠনমূলক সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান করে সরকারকে সহযোগিতা করে। এরই ধারাবাহিকতায় ডিসিসিআই এ বছর নিম্নে উল্লেখিত সুপারিশসমূহ সরকারের কাছে পেশ করেছেঃ

১. বাজেট ২০১৫-১৬ এ অন্তর্ভূক্তির জন্য ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) কর্তৃক প্রণীত সুপারিশমালা

ঢাকা চেম্বার ২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরের বাজেট প্রস্তাব প্রণয়নে এর সদস্যগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাব সমূহ বিশেষ গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করেছে। ঢাকা চেম্বারের কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন এবং এনবিআর সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটি, গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগের সহযোগিতায় প্রস্তাবসমূহ যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে সর্বমোট ৫৩টি সুপারিশ জাতীয় বাজেট ২০১৫-১৬ তে অন্তর্ভূক্তির জন্য চূড়ান্ত করা হয়। এ বছর আয়কর, আইন ও বিধি সংক্রান্ত ৭টি, আয়কর সংক্রান্ত ১৬টি, আমদানি ও সম্পূরক শুল্ক সংক্রান্ত ২৩টি এবং মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত ৭টি প্রস্তাবসহ সর্বমোট ৫৩টি প্রস্তাব প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হয়েছে। এগুলো বাস্তবায়িত হলে শিল্প ও ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির পাশাপাশি সরকারের রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পাবে বলে ঢাকা চেম্বার মনে করে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব নিম্নে দেয়া হলোঃ

আয়কর আইন ও বিধি সংক্রান্ত প্রস্তাবঃ

আয়কর সংক্রান্ত প্রস্তাবঃ

১. আয়কর আইন ১৯৮৪ এর ধারা ১৬ সিসিসি বিলোপঃ

আয়কর আইন ১৯৮৪ এর ধারা ১৬ সিসিসি অনুসারে কোম্পানি শ্রেণির করদাতার ২০১৪-২০১৫ করবর্ষে ০.৩০ শতাংশ হারে সর্বনিম্ন কর আরোপের বিধান করা হয়েছে। কোম্পানির মোট প্রাপ্তির উপর ভিত্তি করে এ সর্বনিম্ন কর আরোপ করা হয়। উক্ত করবর্ষে লাভ লোকসান নির্বিশেষে এ করের পরিমাণ সংশ্লিষ্ট করবর্ষে মোট প্রাপ্তির ০.৩০ শতাংশের কম হবে না। যা আয়কর আইনের পরিপন্থি। আয়কর আইন অনুসারে আয়ের উপর আয়কর পরিশোধ করতে হয়। তাই ১৬ সিসিসি বিলোপ করার প্রস্তাব করা হয়।

২. আয়কর আইন ১৯৮৪ এর ধারা ৩২(৭)ঃ

আয়কর আইন ১৯৮৪ এর ধারা ৩২(৭) অনুসারে শেয়ার ক্রয় বিক্রয় হতে মূলধনী আয় আয়কর মুক্ত। শেয়ার বিক্রয় মূল্য হতে ক্রয় মূল্য বাদ দিলে মূলধনী আয় হয় যা পোর্টফলিও এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু বোনাস শেয়ার বিক্রয় কালে যে মূলধনী আয় হয় তাহা পোর্টফলিও এর মধ্যে প্রতিফলন হয় না। বোনাস শেয়ার-এর জন্য কোন সার্টিফিকেট বরাদ্দ না হওয়ায় বিক্রয়ের হিসাবে বোনাস শেয়ার বিক্রয় প্রমাণ প্রশ্নবিদ্ধ। বোনাস শেয়ার বিক্রয়ের ফলে অর্জিত মূলধনী লাভ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যাখ্যা প্রয়োজন করার প্রস্তাব করা হয়।

৩. আয়কর আইন ১৯৮৪ রুল ২৫ঃ

আয়কর আইন ১৯৮৪ রুল ২৫ এর অধীনে আয়কর রিটার্ন ফরমে ৬ নং পৃষ্ঠায় করদাতার নিজের, স্ত্রী/স্বামীর (রিটার্ন দাখিলকারী না হলে), নাবালক ও নির্ভরশীল সন্তানদের পরিসম্পদ ও দায় উপরি উক্ত বিবরণীতে প্রদর্শন করতে হবে। কিন্তু উক্ত রিটানের ৫নং পৃষ্ঠা (আইটি ১০বি) তে ১ হতে ১৮ পর্যন্ত যে কলাম রয়েছে সেখানে স্ত্রী/স্বামীর (রিটার্ন দাখিলকারী না হলে), নাবালক ও নির্ভরশীল সন্তানদের সম্পদ ও আয় দেখানোর কোন কলাম নেই। ফলে করদাতার উক্ত করবর্ষের মোট সম্পদ এবং পূর্ববর্তী করবর্ষের সম্পদের সমন্বয়ে জটিলতা দেখা দেয়। এর ফলে কর নির্ধারণে অনিয়ম বা দুর্নীতি পরিলক্ষিত হয়। বিষয়টির ব্যাখ্যা করার প্রস্তাব করা হয়।

৪. উৎসে কর কর্তনের উচ্চ হার কমানোঃ

আয়কর অধ্যাদেশ এর ৫২এএ ধারা অনুযায়ী "অন্যান্য সেবার" ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের হার ১০%। যা করদাতা এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য বিরাট বোঝা স্বরূপ। "অন্যান্য সেবার" ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের হার কমিয়ে ৭.৫% করার প্রস্তাব করা হয়।

৫. আপিল এর আগে অর্থ পরিশোধঃ

বিচার কার্য শুরু হওয়ার আগে বিচার প্রার্থীকে বিতর্কিত ট্যাক্স লায়াবিলিটির ১০% আপিলাত ট্রাইবুনাল-এ যাওয়ার আগে এবং হাইকোর্টে যাওয়ার আগে ১৫% সর্বমোট ২৫% কর পরিশোধ করার বিধান রয়েছে। প্রস্তাবিত পরিশোধকৃত অংকের পরিমান বিচার শুরুর পূর্বে ৫% আপিলাত ট্রাইবুনালে এবং হাইকোর্টে যাওয়ার আগে ১০% করার প্রস্তাব করা হয়।

৬. আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(আই)ঃ

আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(আই) অনুযায়ী যখন কোন নিয়োগকর্তা কোন কর্মীকে চেক বা ব্যাংক ট্রান্সফার ব্যতীত ১৫,০০০/- টাকা বা তার চেয়ে বেশি টাকা বেতন পরিশোধ করে, তখন তা নিয়োগকর্তার আয় বলে গণ্য হয়। পনের হাজার (১৫,০০০/-) টাকার পরিবর্তে ত্রিশ হাজার (৩০,০০০/-) টাকা করার প্রস্তাব করা হয়।

৭. আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এম)ঃ

আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এম) অনুযায়ী ছোট ব্যবসায়ীদের, নগদ এবং নন-ব্যাংকিং এ অনেক লেনদেন করতে হয়, তাই নন-ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে ৫০,০০০/- টাকার অনধিক কোনো লেনদেন এর ক্ষেত্রে তা পঞ্চাশ হাজার (৫০,০০০/-) টাকার পরিবর্তে এক লক্ষ (১,০০,০০০/-) টাকা করার প্রস্তাব করা হয়।

আয়কর সংক্রান্ত প্রস্তাব

১. ব্যক্তি শ্রেণির করঃ

বর্তমানে জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতির ফলে মৌলিক চাহিদা মেটানোর ব্যয় বৃদ্ধি সহ অন্যান্য ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জন্য ব্যক্তি শ্রেণির করদাতার কর মুক্ত আয়ের সর্বোচ্চ সীমা ২,২০,০০০/- টাকা হতে বাড়িয়ে ২,৭৫,০০০/- টাকা করার প্রস্তাব করা হয়। বয়স্ক নাগরিক ও মহিলা করদাতার ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা ২,৭৫,০০০/- টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪,০০,০০০/- টাকা এবং প্রতিবন্ধী করদাতার ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা ৩,৫০,০০০/- টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪,০০,০০০/- টাকা করার প্রস্তাব করা হয়।

২. কর্পোরেট করের হারঃ

Merchant Bank এর ক্ষেত্রে কর্পোরেট করের হার ৩৭.৫% থেকে হ্রাস করে অন্যান্য লিমিটেড কোম্পানীর ন্যায় ৩৫% করার প্রস্তাব করা হয়। Listed Companies এর ক্ষেত্রে কর্পোরেট করের হার ২৭.৫% থেকে হ্রাস করে ২৫% এবং Brokerage Operations এর ক্ষেত্রে কর্পোরেট করের হার ৩৫% থেকে হ্রাস করে ৩০% করার প্রস্তাব করা হয়।

৩. বাণিজ্যিক ব্যাংকের পাশাপাশি Non-Banking Financial Institution (NBFI) কে অন্তর্ভূক্তঃ

Non-Banking Financial Institution (NBFI) সমূহ বাণিজ্যিক ব্যাংকের ন্যায় বাংলাদেশ ব্যাংক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। তাই কর আরোপের ক্ষেত্রে উভয় ক্ষেত্রে একই নিয়ম অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। যেহেতু ধারা ২৮ (৩) এ NBFI এর কথা উল্লেখ নেই, তাই কর কর্তৃপক্ষ শুধু বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে এই ক্ষেত্রে সুবিধা দিয়ে থাকে। তাই অনাদায়ী ও সন্দেহজনক ঋণের সুদের উপর কর আরোপের ক্ষেত্রে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ২৮ (৩) এ বাণিজ্যিক ব্যাংকের পাশাপাশি Non-Banking Financial Institution (NBFI) কে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য প্রস্তাব করা হয়।

৪. “Financial Institution” এর সংজ্ঞাঃ

আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর উপ-ধারা (২) এর ধারা ৫৩ এইচ এ “Financial Institution” এর যে সংজ্ঞা আছে তা Financial Institutions Act, 1993 (Act No. 27 of 1993) এ “Financial Institution” এর সংজ্ঞার সাথে মিলিয়ে রাখার জন্য প্রস্তাব করা হয়।

৫. সকল ধরণের শিক্ষা খাতকে মূসক ও করের আওতামুক্তঃ

সকল ধরণের শিক্ষা খাতকে মূসক ও করের আওতামুক্ত রাখার প্রস্তাব করা হয়। এতে শিক্ষার প্রসার এবং প্রকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। শিক্ষাকে বাণিজ্যিকীকরণ নয় বরং সকলের জন্য শিক্ষাকে উন্মুক্ত রাখাই আমাদের প্রত্যাশা। শিক্ষা প্রসারের জন্য বই প্রকাশের ক্ষেত্রে আমদানিকৃত কাগজের উপর কর মওকুফ করার প্রস্তাব করা হয়। একই ভাবে সরকারি ও বেসরকারি লাইব্রেরীতে অনুদান CSR এর ন্যায় করমুক্ত করার জন্য প্রস্তাব করা হয়।

৬. সামাজিক দায়বদ্ধতাতে ব্যয়কৃত অর্থ সম্পূর্ণ আয়করমুক্তঃ

সামাজিক দায়বদ্ধতা বা Corporate Social Responsibility (CSR) তে ব্যয়কৃত অর্থ সম্পূর্ণ আয়করমুক্ত প্রস্তাব করা হয়। CSR এর জন্য আলাদা একটি অনুমোদিত খাত রাখার এবং NBR কর্তৃক CSR এর খাত সমূহ সুনির্দিষ্ট করার প্রস্তাব করা হয়।

৭. সফ্টওয়্যার ও আইটিইএস এর জন্য HS Code সুনির্দিষ্টকরণঃ

সফ্টওয়্যার ও আইটিইএস এর জন্য নির্ধারিত HS Code সুনির্দিষ্ট না থাকায় প্রায়শই সঠিকভাবে এ কোড উল্লেখ করা যাচ্ছে না। শ্রেণী বিন্যাসের বৈষম্যের কারণে একই প্রকৃতির পণ্য আমদানিতে ৫ গুণ বেশি শুল্ক পরিশোধ করতে হচ্ছে। এটি আইটি অবকাঠামো গঠনের পথে অন্তরায়। এর ফলে ডিজিটাল ক্লাসরুম, ল্যাব, ই-সেবা কেন্দ্র, ডাটা সেন্টার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারের নেয়া উদ্যোগ বাস্তবায়নে বিলম্বিত হবে। এমতাবস্থায় সফ্টওয়্যার ও আইটিইএস এর জন্য HS Code সুনির্দিষ্টকরণের প্রস্তাব করা হয়।

৮. ট্রাভেল এজেন্টদের এজেন্সি কমিশনঃ

ট্রাভেল এজেন্টদের এজেন্সি কমিশন হিসেবে ৭% কমিশন প্রাপ্তির বিধান রয়েছে। কিন্তু বাজার প্রতিযোগিতার কারণে এজেন্টগণ ২-৩% কমিশন প্রাপ্ত হন। অবশিষ্ট কমিশন যাত্রীকে ছাড় দিতে হয়। তদুপরী কমিশনের উপর ৩% উৎসে কর প্রদান ট্রাভেল এজেন্টদের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে। তাই উৎসে কর ২% করার প্রস্তাব করা হয়।

৯. নূন্যতম আয়করের হারঃ

বিগত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার দরুন আপমর ব্যবসায়ী সমাজ অনেক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন ও তাদের পূঁজি হারিয়েছেন। সেই ক্ষতি পূরণের প্রথম ধাপ হিসাবে পূর্বের অর্থবছরের (২০১৩-১৪) প্রদেয় নূন্যতম আয়করের হার যথাক্রমে ৩,০০০; ২,০০০ এবং ১,০০০ টাকা ২০১৫-২০১৬ অর্থবৎসরেও নির্ধারিত রাখার প্রস্তাব করা হয়।

১০. সারচার্জঃ

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত পরিসম্পদ ও দায় বিবরণীতে প্রদর্শিত নীট সম্পদের পরিমান ২ কোটি টাকা পর্যন্ত শূন্য। ২(দুই) কোটি টাকার অধিক ও ১০ (দশ) কোটি টাকার মধ্যে হলে সারচার্জ ১০% এবং ১০(দশ) কোটি টাকা অধিক কিন্তু ২০ (বিশ) কোটি টাকার অধিক নয় সেক্ষেত্রে ১৫% সারচার্জ, ২০ কোটি টাকার অধিক কিন্তু ৩০ কোটি টাকার অধিক নয় সেক্ষেত্রে ২০% সারচার্জ, ৩০ কোটি টাকার অধিক যে কোন অংকের উপর ২৫% সারচার্জ, এর স্থলে অন্যান্য স্লাবের সারচার্জের হার অপরিবর্তিত রেখে ২০১৫-২০১৬ অর্থবৎসরে নীট সম্পদের পরিমান ২ কোটি টাকার স্থলে ৪ (চার) কোটি টাকার পর্যন্ত সারচার্জের হার শূন্য (০) করার প্রস্তাব করা হয়।

১১. গৃহ সম্পত্তি হতে আয় খাতে করঃ

গৃহ সম্পত্তি হতে আয় খাতে কর, আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ২৪ এবং ২৫ এ উল্লেখ্য যে বাড়ী ভাড়া হতে প্রাপ্ত আয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনুমোদন যোগ্য মেরামত ব্যয় আবাসিক ৩০% এবং বাণিজ্যিক ৩৫% করার প্রস্তাব করা হয়।

১২. আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ ধারা ১৯ এর উপ-ধারা ২১ ঋণ ফেরত না দেওয়ার ফলে আয়করঃ

যদি কোন করদাতা কোন আয় বৎসরে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং ঐ ঋণ যদি কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত অথবা অন্য কারো নিকট হতে ক্রসড চেকের মাধ্যমে প্রাপ্ত না হয়ে থাকে এবং সে বছরে উক্ত ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে তাহা তিন বৎসরের মধ্যে উক্ত টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করা না হলে, উক্ত টাকা বা এর সে অংশ যা পরিশোধ করা হয় নাই, তাহা আয় বৎসর শেষ হবার পরবর্তী তিন বৎসর পরের আয় বৎসরে করদাতার আয় হিসেবে গণ্য করার প্রস্তাব করা হয় এবং উক্ত টাকার সীমা ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা থেকে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) করার প্রস্তাব করা হয়।

১৩. "রপ্তানি" এর সংজ্ঞাঃ

ভ্যাট আইন এ যেভাবে "রপ্তানি" এর সংজ্ঞা দেয়া আছে, আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এ সেভাবে "রপ্তানি" এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাসহ সংজ্ঞা করার প্রস্তাব করা হয়।

১৪. কর অবকাশ (Tax Holiday)ঃ

দেশের উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্রুত উন্নয়নের জন্য যানবাহন প্রয়োজন যা বিদেশ হতে আমদানি করা হয়। উক্ত সেক্টরে উৎপাদন/সংযোজন খাতকে ট্যাক্স হলিডের অন্তর্ভূক্ত করার প্রস্তাব করা হয়। ৪৬ বি (আর) এ বিষয় কিছু উল্লেখ করা থাকলেও তা পর্যাপ্ত নয়।

১৫. অগ্রিম আয়কর (Advance Income Tax)ঃ

আমদানি পর্যায়ে অগ্রিম আয়কর (AIT) ৩% করার প্রস্তাব করা হয়।

১৬. নগদ সহয়তাঃ

প্রকৌশল, প্রকিউরমেন্ট ও নির্মাণ (ইপিসি) এর ক্ষেত্রে নগদ সহয়তা ৫% করার প্রস্তাব করা হয়।

আমদানি শুল্ক ও সম্পূরক শুল্ক সংক্রান্ত প্রস্তাবঃ

১. ৯০০-১২০০ সিসি কার সিবিউ, এইচ.এস.কোড ৮৭০৩.২১.৩১ঃ

পরিবেশ বান্ধব, সহজলভ্য, বৈদেশিকমুদ্রা ও জ্বালানী সাশ্রয়ী ও সর্বত্রগামী ছোট সিসির মোটরকার এদেশে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে যাহা খুবই উপযোগী। জনমুখী ও জনস্বার্থে আমদানির বেলায় বিশেষতঃ বৃহত্তর মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও পেশাজীবি যেমন- শিক্ষক, সরকারি ও বেসরকারি চাকুরীজীবি, উকিল, ডাক্তার ও ব্যবসায়ীদের জন্য এই গাড়িগুলোকে ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আনতে হলে এর উপর আরোপিত সম্পূরক শুল্ক ৪৫% থেকে কমিয়ে ৩০% করার প্রস্তাব করা হয়।

২. ৪-স্ট্রোক মটর সাইকেল সিকেডি, এইচ.এস.কোড ৮৭১১.২০.২১ (২৫০ সিসি পর্যন্ত)ঃ

বাংলাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে পরিবহন সেক্টরে মোটরসাইকেলের অবদান অপরিসীম। জীবনযাত্রার মানবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে মোটরসাইকেলের চাহিদা ১৮-২০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর ধারাবাহিকতায় স্থানীয় পর্যায়ে মোটরসাইকেল তৈরি হচ্ছে। বর্তমানে কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার স্বার্থে সিকেডি পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক ২০% ধার্য্য করলে স্থানীয় শিল্পসমূহ টিকে থাকতে পারবে। তাই এর উপর আরোপিত সম্পূরক শুল্ক ৩০% থেকে কমিয়ে ২০% করার প্রস্তাব করা হয়।

৩. ডাবল কেবিন পিক-আপ সিবিইউ, এইচ.এস.কোড-৮৭০৪.২১.১৪ (২০০১- ২৭৫০ সিসি পর্যন্ত)ঃ

সাধারণত এই গাড়ীগুলি সরকারি ও বেসরকারি মাঠ পর্যায়ে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ব্যয় কমানো তথা রাজস্ব প্রাপ্তির স্বার্থে উক্ত সিসির গাড়ীগুলোর শুল্ক হ্রাস করা উচিত। ফলে সরকারি খাতের সাথে সাথে বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তা সমূহ সহজেই উক্ত শ্রেণির গাড়ীগুলো অধিক হারে ব্যবহার করতে পারবে। তাই এর উপর আরোপিত সম্পূরক শুল্ক ৬০% থেকে কমিয়ে ১৫% করার প্রস্তাব করা হয়।

৪. ৪-স্ট্রোক থ্রি হুইলার সিবিইউ, এইচ.এস.কোড-৮৭০৩.৯০.১১ঃ

বাংলাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে পরিবহন সেক্টরে থ্রি হুইলার এর অবদান অপরিসীম। জীবনযাত্রার মানবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে এই বাহনের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর ধারাবাহিকতায় স্থানীয় পর্যায়ে তৈরির চেষ্টা হচ্ছে। বর্তমানে এই প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার স্বার্থে এর উপর আরোপিত সম্পূরক শুল্ক ২০% থেকে কমিয়ে ০% করার প্রস্তাব করা হয়।

৫. টাইটানিয়াম ডাই-অক্সাইড, এইচ.এস.কোড-২৮২৩.০০.০০ঃ

টিটানিয়াম ডাই-অক্সাইড হলো মোল্ডিং কম্পাউন্ড তৈরির অন্যতম প্রধান সহযোগী কাঁচামাল, যা মেলামাইন শিল্পের মৌলিক কাঁচামাল। কিন্তু আমাদের দেশে টাইটানিয়াম ডাই-অক্সাইড আমদানির উপর সম্পুর্ণরূপে নির্ভর। দেশে এর কোন উৎপাদন নেই। ইহা রং ও পিভিসি পাইপ শিল্পেরও অন্যতম প্রধান মৌলিক কাঁচামাল। অতএব, স্থানীয় মোল্ডিং কম্পাউন্ড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের অপরিহার্য রাসায়নিক কাঁচামাল হিসেবে টিটানিয়াম ডাই-অক্সাইড ব্যবহৃত হয় বিধায় উক্ত টিটানিয়াম ডাই-অক্সাইড এর উপর আরোপিত ১০% আমদানি শুল্ক কমিয়ে ৫% করার প্রস্তাব করা হয়।

৬. জিংক ষ্টিয়ারেট, এইচ.এস.কোড-২৯১৫.৭০.১০ঃ

জিংক ষ্টিয়ারেট হলো মোল্ডিং কম্পাউন্ড তৈরির অন্যতম প্রধান সহযোগী কাঁচামাল, যা মেলামাইন শিল্পের মৌলিক কাঁচামাল কিন্তু আমাদের দেশে জিংক ষ্টিয়ারেট আমদানির উপর সম্পুর্নরূপে নির্ভর। দেশে এর কোন উৎপাদন নেই। এটি প্লাষ্টিক পাদুকা শিল্পেরও অন্যতম প্রধান মৌলিক কাঁচামাল। অতএব, স্থানীয় মোল্ডিং কম্পাউন্ড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের অপরিহার্য রাসায়নিক কাঁচামাল হিসেবে জিংক ষ্টিয়ারেট ব্যবহৃত হয় বিধায় উক্ত জিংক ষ্টিয়ারেট এর উপর আরোপিত ১০% আমদানি শুল্ক কমিয়ে ৫% করার প্রস্তাব করা হয়।

৭. কিউরিং এজেন্ট (হার্ডনার), এইচ.এস.কোড-৩৮২৪.৯০.৯০ঃ

কিউরিং এজেন্ট (হার্ডনার) হলো মোল্ডিং কম্পাউন্ড তৈরির অন্যতম প্রধান সহযোগী কাঁচামাল, যা মেলামাইন শিল্পের মৌলিক কাঁচামাল। কিন্তু আমাদের দেশে কিউরিং এজেন্ট (হার্ডনার) আমদানির উপর সম্পুর্নরূপে নির্ভর। দেশে এর কোন উৎপাদন নেই। ইহা আর্টিফিশিয়াল লেদার (রেজিন) শিল্পেরও অন্যতম প্রধান মৌলিক কাঁচামাল। অতএব, স্থানীয় মোল্ডিং কম্পাউন্ড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের অপরিহার্য রাসায়নিক কাঁচামাল হিসেবে কিউরিং এজেন্ট (হার্ডনার) ব্যবহৃত হয় বিধায় উক্ত কিউরিং এজেন্ট (হার্ডনার) এর উপর আরোপিত ১০% আমদানি শুল্ক কমিয়ে ৫% করার প্রস্তাব করা হয়।

৮. অন্যান্য সুইচ (Others Switches), এইচ.এস.কোড-৮৫৩৬.৫০.০০ঃ

বর্তমানে বাংলাদেশে বৈদ্যুতিক অন্যান্য সুইচ (Others Switches), তৈরির ৩২টি শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। যার উৎপাদিত পণ্য অত্যন্ত গুনগত মান সম্পন্ন যা আন্তর্জাতিক সরঞ্জাম এর সমতুল্য। স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদিত সুইচ দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রফতানি করতে সক্ষম। কিন্তু কম মূল্যায়িত শুল্কায়নের ফলে স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদিত বৈদ্যুতিক সুইচ সমুহ বাজারজাত করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ফলে স্থানীয় বৈদ্যুতিক সুইচ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো দারুণভাবে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে ফলে রুগ্ন শিল্পে পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। তাই এর উপর আরোপিত ২৫% সম্পূরক শুল্ক বাড়িয়ে ৪৫% করার প্রস্তাব করা হয়। এর ফলে দেশি বৈদ্যুতিক সুইচ উৎপাদনের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

৯. ল্যাম্প হোল্ডার (Lamp Holders) এইচ.এস.কোড-৮৫৩৬.৬১.০০ঃ

ল্যাম্প হোল্ডার (Lamp Holders) এর উপর আরোপিত সম্পূরক শুল্ক ০% থেকে বৃদ্ধি করে ২০% করার প্রস্তাব করা হয়। এর ফলে দেশি ল্যাম্প হোল্ডার (Lamp Holders) উৎপাদনের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

১০. অন্যান্য-বৈদ্যুতিক সুইচ এবং সকেটস (Other Electrical Switch & Sockets) এইচ.এস.কোড-৮৫৩৬.৬৯.০০ঃ

ল্যাম্প হোল্ডার (Lamp Holders) এর উপর আরোপিত সম্পূরক শুল্ক ২০% বৃদ্ধি করে ৪০% করার প্রস্তাব করা হয়। এর ফলে দেশি ল্যাম্প হোল্ডার (Lamp Holders) উৎপাদনের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

১১. অন্যান্য-বৈদ্যুতিক এ্যাপারেটাসঃ

অন্যান্য-বৈদ্যুতিক এ্যাপারেটাস (Other Apparatus (Electrical Switch & Sockets) এইচ.এস. কোড-৮৫৩৬.৯০.০০ এর উপর আরোপিত সম্পূরক শুল্ক ০% থেকে বাড়িয়ে ২০% করার প্রস্তাব করা হয়। এর ফলে দেশি অন্যান্য-বৈদ্যুতিক এ্যাপারেটাস (Other Apparatus (Electrical Switch & Sockets) উৎপাদনের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

১২. সোলার মডিউল, এইচ.এস.কোড-৮৫৪১.৪০.১০ঃ

বর্তমানে সোলার সেল এবং সোলার মডিউল একই কোডঃ ৮৫৪১.৪০.১০ এর আওতায় আমদানি করা হয়। সোলার সেল এবং সোলার মডিউলের জন্য প্রথম তফসিলে পৃথক এইচ.এস. কোড নির্ধারণ করার প্রস্তাব করা হয়।

১৩. সোলার মডিউল, এইচ.এস.কোড-৮৫৪১.৪০.১০ শুল্কঃ

সোলার মডিউল, এইচ.এস.কোড-৮৫৪১.৪০.১০ এর উপর আরোপিত আমদানি শুল্ক ০% থেকে বৃদ্ধি করে ৪০% এবং আরোপিত সম্পূরক শুল্ক ০% থেকে বৃদ্ধি করে ৮০% করার প্রস্তাব করা হয়। এর ফলে নিম্নমানের প্যানেল আমদানির অসুস্থ প্রতিযোগিতা থেকে স্থানীয় শিল্পকে রক্ষা করা যাবে।

১৪. লিকুইড গ্লুকোজ, এইচ.এস.কোড-১৭০২.৩০.২০ অন্যান্য (গ্লুকোজ এবং গ্লুকোজ সিরাপ), এইচ.এস.কোড-১৭০২.৩০.৯০ এবং গ্লুকোজ এবং গ্লুকোজ সিরাপ, এইচ.এস.কোড- ১৭০২.৪০.০০ শুল্কঃ

লিকুইড গ্লুকোজ তথা গ্লুকোজ সিরাপ দেশে উৎপাদিত কৃষিপণ্য যথা মিষ্টি আলু, কাসাভা, ভুট্টা ইত্যাদি ব্যবহার করে দেশে উৎপাদিত হয়। দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান এর আভ্যন্তরীন চাহিদা পূরণে সক্ষম। আমদানিকৃত লিকুইড গ্লুকোজের সাথে দেশীয় লিকুইড গ্লুকোজ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না। দেশীয় শিল্প ও কৃষকের স্বার্থে লিকুইড গ্লুকোজ ও গ্লুকোজ সিরাপের বর্তমান ৩০% সম্পুরক শুল্কের এর স্থলে ৪৫% ধার্য্য করার প্রস্তাব করা হয়।

১৫. ডেক্সট্রোজ মনোহাইড্রেট, এইচ.এস.কোড-১৭০২.৩০.১০ঃ

ডেক্সট্রোজ মনোহাইড্রেট দেশে উৎপাদিত কৃষিপণ্য যথা মিষ্টি আলু, কাসাভা, ভুট্টা ইত্যাদি ব্যবহার করে দেশে উৎপাদিত হয়। দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান ইহার চাহিদা পূরণে সম্পূর্ণরুপে সক্ষম। ফলে আমদানিকৃত ডেক্সট্রোজ মনোহাইড্রেটের সাথে দেশীয় ডেক্সট্রোজ মনোহাইড্রেট প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না। দেশীয় শিল্প ও কৃষকের স্বার্থে ডেক্সট্রোজ মনোহাইড্রেটের উপর সম্পূরক শুল্ক ৩০% এর স্থলে ৪৫% আরোপ করার প্রস্তাব করা হয়।

১৬. ডেক্সট্রিন, মডিফাইড ষ্টার্চ, এইচ.এস.কোড-৩৫০৫.১০.০০ ও গ্লু, এইচ.এস.কোড-৩৫০৫.২০.০০ঃ

১৭০২ হেডিং এর লিকুইড গ্লুকোজ এবং ৩৫০৫ হেডিং এর ডেক্সট্রিন, মডিফাইড ষ্টার্চ ও গ্লু ইত্যাদি একই কাঁচামাল হতে মূলতঃ একই প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত হয়। সুতরাং ১৭০২ হেডিং এর পণ্য যথা লিকুইড গ্লুকোজ মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে ৩৫০৫ হেডিং এর মডিফাইড ষ্টার্চ, গ্লু ইত্যাদি নামে আমদানির প্রবণতা রয়েছে এবং এইরুপ আমদানি ধরাও পড়ছে। গত বৎসর ৩৫০৫ হেডিং এর সকল পণ্যের আমদানি শুল্ক ১৭০২ হেডিং এর পণ্যের আমদানি শুল্কের সমান করা হয়েছে। সম্পূরক শুল্ক ৫% এর স্থলে ৪৫% আরোপ করার প্রস্তাব করা হয়।

১৭. সরবিটল, এইচ.এস.কোড-৩৫০৫.১০.০০২৯০৫.৪৪.০০ এবং ৩৮২৪৬০০০ঃ

১৭০২ হেডিং এর লিকুইড গ্লুকোজ এবং ২৯০৫৪৪০০ ও ৩৮২৪৬০০০ হেডিং এর সরবিটল দেখতে অনেকটা একই রকম। ইহা একই কাঁচামাল হতে উৎপাদিত হয়। সুতরাং ১৭০২ হেডিং এর পণ্য যথা লিকুইড গ্লুকোজ মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে ২৯০৫৪৪০০ ও ৩৮২৪৬০০০ হেডিং এর সরবিটল নামে আমদানি হতে পারে। আমদানি শুল্ক সর্বোচ্চ এবং সম্পুরক শুল্ক-৪৫% আরোপ করার প্রস্তাব করা হয়।

১৮. মেইজ (ভুট্টা) ষ্টার্চ, এইচ.এস.কোড-১১০৮১২০০ঃ

বর্তমানে দেশে ভূট্টা চাষ সম্প্রসারণের যথেষ্ট প্রচেষ্টা চলছে। ১০০% দেশীয় কাঁচামাল ভুট্টা দিয়ে ষ্টার্চ তৈরি হচ্ছে এবং কাঁচামাল হিসেবে ভূট্টা ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেখানে আমাদের দেশে ২৫ লক্ষ মেট্রিক টন ভূট্টা উৎপাদিত হয় সেখানে আমদানি নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে সর্বাধিক কাষ্টমস ডিউটি ২৫% প্রয়োগ করা বাঞ্চনীয়। চোরাই পথে বন্ডের মাধ্যমে শুল্ক মুক্ত আমদানিকৃত ষ্টার্চ বাজারে বিদ্যমান থাকায় স্টার্চ উৎপাদনের সাথে জড়িত শিল্পসমূহ টিকতে না পেরে অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই আমদানি শুল্ক-সর্বোচ্চ আরোপ করার প্রস্তাব করা হয়।

১৯. প্যারাফরমাল ডিহাইড, এইচ.এস.কোডঃ ২৯১২.৬০.০০ঃ

পার্টিকেল বোর্ড উৎপাদনের অন্যতম প্রধান কাঁচামাল হচেছ পাটখড়ি ও প্যারাফরমাল ডিহাইড। প্রতিবছর প্রয়োজন অনুযায়ী পাটখড়ি পেতে কৃষকদের পুঁজি সরবরাহ, অর্থায়ন ও উৎসাহ প্রদান করা হয়। যাতে কৃষককুল পাটচাষে আগ্রহী হয়। সেইসাথে প্লাইউড উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিদেশ থেকে কাঠ আমদানি করে দেশীয় নানা উৎপাদান ব্যবহার করে উৎপাদন ও value addition করা হয়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় অবাধ আমদানি নীতির কারণে এইসব উৎপাদনকারী দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান বিদেশ থেকে বাণিজ্যিকভাবে আমদানিকৃত পণ্যের সাথে অসম প্রতিযোগিতার ফলে ক্রমান্বয়ে রুগ্ন শিল্পে পরিণত হতে চলেছে এবং সরকার প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকা রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই শিল্পের আমদানি নির্ভর অন্যতম কাঁচামাল যেমন প্যারা ফরমাল ডিহাইড এর উপর বর্তমান আরোপিত মোট শুল্ক করাদির পরিমান ২৬.২৭% ফলশ্রুতিতে বোর্ডের উৎপাদন খরচ অনেক বেশী। দেশীয় পার্টিকেল বোর্ড ও প্লাইউড উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিরক্ষণের লক্ষ্যে এই শিল্পের মৌলিক কাঁচামাল প্যারাফরমালডিহাইড এর আমদানি শুল্ক শূন্য, ভ্যাট-১৫%, এআইটি-৫% করার প্রস্তাব করা হয়।

২০. এব্রেসিভ পেপার এবং পাউডার, এইচ.এস.কোড ৬৮০৫.১০.০০ এবং ৬৮০৫.২০.০০ঃ

এব্রেসিভ পেপার পার্টিকেল বোর্ড, ডোর ও ফার্নিচার তৈরির মৌলিক কাঁচামাল যা দেশে উৎপাদন হয় না। দেশে বর্তমানে পার্টিকেল বোর্ড, ডোর ও ফার্নিচার তৈরির অনেকগুলি শিল্প গড়ে উঠেছে, যার উৎপাদিত পণ্য দিয়ে দেশের চাহিদা পূরণ করা যাবে। কিন্তু তারপরও প্রচুর পার্টিকেল বোর্ড, ডোর ও ফার্নিচার বিদেশ থেকে আমদানি হচ্ছে। পার্টিকেল বোর্ড, ডোর ও ফার্নিচার তৈরির মৌলিক কাঁচামালগুলির উপর সম্পুরক শুল্কসহ সর্বোচ্চ আমদানি শুল্ক আরোপ করা আছে। যার ফলে দেশীয় শিল্পে উৎপাদিত পার্টিকেল বোর্ড, ডোর ও ফার্নিচার এর মূল্য আমদানিকৃত পণ্যের মূল্যের চেয়ে অনেক বেশী। দেশীয় পার্টিকেল বোর্ড, ডোর ও ফার্নিচার শিল্পের প্রতিরক্ষণের স্বার্থে পার্টিকেল বোর্ড, ডোর ও ফার্নিচার এর মৌলিক কাঁচামাল এর উপর ৫% আমদানি শুল্ক ধার্য্য করে নিয়ন্ত্রিত শুল্ক ও সম্পুরক শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করা হয়।

২১. ফ্যান মটর, এইচ.এস.কোড-৮৫০১.২০.১০ঃ

শুধুমাত্র ফ্যান মটর শিল্পের মৌলিক কাঁচামাল হিসেবে ফ্যান মটর ব্যবহৃত হয়। এর অন্য কোন বিকল্প ব্যবহার নেই, শুধুমাত্র বৈদ্যুতিক ফ্যান তৈরিতে এটা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিকভাবে ফ্যান মটর আমদানি করে বৈদ্যুতিক ফ্যান উৎপাদন করে স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে মূসক প্রদান না করে বাজারজাত করছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট রেজিস্ট্রারে ভুক্ত না হওয়ার কারণে মূল্য সংযোজন করের বাইরে থেকে সুষ্ঠু ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতার অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ প্লাষ্টিক শিল্পের অন্যতম কাঁচামাল “পলিইথানল থারপ্লেট” আমদানি পর্যায়ে এইচ.এস.কোড ৩৯২০.৬২.২০ শুধুমাত্র ভ্যাট রেজিষ্ট্রার প্লাষ্টিক ম্যানুফেকচারিং ইন্ডাষ্ট্রিজ এর বিপরীতে ১০% আমদানি শুল্ক আরোপিত আছে এবং অভিন্ন পণ্য (একই পণ্য) বাণিজ্যিক আমদানির ক্ষেত্রে ৩৯২০.৬২.১০ শ্রেণি বিভক্তিকরণের মাধ্যমে আমদানি শুল্ক ২৫% আরোপিত আছে। তাই সুষ্ঠু ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টি তথা সরকারের রাজস্ব (যথা স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট) আদায় নিশ্চিতকল্পে ফ্যান মটর, এইচ.এস.কোড-৮৫০১.২০.১০ বিভক্তিকরণের এবং শুল্কস্তরের প্রস্তাব করা হয়।

২২. পার্টস অফ ফ্যান, এইচ, এস,কোড-৮৪১৪.৯০.১০ঃ

শুধুমাত্র বৈদ্যুতিক ফ্যান শিল্পের মৌলিক কাঁচামাল হিসেবে পার্টস অফ ফ্যান ব্যবহৃত হয়। এর অন্য কোন বিকল্প ব্যবহার নেই, শুধুমাত্র বৈদ্যুতিক ফ্যান তৈরিতে এটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিকভাবে পার্টস অফ ফ্যান আমদানি করে বৈদ্যুতিক ফ্যান উৎপাদন পর্যায়ে মূসক প্রদান না করে বাজারজাত করছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট রেজিষ্ট্রেশন ভুক্ত না হওয়ার কারণে মূল্য সংযোজন করের বাইরে থেকে সুষ্ঠু ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায় অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে।

উদাহরণ স্বরূপ প্লাষ্টিক শিল্পের অনাতম কাঁচামাল "পলিমাইডিস" আমদানি পর্যায়ে এইচ,এস,কোড ৩৯২০.৯২.২০ শুধুমাত্র ভ্যাট রেজিষ্টার প্লাষ্টিক ম্যানুফেকচারিং ইন্ডাষ্ট্রিজ এর বিপরীতে ১০% আমদানি শুল্ক আরোপিত আছে এবং অভিন্ন পণ্য (একই পণ্য) বাণিজ্যিক আমদানির ক্ষেত্রে ৩৯২০.৯২.১০ শ্রেণি বিভক্তিকরণের মাধ্যমে আমদানি শুল্ক ২৫% আরোপিত আছে। তাই সুষ্ঠু ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টি তথা সরকারের রাজস্ব (যথা স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট) আদায় নিশ্চিতকল্পে পার্টস অফ ফ্যান, এইচ, এস, কোড ৮৪১৪.৯০.১০ বিভক্তিকরণের এবং শুল্কস্তরের প্রস্তাব করা হয়।

২৩. এডহেসিভ টেপ, এইচ, এস, কোড-৩৯১৯.১০.০০ ঃ

শুধুমাত্র এডহেসিভ টেপ শিল্পের মৌলিক কাঁচামাল হিসেবে এডহেসিভ টেপ ইন রোলস ব্যবহৃত হয়। এর অন্য কোন বিকল্প ব্যবহার নেই, শুধুমাত্র এডহেসিভ টেপ তৈরিতে এটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বানিজ্যিকভাবে এডহেসিভ টেপ আমদানি করে শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রক্রিয়াজাত করে স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে মূসক প্রদান না করে বাজারজাত করছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট রেজিস্ট্রার ভুক্ত না হওয়ার কারণে মূল্য সংযোজন করের বাহিরে থেকে সুষ্ঠ ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতার অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ প্লাষ্টিক শিল্পের অনাতম কাঁচামাল "ষ্ট্রেচ রেপিং ফিল্ম" আমদানি পর্যায়ে এইচ,এস,কোড ৩৯২০.১০.২০ শুধুমাত্র ভ্যাট রেজিষ্ট্রার প্লাষ্টিক ম্যানুফেকচারিং ইন্ডাষ্ট্রিজ এর বিপরীতে ১০% আমদানি শুল্ক আরোপিত আছে এবং অভিন্ন পণ্য (একই পণ্য) বানিজ্যিক আমদানির ক্ষেত্রে ৩৯২০.১০.১০ শ্রেণি বিভক্তি করণের মাধ্যমে আমদানি শুল্ক ২৫% আরোপিত আছে। অতএব, সুষ্ঠু বাবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টি তথা সরকারের রাজস্ব (যথা স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট) আদায় নিশ্চিতকল্পে এডহেসিভ টেপ, এইচ, এস, কোড-৩৯১৯.১০.০০ শুল্কস্তর ও বিভক্তিকরণের প্রস্তাব করা হয়।

মূল্য সংযোজন কর ঃ

১. ২০১৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত পণ্যের মূল্য বা তার উপকরণের মূল্য বা মূল্যের কোন উপাদানে সামান্যতমহ্রাস বৃদ্ধি ঘটলেই মূল্য ঘোষণা বা তার সংশোধনী প্রদান বাধ্যতামূলক ছিল। সেটা গ্রহণ করা বা না করা মূসক কর্তৃপক্ষের মর্জির উপর নির্ভরশীল। তাই মূসক আইনে বিদ্যমান মূল্য ঘোষণা এবং মূসক দপ্তর কর্তৃক তা অনুমোদনের বিধান সম্পূর্ণ প্রত্যাহার ও রহিত করার এবং যে মূল্যে পণ্য বিক্রয় করা হবে তার উপরেই মূসক প্রদান করতে হবে- এই বিধান প্রয়োগ করার প্রস্তাব করা হয়।

২. বর্তমানে সরকারি নিরীক্ষা সংস্থা স্থানীয় ও রাজস্ব হিসাব নিরীক্ষা দপ্তর, মূসক গোয়েন্দা ও নিরীক্ষা দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট মূসক কমিশনারেটের নিরীক্ষা দল পৃথক ভাবে একাধিক বার শিল্প সমূহের মূসক সংশ্লিষ্ট হিসাব নিরীক্ষা করে। একটি শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান একটি করবর্ষের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে একবারই নিরীক্ষা করা যাবে এমন নিশ্চয়তা বিধান করার প্রস্তাব করা হয়। এছাড়াও স্থানীয় ও রাজস্ব হিসাব নিরীক্ষা দপ্তর সহ নিরীক্ষাকারী যে কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের মূসক সংশ্লিষ্ট হিসাব নিরীক্ষায় উত্থাপিত আপত্তি উপযুক্ত মূসক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিরীক্ষাকারীর (বাধ্যতামূলক) উপস্থিতিতে শিল্পটিকে যথাযথ শুনানী প্রদান পূর্বক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না দেওয়া পর্যন্ত নিরীক্ষা আপত্তি চূড়ান্ত আপত্তি হিসেবে বিবেচ্য হবে না মর্মে আইনী বিধান করার প্রস্তাব করা হয়।

৩. ন্যায়-নির্ণয়ন আদেশের বিরুদ্ধে আপীল এবং ট্রাইবুনাল করতে গেলে দাবীকৃত মূসকের ১০% পরিশোধ করতে হয় এবং তা পরিশোধ করতে হয় ট্রেজারীতে, চলতি হিসাব সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিশোধ করা যায় না। ন্যায়-নির্ণয়ন আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করতে গেলে মূসকের কমিশনার (আপীল) এর কাছে আপীল করার সময় ০% ও ট্রাইবুনালের জন্য ৫% মূসক/অর্থদন্ড জমা দেওয়ার বিধান করা হোক। এ অর্থ নগদে, ট্রেজারীতে বা চলতি হিসাব সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রদান করার বিধান করার প্রস্তাব করা হয়।

৪. বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। তবে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সারাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি করার কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু এখনো ইন্টারনেট ব্যবহারের ওপর ১৫% মূসক ধার্য থাকায় ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের যে মূল্য পরিশোধ করতে হয় তা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি। বর্তমান সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কর্মসূচি বাস্তবায়নে দেশে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে ইন্টারনেট সুবিধা নিশ্চিত করতে ইন্টারনেট ব্যবহারের ওপর থেকে বর্তমানে নির্ধারিত ১৫% ভ্যাট প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করা হয়।

৫. তথ্য প্রযুক্তি খাত সরকারের একটি অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচিত। এ খাতে উদ্যোক্তাগণ অত্যন্ত স্বল্প পুঁজি নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। তথ্য প্রযুক্তি খাতও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য উল্লেখযোগ্য খাত বিবেচনায় তৈরি পোশাক শিল্পের মত আইটিইএস কোম্পানীর জন্যও বাড়ি ভাড়ার ওপর থেকে উক্ত ৯% মূসক সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করা হয়।

৬. পাট রপ্তানি খাতে গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিলের উপর duty draw back দেওয়ার বিধান থাকলেও বর্তমানে DEDO Office কার্যক্রমটি স্থগিত করে রেখেছে। পাট রপ্তানি খাতে গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিলের উপর duty draw back দেয়ার বিধান থাকলেও বর্তমানে DEDO Office কার্যক্রমটি পুনরায় চালু করার প্রস্তাব করা হয়।

৭. যারা পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায় জড়িত তারা অধিকাংশই অশিক্ষিত ও স্বাক্ষর জ্ঞানহীন। দেশের বিভিন্ন মার্কেটের দোকানগুলি খুবই ছোট তাদের পক্ষে ECR পদ্ধতি কিংবা রেজিষ্ট্রার সংরক্ষণ করা কোন ভাবেই সম্ভব নয়। তাই ECR পদ্ধতি কিংবা রেজিষ্ট্রার সংরক্ষণ পদ্ধতি বিলুপ্ত করে প্যাকেজ পদ্ধতি উত্তম ও গ্রহণযোগ্য হবে বলে ব্যবসায়ী সমাজ মনে করেন। এতে নতুন নতুন ভ্যাট দাতা সৃষ্টি হবে, সকলে ভ্যাট দিতে উৎসাহিত হবে ও সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে এবং ভ্যাট ফাঁকিও বন্ধ হবে। পাইকারী ও খুচরা ভ্যাট প্যাকেজ ভিত্তি ২০১৪-২০১৫ অর্থ বৎসরের ন্যায় শ্রেণী বিন্যাস করে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বৎসরের যথাক্রমে ১৪,০০০, ১০,০০০, ৭,২০০, ৩,৬০০ টাকা নির্ধারণ করার প্রস্তাব করা হয়।

২. আমদানি নীতি আদেশ, ২০১৫-২০১৮ তে অন্তর্ভুক্তির জন্য ডিসিসিআই এর মতামত/সুপারিশমালা

<table>
<tr><th>ক্রমিক নং</th><th>বিদ্যমান অবস্থা
আমদানি নীতি আদেশ, ২০১২-২০১৫</th><th>আমদানি নীতি আদেশ, ২০১৫-২০১৮-তে অন্তর্ভুক্তির জন্য ডিসিসিআই এর সুপারিশমালা</th></tr>
<tr><td>১</td><td>দ্বিতীয় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৫ (৩) কঃ
প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শনঃ
এই আদেশে যে সকল পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে প্রাক-জাহাজীকরণ শর্ত রয়েছে তা অবশ্যই প্রতিপালন করতে হবে।</td><td>বর্তমানে যেহেতু আমদানিকৃত পণ্যের প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন (পিএসআই) বিষয়টি ঐচ্ছিক তাই ‘অবশ্যই’ শব্দের পরিবর্তে ‘ঐচ্ছিক’ শব্দটি প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।</td></tr>
<tr><td>২</td><td>তৃতীয় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৯(১) ঃ আমদানি সংক্রান্ত ফিসঃ
নিবন্ধন সনদপত্র।- (১) ২০১২-২০১৩ হতে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বৎসরের জন্য বাণিজ্যিক এবং শিল্প খাতের আমদানিকারকগণ বার্ষিক মোট আমদানি মূল্য-সীমার ভিত্তিতে নিম্ন বর্ণিত ছয়টি শ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত হবেন এবং তাদের নিবন্ধন (আইআরসি) ও নবায়ন ফিস হবে নিম্নরূপ, যথাঃ-
<table>
<tr><th>শ্রেণি নং</th><th>বার্ষিক মোট আমদানির সর্বোচ্চ মূল্যসীমা</th><th>প্রাথমিক নিবন্ধন ফিস</th><th>বার্ষিক নবায়ন ফিস</th></tr>
<tr><td>প্রথম</td><td>টাঃ ৫,০০,০০০</td><td>টাঃ ৫,০০০</td><td>টাঃ ৩,০০০</td></tr>
<tr><td>দ্বিতীয়</td><td>টাঃ ২৫,০০,০০০</td><td>টাঃ ১০,০০০</td><td>টাঃ ৬,০০০</td></tr>
<tr><td>তৃতীয়</td><td>টাঃ ৫০,০০,০০০</td><td>টাঃ ১৮,০০০</td><td>টাঃ ১০,০০০</td></tr>
<tr><td>চতুর্থ</td><td>টাঃ ১,০০,০০,০০০</td><td>টাঃ ৩০,০০০</td><td>টাঃ ১৫,০০০</td></tr>
<tr><td>পঞ্চম</td><td>টাঃ ৫,০০,০০,০০০</td><td>টাঃ ৪৫,০০০</td><td>টাঃ ২২,০০০</td></tr>
<tr><td>ষষ্ঠ</td><td>টাঃ ৫,০০,০০,০০০ এর উর্ধ্বে</td><td>টাঃ ৬০,০০০</td><td>টাঃ ৩০,০০০</td></tr>
</table></td><td>দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্ব গতির সাথে সামঞ্জস্য সাধন করে বার্ষিক মোট আমদানি মূল্য-সীমার পূণর্বিন্যাস করা প্রয়োজন। বাণিজ্যিক এবং শিল্প খাতের আমদানিকারকগণ বার্ষিক মোট আমদানি মূল্য-সীমার ভিত্তিতে নিম্ন বর্ণিত ৬টি শ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত হবেন এবং তাদের নিবন্ধন (আইআরসি) ও নবায়ন ফিস নিম্নলিখিত ভাবে পূণর্বিণ্যাসের সুপারিশ করা হল।
<table>
<tr><th>শ্রেণি নং</th><th>বার্ষিক মোট আমদানির সর্বোচ্চ মূল্যসীমা</th><th>প্রাথমিক নিবন্ধন ফিস</th><th>বার্ষিক নবায়ন ফিস</th></tr>
<tr><td>প্রথম</td><td>টাঃ ৮,০০,০০০</td><td>টাঃ ২,০০০</td><td>টাঃ ১,০০০</td></tr>
<tr><td>দ্বিতীয়</td><td>টাঃ ২০,০০,০০০</td><td>টাঃ ৫,০০০</td><td>টাঃ ২,০০০</td></tr>
<tr><td>তৃতীয়</td><td>টাঃ ৫০,০০,০০০</td><td>টাঃ ১০,০০০</td><td>টাঃ ৪,০০০</td></tr>
<tr><td>চতুর্থ</td><td>টাঃ ১,০০,০০,০০০</td><td>টাঃ ১৮,০০০</td><td>টাঃ ৬,০০০</td></tr>
<tr><td>পঞ্চম</td><td>টাঃ ৫,০০,০০,০০০</td><td>টাঃ ২৫,০০০</td><td>টাঃ ১২,০০০</td></tr>
<tr><td>ষষ্ঠ</td><td>টাঃ ৫,০০,০০,০০০ এর উর্ধ্বে</td><td>টাঃ ৩০,০০০</td><td>টাঃ১৮,০০০</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

ক্রমিক নং	বিদ্যমান অবস্থা আমদানি নীতি আদেশ, ২০১২-২০১৫	আমদানি নীতি আদেশ, ২০১৫-২০১৮-তে অন্তর্ভুক্তির জন্য ডিসিসিআই এর সুপারিশমালা
৩	**তৃতীয় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৯ (২৬)ঃ** তিন বৎসরের অধিক সময়ের জন্য নবায়ন ফিস প্রদানে ব্যর্থ হইয়াছেন এইরূপ আমদানিকারক, রপ্তানিকারক ও ইনডেন্টরগণের নিবন্ধন সনদপত্র নবায়নের আবেদন গুণাগুনের ভিত্তিতে প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হইবে।	অনেক সময়ে আমদানিকারক এবং রপ্তানিকারক বিদেশে অবস্থানের কারণে ব্যবসা পরিবর্তন বা অন্যান্য অনেক কারণে তিন বৎসরের অধিক সময় নবায়ন ফিস প্রদানে ব্যর্থ হন। বিষয়টি প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি এর মর্জির উপর ছেড়ে দেয়া হলে তা ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের জন্য হয়রানির কারণ হতে পারে। এ ব্যাপারে যথোপযুক্ত প্রমাণসহ কাগজ পত্র উপস্থাপিত হলে সারচার্জ ছাড়াও নবায়নের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
৪	**চতুর্থ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১৪ (১)ঃ** পূনঃ রপ্তানির জন্য অস্থায়ী আমদানি ঃ- বিদেশী প্রস্তুতকারীগণের এজেন্ট এবং প্রতিনিধিগণ বাংলাদেশে প্রদর্শনের জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে অস্থায়ীভাবে তাহাদের প্রিন্সিপাল অথবা প্যারেন্ট কোম্পানীর যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম আমদানি করিতে পারিবেন, যথাঃ- (ক) আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম এক বৎসরের মধ্যে পুনঃ রপ্তানি করিতে হইবে; (খ) সময়মত পুনঃরপ্তানি করা হইবে মর্মে প্রত্যয়নপত্র এবং একটি ব্যাংক গ্যারান্টি অথবা আইনগত দলিল যাহা মাল খালাসের সময় আমদানিকারক কর্তৃক দাখিল করিতে হইবে।	আমদানি-রপ্তানি নীতিতে পুনঃরপ্তানি নীতি থাকলেও তার সুফল আমদানি-রপ্তানিকারকেরা ভোগ করতে পারছে না, দেশে বিভিন্ন সময় বাণিজ্য মেলার আয়োজন করা হয় কিন্তু বাণিজ্য মেলার জন্য আমদানিকৃত মালামাল যেমন মেশিনারী ইত্যাদি ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে আমদানিকারকদের বিশেষভাবে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সঠিক নীতিমালা না থাকার কারণে এ ক্ষেত্রে নানা রকম অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়। এ ব্যাপারে নীতিমালা যতটা সম্ভব সহজীকরণ করা দরকার তা না হলে এর সুযোগ নিয়ে দুর্নীতি বৃদ্ধি পেতে পারে।
৫	**চতুর্থ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১৪ (১৪)ঃ** ওয়ারেন্টি রিপ্লেসমেন্ট হিসাবে পণ্যাদি আমদানি এবং তদ্প্রেক্ষিতে ত্রুটিপূর্ণ মালামাল সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারীর নিকট ফেরৎ প্রদানের জন্য আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।	আমদানিকারক কর্তৃক আবেদনের সর্বোচ্চ কত দিনের মধ্যে আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ অনুমতি প্রদান করবে তা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা দরকার। এর ফলে আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনুমতি গ্রহণের প্রক্রিয়া আরো সহজ ও দ্রুত হবে।
৬	**চতুর্থ অধ্যায়ঃ** বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের (এসইজেড) সম্পর্কে কিছু উল্লেখ নেই।	**নতুন অনুচ্ছেদ ১৬ সংযোজন** **বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের (এসইজেড) জন্য আমদানি এবং উক্ত অঞ্চল হতে রপ্তানিঃ** যেহেতু সরকার সারা দেশে মোট ৫টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (এসইজেড) প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে, তাই এ অঞ্চলের জন্য আমদানি এবং এখান থেকে রপ্তানিকে এ আদেশের বাইরে রাখার জন্য নতুন এ অনুচ্ছেদ সংযোজন করা যেতে পারে।

ক্রমিক নং	বিদ্যমান অবস্থা আমদানি নীতি আদেশ, ২০১২-২০১৫	আমদানি নীতি আদেশ, ২০১৫-২০১৮-তে অন্তর্ভুক্তির জন্য ডিসিসিআই এর সুপারিশমালা
৭	**চতুর্থ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১৮ (৩)ঃ** **শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আটককৃত মালামাল খালাসঃ** প্রধান নিয়ন্ত্রক উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লেখিত কেসসমূহ আনুষাঙ্গিক সকল বিষয়াদি যথাযথ বিচার-বিবেচনা করিয়া নিয়ন্ত্রিত পণ্যের তালিকাভুক্ত পণ্য এবং অন্যান্য অনুচ্ছেদে যে সকল পণ্যের আমদানি নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে সেই সকল পণ্য ছাড় করার জন্য আইপি বা সিপি জারি ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে আমদানি নীতি আদেশের বিধান মোতাবেক **দ্রুত** নিষ্পত্তি করিবেন।	এখানে **দ্রুত** শব্দের পরিবর্তে সর্বোচ্চ কত দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হবে তা **সুনির্দিষ্টভাবে** উল্লেখ করা দরকার।
৮	**পঞ্চম অধ্যায়ঃ** অনুচ্ছেদ ২৪ (৩৯) এর ‘ক’ ধারা সংযুক্ত করে সংশোধনীতে শুধু “ফরমালিন” শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ফরমালিনের জেনেরিক বা রাসায়নিক নাম আছে যা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। তাছাড়া, ফরমালিন ব্যবহারের বিষয়েও কোন দিক্-নির্দেশনা দেয়া হয়নি।	ফরমালিনের জেনেরিক বা রাসায়নিক নাম উল্লেখ না থাকায় বর্তমানে ফরমালডিহাইড বা অন্য নামে ফরমালিন আমদানি করা হচ্ছে। তাই নতুন আমদানি নীতিতে ফরমালিনের জেনেরিক বা রাসায়নিক নাম উল্লেখ সহ বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে যে যে নামে ফরমালিন আমদানি হতে পারে সে সকল নাম এই ‘ক’ ধারায় সংযুক্ত করার সুপারিশ করছি। তাছাড়া, ফরমালিন ব্যবহারের বিষয়েও সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা থাকা প্রয়োজন।
৯	**ষষ্ট অধ্যায়ঃ** অনুচ্ছেদ ২৬ এর ২৮(ক)-তে উল্লেখিত ৪৩টি পণ্যের তালিকায় নিউজপ্রিন্ট এবং রাইটিং ও প্রিন্টিং পেপার অন্তর্ভূক্ত নেই।	উল্লেখিত ৪৩টি পণ্যের তালিকায় নিউজপ্রিন্ট এবং রাইটিং ও প্রিন্টিং পেপার অন্তর্ভূক্ত না থাকায় আমদানি করা এসব পণ্য বিএসটিআই এর পরীক্ষা ও গুণগতমানের ছাড়পত্র ছাড়াই সরাসরি বন্দর থেকে খালাস করা হয়। গুণগতমান পরীক্ষা ছাড়া এসকল পণ্য খালাস করার ফলে ভোক্তারা কাঙ্ক্ষিতমানের কাগজ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং দেশীয় কাগজ শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দেশীয় শিল্প ও ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আমদানি করা নিউজপ্রিন্ট এবং রাইটিং ও প্রিন্টিং পেপার কাস্টমস থেকে ছাড়করণের আগে বিএসটিআই থেকে পরীক্ষা ও গুণগতমানের ছাড়পত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক করার জন্য এই ৪৩টি পণ্যের তালিকায় ‘আমদানি করা নিউজপ্রিন্ট এবং রাইটিং ও প্রিন্টিং পেপার’-কে অন্তর্ভূক্ত করার প্রস্তাব করছি।
১০	**ষষ্ট অধ্যায়ঃ** অনুচ্ছেদ ২৬ এর ২৮(ক)-তে উল্লেখ করা আছে যে, আমদানিকৃত কমপেক্ট ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প (সিএফএল) বিএসটিআই এর পরীক্ষা এবং মান সনদ ব্যতীত বন্দর হতে পণ্য খালাস করতে পারবে না।	বাস্তবে দেখা যায় যে, আমদানিকৃত কমপেক্ট ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প (সিএফএল) এর গুনগতমান বিএসটিআই এর মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে পরীক্ষা ছাড়াই বন্দর হতে খালাস করা হয়। এতে করে নিম্ন-মানের সিএফএল দিয়ে বাজার ভরে গেছে। এসকল নিম্ন-মানের সিএফএলে বিষাক্ত পারদ থাকে যা জন-স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক। তাই নিম্ন-মানের সিএফএল এর ব্যবহার দূর করতে বিএসটিআই এর মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে পরীক্ষা ছাড়া যাতে বন্দর হতে সিএফএল খালাস করা না হয় তা নিশ্চিতকরণের সুপারিশ করা হলো।

ক্রমিক নং	বিদ্যমান অবস্থা আমদানি নীতি আদেশ, ২০১২-২০১৫	আমদানি নীতি আদেশ, ২০১৫-২০১৮-তে অন্তর্ভুক্তির জন্য ডিসিসিআই এর সুপারিশমালা
১১	**ষষ্ঠ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ২৬ (১) (খ)ঃ** প্রজ্জ্বলনীয় কঠিন পদার্থ, জারক পদার্থ, বিষাক্ত পদার্থঃ প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক এর পূর্বানুমতি ব্যতিত এইচ এস হেডিং নম্বর **২৫.০৩ ও ২৮.০২** এর বিপরীতে শ্রেণি বিন্যাসযোগ্য সালফার ----------------- আমদানি করার অনুমতি দেয়া হবে না।	এইচ এস কোড ২৮.০২ এবং এইচ এস কোড ২৫.০৩ এ দুটি শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সালফারের কোড নম্বরে কোনটি চূড়ান্ত পণ্য এবং কোনটি কাঁচামাল তা আমদানি নীতি আদেশে স্পষ্টীকরণ করা প্রয়োজন। বর্তমানে চূড়ান্ত পণ্য সালফার (এইচ এস কোড ২৮.০২) আমদানি করে শিল্পের কাঁচামাল (এইচ এস কোড ২৫.০৩) হিসেবে শুল্কায়িত হচ্ছে। এতে মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে আমদানি বন্ধ হবে।

৩. শিল্প নীতি-২০১০ সংশোধনের মাধ্যমে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ডিসিসিআই এর প্রস্তাবসমূহ

ক্রমিক নং	প্রস্তাব	বিদ্যমান অবস্থা	যুক্তি
১	শিল্প নীতিকে গেজেট আকারে প্রকাশ করে এর আইনগত অবস্থান দৃঢ় করা যেতে পারে।	বর্তমানে শিল্প নীতি গেজেট আকারে প্রকাশ করা নেই।	শিল্প নীতির পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য এ নীতিমালাকে আইনী সমর্থন দিয়ে গেজেট আকারে প্রকাশ করে এর আইনগত অবস্থান দৃঢ় করা যেতে পারে।
২	শিল্পনীতিতে অনেক প্রতিশ্রুতি রয়েছে যা বাস্তবায়নে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/সংস্থা/দপ্তর/এজেন্সি এর সাথে সমন্বয়ের প্রয়োজন। আর এজন্য একটি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে হবে।	বিদ্যমান শিল্পনীতির প্রতিশ্রুতিসমূহ বাস্তবায়নে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/সংস্থা/দপ্তর/এজেন্সি এর সাথে সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়।	এতে করে শিল্পনীতির প্রতিশ্রুতিসমূহের বাস্তবায়ন অনেকটা সহজ হবে।
৩	পরিবহন শিল্পের জন্য একটি পৃথক অধ্যায় থাকতে পারে যেখানে এখাত এর প্রতি বিশেষ করে রেল, সড়ক ও নৌ পরিবহনে বিরাজমান সমস্যার প্রতি বিশেষ নজর থাকবে। তাছাড়া নৌপথে কন্টেইনার পরিবহণ সুবিধার উপর গুরুত্ব দেয়া উচিত যাতে এটি শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি দক্ষ পরিবহন ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। নদীর পাশে কন্টেইনার সুবিধা যেমন Inland Container Port (ICP) গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা যেতে পারে। একই সাথে PPP মডেলে দক্ষ যোগাযোগ এবং যাতায়ত ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নেয়া দরকার। একই সাথে নৌ-পথে চলাচল নিরাপদ করার স্বার্থে নৌ-টহল গার্ড (Internal Riverine Guard) সৃষ্টি করে যাত্রীবাহী নৌযানের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।	বিদ্যমান শিল্প নীতিতে পরিবহন শিল্প নিয়ে পৃথক কোন অধ্যায় নেই।	এতে পরিবহন শিল্পের প্রভূত উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

ক্রমিক নং	প্রস্তাব	বিদ্যমান অবস্থা	যুক্তি
৪	বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে একটি পৃথক অধ্যায় থাকতে পারে যেখানে এনআরবি বিনিয়োগ কৌশল ও বিনিয়োগ খাত সম্পর্কে উল্লেখ থাকবে। এ ব্যাপারে দেশের চেম্বার সমূহের সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও দূতাবাস সমূহের যোগাযোগ রাখার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।	বিদ্যমান শিল্প নীতিতে এনআরবি বিনিয়োগ কৌশল ও বিনিয়োগ খাত সম্পর্কে পৃথক কোন অধ্যায় নেই।	এতে বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীরা বিনিয়োগে উৎসাহিত হবে।
৫	**অধ্যায় ৪** এ উল্লেখিত রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প সংস্কার এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রস্তাবগুলো আরো স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন (ধারা ৪.১ থেকে ৪.৬)। প্রাইভেটাইজেশন কমিশনকে আরো সক্রিয় করা দরকার। শিল্পনীতিতে প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের অধীনে বিরাষ্ট্রীয়করণ সম্পর্কিত সুস্পষ্ট কর্মসূচীর উল্লেখ থাকা বাঞ্চনীয়। বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেসরকারিকরণ কমিশনের সাথে দেশের চেম্বারসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন।	অধ্যায় ৪ এ উল্লেখিত রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প সংস্কার এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রস্তাবগুলো সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা নেই।	এতে করে প্রাইভেটাইজেশন কমিশনকে আরো সক্রিয় করা সম্ভব হবে।
৫	**অধ্যায় ৪** এ উল্লেখিত রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প সংস্কার এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রস্তাবগুলো আরো স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন (ধারা ৪.১ থেকে ৪.৬)। প্রাইভেটাইজেশন কমিশনকে আরো সক্রিয় করা দরকার। শিল্পনীতিতে প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের অধীনে বিরাষ্ট্রীয়করণ সম্পর্কিত সুস্পষ্ট কর্মসূচীর উল্লেখ থাকা বাঞ্চনীয়। বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেসরকারিকরণ কমিশনের সাথে দেশের চেম্বারসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন।	অধ্যায় ৪ এ উল্লেখিত রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প সংস্কার এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রস্তাবগুলো সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা নেই।	এতে করে প্রাইভেটাইজেশন কমিশনকে আরো সক্রিয় করা সম্ভব হবে।
৬	**ধারা ২.৩৮** শিল্প নীতিতে রুগ্ন শিল্পের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন।	**ধারা ২.৩৮** বিদ্যমান নীতিতে রুগ্ন শিল্পের কোন সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দেয়া নেই।	এতে রুগ্ন শিল্প সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া সম্ভব হবে।

ক্রমিক নং	প্রস্তাব	বিদ্যমান অবস্থা	যুক্তি
৭	**ধারা ২.৩৮ (সংশোধন)** কোন শিল্প যাতে রুগ্ন না হয় সে ব্যাপারে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা দরকার। এ লক্ষ্যে একটি **রুগ্ন শিল্প কমিশন** গঠন করা হবে। যে সকল শিল্প রাজনৈতিক সমস্যা, এনার্জি বা বিদ্যুৎ সংযোগের অভাবে রুগ্ন হয়ে পড়েছে সেগুলো পুনরায় চালুর ব্যবস্থা গ্রহণসহ তাদের ঋণ কোন ডাউন পেমেন্ট ছাড়া পুনঃতফশীলিকরণের সুযোগ দেয়া হবে। জবাবদিহিতাসহ বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনান্তে এ সকল শিল্প পুনরুদ্ধারে সরকারি এবং বেসরকারি বিনিয়োগ বিবেচনা করা যেতে পারে।	**ধারা ২.৩৮** রুগ্ন শিল্পের সমস্যা থেকে দেশকে পরিত্রাণ পেতে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হবে। এ লক্ষ্যে রুগ্ন শিল্প আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হবে। যে সব রুগ্ন শিল্প পূণরায় চালু করার সুযোগ বা সম্ভাবনা নেই, সেগুলো শনাক্ত করা হবে।	রুগ্ন শিল্প কমিশন গঠন করা পুনরায় উজ্জীবিত করা সম্ভব হবে।
৮	**ধারা ২.৩৯ (সংশোধন)** দেউলিয়াত্ব রোধকল্পে এবং কোন কারণে দুরবস্থায় পতিত শিল্প প্রতিষ্ঠান পুনর্বাসনের লক্ষ্যে অগ্রিম পদক্ষেপ গ্রহণে **জাতীয় বাজেটে বিশেষ বরাদ্দের মাধ্যমে** ব্যাংকিং খাতকে উৎসাহ প্রদান করা হবে। তবে দেউলিয়াত্বেও জবাবদিহিতা নিরুপণ স্বচ্ছ থাকতে হবে।	**ধারা ২.৩৯** দেউলিয়াত্ব রোধকল্পে এবং কোন কারণে দুরবস্থায় পতিত শিল্প প্রতিষ্ঠান পুনর্বাসনের লক্ষ্যে অগ্রিম পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যাংকিং খাতকে উৎসাহ প্রদান করা হবে।	দেউলিয়াত্ব রোধকল্পে এবং কোন কারণে দুরবস্থায় পতিত শিল্প প্রতিষ্ঠান পুনর্বাসনের লক্ষ্যে অগ্রিম পদক্ষেপ গ্রহণে জাতীয় বাজেটে বিশেষ বরাদ্দের মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতকে উৎসাহ প্রদান করা হলে তা ফলপ্রসূ হবে।
৯	**ধারা ২.৩৭ (সংশোধন)** দেশে ইকোট্যুরিজম শিল্পের প্রসারে গতি সৃষ্টি করতে সরকার **বাংলাদেশ পর্যটন নীতি অনুসরণ করে** পর্যটন কর্পোরেশনের মাধ্যমে বিশ্ব ইকোট্যুরিজম মার্কেটিং প্রসারের ক্ষেত্র তৈরি করবে। তাছাড়া, ইকোট্যুরিজম শিল্পের প্রসারে পিপিপি অনুসরণ অগ্রাধিকার পেতে পারে।	**ধারা ২.৩৭ (সংশোধন)** দেশে ইকোট্যুরিজম শিল্পের প্রসারে গতি সৃষ্টি করতে সরকার বাংলাদেশ পর্যটন কপোরেশনের মাধ্যমে বিশ্ব ইকোট্যুরিজম মার্কেটিং প্রসারের ক্ষেত্র তৈরি করবে।	ইকোট্যুরিজম শিল্পের প্রসারে বাংলাদেশ পর্যটন নীতি অনুসরণ করা দরকার।
১০	**ধারা ২.৪৫** বস্ত্রখাতের সরকারি মালিকানাধীন বস্ত্রকলগুলোর পরিচালনা পদ্ধতির মৌলিক সংস্কার কাজ **কোন কর্তৃপক্ষ করবে তা সুস্পষ্ট করে উল্লেখ করা যেতে পারে।** বস্ত্র কলগুলোর পরিচালনা পদ্ধতির সংস্কারে মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে শ্রমিকদের প্রাতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণ বিবেচনা করা যেতে পারে।	**ধারা ২.৪৫** বস্ত্রখাতের সরকারি মালিকানাধীন বস্ত্রকলগুলোর পরিচালনা পদ্ধতির মৌলিক সংস্কার করে বস্ত্রকলগুলো চালু রাখার ব্যবস্থা করা হবে। এই ক্ষেত্রে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে।	এতে অস্পষ্টতা হ্রাস পাবে।

ক্রমিক নং	প্রস্তাব	বিদ্যমান অবস্থা	যুক্তি
১১	**অধ্যায়-৩ ঃ সংজ্ঞা ও শ্রেণি বিন্যাসঃ** শিল্পনীতিতে ৯ (নয়) ধরনের শিল্পের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে কোন একটি মানদন্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকান্ড সেই ক্যাটাগরির অন্তর্ভূক্ত হলেও আর একটি ক্যাটাগরিতে উর্ধ্বতন ক্যাটাগরির সমপর্যায় ভূক্ত হলে তাকে উর্ধতন ক্যাটাগরির অন্তর্ভূক্ত করা হবে শিল্পনীতিতে এমন বিধান রাখা হয়েছে। *এ ধরনের সংজ্ঞা শিল্পের শ্রেণি বিন্যাসের ক্ষেত্রে ভুল বোঝা বুঝি সৃষ্টি করতে পারে। কাজেই এ সব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিল্পকে উচ্চতর শ্রেণিতে অন্তর্ভূক্ত না করে নিম্নতর শ্রেণিতে অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য করা যেতে পারে।* এ ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে সংশ্লিষ্ট শিল্পের অবদান বিবেচনায় ক্যাটাগরীভূক্ত করার বিধান করা যেতে পারে।	শিল্পনীতিতে ৯ (নয়) ধরনের শিল্পের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে, সেগুলো হলো ঃ বৃহৎ, মাঝারী, ক্ষুদ্র, মাইক্রো, কুটির, হাইটেক, সংরক্ষিত, অগ্রাধিকার এবং নিয়ন্ত্রিত শিল্প। প্রতিটি ক্ষেত্রে কোন একটি মানদন্ডের ভিত্তিতে একটি কর্মকান্ড সেই ক্যাটাগরির অন্তর্ভূক্ত হলেও আর একটি ক্যাটাগরিতে উর্ধ্বতন ক্যাটাগরির সমপর্যায় ভূক্ত হলে তাকে উর্ধ্বতন ক্যাটাগরির অন্তর্ভূক্ত করা হবে শিল্পনীতিতে এমন বিধান রাখা হয়েছে।	এতে অস্পষ্টতা দূর হবে।
১২	বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান, এসএমই ফাউন্ডেশন, এনবিআর এ সকল ক্ষেত্রে শিল্পের একই সংজ্ঞা ব্যবহার করা প্রয়োজন।	বর্তমানে বিভিন্নভাবে শিল্পের সংজ্ঞা ব্যবহৃত হচ্ছে।	শিল্পের একটি স্বতন্ত্র সংজ্ঞা থাকলে তার বিধান বাস্তবায়ন সহজ হবে।
১৩	**ধারা ২.৪১ (সংযোজন)** চালু সরকারি পাটকলগুলোর অতীতের অব্যবস্থাপনা দূরীভূত করে সংস্কার কার্যক্রম এর মাধ্যমে পুনরায় লাভজনক করার ***কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা*** হবে। দেশীয় এ শিল্পকে পরিবেশ-বান্ধব দেশজ উৎপাদনের প্রধানতম কাচামাল এবং বিশ্বে রপ্তানি বৃদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে পৃষ্ঠপোষকতা দিতে হবে।	**ধারা ২.৪১** চালু সরকারি পাটকলগুলোর অতীতের অব্যবস্থাপনা দূরীভূত করে সংস্কার কার্যক্রম এর মাধ্যমে পুনরায় লাভজনক করার প্রচেষ্টা নেয়া হবে।	চালু সরকারি পাটকলগুলোর অতীতের অব্যবস্থাপনা দূরীভূত করে সংস্কার কার্যক্রম এর মাধ্যমে পুনরায় লাভজনক করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে উদ্যোক্তারা উৎসাহিত হবেন।
১৪	**ধারা ৩.১০.৪** অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পসমূহের তালিকা রপ্তানি নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিৎ।	অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পসমূহের তালিকা পরিশিষ্ট-২ এ পরিবেশিত হয়েছে।	এতে আলাদা দুই নীতির সাথে সামঞ্জস্য থাকবে।
১৫	**ধারা ৩.১১.১** **নিয়ন্ত্রিত শিল্পঃ** অন্যান্য মন্ত্রণালয়/কমিশন হতে অনুমোদন/অনাপত্তিপত্র ইত্যাদি গ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা পরিহার করা উচিৎ এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া দ্রুত ও স্বচ্ছ হওয়া উচিত।	প্রাকৃতিক/খনিজ সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত কল্পে, দেশের স্বার্থে সেবামূলক/বিনোদনমূলক কিছু শিল্প স্থাপনের বিষয়ে সরকারের যথাযথ সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণকল্পে এবং জাতীয় নিরাপত্তা ও সংস্কৃতির প্রতি হুমকির কারণ হতে পারে বা অর্থনীতি	অযথা হয়রানি দূর করা গেলে বেসরকারি খাত দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণে আরো বেশি উৎসাহিত হবে।

ক্রমিক নং	প্রস্তাব	বিদ্যমান অবস্থা	যুক্তি
		ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন সকল শিল্প সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের/ কমিশনের (যেমনঃ সংস্কৃতি/ধর্ম মন্ত্রণালয়, বিটিআরসি ইত্যাদি) অনুমোদন/অনাপত্তি গ্রহণ সাপেক্ষে বেসরকারি খাতে স্থাপন করা যাবে।	
১৬	**অধ্যায় -৪ (সংযোজন)** .... এছাড়া ক্ষেত্র বিশেষে শেয়ার অফলোডের মাধ্যমে কোম্পানী আইন ১৯৯৪-এর আওতায় ***বা নতুন কোন কোম্পানী আইন প্রণিত হলে তার আওতায়*** অথবা অন্য কোন আইনী প্রক্রিয়ায় সরকারি ও দেশি-বিদেশি বেসরকারি অংশীদারিত্বে লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তরের বিষয়টিও সরকার বিবেচনা করবে।	**অধ্যায় -৪** **ধারা ৪.৩** রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্পে ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে এবং এই সব শিল্প খাতের প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রযুক্তি বা ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে চুক্তিভিত্তিক সহযোগিতা প্রদানে দেশি বা বিদেশি সহযোগী বা বিনিয়োগকারীকে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। এছাড়া ক্ষেত্র বিশেষে শেয়ার অফলোডের মাধ্যমে কোম্পানী আইন ১৯৯৪-এর আওতায় অথবা অন্য কোন আইনী প্রক্রিয়ায় সরকারি ও দেশি-বিদেশি বেসরকারি অংশীদারিত্বে লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তরের বিষয়টিও সরকার বিবেচনা করবে।	নতুন কোম্পানী আইন প্রণীত হচ্ছে যা এ নীতিতে অন্তর্ভূক্ত থাকা প্রয়োজন।
১৭	**ধারা ৫.১** পরিশিষ্ট-৫ এ প্রদর্শিত উন্নত ও অনগ্রসর এলাকার তালিকাটি পুনরায় বিবেচনা করা যেতে পারে। কারণ সময়ের সাথে সাথে পরিস্থিতি অনেক পরিবর্তন হয়েছে।	**ধারা ৫.১** দেশে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতির উপর শুল্ককর সুবিধার জন্য এলাকা বিভাজন তথা উন্নত ও অনগ্রসর এলাকার একটি তালিকা থাকবে (পরিশিষ্ট-৫) এবং সেই অনুযায়ী প্রণোদনা প্যাকেজ থাকবে।	পরিশিষ্ট-৫ এ প্রদর্শিত উন্নত ও অনগ্রসর এলাকার তালিকাটি পুনরায় বিবেচনা করা যেতে পারে। কারণ সময়ের সাথে সাথে পরিস্থিতি অনেক পরিবর্তন হয়েছে।
১৮	**ধারা ৫.২** জাতীয় সংসদে পাশ হওয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন-২০১০ অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দ্রুত অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার তাগিদ শিল্প নীতিতে থাকা দরকার।	৫.২ শিল্পায়নে সবচেয়ে পশ্চাৎপদ ও অনুন্নত দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলা সমূহে (বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী) শিল্প স্থাপনে ব্যাপক অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টিসহ প্রণোদনার ব্যবস্থা করা হবে। এসব এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করা হবে।	

ক্রমিক নং	প্রস্তাব	বিদ্যমান অবস্থা	যুক্তি
১৯	**ধারা ৫.৪ (২)** যেহেতু এ উপ-ধারাটি প্রতি বছর জাতীয় বাজেটে প্রকাশিত অর্থ বিল এর সাথে সরারসরি সম্পৃক্ত, তাই এক্ষেত্রে ***"প্রতি বছর জাতীয় বাজেটে প্রকাশিত অর্থ বিল অনুযায়ী পরিবর্তন হতে পারে"*** মর্মে সংশোধন করা দরকার	**ধারা ৫.৪ (২)** (২) এলাকা ভেদে বিদ্যমান কর অবকাশ সুবিধা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অব্যাহত রাখার উদ্যোগ নেয়া হবে; ৩০/০৬/২০১১ সালের মধ্যে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাবে এরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ কর অবকাশ সুবিধা রয়েছে ঃ (ক) তিন পার্বত্য জেলা ব্যতীত ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রথম দু'বছর আয়ের ১০০% ভাগ, পরবর্তী দু'বছর ৫০% ও শেষ (৫ম) বছর ২৫% ভাগ কর অবকাশ। (খ) রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল ও রংপুর বিভাগ এবং তিন পার্বত্য জেলায় স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ৭ (সাত) বছর মেয়াদী কর অবকাশের মধ্যে প্রথম তিন বছর কর অবকাশের হার ১০০%, পরবর্তী ৩ বছর ৫০% ও শেষ বছরে (৭ম বছর) ২৫%।	
২০	**ধারা ৫.৬ (সংশোধন)** স্থানীয় ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদার দিকটি মাথায় রেখে সরকার ***(৫)*** ধাপ বিশিষ্ট আমদানি শুল্ক কাঠামোর ব্যবস্থা করেছে।	স্থানীয় ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদার দিকটি মাথায় রেখে সরকার ৪ ধাপ বিশিষ্ট আমদানি শুল্ক কাঠামোর ব্যবস্থা করেছে। ভবিষ্যতেও শুল্ক কর কাঠামো প্রণয়নকালে সরকার এই দিকটি বিবেচনায় রেখে বিশেষ শুল্ক সুবিধা প্রদানের বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।	বর্তমানে ***৫*** ধাপ বিশিষ্ট আমদানি শুল্ক কাঠামো বিদ্যমান আছে, তাই এখানে সংশোধন প্রয়োজন।
২০	**ধারা ৫.৬ (সংশোধন)** স্থানীয় ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদার দিকটি মাথায় রেখে সরকার ***(৫)*** ধাপ বিশিষ্ট আমদানি শুল্ক কাঠামোর ব্যবস্থা করেছে।	স্থানীয় ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদার দিকটি মাথায় রেখে সরকার ৪ ধাপ বিশিষ্ট আমদানি শুল্ক কাঠামোর ব্যবস্থা করেছে। ভবিষ্যতেও শুল্ক কর কাঠামো প্রণয়নকালে সরকার এই দিকটি বিবেচনায় রেখে বিশেষ শুল্ক সুবিধা প্রদানের বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।	বর্তমানে ***৫*** ধাপ বিশিষ্ট আমদানি শুল্ক কাঠামো বিদ্যমান আছে, তাই এখানে সংশোধন প্রয়োজন।

ক্রমিক নং	প্রস্তাব	বিদ্যমান অবস্থা	যুক্তি
২১	**ধারা ৫.৭** স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত দ্রব্যাদির আমদানির উপর শুল্ক ও কর এবং আমদানিকৃত কাঁচামালের উপর আরোপিত শুল্ক ও করের বৈষম্য এমনভাবে নির্ধারণ করা যেতে পারে যাতে তা স্থানীয় শিল্প সহায়ক হয়।	**ধারা ৫.৭** স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত দ্রব্যাদি আমদানির উপর আরোপিত শুল্ক ও কর হার এসব দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত আমদানিকৃত কাঁচামালের উপর আরোপিত শুল্ক ও কর হার থেকে বেশি হবে।	স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত দ্রব্যাদির আমদানির উপর শুল্ক ও কর এবং আমদানিকৃত কাঁচামালের উপর আরোপিত শুল্ক ও করের বৈষম্য এমনভাবে নির্ধারণ করা দরকার যাতে তা স্থানীয় শিল্প সহায়ক হয়।
২২	**ধারা ৫.৭ (গ)** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত ইন্টারনেট সার্ভিস ***আইসিটি নীতি অনুযায়ী সকল প্রকার শুল্ক ও কর হতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হবে;*** এ বিষয়টি উল্লেখ থাকা দরকার।	**ধারা ৫.৭ (গ)** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত ইন্টারনেট সার্ভিস-এর ক্ষেত্রে প্রণোদনা হিসেবে শুল্ক রেয়াতি সুবিধা ব্যবস্থা নেয়া হবে;	এতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ আইসিটি সম্পর্কে আধুনিক শিক্ষা প্রদানে উৎসাহিত হবে এবং সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ তৈরির কাজও বেগবান হবে।
২৩	**ধারা ৫.৭ (ঘ)** ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য বিদ্যমান প্ল্যান্ট, মেশিনারিজ ও ইকুইপমেন্ট এর উপর কর অব্যাহতি এবং বিনিয়োগকৃত মূলধনের সীমাঃ *এ বিষয় শিল্পনীতিতে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না করে জাতীয় বাজেটে ঘোষিত এবং পরবর্তীতে অর্থ বিল-এ অন্তর্ভূক্ত বিধান অনুযায়ী এ সব সুবিধা প্রাপ্য হবে শিল্পনীতিতে এভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। কারণ এ সুবিধাগুলো প্রতি বছরই কিছু না কিছু পরিবর্তিত হয়।*	**ধারা ৫.৭ (ঘ)** ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য বিদ্যমান কর অব্যাহতির সুবিধা অব্যাহত থাকবে। কুটির শিল্পের সুবিধা গ্রহণের জন্য প্ল্যান্ট, মেশিনারিজ ও ইকুইপমেন্টে বিনিয়োগকৃত বর্তমান মূলধন পনের লক্ষ টাকা থেকে ৬৭ শতাংশ বৃদ্ধি করে অনধিক পঁচিশ লক্ষ টাকায় সম্প্রসারণ করা হবে। একই সাথে কুটির শিল্পের সুবিধা ভোগী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অপর কোন মুসক নিবন্ধিত স্থানীয় উৎপাদকের ব্র্যান্ড পণ্য সাব-কন্ট্রাক্টিং এর মাধ্যমে উৎপাদন বারিত করা সংক্রান্ত বিদ্যমান শর্ত বিলুপ্ত হবে। উপরন্তু, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের কাঙ্ক্ষিত বিকাশ নিশ্চিত করতে মুসকের বার্ষিক টার্নওভারের সীমা ৪০ লক্ষ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৬০ লক্ষ টাকায় সম্প্রসারণ করা হবে;	যেহেতু প্রতি বছরই এ সুবিধাগুলো কিছু না কিছু পরিবর্তিত হয় তাই এভাবে সংশোধন করা যেতে পারে।
২৪	**ধারা ৫.১০** প্রাথমিক সাধারণ শেয়ারের ক্ষেত্রে অনাবাসী বাংলাদেশিদের জন্য সংরক্ষিত অংশ বর্তমানের ১০% থেকে বৃদ্ধি করে ১৫% করা যেতে পারে।	**ধারা ৫.১০** অনাবাসীরা বাংলাদেশি কোম্পানিগুলোর নতুন ছাড়কৃত শেয়ার/ডিবেঞ্চার ক্রয় করতে পারবে। প্রাথমিক সাধারণ শেয়ারের ক্ষেত্রে অনাবাসী বাংলাদেশিদের জন্য ১০% শেয়ার সংরক্ষিত থাকবে।	এতে অনাবাসীরা বাংলাদেশি কোম্পানিগুলো এদেশে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগে এগিয়ে আসবে।

ক্রমিক নং	প্রস্তাব	বিদ্যমান অবস্থা	যুক্তি
২৫	**ধারা ৫.১৫ (সংশোধন)** ২০১২ সালের জুন পর্যন্ত যে সব বেসরকারি বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ ***উৎপাদনকারী*** প্রতিষ্ঠান উৎপাদন শুরু করবে যেহেতু ২০১২ সাল শেষ হয়ে গেছে সেহেতু এখানে সংশোধন দরকার।	২০১২ সালের জুন পর্যন্ত যে সব বেসরকারি বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রতিষ্ঠান উৎপাদন শুরু করবে সে সব বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানিগুলোর আয়ের উপর থেকে উৎপাদনের দিন হতে ১৫ বছর পর্যন্ত কর অব্যাহতির সুযোগ থাকবে;	যেহেতু ২০১২ সাল শেষ হয়ে গেছে সেহেতু এখানে সংশোধন দরকার।
২৬	**ধারা ৫.১৬ (সংশোধন)** এ ব্যাপারে শিল্প নীতিতে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না করে জাতীয় বাজেট এবং অর্থ বিল অনুযায়ী সুবিধা প্রদত্ত হবে মর্মে সংশোধন করা যেতে পারে।	**ধারা ৫.১৬** স্টক এক্সচেঞ্জে নিবন্ধীকৃত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত মূলধন লাভের উপর থেকে বিশেষ ক্ষেত্রে কর অব্যাহতি।	যেহেতু এ সুবিধা জাতীয় বাজেটের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয় তাই এভাবে সংশোধন করা যেতে পারে।
২৭	**ধারা ৫.২১ (সংযোজন)** নারী উদ্যোক্তাদের জন্য প্রস্তাবিত উদ্যোগের সম্ভাব্যতা যাচাই করে বিদ্যমান ইপিজেড ***এবং প্রস্তাবিত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল-এ চাহিদা মূল্যায়ণপূর্বক কোটা সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হবে তবে এগুলো অব্যবহৃত থেকে গেলে নির্দিষ্ট সময়ের পর যে কোন উদ্যাক্তা ব্যবহার করতে পারবে এমন ব্যবস্থা করা যেতে পারে।***	**ধারা ৫.২১** নারী উদ্যোক্তাদের জন্য প্রস্তাবিত উদ্যোগের সম্ভাব্যতা যাচাই করে বিদ্যমান ইপিজেড-এ চাহিদা মূল্যায়ণপূর্বক কোটা সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হবে।	যে সকল বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সেখানেও নারী উদ্যোক্তাদের জন্য এ উদ্যোগ থাকা দরকার।
২৮	**ধারা ৬.১ (সংযোজন)** গ্রামবাংলার ঐতিহ্যের ধারক বিসিক কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখাসহ এর সার্বিক কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী করা হবে এবং মাইক্রো শিল্পের ক্রম বিকাশকে ত্বরান্বিত করা হবে ***এবং বেসরকারি খাতকে এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করা হবে।*** এক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও টেকনোলজি প্রসারে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে।	উক্ত পৃথক নীতি কৌশলে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠান বিষয়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতির বিস্তারিত উল্লেখ থাকবে। গ্রামবাংলার ঐতিহ্যের ধারক বিসিক কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখাসহ এর সার্বিক কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী করা হবে এবং মাইক্রো শিল্পের ক্রম বিকাশকে ত্বরান্বিত করা হবে। এক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও টেকনোলজি প্রসারে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে।	এতে বেসরকারি খাতে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে।
২৯	**ধারা ৬.৩ (১২) (সংযোজন)** (গ) রপ্তানি ***পণ্য ও রপ্তানি বাজার*** বহুমুখীকরণ।	**ধারা ৬.৩ (১২)** (গ) রপ্তানি বহুমুখীকরণ।	রপ্তানি বহুমুখীকরণ বলতে রপ্তানি পণ্য ও রপ্তানি বাজার উভয়কেই বুঝায় তাই এটা সংযোজন করা যেতে পারে।

ক্রমিক নং	প্রস্তাব	বিদ্যমান অবস্থা	যুক্তি
৩০	**অধ্যায় ৭** এখানে জাতীয় সংসদে পাশ হওয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন-২০১০ এর রেফারেন্স দেওয়া যেতে পারে।	বিদ্যমান নীতিতে অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন-২০১০ সম্পর্কে কিছু অন্তর্ভূক্ত হয়নি।	নতুন পাশকৃত আইন সম্পর্কে শিল্প নীতিতে উল্লেখ থাকা দরকার।
৩১	**ধারা ৭.৬** ইতিমধ্যে যেহেতু অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন-২০১০ পাশ হয়ে গেছে তাই এ ধারার প্রথম বাক্যটি বাদ দেয়া যেতে পারে।	**ধারা ৭.৬** *অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সরকার একটি বিশেষ আইন তৈরি করবে।* অর্থনৈতিক অঞ্চলে সকল ধরনের প্রক্রিয়াকরণ এলাকার সংমিশ্রণ থাকবে যেমন বিভিন্ন ধরণের প্রণোদনা	
৩২	**ধারা ৮.২ (সংশোধন)** বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধন) ২০১৩ অনুযায়ী মজুরী বোর্ড এর মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য সেক্টরভিত্তিক ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ করার ব্যাপারে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।	**ধারা ৮.২** শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ শ্রম আইন আইন ২০০৬-এর আওতায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য সেক্টর ভিত্তিক ন্যূনতম মজুরী বোর্ড গঠন করা হবে। তা হলে একদিকে শ্রমিকদের উন্নত জীবনমান নিশ্চিত হবে, অন্যদিকে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।	এতে করে একদিকে শ্রমিকদের উন্নত জীবনমান নিশ্চিত হবে, অন্যদিকে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।
৩৩	**ধারা ১০.৩ (ঘ)** প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকের (deemed exporters) সংজ্ঞা অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। (ঘ) এ অনুচ্ছেদটিতে উল্লেখিত সাল সংশোধন করা যেতে পারে।	(গ) পশ্চাৎ সংযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পসহ অন্যান্য স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহারকারী রপ্তানিমুখী শিল্পকে পূর্বনির্ধারিত হারে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে। রপ্তানিমুখী শিল্পে স্থানীয় প্রচ্ছন্ন রপ্তানীকারকগণকে (deemed exporters) অনুরূপ সুবিধা প্রদান করা হবে। (ঘ) আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর বিধান মোতাবেক কর অবকাশ সুবিধা অথবা অন্য কোন প্রকার কর রেয়াত সুবিধা ভোগ করছে না এবং বাংলাদেশে নিবন্ধিত নয় এরূপ কোম্পানী ব্যতীত অন্যান্য করদাতার ক্ষেত্রে রপ্তানি হতে প্রাপ্ত আয়ের ৫০ ভাগ করমুক্ত। এছাড়া একই অধ্যাদেশের বিধানমতে হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানি হতে জুলাই ১, ২০০৮ থেকে জুন ৩০, ২০১১ এর মধ্যে প্রাপ্ত আয় করমুক্ত।	

ক্রমিক নং	প্রস্তাব	বিদ্যমান অবস্থা	যুক্তি
৩৪	**ধারা ১০.৬ (১)** নীতি থেকে বাদ দেয়া যেতে পারে।	প্রস্তাবিত পণ্য নিউ পার্টনারশীপ ফর ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্ট ২০০৭ এর আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশ সুবিধা পেতে পারে এমন পণ্যের তালিকায় দেশের প্রধান রপ্তানি পণ্যসমূহকে অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দর কষাকষি করা হবে। এ এ্যাক্টের সাথে কমপ্লাই করার লক্ষ্যে ব্যক্তিখাতকে তাদের রপ্তানি ভিত্তি বহুমূখী করার জন্য উৎসাহিত করা হবে এবং কারখানা পর্যায়ে কাজের আদর্শমান বা মানদণ্ড প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।	
৩৫	ইপিজেড/এসইজেড এর জন্য নীতিতে একটি পৃথক অধ্যায় সংযুক্ত হতে পারে।	বিদ্যমান নীতিতে ইপিজেড/এসইজেড এর জন্য আলাদাভাবে কিছু বলা নেই।	
৩৬	**ধারা ১১.৫** এখানে নির্দিষ্টভাবে পরিমান উল্লেখ না করে ***“সরকার কর্তৃক ঘোষিত বিভিন্ন আর্থিক ও অনার্থিক প্রণোদনা যাচাই বাছাই করে প্রয়োজনে সংশোধন ও সংযোজন করা হবে”*** মর্মে উল্লেখ থাকতে পারে।	কোন বিদেশি বিনিয়োগকারী ৫ লক্ষ মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করলে বা ১০ লক্ষ মার্কিন ডলার কোন স্বীকৃত আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ট্রান্সফার করলে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য বিবেচিত হবে। বিদেশি বিনিয়োগকারীকে স্থায়ী রেসিডেন্টশীপ দেয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনে ন্যূনতম ৭৫,০০০ মার্কিন ডলার বিনিয়োগ-এর যে শর্ত রয়েছে, তা বাড়িয়ে ন্যূনতম ১০০,০০০ মার্কিন ডলার করা হবে।	
৩৭	**ধারা ১১.৯ (সংযোজন)** বিদেশী দক্ষ কর্মী নিয়োগের বিষয়ে বিনিয়োগ বোর্ড, **বেজা** এবং বেপজা যৌথভাবে নীতিমালা/ নির্দেশিকা প্রণয়ন করবে। এছাড়া বাংলাদেশে কোন ভারী শিল্পে কিংবা দীর্ঘ মেয়াদে কোন শিল্পে/ব্যবসায়ে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) মিলিয়ন (পঞ্চাশ লাখ) মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছেন এরূপ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ অব্যাহত আছে মর্মে বিনিয়োগ বোর্ড, **বেজা** / বেপজা কর্তৃক প্রত্যয়ন সাপেক্ষে বিদেশি বিনিয়োগকারী বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদেয় “No Visa Required (NVR)” সুবিধা পাবেন।	**ধারা ১১.৯** বিদেশী দক্ষ কর্মী নিয়োগের বিষয়ে বিনিয়োগ বোর্ড এবং বেপজা যৌথভাবে নীতিমালা/নির্দেশিকা প্রণয়ন করবে। এছাড়া বাংলাদেশে কোন ভারী শিল্পে কিংবা দীর্ঘ মেয়াদে কোন শিল্পে/ব্যবসায়ে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) মিলিয়ন (পঞ্চাশ লাখ) মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছেন এরূপ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ অব্যাহত আছে মর্মে বিনিয়োগ বোর্ড/বেপজা কর্তৃক প্রত্যয়ন সাপেক্ষে বিদেশি বিনিয়োগকারী বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদেয় “No Visa Required (NVR)” সুবিধা পাবেন।	যেহেতু অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন-২০১০ অনুযায়ী বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) গঠিত হয়েছে তাই নতুন নীতিতে এ বিষয়ে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

ক্রমিক নং	প্রস্তাব	বিদ্যমান অবস্থা	যুক্তি
৩৮	**ধারা ১১.১৩** এখানে ...... বিনিয়োগ বোর্ড, বেপজা (BEPZA), ***বেজা (Bangladesh Economic Zones Authority-BEZA)*** এবং ইপিবি (EPB) একযোগে কাজ করে যাবে মর্মে উল্লেখ থাকা দরকার।	প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বিনিয়োগ বোর্ড ব্যক্তিখাত, বাংলাদেশ দূতাবাস বা মিশনসমূহ ও অন্যান্য সরকারি এজেন্সীর সাথে একযোগে কাজ করবে। বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ প্রসারের জন্য বিনিয়োগ বোর্ড, বেপজা (BEPZA) এবং ইপিবি (EPB) এক যোগে কাজ করে যাবে।	যেহেতু অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন-২০১০ অনুযায়ী বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) গঠিত হয়েছে তাই নতুন নীতিতে এ বিষয়ে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
৩৯	**অধ্যায়-১৩, ধারা ১৩.৫ (সংশোধন)** পরিবেশসম্মত ম্যানুফ্যাকচারিং প্রক্রিয়া অনুসরণ, ম্যানুফ্যাকচারিং বর্জ্য ও ক্ষতিকর পদার্থ অপসারণের বিষয়ে ***বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধন) ২০১৩*** এর সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী ও আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত মানদণ্ড মেনে .... হবে।	পরিবেশসম্মত ম্যানুফ্যাকচারিং প্রক্রিয়া অনুসরণ, ম্যানুফ্যাকচারিং বর্জ্য ও ক্ষতিকর পদার্থ অপসারণের বিষয়ে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী ও আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত মানদণ্ড মেনে চলা, জমি ও পানি সম্পদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রচেষ্টা নেয়া, পরিবেশকে সবুজায়ন করা ইত্যাদি বিষয়ে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও অন্যান্য বৃহৎ আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কর ও শুল্ক রেয়াত ইতিবাচক আকারে প্রণোদনা প্রদান করা হবে।	সংশোধিত বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০১৩ সম্পর্কে নতুন নীতিতে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
	অধ্যায়-১৩, ধারা ১৩.৭ এখানে উল্লেখিত প্যাকেজ প্রণোদনার একটি তালিকা অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।	উন্নত দেশগুলো থেকে উন্নয়নশীল দেশে জলবায়ু-বান্ধব প্রযুক্তির হস্তান্তর নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যেসব কোম্পানি পরিবেশ-বান্ধব প্রকল্পে বিশেষ করে সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্বে প্রতিষ্ঠিতব্য বড় আকারের প্রকল্পে বিনিয়োগ করবে সেসব কোম্পানিকে প্যাকেজ আকারে প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।	এতে বিনিয়োগকারীগণ উৎসাহিত হবেন।
৪০	**অধ্যায়-১৪, ধারা ১৪.৮ (নতুন ধারা সংযোজন)** বাংলাদেশ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (টিভিইটি)-তে শিল্প খাতের অবদান সহজীকরনের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে ইন্ডাস্ট্রিজ স্কিলস কাউন্সিল (আইএসসি) এর কার্যকর ভূমিকাকে গুরুত্বারোপ করা হবে। শিল্প খাতে কি ধরনের দক্ষতা বেশি দরকার সে ব্যাপারে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (এনএসডিসি)-কে উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে আইএসসি সহায়তা করতে পারে। তাছাড়া, শিল্প খাতে দক্ষতার গ্রহণযোগ্য মান নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে।		এতে করে শিল্প খাতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা উন্নয়ন নিশ্চিত করার পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক অবদান রাখতে ভূমিকা রাখবে।

ক্রমিক নং	প্রস্তাব	বিদ্যমান অবস্থা	যুক্তি
৪১	**অধ্যায়-১৫, ধারা ১৫.২ (চ)** এখানে বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট দিক্-নির্দেশনা অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।	শিল্প ক্ষেত্রে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে নিয়োজিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীন সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহ ঃ যেমন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনিকাল এসিস্টেন্স সেন্টার (বিটাক), ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (স্কিটি), ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন-এর ন্যাশনাল হোটেল এন্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এনএইচটিটিআই), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন নিট্রেড, বস্ত্র দপ্তরের অধীন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়/ টেক্সটাইল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট/ টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন ট্রেনিং ইনস্টিটিউটসমূহ, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড ও বাংলাদেশ রেশম বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন অন্যান্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করা হবে।	এতে বেসরকারি খাত শিল্প খাতের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানে উৎসাহিত হবে।
৪২	**অধ্যায়-১৬, ধারা ১৬.৩.১** জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ (এনসিআইডি) এর সভা প্রতি ছয় মাসে একবার অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ আছে যা বাস্তবায়ন করা খুবই জরুরী। এজন্য এ পরিষদের সভার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য গুরুত্বারোপ করা যেতে পারে।	প্রতি ছয় মাসে পরিষদ একবার সভায় মিলিত হবে। .... সুনির্দিষ্ট উপখাত বিষয়ক আলোচনা হবে তখন উপখাতের প্রতিনিধি-কে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।	পরিষদের সভার ধারাবাহিকতা না থাকলে এর মাধ্যমে শিল্প খাতের উন্নয়নের যে সম্ভাবনা রয়েছে তা বাধাগ্রস্থ হতে পারে।
	ধারা ১৬.৪ (স্পষ্টীকরণ) **(২২)** এখানে বিভাগ প্রধান, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন; ***এবং*** এফবিসিসিআই, বিডব্লিউসিসিআই, এমসিসিআই, ডিসিসিআই, বিসিআই, এফআইসিসিআই এবং সিসিসিআই এর সভাপতিবৃন্দ।	বিভাগ প্রধান, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, এফবিসিসিআই, বিডব্লিউসিসিআই, এমসিসিআই, ডিসিসিআই, বিসিআই, এফআইসিসিআই এবং সিসিসিআই এর সভাপতিবৃন্দ	এতে উপ-ধারাটিতে স্পষ্টতা বৃদ্ধি পাবে।
	ধারা ১৬.৫ বিভিন্ন সরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব/ অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে গঠিত সমন্বয় কমিটির সদস্য হিসেবে সভাপতি, ডিসিসিআই-কে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।	বিদ্যমান নীতিতে এ কমিটিতে সভাপতি, ডিসিসিআই-কে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি।	যেহেতু ডিসিসিআই দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের প্রতিনিধিত্বকারী সর্ববৃহৎ ব্যবসায় সংগঠন তাই এ কমিটিতে ডিসিসিআই-এর অন্তর্ভূক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৪. ইস্তাম্বুল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর প্রস্তাব/সুপারিশ সমূহঃ

ইস্তাম্বুল কর্মপরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে ২০২০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) শ্রেণি হতে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) মনে করে নিম্নলিখিত দিকগুলোর উপর মাইক্রো ও ম্যাক্রো লেভেলে গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজনঃ

১. রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ ও পণ্যের বহুমুখীকরণঃ

বর্তমানে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, ভারত, পাকিস্থান, শ্রীলংকা, চীন, জাপান সহ দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার প্রায় সব দেশের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে। এ বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনা এবং আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চাকা সচল রাখার জন্য রপ্তানি আয় বাড়াতে হবে। এ খাতের উন্নয়নে নিম্নে বর্ণিত কার্য সম্পাদন করা যেতে পারে-

- নতুন নতুন রপ্তানিযোগ্য দ্রব্য উদ্ভাবন করার সুযোগ-সুবিধা গড়ে তোলা।
- পণ্যের বহুমুখীকরণ।
- রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা।
- বন্দর অবকাঠামো এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- সময় উপযোগী রোডম্যাপ প্রণয়ন ও যথাযথভাবে তা অনুসরণ নিশ্চিত করা।
- পণ্যভিত্তিক সম্ভাবনাময়ী নতুন বাজার চিহ্নিতকরণ।
- উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- কারখানার আধুনিকায়ন।
- কৃষিপণ্যের প্রসেসিং প্লান্ট স্থাপন করা।
- শ্রম অধিকার এবং পোশাক খাতের কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা।
- ব্যাংকিং সিস্টেম ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করা।
- ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সম্প্রসারণ।
- বন্দর সমস্যার সমাধান করা।
- বিশ্ববাজারে শুল্ক ও কোটামুক্ত বাণিজ্য সুবিধা পাওয়া।
- ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ বাধা দূরীকরণ।
- সম্ভাবনাময় দেশগুলোতে বাণিজ্যিক উইং খোলা।
- বিদেশে বাণিজ্যিক প্রতিনিধি দল প্রেরণ ও দেশে আনার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- বিভিন্ন দেশে এককভাবে দেশীয় বাণিজ্য মেলার আয়োজন করা।
- দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারকেও সম্প্রসারিত করতে হবে।
- রপ্তানি ভর্তুকি বা নগদ সহায়তা প্রদানের সময়সীমা বর্ধিতকরণ।

২. বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলঃ

বিভিন্ন খাতের অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা এবং সেগুলির উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্পায়নের দ্রুত প্রসার ঘটিয়ে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা সম্ভব। এ খাতের উন্নয়নে নিম্নে বর্ণিত কার্য সম্পাদন করা যেতে পারে-

- বিসিক শিল্প এলাকার যথাযথ বিনিয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্লট বরাদ্দসহ উৎপাদন পর্যায় পর্যন্ত জবাবদিহিতা আনয়নের স্বার্থে মনিটরিং ব্যবস্থা দৃশ্যমান করার পদক্ষেপ গ্রহণ।
- বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা ও শিল্পাঞ্চল স্থাপনের প্রকল্পগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ তৈরির জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা।
- চা শিল্পের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণের ব্যবস্থা।
- বিসিক এলাকায় বরাদ্দ দেয়া জায়গায় ইন্ডাস্ট্রি না করলে তার বরাদ্দ বাতিল করে নতুন উদ্যোক্তাদের বরাদ্দ দেয়া।

- শিল্পায়নের সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহারে সহায়তা ও উৎসাহদান করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সে সঙ্গে স্বল্পোন্নত এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণ এবং রাজস্ব ও আর্থিক সহায়তা প্রদানে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া।
- চামড়া শিল্পসহ ইন্ডাস্ট্রি স্থাপনে সিইটিপি স্থাপন বাধ্যতামূলককরণ এবং এ বিষয়ে কঠোর আইনের প্রয়োগ।
- উদ্যোক্তারা শিল্প-কারখানায় পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ ও গ্যাস পাচ্ছে না বিধায় উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে এবং বিনিয়োগ বাড়াতে পারছেন না। এমতাবস্থায়, জ্বালানি সমস্যা কাটিয়ে উঠতে হবে।
- শিল্পাঞ্চলের জন্য জায়গা বরাদ্দ দেয়া।
- পাট শিল্পের বন্ধ মিলের জায়গাগুলো অন্য শিল্প মিল স্থাপনের জন্য বরাদ্দ দেয়া।
- বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য কাজ করা।
- গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কগুলোতে লেনের সংখ্যা উন্নীত করা।
- পরিবেশের ছাড়পত্র নিতে ব্যবসায়ীদের হয়রানি বন্ধ করা।
- ঋণের সুদহার কমানো।
- অবহেলিত খাতগুলোতে নতুন বিনিয়োগ।
- অপরিকল্পিত উন্নয়ন বন্ধ করে পরিকল্পনার মাধ্যমে শিল্পোন্নয়ন।
- দেশের ইমেজ বাড়াতে গুণগত পণ্যের মাধ্যমে ব্র্যান্ডিং, উল্লেখযোগ্য এক্সপোর্ট খাতগুলোতে উৎপাদন কিভাবে বাড়ানো যায় তার পরিকল্পনা প্রণয়ন।

৩. বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে কার্যকর ব্যবস্থাপনা গ্রহণঃ

উন্নত রাষ্ট্রগুলোর জিডিপির একটি বড় অংশ আসে শিল্প খাত হতে। অন্যদিকে আমাদের জিডিপির সিংহভাগ আসে কৃষি খাত হতে। বিভিন্ন কারণে আশানুরূপ বিদেশী বিনিয়োগ না হওয়ায় শিল্পের বিস্তার ঘটছে না। শিল্পের বিস্তার দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও রপ্তানি বৃদ্ধি করে থাকে। তাই শিল্প বিস্তারের উদ্দেশ্যে আমাদের দেশে বিদেশী বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা আরো বাড়াতে হবে। এ খাতের উন্নয়নে নিম্নে বর্ণিত কার্য সম্পাদন করা যেতে পারে-

- বৈশ্বিক বিনিয়োগের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কৌশল পর্যালোচনা এবং বিশ্বের উদীয়মান বাজার অর্থনীতির বিশ্লেষণ এবং কৌশল প্রণয়ন।
- আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক জটিলতা দূরীকরণ।
- শিল্প ও প্রসবাখাতে বিদেশি বিনিয়োগের আইন-কানুন ও অবস্থা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য সংরক্ষণ।
- কেন্দ্রীয়ভাবে সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন ও বিধি-বিধান বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য ইংরেজিতে রূপান্তর করা।
- ওয়ান স্টপ সার্ভিসের ব্যবস্থা করা।
- জমির ধরণ ও মালিকানা নির্ণয়ে জটিলতা দূরীকরণ।
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) অনুমোদন পেতে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর জটিলতা দূরীকরণ।
- স্থানীয় বাজারে পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে রাজস্ব বোর্ডে 'বিক্রয় মূল্য'র নিবন্ধন সংক্রান্ত জটিলতা দূরীকরণ।
- চলতি মূলধন জোগাতে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জনিত সমস্যা দূরীকরণের উপায় খুঁজে বের করা।
- বৈদেশিক মুদ্রায় অ-বাণিজ্যিক রেমিট্যান্স পাঠানোর ক্ষেত্রে বাধা দূরীকরণ।
- বন্ডেড ওয়্যারহাউস ব্যবস্থায় স্থানীয় বাজারে পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- স্থানীয় জনবল নিয়োগের বাধ্যবাধকতা না রাখা।

৪. বন্দর ব্যবস্থাপনাঃ

উন্নত অবকাঠামো অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে তা থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা অর্জন করতে হবে। তাই উৎপাদন ও রপ্তানির ব্যয়বাহুল্য হ্রাসের জন্য জরুরী ভিত্তিতে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রয়োজন। বাংলাদেশে বিশেষ করে পরিবহনের জন্য রাস্তা ঘাট নির্মাণ, পানগাঁও, চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের উন্নয়ন, কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ ইত্যাদি আবশ্যক। এ খাতের উন্নয়নে উল্লেখিত কার্য সম্পাদন করা যেতে পারে-

- বন্দর অটোমেশনের আওতায় আনা।
- কনটেইনার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও স্ক্যানিং।
- বন্দর সংযোগ সড়কের উন্নয়ন।
- বন্দর সেবার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিবেচনায় বৃদ্ধি করা।
- বন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন।
- প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ ও অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানের শর্ত মোতাবেক নির্দিষ্ট সময়ে উন্নয়ন কার্য সম্পাদন করা।
- মনিটরিং সেল গঠন করে উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা।

৫. পিপিপি কার্যকরঃ

সাধারণত দেখা যায়, ইনভেস্টমেন্ট জিডিপি অনুপাত অর্থাৎ জাতীয় আয়ের বা জাতীয় উৎপাদনের কী অংশ বিনিয়োগে নিয়োজিত হয় সেটার ওপর প্রবৃদ্ধি নির্ভর করে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে বেসরকারি খাত। আমাদের দেশে যে সামগ্রিক বিনিয়োগ হয় তার ৭৫ থেকে ৮০ ভাগ বিনিয়োগ আসে বেসরকারি খাত হতে। কাজেই বেসরকারি খাতকে আরোও বেশী বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে হবে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থনৈতিক ও বিপণন ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তবায়নে দৃঢ়তার সমন্বয় হলে যে কোন বড় প্রজেক্ট অপেক্ষাকৃত সুচারু ও সাশ্রয়ীভাবে করা সম্ভব। এ খাতের উন্নয়নে নিম্নে বর্ণিত কার্য সম্পাদন করা যেতে পারে-

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, সড়ক ও রেলপথ, বন্দর এবং সেতু নির্মাণে সরকারের বেসরকারি খাতকেও এগিয়ে আসার আহ্বান জানানোর জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।
- রপ্তানি বাণিজ্যকে তরান্বিত করতে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) উদ্যোগে দেশে বিদ্যমান পরীক্ষার ল্যাবস আরো কার্যকর করে তোলা।
- ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ, কর ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা ব্যবস্থা প্রভৃতি সেক্টরে পিপিপি মডেল প্রস্তুত ও বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- একটি আকর্ষণীয়, ন্যায় সঙ্গত এবং প্রতিযোগী কর শাসন ব্যবস্থা তৈরি করা এবং জাতীয় ও সেইসাথে বিদেশী কোম্পানীর জন্য বাংলাদেশে কর কাঠামো সুগঠিত করা।
- পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-গবেষকদের উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে প্রযুক্তি এবং নবতর জ্ঞানের বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষায় আর্থিক এবং ভৌত অবকাঠামো সমস্যার সমাধানের পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- পিপিপি আইন দ্রুত প্রণয়ন করা।
- প্রকল্প বাছাই থেকে বাস্তবায়ন হওয়ার পর যথাযথভাবে তদারকি করা।

৬. এসএমই খাতের উন্নয়নঃ

শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিবিড় ভাবে জড়িত। একটি দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেকাংশে শিল্পায়নের উপর নির্ভরশীল। শিল্পায়ন দেশকে বাণিজ্য ঘাটতির হাত থেকে রক্ষা করে। এবং একই সাথে শিল্পায়ন অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধান ও দেশের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখে। তাই আমাদেরকে শিল্পের বিকাশ বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশের দিকে নজর দিতে হবে।

এ খাতের উন্নয়নে নিম্নে বর্ণিত কার্য সম্পাদন করা যেতে পারেঃ

- এসএমই খাত কার্যকরী করার লক্ষ্যে উদ্যোক্তাগণের কার্যক্রমের সাথে অর্থায়নকারী সংস্থা সমূহের কাজের সমন্বয় এবং সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার জবাবদিহিতা কাঠামোগতভাবে দৃশ্যমান করার পদক্ষেপ গ্রহণ।
- উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে পর্যাপ্ত অর্থায়ন নিশ্চিত করতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের মনিটরিং আবশ্যক।

- এসএমই ঋণের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে ব্যাংক সমূহকে তদারকী করতে হবে।
- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ন্যুনতম একটি করে চিহ্নিত ক্লাস্টারে অর্থায়ন করার পাশাপাশি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এসএমই ঋণ বিতরণ করতে হবে।
- এসএমই পণ্যের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও মেলার আয়োজন করা।
- পুঁজির সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দান করা।
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তা কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের জন্য স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাজার সম্প্রসারণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

এ ছাড়াও নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ করা দরকারঃ

৭. প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহারঃ

অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক সম্পদ একদিকে যেমন শিল্পের কাঁচামাল যোগায় তেমনি রপ্তানির মাধ্যমে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও সাহায্য করে। আমাদের রয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, চুনাপাথর, কঠিনশিলা, কাঁচ বালি, খনিজ বালি প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ। এসব প্রাকৃতিক সম্পদের যথোপযুক্ত ও সর্বাধিক ব্যাবহার নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া নতুন নতুন খনিজ সম্পদ আবিষ্কার ও আহরণের জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

৮. সমুদ্র অর্থনৈতিক অঞ্চলঃ

আমাদের সমুদ্র সীমানার মধ্যে বিশাল মৎস্য ভান্ডার ছাড়াও রয়েছে অফুরন্ত প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের ভান্ডার। বিশেষ গঠন-প্রকৃতির কারণে তেল-গ্যাসসহ নানা খনিজ সম্পদ সঞ্চিত রয়েছে এর তলদেশে। সারাবিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদেরকেও সাম্প্রতিক সময়ের ন্যায় সমুদ্রসীমায় সম্পদের নিয়মিত জরিপ, গবেষণা, অনুসন্ধান ও সম্পদ আহরণে ব্যাপক তৎপরতা চালিয়ে যেতে হবে। বাংলাদেশের মতো একটি উপকূলীয় দেশের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে সমুদ্র পরিবহন ও বন্দর সহযোগিতা বৃদ্ধি, মৎস্য আহরণ, মৎস্য রপ্তানি, পর্যটন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ, কৃত্রিম দ্বীপ নির্মাণ সর্বোপরি জীববিজ্ঞান ও সমুদ্রবিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নয়নের একটি নতুন দ্বার উন্মোচিত হওয়ার অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। বঙ্গোপসাগর এলাকার দুই শ' নটিক্যাল মাইলের বাইরে মহীসোপানে বাংলাদেশের প্রবেশাধিকার সুরক্ষিত রয়েছে। বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সমুদ্র অঞ্চলের আয়তন এখন প্রায় এক লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটারের বেশি। প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের পাশাপাশি সমুদ্র অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলতে হবে। এ বিষয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তাহলে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ নতুন নতুন শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে।

৯. শিক্ষা ব্যতিত বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জ্ঞান লাভ, যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশল উদ্ভাবন ও সেগুলোর ব্যবহার সম্ভব নয়। বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে হলেও চাই শিক্ষা। পৃথিবীর উন্নত দেশ গুলোর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সেসব দেশে শিক্ষিতের হার শতকরা শত ভাগের কাছাকাছি। বাংলাদেশে মানব সম্পদ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কর্মবান্ধব শিক্ষা প্রসারে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) কে জোর দিতে হবে।

১০. বর্তমান যুগ হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তির যুগ। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে তার সক্ষমতা প্রমাণ করেছে। বিশেষ করে আউট সোর্সিং এবং ফ্রিল্যান্সিং-এ বিশ্বের উন্নত দেশ সমূহের মধ্যে ভাল অবস্থানে রয়েছে। তথ্য প্রযুক্তিতে উন্নয়নের এ ধারাবাহিকতা বজায় রাখার পাশাপাশি আরো প্রভূত উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি খাতকে একযোগে কাজ করতে হবে।

১১. জনসংখ্যা রপ্তানি আমাদের অর্থনীতিতে অসামান্য ভূমিকা পালন করে। জনসংখ্যা সমস্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রেও জনসংখ্যা রপ্তানির অভাবনীয় অবদান রয়েছে। বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর ক্ষেত্রে সরকারকে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে জনসংখ্যা রপ্তানির জন্যে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক তৎপরতা বাড়াতে হবে। কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারলে আমরা জনসংখ্যা রপ্তানি স্বাভাবিকভাবেই বাড়াতে পারবো। বিদেশে শ্রমবাজার সৃষ্টিতে আমাদের সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) কর্তৃক আয়োজিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু সেমিনারের সুপারিশমালা

1. Seminar on "Power System Development: Reliable Supply to Customer's Perspective"

A seminar on "Power System Development: Reliable Supply to Customer's Perspective" was organized by Dhaka Chamber of Commerce & Industry on 28th February, 2015 at DCCI Auditorium. The seminar was chaired by Mr. Hossain Khaled, President, Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI). Hon'ble Adviser Dr. Tawfiq-e-Elahi Chowdhury BB, Ministry of Power, Energy & Mineral Resources Affairs was present as Chief Guest and Mr. Md. Abul Kalam Azad, Principal Secretary, Hon'ble Prime Minister's Office was present as Special Guest on the occasion.

DCCI President, Hossain Khaled in his address of welcome mentioned that Bangladesh is a developing country and the country has achieved remarkable and steady growth in recent years. After the DCCI President's welcome address, Keynote papers were presented by Mr. A S M Alamgir Kabir, Former Chairman, Bangladesh Power Development Board, Mr. Mizanur Rahman, Chief Engineer, P&D, BPDB and Mr. Arun Kr. Saha, General Manager, PGCB.

Dr. Tawfiq-e-Elahi Chowdhury mentioned that, Government is working hard to establish new power plants as well as trying to import power from neighboring countries where 70% population of the country has the access to electricity. System loss in the power sector is now less than 10% and the rate is dipping day by day.

DCCI's Senior Vice President Humayun Rashid gave vote of thanks to the Programme. Among others the members of Board of Directors were present there.

The workshop came to an end with the following Recommendations:

- The government is set to build 100 special economic zones across the county to boost economic growth rate to 10 percent by 2021 with the help of the private sector. This procedure needs faster impetus to achieve the projected growth within the targeted time.
- DCCI can work with the newly-formed National Energy Research Institute to enhance the expertise of the employees and workers concerning the sector.
- While allowing companies for gas connection, Government needs to be aware keeping in mind that, there is shortage of primary fuel supply from indigenous resources in the country.
- Government needs to take initiative shortly for examining the report of **IWM (Institute of Water Modelling)** in a view to use country's coal for generating power.
- Government Authorities can effort briskly to import power from **India, Myanmar, Nepal and Bhutan** to ensure dedicated power supply to the rising industrial areas.
- Government, Policy makers and Private sectors need to find out the reasons behind the slower pace of power consumption in Industrial sector from the national grid in past fourteen years.
- The government bodies need to take steps for reducing tariff structure, establishing coal-based power plant, controlling regular maintenance in order to provide reliable supply to customers.
- The number of electrical energy sub-stations should be increased to ensure reliable and uninterrupted power supply to the nation.
- Off-shore exploration process needs to be expedited.

- In order to promote investment in the Power sector, Banking and Financial Institutes need to launch rational financing schemes for investors.
- Government may establish a solar-based power panels in rivers and lakes to support irrigation, while freeing up land for cultivation.
- Government may subsidise Liquefied Petroleum Gas (LPG) for lower and middle income consumers to reduce existing pressure on natural gas.
- Synergy, leverage and participation of Government sector, Policy makers and Private sector is required while the important decisions on power and energy are taken in the related meetings, seminars and workshops.

2. National Dialogue on “Enabling Policy Environment for Safe Mango Marketing”

The Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) in association with USAID Bangladesh Agricultural Value Chains (AVC) Project jointly organized a National Dialogue on “Enabling Policy Environment for safe Mango Marketing” on 12 May 2015 at DCCI auditorium. The dialogue focused on food safety and safe marketing system of mango with the aim of creating awareness among the stakeholders. The seminar was chaired by Mr. Hossain Khaled, Hon’ble President of Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI). Hon'ble Senior Secretary, Ministry of Commerce, Mr. Hedayetullah Al Mamoon, ndc, was present as Chief Guest and Director-Economic Growth, USAID, Ms. Ramona M El. Hamzaoui was present as Special Guest on the occasion.

First of all, Honourable President of DCCI, Mr. Hossain Khaled offered his welcome address. In the welcome address, he mentioned that, the objective of the dialogue is to facilitate policy environment for safe mango marketing and make stakeholders understand the issues regarding the use of preservatives and ripening agent for safe mango marketing. According to him, mango growers need to learn lessons from the issue of EU’s ban on Indian mangoes and ensure high standards in food production since taste and quality are the key to boost the export. He argued that, this is the time to emphasize on the promotion of the whole marketing process of the valuable agro-sector so that the country can reach its full potential in the export of agro-products.

Chief of Party, AVC project, Mr. William T. Levine mentioned that, Mango is a wonderful fruit and the varities of mangoes are extraordinary as well. Commitment of the people of Bangladesh to economic development is extraordinary and remarkable. The USAID/ Bangladesh Agricultural Value Chain Project **(AVC)** is working hard to improve Bangladesh’s economic stability through enhanced food security by strengthening the agricultural value chains in the impoverished regions of Bangladesh.

Professor of Bangladesh Agricultural University, Mr. M. A. Rahim presented his valuable keynote paper on the occasion. He emphasized on the use of natural pesticides, restricting use of formalin or calcium carbide, establishing food court to prevent food adulteration. He informed that, even if formalin is used for preservation of mangoes, this chemical does not sustain for long. He presented some crucial issues regarding safe mango production and marketing. He covered the areas like existing production practices of mangoes, varities of harmful chemicals used in fruits, safe level of the use of pesticides and ripening chemicals and so on.

According to him, about one million metric ton mangoes are produced yearly in the country. Post harvest loss of mango is 33.5%. Trained growers in Bangladesh are applying pesticides 3-4 times; untrained growers apply pesticides as many as 8-16 times during the season which is erratic, indiscriminative and dangerous. Export earning from fruits decreased 13.98 percent last year as a consequence of formalin panic. Food Safety Act has been passed in the parliament of Bangladesh but yet to be implemented.

Director, Economic Growth USAID, Ms. Ramona M.El. Hamzaoui gave her valuable speech on the subject matter. She stated that, there is a business of $520 billion in the food sector around the world. Bangladesh has immense potentials to increase its global share of business in this sector. Government of Bangladesh needs to give a thought to facilitate food security and ensure proper supply chain management.

Mr. Hedayetullah Al Mamoon delivered his speech. He mentioned that, Bangladesh is enjoying demographic dividend for producing a good quantity of mangoes every year. Proper value addition to the mangoes will increase the quantity of the export. There is a need to create awareness among the mango-growers and traders regarding the use of pesticides and ripening chemicals. Due to formalin panic mango producers went through a difficult time last year.

President of DCCI provided some valuable recommendations as follows:

- There is a need to implement Food Safety Ordinance in an urgent basis.
- Synergy and leverage of DCCI, regional Chambers and USAID is required to endorse a healthy environment for food security.

Mr. Md. Shoaib Choudhury, Vice President, DCCI expressed his gratitude to USAID personnel for their wonderful co-operation in strengthening the agricultural value chains of Bangladesh. The dialogue on the abovementioned topic is the second one, DCCI and USAID will organize such effective workshop and dialogue further to promote awareness regarding the safe marketing of agricultural products in Bangladesh.

DCCI Directors Khandakar Abdul Muktadir, Muktar Hossain Chowdhury, Osman Gani, former Senior Vice President Haider Ahmed Khan, FCA, former Vice Presidents Hossain A Sikder, Kh. Shahidul Islam and Secretary General AHM Rezaul Kabir were also present.

Following recommendations came up in the seminar:

- To educate farmers, food growers and traders concerning the rules and regulations of using pesticides and ripening chemicals in food production and relevant officers should be appointed to accomplish this job properly.
- To ensure the quality of fruits and foods along with other concerned agencies. DCCI can also play a crucial role in this regard.
- To find correct testing method regarding dumping procedure which will be approved by all authorities.
- To disseminate recommendations from the workshops, seminars and research institutes to the relevant ministries.
- To introduce improved pre-harvest and post-harvest management practices among the farmers as well as traders.
- To introduce better packaging and hassle free transportation system for safe mango marketing which will reduce post-harvest loss to a great extent.
- To create awareness among the producers and traders about the quality fruit production and safe transportation of fruits and foods. Railways can be used in this regard since rail communications are available at northern, eastern and southern regions of the country.
- To organize training and motivation program for the farmers, whole sellers, importers, traders regarding the standard and sustainable agricultural value chain process.

- To publish tentative time of mango harvesting to make consumers aware about the right time of buying and consuming seasonal fruits.
- To make legislations effective against food adulteration syndicate and other malpractice.
- To set up individual Ministry of Horticulture as well as Horticultural University in order to pave an effective path for further development of the sector.
- To establish and monitor the proper implementation of the policies and recommendations regarding the aforesaid subject.

3. Breakfast Meeting on "Bangladesh 2030: Next Billion Dollar Opportunities"

On 30th May, 2015, Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a breakfast meeting on **Bangladesh 2030: Next Billion Dollar Opportunities.** In 2010, DCCI set a vision that: Bangladesh will be the 30th largest world economy by 2030. In order to promote and encourage Foreign Investment in Bangladesh, DCCI has organized the vibrant meeting. **Hon'ble Commerce Minister Tofail Ahmed, MP** was present as the chief guest while President of International Chamber of Commerce, Bangladesh Mahbubur Rahman was present as guest of honour.

Hon'ble President of Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) Mr. Hossain Khaled delivered his welcome address and moderated the event vibrantly. In his welcome speech, he mentioned that, to achieve Government's Vision 2021, the investment needs to be increased by additional **10%** from the existing level of **28%.** He also stated that, high growth rate of **8% - 10%** on an average in the coming years is achievable.

According to the President, to gain DCCI's vision **2030** and **Double Digit Growth**, the emerging Bangladesh needs additional **14%** investment of GDP. He expressed confidence that, Bangladesh has the potential to achieve this growth due to dynamic private sector, strong economic foundation and fundamentals, strategic location of Bangladesh and because of its resilient people. An appealing and picturesque documentary was shown in the meeting on the theme **"Bangladesh 2030: Next Billion Dollar Opportunities".**

President, DCCI also made a power point presentation on the theme "Bangladesh 2030: Next Billion Dollar Opportunities". On the presentation, the President mentioned that, Bangladesh's economy has grown by **6.4%** in 2014 beating the Global average by **3.1%** and Asian average by **0.8%.** He represented that, emerging Bangladesh offers promising opportunities for investment in the sectors like- ICT, Leather and leather products, backward linkage of Textile and Clothing, Pharmaceuticals, Shipbuilding, Automotive–Light Engineering and Key Physical Infrastructure.

After the power point presentation, a sector – wise power point presentation session was held by seven renowned business leaders.

President of Metropolitan Chamber of Commerce & Industry (MCCI), Mr. Syed Nasim Manzur in his presentation on leather sector said that, global leather market is worth of **$215 Billion** where the share of Bangladesh is only **0.5 %.** Contribution of leather sector to the GDP is **2.19%.** Mr Manzur mentioned that, Bangladesh is now exporting leather and leather goods to 53 countries including China, Japan, Italy, Germany, Spain, USA, France, UK and others.

On the other hand, the growth of export earnings from the footwear has increased from **20% to 42%** in the period **2003-2014.** According to him, the European Union (EU) is the biggest destination for footwear exports with a **60%** share, followed by China & Japan with **30%** and the rest of the world accounting for **10%.** He invited foreign investors to invest in leather sector as Government has identified leather sector as a thrust sector due to the high value addition and job creation potentiality of the industry. He also stated that, compliance is an important issue and Chambers in Bangladesh are working hard on this issue.

Senior Vice President (elect), FBCCI, Mr. Shafiul Islam (Mohiuddin) in his presentation on Textile & Clothing sector has shown that Bangladesh holds **5.11%** share in the global apparel market. He revealed that, if Bangladesh can increase its share to **8% ($ 650 Billion) by 2020,** it will be able to reach the export target of **$52 Billion** by the year **2021.** He emphasized **DENIM** as the next horizon of opportunity for Bangladesh since the sector has shown **11.16%** export growth over the period **2009-2014.** Bangladesh's Denim apparel export in 2014 is approximately **USD 2.5 Billion** and including other denim accessories the figure is **USD 3.5 Billion.** According to him, Textile and Clothing sector is totally dependent on imported raw cotton and the sector is facing challenges like fluctuations in global cotton supply and global cotton price. Finally, he focused on the strengths of Bangladesh's RMG sector.

President of BASIS, Mr. Shamim Ahsan in his presentation on ICT sector said that this sector has great potential as **65%** of Bangladesh's population is young (18-35 years). At present, there are **250,000** IT professionals and each year the country is producing around **350,000** IT graduates. He stated that, present Government is working hard to establish Hi-Tech parks at Kaliakoir, Jessore, Mohakhali and in all major cities of Bangladesh. And the vision of BASIS for next five years is to earn **1 Billion** US dollar from IT export, increase internet users every year to **10 million**, create **1 million** IT professionals, contribute **1% in GDP** from ICT sector. At the end, he advocated for FDI in IT sector as the Government is offering IT –friendly financial incentives.

Managing Director of Incepta Pharmaceuticals Ltd, Mr. Abdul Muktadir, in his presentation on Pharmaceutical sector mentioned that, the market projection of 2015 of this industry is **$1.68 Billion.** He cited that, during July-April (2014-15) pharmaceutical export was **$59.17** million and Bangladesh is almost self- sufficient in pharmacy sector. He mentioned that, currently Bangladesh exports pharmaceuticals to almost **88 countries** and if this tendency continues, in next ten years this sector will come with tremendous growth. He termed the sector as one of the thrust sector as Bangladesh is situated in the middle of India and China; a region with population of **2.2 Billion** which reflects huge possibilities for Bangladesh.

President of Bangladesh Ship Builders Association, Mr. K M Mahmood Ur Rahman in his address mentioned that, Bangladesh has the potential to gain **10%** share of **$400 Billion** global ship building market as currently the domestic market of this sector is **USD 2.4 Billion.** According to him, Shipbuilding export growth was adversely affected in the face of global recession and other internal factors but in recent times this situation has recovered slightly and therefore at least **7% to 9%** growth can be expected in the foreseeable future. He mentioned that, the sector is a worth investing sector and Government support is required in policy issues and infrastructural development to make the sector vibrant.

Vice Chairman, Navana Group, Mr. Saiful Islam Sumon in his presentation on Automotive (Light Engineering) sector highlighted that, this market has a suppressed demand of at least **200%** of current size. The market size of this sector is **USD 2.41 Billion** which is **1.4%** of GDP. In Bangladesh, automobile components are being produced in the country by foreign companies in EPZ for export and vehicles are mostly imported from Japan and India. According to him, existing challenges in this sector are lack of infrastructure, affordability, massive population concentration in capital and instability in policy making. He emphasized that, mass transit system development is required and interest rates should be reduced in order to increase investment in automobile sector.

DCCI's former President, Mr. Abul Kasem Khan in the presentation on infrastructure sector cited that, Bangladesh's infrastructure is one of the most underdeveloped in the world which has been hampering accelerated economic growth in the country. He stated that, to develop infrastructure sector of Bangladesh, Government has to give priority to highways, expressways, rail network, deep sea port, SEZ, LNG terminal etc. At the end, he argued that, Private sector needs to be engaged under PPP and other internationally practiced investment models.

Upon completion of Sectoral presentations, Hon'ble moderator asked for comments from distinguished guests regarding the subject matter of the meeting.

His Excellency Ambassador of the Republic of Korea, **Mr. Lee Yun-Young** said, Bangladesh and Korea could cooperate in the shipbuilding sector.

High Commissioner, High Commission of Pakistan, **Mr. Shuja Alam** said, Bangladesh and Pakistan could cooperate with each other for automobile sector development.

First Secretary, Russian Embassy, **Mr. Andrei BANKAEV** said, Russia is aware about the economy of Bangladesh and Russia will explore potential sectors of the country and will continue its cooperation with Bangladesh further.

Deputy Counselor, Political and Economic Affairs, US Embassy, **Mr. Brad Stilwell** said, this is obvious that United States is providing lots of opportunities to Bangladesh. Embassy of US has a large team and the team will work to build strong cooperation with Bangladesh in the sectors like technology transfer, pharmaceuticals etc in near future.

Chief Representative, Japan International Cooperation Agency (JICA), **Mr. Mikio Hataeda** said that, though many progress have taken place but still there are some challenges for Bangladesh in energy issues, job creation, and infrastructure. Bangladesh should explore and take part in regional trade and labor intensive sectors of the country need to provide much more job opportunities to the youths of the country.

According to him, Bangladesh is graduating from the status of LDC's to Middle Income Country which means Bangladesh will lose its LDC facilities in near future. Bangladesh needs to give a thought in these emerging challenges.

Hon'ble Minister for Commerce, Mr. Tofail Ahmed, MP, stated that, in the running year against the export target of **$33.2 Billion,** Bangladesh will achieve at least **$32 Billion** export earning. He cited that, despite so many bottlenecks in power, energy and infrastructure sector; thriving sectors of Bangladesh are moving ahead.

He informed that Government is going to establish an industrial park for ready-made garments industries in Munshigonj District to infuse further momentum to the sector. He also informed that, Government has decided to establish **17 economic zones** across the country to help entrepreneurs with land accessibility.

President of International Chamber of Commerce, Bangladesh (ICC-B), Mr. Mahbubur Rahman invited the foreign investors to invest in power & energy sector of Bangladesh. He argued that, Government should emphasize on developing coal-based power plant. He also stated that, Japan is a proven friend of Bangladesh and since Bangladesh's inception Japan has been investing in this country in different sectors. According to him, Japan should give a thought to increase investment in Bangladesh more as the investment opportunities in Bangladesh are enormous. He also said that, to compete in the global market, Bangladesh needs to focus on skill development of its manpower.

At the end of the event, Coordinating Director of Country Branding and positioning Bangladesh standing Committee of DCCI, **Mr. S. Rumi Saifullah** gave vote of thanks in the meeting. According to him, relentless leverage is needed to achieve the vision of Government as well as DCCI.

Among others, the former Presidents of DCCI, Asif Ibrahim and M H Rahman also attended the meeting. Senior Vice President Humayun Rashid, Vice President Md. Shoaib Choudhury, Directors AKD Khair Mohammad Khan, Alhaj Abdus Salam, K Atique-e-Rabbani, Muktar Hossain Chowdhury, Nessar Maksud Khan, Osman Gani and Secretary General AHM Rezaul Kabir were also present in the Breakfast Meeting.

4. Seminar on “Increasing Maritime Connectivity: Bangladesh Business Prospects”

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a seminar on “Increasing Maritime Connectivity: Bangladesh Business Prospect” at DCCI on 27 May, 2015. Hon’ble Minister, Ministry of Shipping, Mr. Shajahan Khan, MP was present as the Chief Guest while Chairman of the Parliamentary Standing Committee on Ministry of Shipping Major (Rtd.) Rafiqul Islam (Bir Uttam), MP was present as the special guest.

In the welcome address, DCCI President, Hossain Khaled mentioned that, to foster economic growth, infrastructural development is the prerequisite for a country like Bangladesh. Bangladesh could have attained 8-9% GDP if the country had adequate infrastructure. Due to geographical location of the country, Bangladesh has the opportunity to expand trade and business with India, Myanmar, Nepal, Bhutan and China as well as Sri Lanka. He emphasized on promoting smooth connectivity of the sea ports with the cities and developing other facilities regarding ports and container handling.

Shipping Minister, Shahjahan Khan mentioned that, among all the sea ports in the world, Chittagong sea port ranks 76th this year whereas the port ranked 86th last year. Government has done several development tasks in the marine sector, as a result, Mongla port earned Taka sixty crore last year. Many countries already showed their interest to invest in the proposed Paira sea port. Ministry of Shipping has taken initiative to dredge fifty three rivers across the country, recruit twenty one surveyors to expedite survey activities and promote capacity building of the sector. He urged the private sector to lend a hand to make Governments endeavor a meaningful one.

Major (retd.) Rafiqul Islam (Bir Uttam) MP, emphasized on conducting a comprehensive study on the effects of siltation of rivers. Government is continuously dredging the silt-affected rivers to ensure navigability.

Recommendations came out from the Seminar:

- Need to give momentum to establish a deep sea port.
- Government and relevant authorities should endeavor to establish automated system at border agencies in order to create smooth, hassle free and paperless environment for business.
- To avail from maritime connectivity, need to promote technical assistance and capacity building of Ports and Land Customs Stations (LSCs).
- Government may give a thought to accelerate the functioning of maritime projects at hand.
- Government may effort to establish a single source of information rather than scattered form at Ports and Land Customs Stations (LSCs) to boost investment, trade and commerce.
- Government and relevant authorities need to give a thought to strengthen bilateral and multilateral relation with South Asian countries in a view to establish a pathway towards developing maritime connectivity.

5. Seminar on “Concerns over Increasing Cost of Doing Business”

The Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a Seminar on “Concern over Increasing Cost of Doing Business” on 23rd August, 2015 at DCCI auditorium. The Seminar focused on the factors behind increasing cost of doing business which has emerged as a significant threat to new entrepreneurs as well as established entrepreneurs. Indeed, the high cost of doing business and various risks associated with entering into a new business discourages new entrepreneurs which in turn results in sluggish private investment growth and affects overall growth of the economy. Therefore, through this Seminar, DCCI has taken the initiative to address the issues fueling the cost of doing business in Bangladesh and give a message to the Government, concerned authorities and relevant policy makers in order to facilitating a state of synchronization among the Government, stakeholders, Industries, policy makers towards making an effective, rational and business friendly Business Regime in Bangladesh.

The seminar was chaired by Mr. Hossain Khaled, Hon’ble President of Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI). Mr. Md. Abul Kalam Azad, Hon'ble Principal Secretary, Prime Minister’s Office, Government of the People’s Republic of Bangladesh, was present as the Chief Guest. Mr. Hedayetullah Al Mamoon, ndc, Senior Secretary, Ministry of Commerce, Government of the People’s Republic of Bangladesh, and Mr. Md. Nojibur Rahman, Chairman, National Board of Revenue (NBR), were the Special Guests of the program.

President of DCCI, Mr. Hossain Khaled initiated the programme with his welcome address. He thanked Chief Guest, Special Guest and all the distinguished guests for their presence. In his address he mentioned that, the vision of DCCI is to promote and position Bangladesh as most attractive place to do business. DCCI is concerned about the rising cost of doing business in Bangladesh, which ultimately discourages both local Investment and inward foreign Investment. He requested Government authorities to take combined and coordinated effort to rationalize the Cost of Doing Business in Bangladesh with easy and low cost business licensing regime, single-digit cost of credit facility, and most importantly ensuring uninterrupted power and energy supply to the businesses towards a congenial and pro business ambiance.

After the DCCI President’s welcome address, Mr. Md. Shoaib Choudhury, Vice President, Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) presented his keynote paper on “Concerns over Increasing Cost of Doing Business”. In his paper, he highlighted that, trade license fee increased at varying percentage ranging from 56.52% to 484% with an average rate of increase of 263% in Gazette 2015. According to him, costs associated with the line of business splitting increases 852.17% in 2015 compared to that of 2014. He is concerned that, such excessive increase in the line of business splitting is creating hindrance to new business and discouraging the brands.

He also mentioned that, companies or firms pay 0.30% on total receivable as income tax and 9% VAT on office rent. He emphasized on reducing VAT on office rent since office spaces are used for administrative purpose where no value addition, manufacturing and production take place.

Increased interest rate is deterring growth of Private Sectors and Private Investment. Besides, due to exclusion of Bangladesh from US GSP, RMG sector incurs huge loss which declines earnings of the sector each year. Therefore, he requested concerned Government agencies to address these challenges to improvise the business environment.

Moreover, according to him, weak supply chain management, inadequate infrastructure, narrow and impoverished port handling, complicated customs clearance system, lack of uninterrupted utilities are the other challenges which increase cost of doing business.

Dr. Khondaker Golam Moazzem, Panelist of the Programme remarked that, City Corporations should have analysed the extent of impact of increasing charges on business. Besides, Government agencies and Banking authorities need to take proper initiative to reduce cost of borrowing to single digit, analyse the relationship between profitability and charges imposed on business, raise the efficiency of BPC and continue effort towards restoring US GSP facilities.

Mr. Ali Sabet, another Panelist of the programme mentioned that, Government need to adjust its rate of borrowing first in order to minimize the cost of borrowing in private sector. In addition, Government of Bangladesh can replicate model practiced by Malaysian Government like **PEMUDAH** task force and other task forces in order to reach Government's targeted goals and extend cooperation between public and private sector to resolve many disputes regarding various socio-economic issues.

Mr. Humayun Rashid, Senior Vice President, DCCI stated that, launching of ASYCUDA++ application is creating impediment to the importation of equipments required for electricity generation which can be considered as a threat to this sector. Therefore, NBR and other relevant authorities need to address the issue seriously with the aim of creating job opportunities for the brilliant engineering students of the country.

Mr. Hedayetullah Al Mamoon, ndc, Senior Secretary, Ministry of Commerce, GoB, stated that, in order to expedite smooth functioning of business, Government has taken a number of timely initiatives to formulate business friendly policies. Government has streamlined Customs Act and other Act related to port handling and decided not to issue any license for acid import. However, the industrialists can import acid under special consideration according to their real consumption. Regarding regaining GSP, the government has fulfilled almost all of the conditions given by USTR.

Mr. Md. Nojibur Rahman, Chairman, NBR mentioned that, Government can set up two Padma bridges in a year with the customs duty that the NBR is losing due to the misuse of bonded warehousing by businessmen. Government is working towards making a business friendly tax and duty regime where tax clearance certificate, VAT registration are free and source tax on registration is decreasing. NBR is doing its job bearing in mind a **five Ps' Principle**. The Five Ps' are: Political Guidance, People, Partnership, Planning and Perform in a positive manner. Moreover, Government has facilitated BGMEA and it has shown tremendous effort in translating the endeavours of Government into reality. Government wants to facilitate and promote other sectors as well in a view to prop up economic growth and achieve sustainable development. However, due to unscrupulous businessmen and traders, the endeavours of the Government lag behind. Therefore, he requested DCCI to work at district level to help Government's endeavour of increasing tax net.

Mr. Md. Abul Kalam Azad, Principal Secretary, Prime Minister's Office, GoB said that, to promote smooth functioning of business, Government is giving its full effort towards Digitalization, reducing interest rates and making utility services available at EPZs. Therefore, he argued businessman to invest in economic zones to avail from various incentives and emphasized on arranging Public- Private Dialogue to settle any dispute.

In addition, he requested DCCI President, Mr. Hossain Khaled to launch a "pilot initiative" for collecting ministry-wise problems from the members in order to forward those problems to the concerned Ministries in a view to get amicable solutions of the problems to create a positive impact on the development process of the country.

At the end of the seminar, Senior Vice President of DCCI, Mr. Humayun Rashid gave Vote of Thanks to the Chief Guest, Special guests, Key note paper presenter, other Dignitaries, distinguished Participants and Media representatives for their vibrant presence.

Recommendations emerged in the Seminar:

- Need to re-fix Trade License Renewal Fee rationally.
- Provision can be made to withdraw VAT on Trade License Renewal Fee.
- Need to re-fix IRC-ERC Renewal Fee rationally.
- Respective banks can be authorized for IRC renewal.
- Provision can be kept to lower the limit of IRC renewal and registration fees.
- Minimum Individual Income Tax can be re-fixed at Tk 3000/- Need to widen Tax net rather imposing pressure on existing Tax payers.
- Need to bring down interest rate to single digit.
- Need to reduce toll on bridges in order to promote ease of transportation.
- Provision can be kept to minimize illegal extortion on roads.
- Need to re-fix domestic fuel price in line with the global trend.
- Need to re-adjust property registration expenses rationally.
- Proper negotiation & effort is required to regain GSP from USTR.
- Need to give a thought to upgrade road & rail connection between Dhaka-Chittagong at a faster pace.
- Need to give priority to improvise capacity building of Chittagong port.
- A thought can be given to increase license renewal time limit from one year to minimum three years.
- Rationalize the costs associated with buying and issuing GSP certificate. Business functions may remain uninterrupted by concerned authorities during the period of trade license renewal.
- NBR and Banking regulatory authorities may give a thought to rationalize Registration value, Deed value, VAT and interest rate for the buyers of housing and real estate sector in order to give a boost to the sector.
- Need to give a thought to launch an online land registration system to preserve and update data as well as speed up land registration activities.
- Tax on importation of intermediary crude oil based chemicals need to be reduced at a rational level in order to help flourish RMG sector.
- To adopt recommendations given by businessmen regarding trade and commerce and make DCCI a representative of stakeholders in the NTFA committee.
- Proper initiatives can be taken to mend inconsistencies between license registration and renewal fees as well as extend avenues of Non Tariff Revenue (NTR) to increase the revenue of NBR.
- Need to re-consider and revise the implementation process of ASYCUDA++ application since it's creating impediment to the importation of equipments required for electricity generation which can be considered as a threat to the sector.

6. Seminar on "Geographical Indication of Goods (Registration and Protection) Act, 2013: Significance of GI, Implementation Challenges and Needed Initiatives".

Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) and Bangladesh Foreign Trade Institute (BFTI) jointly organized a Seminar on **"Geographical Indication of Goods (Registration and Protection) Act, 2013: Significance of GI, Implementation Challenges and Needed Initiatives"** on 20th August, 2015 at DCCI. Hon'ble Commerce Minister, Tofail Ahmed, MP was present as the Chief Guest. Hon'ble President of DCCI, Hossain Khaled was present as Chair and CEO of BFTI, Ali Ahmed was present as Co-Chair and moderator of the seminar.

Commerce Minister Tofail Ahmed mentioned that, products with traditional values should be registered under Geographical Indication Act. Bangladesh has many renowned products and the country is moving ahead rapidly. Government has already implemented One District One Product (ODOP) policy to develop local product base. He requested DCCI president to endeavor towards identifying traditional products especially of Dhaka district.

DCCI president mentioned that, in order to register traditional products under GI, proper coordination among the concerned authorities is required. He urged the Government to expedite its project titled "One District One Product (ODOP)", enact the GI Act 2013 and initiate registration process of already identified traditional products as soon as possible. According to him, chambers can contribute a lot in identifying more traditional and historic products.

CEO of BFTI, Dr. Md. Abu Yusuf and Research Associate of BFTI Seikh Rukhsana Burhan presented the Keynote Paper. According to them, to brand traditional products in international arena, introduction of Graphical Indication (GI) registration act is an utmost priority. They mentioned that, Hilsha of Padma, Lichi of Dinajpur, Silk of Rajshahi, Katan saree of Mirpur, Card of Bogra, Honey of Sundarban have traditional values. They called upon sector specific association of Government to leverage GI registration of these products.

Deputy Registrar of DPDT, Iliyas Hossain Bhuiyan, Associate Professor of Dept. of Law of Dhaka University, Dr. Towhidul Islam and Research Associate of CPD, Umme Shefa Rezbana spoke as designated discussants.

Recommendation came out from the Seminar:

- The issue regarding India's registration of "Jamdani" as its GI product needs to be addressed seriously and Bangladesh needs to claim for "Jamdani" as a GI product as the country has historical evidence required for GI registration.
- Need to clarify the categories of the products allowed for GI registration.
- In order to establish credibility of GI registration, there should be provision to maintain the quality of GI product.
- Need to incorporate proper policies and simplify law and act regarding GI registration and application.
- Initiatives can be taken by Ministry of Industries to identify and register traditional and historically valuable products of the country.
- Need to establish Research Institute in a view to conduct survey and study required for the GI institutionalization, registration and implement appropriate application.
- Making a comprehensive list of GI products is an utmost priority. Government agencies, Private sector and policy makers need to give a thought to leverage the functioning of entire process regarding GI product listing.
- Need to create a forum in order to identify at least one product from a district to foster GI registration. At this end to make this happen, DCCI may endeavor with appropriate initiative.

7. Seminar on “Prospects and Challenges of e-Commerce: Opportunities for SMEs”

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a seminar on “**Prospects and Challenges of e-Commerce: Opportunities for SMEs**” at DCCI on 20th August, 2015. The seminar was chaired by Mr. Hossain Khaled, Hon’ble President of Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI). He mentioned that, in 2012 global, business-to-consumer e-commerce sales grew 21.1% to top $1 trillion for the first time and projects e-commerce sales will eclipse $3.5 trillion within the next five years according to new global estimates by e-Marketer whereas Bangladesh may gain BDT 3 Billion equivalent to $40 Million by next 5 years. Moreover, many entrepreneurs in developing countries now have a real possibility to benefit from ICTs in their business activities. In many cases, this has resulted in gains in enhanced productivity. By improving communication channels, both domestically and internationally, the application of relevant ICTs can greatly enhance the competitiveness of business.

According to him, Government should take initiatives to promote MSMEs in this trade and attract investors from home and abroad to start venture and support new MSMEs. Bangladesh has the potential for e-commerce to offer appropriate policy frame work, huge pool of easily trainable manpower and consistent commitment from government and private sector. Furthermore, stakeholders and Government should work to ensure trust and credential between sellers and buyers in e-commerce business as well as promote updated logistic support in this trade.

Mr. Syed Almas Kabir, Convenor, Telecom, ICT & Intellectual Property Rights Standing Committee, DCCI, presented his keynote paper. In the presentation, he focused on the problems and challenges of the e-commerce industry and way forwards.

According to him, Governments endeavour of making “Digital Bangladesh” will be successful, once the e-commerce industry flourishes. To formulate a Policy framework or guideline to protect this industry, he provided a set of recommendations:

- For doing e-commerce business, businessmen should have trade license for e-commerce gateway.
- A provision can be kept to provide security of consumer cards stringently in order to help flourish the business.
- To enhance consumer confidence, need to launch “Consumer Protection Cell” for e-commerce business.
- Consumer should have the right to be ensured against the products purchased.
- A thought may be given to make a provision to wipe out copyright violation.
- There should be a provision that, businessmen, those comply all the conditions of the policy framework will get approval for e-commerce gateway.

8. Seminar on Regional Connectivity: Opportunities and Challenges for Bangladesh

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized seminar on **Regional Connectivity: Opportunities and Challenges for Bangladesh** on Saturday, 17 October 2015 at 11:00 am at DCCI Auditorium (5th Floor, 65-66 Motijheel C/A, Dhaka-1000). The seminar focused on the inter-regional and signed **Motor Vehicle Agreement (MVA**) among **Bangladesh, Bhutan, India, Nepal (BBIN)** and its opportunities, challenges, impact on trade, industry, and inward investment in the perspective of Bangladesh.

Hon'ble Minister, Mr. Obaidul Quader, M.P, Ministry of Road Transport and Bridges, Government of the People's Republic of Bangladesh, was present as **Chief Guest**. **Rear Admiral (Retd.) Md. Khurshed Alam, BN**, Secretary in Charge, **Ministry of Foreign Affairs**, Government of the people's Republic of Bangladesh, **H.E. Mr. Hari Kumar Shrestha**, Ambassador, **Embassy of Nepal in Bangladesh**, **H.E. Mr. Bijay Selvaraj**, First Secretary (Commerce/ Commercial Representative), **High Commission of India to Bangladesh**, **H.E. Mr. Yonten Gyamtsho**, Counsellor (Trade), **Embassy of Bhutan in Bangladesh** and, **Mr. Dibbanjan Roy**, Railway Advisor, **High Commission of India to Bangladesh** were present as Special Guest. **Dr. Khondaker Golam Moazzem**, Additional Research Director, CPD delivered **Keynote Paper** presentation in the program.

Hon'ble President of Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) delivered his **welcome address** and **moderated the event** vibrantly. In his welcome speech, he mentioned that global economy is currently undergoing a significant rebalancing. The world is now looking increasingly to 'Southeast Asia' and 'South Asia' to play a central role in sustaining global growth. The ability of South Asia to stimulate the growth momentum inevitably depends on 'seamless and connected regional economy' by means of improving physical connectivity, efficient transport systems along with simpler, smoother border and customs procedures. Emphasing on the regional connectivity for boosting regional competitiveness and accelerating economic growth, he appreciated the epoch making initiative of present government to enter into the agreement of sub-regional connectivity including India, Nepal and Bhutan which is signed on 15 June 2015.

He pointed out that sub-regional trade among Bangladesh, Bhutan, India and Nepal is yet to reach its full potentials. The trade potential of four countries is limited by inadequate trade infrastructure, lags in supply chain network, tariff and non-tariff trade barriers and absence of regional cooperation. He stressed that BBIN MVA will bring in diverse and manifold value and blessing to the socio-economic condition of large humankind of this region.

Dr. Khondaker Golam Moazzem, Additional Research Director, CPD delivered Keynote Paper in the program. In this presentation, he mentioned that with the aim to promote safe, economically efficient and environmentally sound road transport in the sub-region and further to help each country in creating an institutional mechanism for regional integration the 'BBIN MVA' signed on 15th June 2015 at the BBIN Transport Ministers' meeting in Thimpu, Bhutan and Bangladesh's growing South-South trade could be better realized through improvement of cross-border linkages. He highlighted the key salient features of the agreement. Moreover, he addressed the areas which are not stipulated in the signed agreements as well as the possible implementation challenges. In this connection he put forward a set of recommendations to overcome the possible challenges and successfully implement the MVA.

Dr. Muhammad Shafiullah, Senior Economist, Policy Research Institute, said regional connectivity is essential for Bangladesh to achieve its goal of attaining over 7 percent GDP growth. He said, with deeper trade, investment and connectivity linkages within the sub-region, Bangladesh can benefit from new markets, new import sources of high-quality and better priced products, increasing opportunities for transport and logistics services. He mentioned that, details of BBIN is lacking, need to be provided, transits, environmental cost and procedure, dispute regulation, SOPs fees and surcharges.

Mr. Mainuddin Monem, Deputy Managing Director-1, Abdul Monem Ltd, said that the MVA will facilitate huge benefits for logistic business. Tracking mechanism for vehicles should be put in place for operational and security concerns. He also said that, a road network alone will not help to build effective connectivity. Rail and river systems have to be developed as well.

AKD Khair Mohammad Khan, Coordinating Director DCCI, also contributed as panel discussants. The discussants stressed for improvement of multimodal (highway, railway & waterway) infrastructure, political will for implementing MVA and increasing regional integration.

Secretary in Charge, Ministry of Foreign Affairs, Rear Admiral (Retd.) Md. Khurshed Alam, BN said that Bangladesh could gain economic benefit out of this motor vehicle agreement by proper planning. He said that in near future Bangladesh could be able to be connected with the Asian highway. He also said that India is our largest neighboring country, so India should be proactive to make the deal effective. The business community can also play a vital role to implement the signed MVA, he said. He also urged that Bangladesh could be benefitted reaping the immense potential out of blue economy.

H.E. Mr. Hari Kumar Shrestha, Ambassador, Embassy of Nepal in Bangladesh said coordinated action needed to facilitate technically viable seamless movement of motor vehicles between Bangladesh, Bhutan, India and Nepal for which the four nations signed a deal in June. He said, the deal is a landmark for regional integration, and political will is necessary to make it effective. He mentioned, the focus should be on the possible advantages that all four countries could get after the agreement would take effect. The ambassador also identified road infrastructure as number-one challenge for implementing the BBIN-MVA initiative. He said although connectivity between Nepal and Bangladesh was established in 1996, it could not be effective due to lack of infrastructure. The diplomat, however, said allowing his landlocked country to use Chittagong and Mongla ports would increase their trade in the region and reduce transportation costs.

First Secretary (Commerce) of Indian High Commission, Bijay Selvaraj said that the agreement should be economically viable and rates should be simplified. He said that the growing trade between Bangladesh and India in the past few years indicates an important structural change in how the two countries deal with each other. He added that following the MVA, roads construction will entail complexities of land scarcity. The land ports suffer from traffic congestion and backlogs of vehicles. To resolve this, connectivity needs to go beyond roads, involving all four modes including coastal shipping, waterways and railways. He pointed out that development works are going on at Dawki and Indian side at Akhaura.

Mr. Yonten Gyamtsho, Counselor (Trade) Embassy of Bhutan Nepal and Bhutan two land-locked countries would also be benefitted from the connectivity in terms of their external trade and trade with Bangladesh in particular. To help these two Himalayan states reach Bangladesh, India will have to offer corridor to the latter. If such corridors are granted by India, the two countries would be able to use the Bangladesh seaport at Mongla for their export-import trade. He informed that Bhutan will renovate their Dauki Bridge in their part soon.

Hon'ble Minister, Mr. Obaidul Quader, M.P, Ministry of Road Transport and Bridges, Government of the People's Republic of Bangladesh said that the Bangladesh, Bhutan, India, Nepal motor vehicle agreement (BBIN MVA) is not only confined in paper works but it is going to be implemented soon. He said the issues like transit fees would be determined according to the rules existed in the countries concerned. He also mentioned that other neighbouring countries could be involved in the initiative if they wanted. He said that in November the partner countries of MVA will arrange a car rally through the proposed routes and from January next year it will be in operation. To make the BBIN MVA successful, he stressed the importance of changing mindset and removing bottlenecks. He said that for an effective BBIN regional connectivity India has to play the key role with positive approach. Hon'ble Minister said the government is giving highest priority to the development of infrastructure in the country. He informed that in the last week of November this year main piling of Padma Bridge will be started. He also said that in February next year the physical construction of metro rail project will be started and would be completed by 2020. He further mentioned that 143 kilometers of Dhaka-Chittagong four lane project has already been completed and the rest of work will be completed by the end of this December. The work of SASEC road connectivity project for four lane high way (Joydevpur-Chandra-Tangail-Elenga) started already and elevated expressway will be built from Dhaka Airport to Baipail to ease the load over the Ashulia road. Hon'ble Minister also said Pakistan and Sri Lanka could also join the newly-concluded motor vehicle agreement.

The following recommendations were made:

1. Government need to adopt a coordinated Action Plan and extend cooperation to improve infrastructure, resolve unresolved non-tariff issues including transport fees, surcharge and transport vehicles as well modus operandi relating to MVA under the WTO guidelines.
2. Regional member countries should exert equal interest in developing necessary infrastructure at their ends.
3. A strong political will needed for making efforts to promote cooperation in the region on a sustained basis in a win-win situation for all.
4. ICT and telecommunications is needed to help boost trade, increase connectivity and leverage investment for creation of jobs and generation of incomes.
5. Due to lacking of proper BBIN information, transits, environmental cost and procedure, dispute regulation, SOPs fees and surcharges need to be provided.
6. To ensure safety and security, all concerned governments need to agree that goods and containers that will be transported across Bangladesh, shall have to go through scanning machine before loading and that these will move under bond with full insurance cover.
7. Tracking mechanism for vehicles should be put in place for operational and security concerns.
8. As India is our largest neighboring country, India should be proactive to make the deal effective.
9. The business community need to play a vital role to implement the signed MVA.
10. Coordinated action needed to facilitate technically viable seamless movement of motor vehicles between Bangladesh, Bhutan, India and Nepal.
11. Nepal should allow using Chittagong and Mongla ports to increase their trade in the region and reduce transportation costs.
12. For an effective BBIN regional connectivity India has to play the key role with positive approach.
13. According to the agreement as door is open for all, Pakistan and Sri Lanka could also join the newly-concluded motor vehicle agreement.
14. BBIN countries will need to coordinate both at the political level as well as at the technical level.
15. The recent agreements and protocols to improve regional connectivity will require changes in national policies and legal frameworks.
16. Drafting the appropriate policies and getting adequate stakeholder support can take time, and the governments can use knowledge and capacity support, including understanding the good practices from around the world to replicate.
17. New initiatives are needed to harmonise trade policies and quality standards and attract foreign investment including from within the sub-region.
18. Concerned governments should agree to (a) upgrade the access roads to all major land ports, to their national highway standards; (b) establish modern transhipment facilities at these land ports to facilitate simultaneous loading and unloading at several points, and (c) build warehouses for storage, as necessary.
19. To facilitate faster clearance of goods/containers at the major land ports, all concerned governments require agreeing on the establishment of on-line customs IT connectivity.

9. Seminar on “Prospects and Challenges of E-Commerce: Opportunities for SMEs

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a seminar on “**Prospects and Challenges of e-Commerce: Opportunities for SMEs”**at DCCI on 20th August, 2015. The seminar was chaired by Mr. Hossain Khaled, Hon’ble President of Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI). He mentioned that, in 2012 global, business-to-consumer e-commerce sales grew 21.1% to top $1 trillion for the first time and project e-commerce sales will eclipse $3.5 trillion within the next five years according to new global estimates by e-Marketer whereas Bangladesh may gain $40 Million by next 5 years. Moreover, many entrepreneurs in developing countries now have a real possibility to benefit from ICTs in their business activities. In many cases, this has resulted in gains in enhanced productivity. By improving communication channels, both domestically and internationally, the application of relevant ICTs can greatly enhance the competitiveness of business.

According to him, Government should take initiatives to promote MSMEs in this trade and attract investors from home and abroad to start venture and support new MSMEs. Bangladesh has the potential for e-commerce to offer appropriate policy frame work, huge pool of easily trainable manpower and consistent commitment from government and private sector. Furthermore, stakeholders and Government should work to ensure trust and credential between sellers and buyers in e-commerce business as well as promote updated logistic support in this trade.

Mr. Syed Almas Kabir, Convenor, Telecom, ICT & Intellectual Property Rights Standing Committee, DCCI, presented his keynote paper. In the presentation, he focused on the problems and challenges of the e-commerce industry and way forwards.

According to him, Government’s endeavour of making “Digital Bangladesh” will be successful, once the e-commerce industry flourishes. To formulate a Policy framework or guideline to protect this industry, the following recommendations were made:

- For doing e-commerce business, businessmen should have trade license for e-commerce gateway.
- A provision can be kept to provide security of consumer cards stringently in order to help flourish the business.
- To enhance consumer confidence, need to launch “Consumer Protection Cell” for e-commerce business.
- Consumer should have the right to be ensured against the products purchased.
- A thought may be given to make a provision to wipe out copyright violation.
- There should be a provision that, businessmen, those comply all the conditions of the policy framework will get approval for e-commerce gateway.

10. Report on Round Table Discussion (RTD) on “Mobile Financial Services: the Right Delivery Perspective”

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a Round Table Discussion (RTD) on “Mobile Financial Services: the Right Delivery Perspective” at DCCI on 25 October, 2015. State Minister for Finance & Planning **M. A. Mannan MP** was present as chief guest. DCCI President Hossain Khaled chaired the RTD.

Convenor of Telecom, ICT & Intellectual property Rights standing committee of DCCI **Syed Almas Kabir** presented the keynote paper

Chief External and corporate affairs officer of bKash Limited **Major General (Retd.) Sheikh Monirul Islam**, DMD of Dutch-Bangla Bank **Mr. Abul Kashem Md. Shirin**, Director of Grameenphone **Mr. Ishtiaque Hussain Chowdhury**, DMD of IFIC Bank Ltd. **Mr. Raihan Ul Amin**, Head of government relation and regulatory strategy of Banglalink Digital Communications Ltd. **Mr. Mashid Rahman**, Faculty Member of North South University **Prof. Dr. Rokonuzzaman**, Chief Executive Officer of Bangladesh International Arbitration Centre (BIAC) and former deputy governor of Bangladesh Bank **Mr. Muhammad A. Rumee Ali**, General Manager of SSL Wireless Ltd. **Mr. Atish Chakrabarti,** and DCCI's Coordinating Director **K. Atique-e-Rabbani** spoke on the occasion as designated discussants.

DCCI President **Mr. Hossain Khaled** in his welcome address said access to financial services especially to the unbanked people is essential for promoting inclusive economic growth and improving standard of living. He said only .50 per cent of total mobile phone users availed mobile financial services (MFS) as registered customer as of March 2012 whereas it increased significantly to 23% in June 2015. The value of total daily transactions through MFS has crossed $56 million. He emphasized on the inclusive financial inclusion and transforming money transfer service model into banking services.

State Minster, Ministry of Finance and Planning **Mr. M. A. Mannan** said that government is committed to facilitate stakeholders to bring people of all sections into the activities of inclusive economy in Bangladesh. He said mobile financial services can play a vital role for creating an environment for inclusive economy in our country. He also said that government will support the entrepreneurs of this sector with proper policy guidelines.

Mr. Ishtiaq Hussain Chowdhury, director of Grameenphone said that there should not have any restriction on ownership of mobile banking. Adding that banks and mobile operators are the best partner he also said, if the government wants to increase financial inclusion, it should go for partnership as it is the key to the sector.

Sheikh Monirul Islam, chief external and corporate affairs officer of bKash, said that the government should allow verification of National Identity Card (NID) by operators to avoid fake registration of accounts and SIM (subscriber identity module).

The discussants urged for creating level playing field for mobile financial services and supportive policy guidelines. They also stressed for proper monitoring and regulatory reforms from the government to flourish the mobile financial service sector. The discussants said that if all transaction come under mobile financial services it will reflect the environment of inclusive economy which will alleviate poverty from the society.

The following recommendations were made:

- Encourage transfers where both senders and receivers (P2P), or at least the receivers (partial OTC- Over the Counter) are registered MFS users. This can be done through imposing strict penalties on OTC transfers.
- Real time updates on registration of new MFS accounts and SIM replacements to prevent fraud.
- Disburse government salary through MFS which would be risk free, cost and time effective.
- Structure USSD policy mandating network operators to charge a flat rate per USSD session and provide for up to 5 stages to complete a mobile banking transaction.

- Disburse Safety Net Allowances through MFS to recipients who have access to mobile phones.
- Risk factors in this service which may put financial institutions at stake, Banks need to shield multi stakeholders' interest including clients, agents and banks in this business.
- For promoting inclusive economic growth and improving standard of living, access to financial services need to be reached to the unbanked people.
- Government can support entrepreneurs of this sector with proper policy guidelines.
- Proper monitoring and regulatory reforms needed from the government to flourish the mobile financial service sector.
- Bangladesh Bank needs to ease guideline for Mobile Financial Services in order to create level playing field for stakeholders and take steps to ensure proper monitoring and regulatory reforms to flourish the sector.
- Policy support needed for attracting investment as well as protecting investment until a rational time as service providers and banks already invested to develop the system for providing mobile financial service.
- There should not have any restriction on ownership of mobile banking.
- The government should allow to verification of National Identity Card (NID) by operators to avoid fake registration of accounts and SIM (subscriber identity module).
- Existing MFS operators should be encouraged to develop MFI-based grass root level delivery networks.
- Banks should allow launching mobile services as mobile virtual network operators (MVNOs).

11. Report on Seminar on "Transition from MDG to SDG: Prospects & Challenges for Industries & Business"

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a Seminar on "Transition from MDG to SDG: Prospects & Challenges for Industries & Business" at DCCI on 7 November October, 2015. State Minister for Finance & Planning **M. A. Mannan MP** was present as the Chief Guest. Mr. Hossain Khaled, President of DCCI, chaired the Seminar.

Dr. Ahsan H. Mansur, Executive Director, Policy Research Institute of Bangladesh (PRI) presented the keynote paper. **Dr. Khan Ahmed Sayeed Murshid**, Director General, Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS); **Mr. Asif Ibrahim**, Chairman, Bangladesh Initiative Leading Development (BUILD) and **Mr. Palash Kanti Das**, Assistant Country Director, UNDP-Bangladesh spoke on the occasion as designated discussants.

DCCI President **Mr. Hossain Khaled** in his welcome address said that out of 17 goals of the SDG, 7 goals are directly linked with business and Industry. He urged for infrastructure development, power and energy security, skill development, technology adaptation, policy framework, long term strategy for attaining SDG, ensuring easy financing for the SMEs as it is the main driving force of our economy. He also called upon to establish a 'National Implementation Forum' to act as a single platform consisting of public and private sector representatives along with all stakeholders for outlining implementation process of SDG initiatives.

State Minster, Ministry of Finance and Planning **Mr. M. A. Mannan** said that to achieve sustainable development goal (SDG) we have made a link between the rural and urban community. Bangladeshi entrepreneurs are resilient enough and they are moving the country ahead, he said. He also said that we have to be self-reliant for achieving the target and government is in all the way committed to facilitate the private sector. He also underscored the importance of skilled workforce for attracting foreign direct investment (FDI). He termed 'Branding' as the originality which we have to uphold in the international arena in a very positive manner as it is one of the integral parts of SDG. With aspiration of doing well in SDG likewise MDG, he urges all to work united.

Executive Director of Policy Research Institute of Bangladesh (PRI) **Dr. Ahsan H. Mansur** presented the keynote paper. He said that the private sector played a leading role as the driver of economic activities based on the Industrial sector growth was 7.8 percent between 2000 to 2014. For achieving SDG, he urged for adequate infrastructure, promoting inclusive and sustainable industrialization through innovation. He said energy outlook for Bangladesh and plan for reliance in coal in future will be a major challenge for us. Unplanned urbanization, diverse environmental challenges will need to be addressed now. The SDG 13 is getting much more attention in the globe, which is for taking urgent action to combat climate change and its impacts. One of the goals of the SDGs —promoting inclusive and sustainable economic growth, employment and decent work for all — is very much important for Bangladesh and the RMG has started working to ensure safe and decent workplace. He informed that SDG forecasts 7% GDP for LDC countries which Bangladesh is able to achieve.

Assistant Country Director, UNDP-Bangladesh **Mr. Palash Kanti Das** said that the 7th Five Year Plan coincides with the SDG goals in many ways. He stressed for framing an action plan prioritizing the goals to achieve the SDG. He called upon the private sector to work with the public sector.

Director General of Bangladesh Institute Development Studies (BIDS) **Dr. Khan Ahmed Sayeed Murshid** said that to achieve SDG quality education, rule of law and agriculture development are some key priorities to look into. He also urged for policy framework for using natural resources. He also said that around 300 indicators are involved with the 17 SDGs, the challenge for countries like Bangladesh would be how to contextualise the goals and the indicators. He further emphasized the rational and equitable use of lands and natural resources to support next generation.

Chairman of Business Initiative Leading Development (BUILD) and former President, DCCI **Mr. Asif Ibrahim** said investment of $5-7 trillion will be needed per year to achieve the SDGs globally. So the funding will be a key challenge for Bangladesh as well, he said, adding that the country will need to increase its revenue collection, attract more foreign assistance and investment and utilise them properly and stretched investment in infrastructure development under public-private partnership initiative. He further emphasis that we have to look into power, energy and food security and stimulus of SME entrepreneurship and promote them with adequate financing. He also urged to coincide the 7th five year plan with SDG.

The following recommendations were made:

1. Strengthen the global partnership to help SME business and Industries embrace clean energy, adapt to climate change.
2. Intensify trust and broaden shared responsibility among the members of WTO to lower the non-tariff measures (NTMs), including restrictive rules of origin.
3. Invigorate private sector involvement in long-term financing under public-private partnerships mechanism.
4. Renew promise from the developed countries to deliver on their promises of aid, Grant and ODA.
5. Coordinated participation of government, international Cooperation agencies, civil society and the private sector on transitional national policy reform and formulation in Trade and Industry affairs are needed to achieve the SDGs.
6. Adequate infrastructure, promoting inclusive and sustainable industrialization through innovation also needed.
7. Quality educations, rule of law and agriculture development are some key priorities to achieve the SDGs.
8. The current tax/GDP ratio of 10 percent will not enable the government to realize the SDG objectives and it has to be increased.
9. Need for improving the investment climate is obvious and requires concerted actions involving further business deregulation, financial sector reforms, tax reforms, legal reforms and better governance.
10. Need to put greater emphasis on attaining marketable skills in support of industrial growth
11. Government investment and efforts will be required to increase the share of social safety spending in GDP and improve targeting efficiency.
12. Special attention also needs to be given to reducing adverse per capita environmental impact of cities, by improving air quality, access to safe drinking water and water supply.
13. Utilization of land has to be based on zoning; and adherence to it must be ensured through legislation and enforcement.
14. The broader perspective in planning for a sustainable city also requires following a low carbon path and facilitates the improvement of the urban quality of life.
15. Preparedness for post economic graduation once the preferential market access to the EU and other countries will be terminated to deal with more challenges and competitiveness.

A. QASEM & CO.
Chartered Accountants Since 1953

Gulshan Pink City
Suites # 01-03, Level : 7, Plot # 15, Road # 103
Gulshan Avenue, Dhaka - 1212, Bangladesh.

Phone : 880-2-8881824-6
Fax : 880-2-8881822
E-mail : aqasem@aqcbd.com

Independent Auditors' Report

We have audited the accompanying financial statements of the **Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI)** which comprise the statement of financial position as at 30 September 2015 and the statement of comprehensive income and the statement of cash flows for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with Bangladesh Accounting Standards (BAS)/Bangladesh Financial Reporting Standards (BFRS) and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We have conducted our audit in accordance with Bangladesh Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of the material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Opinion

In our opinion, the financial statements, prepared in accordance with Bangladesh Accounting Standards (BAS)/Bangladesh Financial Reporting Standards (BFRS), give a true and fair view of the state of the Chamber's affairs as at 30 September 2015 and of the operating results and its cash flows for the year then ended and comply with the Companies Act 1994 and other applicable laws and regulations.

We also report that:

(a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief that were necessary for the purposes of our audit and made due verification thereof.

(b) In our opinion, proper books of account have been kept by the Chamber so far as it appeared from our examination of those books.

(c) The financial statements dealt with by the report are in agreement with the books of account.

Dated: Dhaka
26 November 2015

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants
(Mohammed Hamidul Islam, FCA)

A member firm of Ernst & Young Global Limited
EY refers to the global organization, and/or one or more of the independent member firms of Ernst & Young Global Limited

EY
Building a better working world

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Statement of Financial Position
As at 30 September 2015

Assets	Notes	2015 Taka	2014 Taka
Non-current assets			
Property, Plant and Equipment	3	37,955,390	38,171,702
Total		**37,955,390**	**38,171,702**
Current assets			
Accounts Receivable	4	12,338,348	10,751,667
Interest Receivable		21,129,000	20,294,600
Deferred Revenue Expenditure	5	2,469,651	50,155
Advance, Deposits and Pre-payments	6	19,040,460	15,688,267
Inventories		1,752,033	1,802,155
Cash and cash equivalents	7	494,158,606	432,924,981
Total		**550,888,098**	**481,511,825**
Current liabilities			
Liabilities for expenses & services	8	6,534,080	4,480,777
Liabilities for other finance	9	24,971,177	17,008,960
Advance Building rent	10	21,985,420	34,935,100
Total		**53,490,677**	**56,424,837**
Net current assets		**497,397,421**	**425,086,988**
Net assets		**535,352,811**	**463,258,690**
Sources of funds			
General Fund	11	461,103,535	399,037,911
DCCI Relief & Social Welfare Fund	12	17,577,792	15,334,416
DCCI Development Fund	13	36,155,753	28,439,281
Deferred Liability - Gratuity	14	17,589,545	17,589,545
Grant received	15	2,926,186	2,857,537
Total fund		**535,352,811**	**463,258,690**

The accompanying notes form an integral part of the Financial Statements.

A H M Rezaul Kabir	**Humayun Rashid**	**Hossain Khaled**
Secretary General	Coordinating Director	President

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Dated: Dhaka
26 November 2015

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants
(Mohammed Hamidul Islam, FCA)

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Statement of Comprehensive Income
For the year ended 30 September 2015

Income	**Notes**	**2015 Taka**	**2014 Taka**
Subscriptions	16	27,961,850	25,241,050
Admission fee	17	5,144,838	4,174,162
Bulletin fee	18	1,205,138	1,165,688
Certificate of Origin fee		1,467,675	1,454,000
Certification and Attestation fee		1,097,323	1,421,586
Rent	19	37,008,922	33,802,845
Income from Investment - interest	20	38,639,846	40,524,778
DBI (DCCI Business Institute)		11,041,287	10,954,776
Miscellaneous income	21	1,583,361	927,756
Total income		**125,150,240**	**119,666,641**
Expenditure			
Pay and allowances	22	28,206,443	33,632,847
Postage and telephone	23	859,948	817,946
Printing and stationary		847,087	970,829
Newspapers, bulletin and publications	24	3,192,063	2,611,490
Travelling & conveyance		262,990	223,333
Repairs and maintenance	25	1,649,826	1,328,082
Fuel and lubricants		355,327	208,386
Entertainment		698,194	519,070
Audit and Legal fees	26	119,750	119,750
Subscription and donation		394,977	122,498
Seminar & symposium, conference and delegation	27	2,319,715	883,210
AGM, EGM and election expenses		1,059,297	1,153,530
Utility charges	28	1,907,412	1,808,208
Rent -Gulshan Centre		560,000	-
DBI (DCCI Business Institute)		9,769,664	10,005,560
Iftar party expenses		35,739	391,027
Rate and taxes		1,292,965	1,322,898
Estate expenses		874,794	493,196
Deferred Revenue Expenses-written off	5	389,459	266,446
Project expenses		1,722,921	-
Depreciation	3	3,373,228	3,264,674
Miscellaneous expenses	29	2,040,399	1,971,780
Total expenditure		**61,932,198**	**62,114,760**
Excess of income over expenditure	11	**63,218,042**	**57,551,881**

The accompanying notes form an integral part of the Financial Statements.

A H M Rezaul Kabir	**Humayun Rashid**	**Hossain Khaled**
Secretary General	Coordinating Director	President

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Dated: Dhaka
26 November 2015

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants
(Mohammed Hamidul Islam, FCA)

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Statement of Cash Flows
For the year ended 30 September 2015

	2015 Taka	2014 Taka
Cash flows from operating activities		
Excess of income over expenditure for the year	63,218,042	57,551,881
Adjustment for items not involving movement of cash:		
Depreciation on fixed assets	3,373,228	3,264,674
Loss on sale of assets	156,554	126,043
Fixed assets written off	9,183	-
Provision for gratuity	-	3,447,681
(Increase) / Decrease in current assets:		
Accounts Receivable	(1,586,681)	2,173,660
Interest Receivable	(834,400)	3,120,442
Deferred Revenue Expenditure	(2,419,496)	1,439,332
Advance, Deposits and Prepayments	(3,352,193)	(5,506,852)
Inventories	50,122	185,411
Increase / (Decrease) in current liabilities:		
Liabilities for expenses & services	2,053,303	(5,949,275)
Liabilities for other finance	7,962,217	4,721,682
Advance Building rent	(12,949,680)	(6,158,280)
Net cash provided by operating activities	**55,680,199**	**58,416,399**
Cash flows from investing activities		
Acquisition of fixed assets	(3,356,008)	(877,026)
Disposal of assets	33,355	302,770
Net cash used in investing activities	**(3,322,653)**	**(574,256)**
Cash flows from financing activities		
General Fund	(1,152,418)	(1,959,473)
DCCI Relief & Social Welfare Fund	2,243,376	1,173,541
DCCI Development Fund	7,716,472	4,882,752
Grant received	68,649	(162,562)
Net cash used in financing activities	**8,876,079**	**3,934,258**
Net increase in cash and cash equivalents	**61,233,625**	**61,776,401**
Opening cash and cash equivalents	432,924,981	371,148,580
Cash and cash equivalents at the end of the year	**494,158,606**	**432,924,981**

A H M Rezaul Kabir Secretary General	**Humayun Rashid** Coordinating Director	**Hossain Khaled** President

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

Dated: Dhaka
26 November 2015

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants
(Mohammed Hamidul Islam, FCA)

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Notes to the Financial Statements
as at / for the year ended 30 September 2015

1.0 Background

1.1 Incorporation

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (here-in-after referred to as the DCCI) was incorporated on 10 March 1959 as a company limited by guarantee under the Companies Act, 1913 (replaced by Companies Act 1994).

1.2 Objectives

Main objectives of the DCCI are as follows:

a. To promote and foster ideas of co-operation and mutual help amongst the members engaged in Trade, Commerce and Industry in Bangladesh.

b. To watch over, protect and safeguard in general commercial and industrial interest in Bangladesh particularly of the members engaged in business in the District of Dhaka or any other place.

c. To consider and help in formulating the policy of Government from time to time relating to questions pertaining to Trade, Commerce and Industry.

2.0 Summary of Significant Accounting Policies

2.1 Accounting basis

These Financial Statements have been prepared in accordance with generally accepted accounting principles (GAAP) under historical cost convention which has been in conformity with the Bangladesh Accounting Standards (BAS) issued by The Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB).

2.2 Property, Plant and Equipment

Fixed Assets are stated at actual cost less accumulated depreciation in the Financial Statements.

2.3 Depreciation

Depreciation on Fixed Assets is charged on reducing balance method at rates ranging from 2.5% to 20% per annum depending on the estimated life of assets. Full year's depreciation is charged on the additions to fixed assets irrespective of the date of acquisition thereof.

2.4 Revenue recognition

All income and expenses, other than subscription income/bulletin fee are accounted for on accrual basis. Subscription and bulletin fee are recognized as income on the date these are received on cash basis excepting that so much thereof as relates to the period subsequent to the year ended 30 September 2015 is accounted for as a liability (advance subscription under Liabilities for other finance).

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

2.5 Inventories

Inventories are valued at the lower of cost and net realizable value.

2.6 Employee benefits

Adequate provisions have been set up in the accounts for Gratuity and for Annual Leave (earned leave) benefits to employees.

2.7 Provision for income tax liability

National Board of Revenue, Bangladesh vide SRO # 234-Ain-Income Tax/2011 dated 6 July 2011, SRO # 216-Ain-Income Tax/2012 dated 27 June 2012 and SRO # 210-Ain-Income Tax/2012 dated 1 July 2013 introduced income tax on Trade Bodies. The issue has been protested by Trade Bodies and the decision from the Government is awaiting. DCCI maintains accounts from October to September. If the above noted SROs stand, DCCI may have to pay tax on its partial income for the year. The matter being unresolved till date, no provision for income tax has been made.

2.8 Reporting currency

DCCI maintains its Books of Accounts in Bangladeshi Taka (BDT), and all figures represented in the financial statements are in BDT.

2.9 Reporting period

The reporting period of the DCCI cover one year from October to September consistently.

2.10 Responsibility of the preparation and presentation of the Financial Statements

The management of the DCCI is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements.

2.11 General

a) Previous year's figures have been re-arranged wherever considered necessary to conform to current year's presentation.

b) Figures appearing in the Financial Statements have been rounded off to the nearest Taka.

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

3.0 Property, Plant and Equipment

		2015 Taka	2014 Taka
(A)	**At Cost**		
	Opening balance	109,207,615	111,183,481
	Add: Additions during the year	3,356,008	877,026
		112,563,623	112,060,507
	Less: Disposals / adj. during the year	(724,800)	(2,852,892)
	Closing balance	**111,838,823**	**109,207,615**
(B)	**Less: Accumulated depreciation**		
	Opening balance	71,035,913	70,195,318
	Add: Charge during the year	3,373,228	3,264,674
		74,409,141	73,459,992
	Less: Acc. depreciation of disposed assets	(525,708)	(2,424,079)
	Closing balance	**73,883,433**	**71,035,913**
(A-B) Written down value		**37,955,390**	**38,171,702**

Details are shown in the enclosed Annexure-1

4.0 Accounts Receivable

	2015 Taka	2014 Taka
Considered good		
Building rent	3,376,868	2,934,949
Utility charge (Electricity)	774,065	1,036,520
Utility charge (WASA)	62,125	40,545
Advertisement receivable	140,000	-
Sponsorship income receivable	50,000	-
Display centre rent	2,000	2,000
Service charge (Modhumoti Bank)	33,950	29,589
Current A/C with DBI-BBA	5,414,867	5,025,431
Current A/C with DCCI Foundation	1,139,956	338,116
	10,993,831	**9,407,150**
Considered doubtful		
Building rent	1,233,039	1,233,039
Utility charge (electricity)	54,290	54,290
Utility charge (WASA)	57,188	57,188
	1,344,517	**1,344,517**
	12,338,348	**10,751,667**

4.1 i) The aforesaid doubtful debts of Tk. 1,344,517 include Tk. 725,494, Tk. 236,012 and Tk. 383, 011 receivable from M/s Progressive Plastic Industries Limited, Mir Shafiul Haque (an ex-employee) and Mannujan Textile respectively. Management has taken all possible steps to realize the dues.

(ii) In this respect, cases were lodged with the court which are now in process.

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

5.0 Deferred Revenue Expenditure

	2015 Taka	2014 Taka
Opening balance	50,155	1,489,487
Expenses/(Income) during the year:		
DCCI Entrepreneurship expenses	-	9,508,901
DCCI Entrepreneurship income	-	(10,682,337)
	-	(1,173,436)
Commmercial History (Bangla)	1,106,485	550
Estate expenses - Gulshan Centre	1,702,470	-
	2,808,955	(1,172,886)
	2,859,110	316,601
Less: Written off (Note-5.1)	389,459	266,446
	2,469,651	**50,155**

5.1 Written off

	2015 Taka	2014 Taka
Legal expenses	-	366,672
SME Financing Fair	-	(592,976)
DCCI Entrepreneurship expenses	-	492,750
DCCI -NRB event	48,965	-
Estate expenses - Gulshan	340,494	-
	389,459	**266,446**

5.2 Break up of Deferred Revenue Expenditure

	2015 Taka	2014 Taka
Commmercial History (Bangla)	1,107,675	1,190
DCCI -NRB event	-	48,965
Estate expenses - Gulshan Centre	1,361,976	-
	2,469,651	**50,155**

Management has decided to amortize the aforesaid deferred Estate expenses - Gulshan Centre in five years effective from the year 2015. Deferred Commercial History (Bangla) will be completed.in the next year 2016 and will be amortized from the year 2016 after decision thereon.

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

		2015 Taka	2014 Taka
6.0	**Advances, Deposits and Pre-payments**		
	Advances		
	Advance against salaries	11,550	4,999
	Advance against expenses	864,115	624,862
	Taxes deducted at source by bank / parties	16,195,766	11,117,769
		17,071,431	**11,747,630**
	Security Deposits		
	Gulshan Centre	400,000	-
	Rajuk	-	2,500,000
	PDB	314,000	314,000
	T&T	22,000	22,000
	Others	19,360	19,360
		755,360	**2,855,360**
	Prepayments		
	City Corporation tax	897,884	987,670
	Periodicals	1,716	3,120
	Prepaid insurance premium	45,432	46,217
	Prepaid subscription - ICCB/FBCCI	28,750	28,752
	Prepaid AGM/ election expenses	25,789	12,506
	Prepaid internet connectivity	19,626	7,012
	Patent & trade marks	134,550	-
	DBI expenses	59,922	-
		1,213,669	**1,085,277**
		19,040,460	**15,688,267**
7.0	**Cash and cash equivalents**		
	Cash in hand	27,072	10,817
	Cash at bank (Note 7.1)	494,131,534	432,914,164
		494,158,606	**432,924,981**
7.1	**Cash at bank**		
	On Project bank accounts	23,678	23,673
	On Short Term Deposit (STD) accounts:		
	STD accounts -DCCI	3,569,061	3,218,665
	STD account - Custom Automation	2,936,217	57,733
		6,505,278	3,276,398
	On Fixed Deposit (FDR) accounts:		
	FDR accounts - DCCI	487,602,578	426,804,256
	FDR account - Custom Automation	-	2,809,837
		487,602,578	429,614,093
		494,131,534	**432,914,164**

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

8.0 Liabilities for Expenses & Services

	2015 Taka	2014 Taka
Salaries payable	2,176,197	127,951
Employer's contribution to Provident Fund	54,241	58,651
Utility charges (electricity/water/gas)	534,569	531,562
Rent/Utility suspense (tenants)	413,529	18,760
Date expired cheque	39,280	60,369
Provision for annual leave	1,406,372	1,441,472
Telephone expenses	28,685	52,163
Bulletin and publications	559,300	329,200
Newspaper and periodicals	8,100	8,500
Entertainment	11,735	4,455
Conveyance	495	545
Gift & presentation	600	-
Fax & internet connectivity	12,544	12,806
Audit fee and legal expenses	119,750	74,750
Postage and stamp	76,718	96,569
Repairs and maintenance	11,000	76,450
Printing and stationery	8,000	9,800
Seminar	2,600	11,640
Insurance premium	614,735	546,735
Washing expense and others	15,855	13,806
ISO expenses	62,800	112,800
Estate expenses	30,000	32,700
Machinery & equipment	252,000	-
DBI exp.	94,975	859,093
	6,534,080	**4,480,777**

9.0 Liabilities for other finance

	2015 Taka	2014 Taka
Employees' contribution to Provident Fund	115,121	144,833
Staff income tax	93,700	94,400
Tax / VAT deducted at sources (parties)	36,612	33,043
Advance subscription (Note 9.1)	7,173,525	6,196,600
Subscription advance	11,500	11,500
Security deposits	1,333,062	1,333,062
Advance Display center rent	-	5,000
Advance advertisement	18,000	18,000
DBI training fee	1,924,504	687,850
Auditorium rent	55,000	-
Tax Fund	14,210,153	8,484,672
	24,971,177	**17,008,960**

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

		2015 Taka	2014 Taka
9.1	**Advance subscription**		
	Opening balance	6,196,600	6,729,250
	Transferred to income	6,196,600	6,729,250
		-	-
	Adjustment for the year:		
	Subscriptions (note 16)	5,838,000	5,196,750
	Admission fee(note 17)	1,095,250	765,088
	Bulletin fee (18)	240,275	234,762
		7,173,525	**6,196,600**
10	**Advance Building rent**		
	Opening balance	34,935,100	41,093,380
	Advance rent received during the year	-	5,927,040
		34,935,100	47,020,420
	Advance rent adjusted during the year	(12,949,680)	(12,085,320)
		21,985,420	**34,935,100**
11	**General Fund**		
	Opening balance	399,037,911	343,445,503
	Prior year's adjustment	(1,152,418)	(1,959,473)
		397,885,493	341,486,030
	Excess of income over expenditure for the year	63,218,042	57,551,881
		461,103,535	**399,037,911**
12	**DCCI Relief and Social Welfare Fund**		
	Opening balance	15,334,416	14,160,875
	Received from members during the year	1,673,200	1,583,500
	Interest on R.S.W.F. FDR	1,566,731	765,336
		18,574,347	16,509,711
	Paid during the year against Relief Fund	(996,555)	(1,175,295)
		17,577,792	**15,334,416**
13	**DCCI Development Fund**		
	Opening balance	28,439,281	23,556,529
	Collections during the year	4,590,000	3,680,000
	Interest on Development Fund FDR	3,126,472	1,202,752
		36,155,753	**28,439,281**

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

		2015 Taka	2014 Taka
14	**Deferred Liability - Gratuity**		
	Opening balance	17,589,545	14,141,864
	Provision made during the year	-	5,100,000
		17,589,545	19,241,864
	Paid during the year	-	(1,652,319)
		17,589,545	**17,589,545**

			2015 Taka	2014 Taka
15	**Grant received**			
	a)	**Custom Automation**		
		Received from IFC & interest	19,434,474	19,365,825
		Loan given to Datasoft	(15,000,000)	(15,000,000)
		Custom automation expenses	(1,508,288)	(1,508,288)
			2,926,186	**2,857,537**
	b)	**BUILD Project**		
		Received from IFC & interest	18,100,381	18,098,943
		DCCI -BUILD Project STD a/c	(16,339)	(157,097)
		Expenses -BUILD	(18,084,042)	(17,941,846)
			-	-
			2,926,186	**2,857,537**

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

		2015 Taka	2014 Taka
16	**Subscriptions**		
	New	4,489,250	3,661,750
	Renewal	26,488,300	24,347,750
	Arrear	2,819,100	2,407,300
	Advance adjustment	3,200	21,000
		33,799,850	30,437,800
	Portion attributable to the period from October 2015 to December 2015 transferred to liabilities for other finance (note 9.1)	(5,838,000)	(5,196,750)
		27,961,850	**25,241,050**
17	**Admission fee**		
	Admission fee	4,489,250	3,661,750
	Re-admission fee	1,750,838	1,277,500
		6,240,088	4,939,250
	Portion attributable to the period from October 2015 to December 2015 transferred to liabilities for other finance (note 9.1)	(1,095,250)	(765,088)
		5,144,838	**4,174,162**
18	**Bulletin fee**		
	Current	1,306,463	1,265,950
	Arrear	138,950	133,450
	Advance adjustment	-	1,050
		1,445,413	1,400,450
	Portion attributable to the period from October 2015 to December 2015 transferred to liabilities for other finance (note 9.1)	(240,275)	(234,762)
		1,205,138	**1,165,688**
19	**Rent**		
	Building rent	36,608,922	33,702,845
	Auditorium rent	400,000	100,000
		37,008,922	**33,802,845**
20	**Income from Investment - interest**		
	Interest from Fixed Deposits (Note 20.1)	38,443,517	40,305,610
	Interest from STD and savings account	196,329	219,168
		38,639,846	**40,524,778**
20.1	**Interest from Fixed Deposits**		
	DCCI Fund	33,749,658	35,567,268
	DCCI Scholarship Fund	346,900	395,319
	DCCI Retirement Benefit Fund	1,410,952	1,309,228
	DCCI Research Fund	2,936,007	3,033,795
		38,443,517	**40,305,610**

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

		2015 Taka	2014 Taka
21	**Miscellaneous income**		
	Membership forms fee	103,000	101,800
	Photocopy charge realized	4,073	5,609
	Advertisement income	324,093	-
	Services income	460,600	365,764
	Commercial History book sale	3,200	38,300
	Projects	502,350	-
	Custom automation fee	-	102,226
	Other Income -misc	186,045	314,057
		1,583,361	**927,756**
22	**Pay and allowances**		
	Pay and allowances	28,138,443	28,119,847
	Gratuity provision	-	5,100,000
	Provision for annual leave	-	300,000
	Employees insurance premium (Pension)	68,000	113,000
		28,206,443	**33,632,847**
23	**Postage and telephone**		
	Postage and stamps	315,168	304,594
	Telephone	112,886	134,455
	Fax charges	11,602	13,260
	Internet connectivity	420,292	365,637
		859,948	**817,946**
24	**Newspapers, bulletin and publications**		
	Newspapers and periodicals	138,233	132,972
	Bulletin	2,448,830	2,390,730
	Publication	605,000	87,788
		3,192,063	**2,611,490**
25	**Repairs and maintenance**		
	Car	675,960	211,549
	Computer	148,650	92,510
	Lift	148,450	201,800
	AC	117,790	63,652
	Generator	57,120	95,087
	Building	54,599	166,142
	Others	447,257	497,342
		1,649,826	**1,328,082**
26	**Audit and Legal fees**		
	Statutory audit	74,750	74,750
	Internal audit	45,000	45,000
		119,750	**119,750**
27	**Seminar & symposium, conference and delegation**		
	Seminar and symposium	631,403	592,223
	Conference and delegation	1,688,312	290,987
		2,319,715	**883,210**

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

		2015 Taka	2014 Taka
28	**Utility charges**		
	Electricity	4,802,516	4,034,743
	WASA	454,343	412,013
	Gas	12,500	11,036
	Utility reimbursement from tenants (Note-28.1)	(3,361,947)	(2,649,584)
		1,907,412	**1,808,208**
28.1	**Utility reimbursement from tenants**		
	Electricity	3,088,057	2,379,164
	WASA	273,890	270,420
		3,361,947	**2,649,584**
29	**Miscellaneous expenses**		
	Liveries and uniform	-	97,580
	Gift and presentations	99,216	61,788
	Festival / national day expenses	56,283	11,475
	Washing expenses	14,131	19,520
	Photocopy	-	173
	Photography	15,580	11,000
	Bank charge	11,174	18,962
	Training expenses	10,958	29,460
	Insurance	95,830	110,257
	Advertisement expenses	267,926	210,205
	Fair	168,475	77,772
	ISO 9001 certification expenses	-	112,800
	Custom automation expenses	1,627	1,215
	Loss on sale of assets	156,554	126,043
	Fixed assets written off	9,183	-
	Interest on loan from BFIC (note 29.1)	34,734	-
	Contribution to BUILD project	-	100,000
	In kind contribution (rent) -BUILD	1,008,000	-
	Reception and dinner	-	900,645
	Patent & trade marks	3,450	-
	Pot plant rent & garden maintenance	49,600	34,000
	Others	37,678	48,885
		2,040,399	**1,971,780**

29.1 Interest on loan from BFIC

Under a sanctioned limit of Tk. 75,00,000 for one year, a short term loan of Tk. 25,00,000 was obtained from Bangladesh Finance and Investment Company Ltd. (BFIC) for working capital on 01 June 2015 @ 13% interest p.a. (above 2% of FDR interest rate) against lien of one FDR placed with them. The loan was repaid on 07 July 2015. Attributable interest of Tk. 34,734 on loan amount was also paid during the year.

30 Subsequent events

There was no non-adjusting post balance sheet event of such importance, non-disclosure of which would affect the ability of the users of the financial statements to make proper evaluations and decisions.

31 Comparative statement of operating activities

Comparative statement of operating activities is shown in Annexure-2.

Annexure-1

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Schedule of Property, Plant and Equipment
As at 30 September 2015

Particulars	Cost				Dep.	Depreciation				Written Down Value (WDV)	
	As at 01 October 2014	Additions during the year	Disposals/ adjustment	As at 30 September 2015	Rate	As at 01 October 2014	Charged during the year	Disposals/ adj.	Accumulated as at 30 September 2015	As at 30 September 2015	As at 30 September 2014
	Taka	Taka	Taka	Taka	%	Taka	Taka	Taka	Taka	Taka	Taka
Land	29,157	-	-	29,157	-	-	-	-	-	29,157	29,157
Building	52,350,550		(51,600)	52,298,950	5%	32,218,714	1,004,998	(19,720)	33,203,992	19,094,958	20,131,836
Mach. & equipment	7,745,559	1,226,958	(380,950)	8,591,567	15%	4,682,415	632,700	(308,850)	5,006,265	3,585,302	3,063,144
Furniture & fixtures	6,780,895	859,828	(239,814)	7,400,909	10%	4,096,567	346,291	(158,565)	4,284,293	3,116,616	2,684,328
Books	1,066,386	7,185		1,073,571	10%	862,143	21,143		883,286	190,285	204,243
Electrical inst.	2,245,785		(18,280)	2,227,505	10%	1,482,363	75,538	(10,240)	1,547,661	679,844	763,422
Sanitary fittings & renov.	783,893		(28,500)	755,393	10%	484,850	29,593	(25,382)	489,061	266,332	299,043
Air cooler	8,954,516	450,000		9,404,516	15%	7,969,697	215,223		8,184,920	1,219,596	984,819
Wall clock	2,050			2,050	15%	753	195		948	1,102	1,297
Franking machine	17,500			17,500	15%	17,440	9		17,449	51	60
Sundry assets	602,390	15,400		617,790	12.50%	414,425	25,421		439,846	177,944	187,965
Water installation	99,266	27,500		126,766	2.50%	26,494	2,507		29,001	97,765	72,772
Crockery & cutleries	255,226	27,650		282,876	10%	135,364	14,751		150,115	132,761	119,862
Telephone inst.	1,354,361		(5,656)	1,348,705	10%	1,112,867	23,879	(2,951)	1,133,795	214,910	241,494
Lift	10,738,148	-	-	10,738,148	10%	8,649,452	208,869		8,858,321	1,879,827	2,088,696
Auditorium	6,411,030	-	-	6,411,030	5%	3,171,561	161,973		3,333,534	3,077,496	3,239,469
Transformer	1,359,181	-	-	1,359,181	15%	1,150,915	31,240		1,182,155	177,026	208,266
E-mail /internet inst.	476,877	-	-	476,877	10%	308,044	16,883		324,927	151,950	168,833
DCCI car	3,910,227	41,737	-	3,951,964	15%	2,003,117	292,327		2,295,444	1,656,520	1,907,110
Diesel generator	1,418,090	650,000	-	2,068,090	15%	1,323,814	111,641		1,435,455	632,635	94,276
MIS & Software	729,750	49,750	-	779,500	20%	403,925	75,115		479,040	300,460	325,825
Island Development	1,445,498	-	-	1,445,498	5%	268,131	58,868		326,999	1,118,499	1,177,367
Gift assets	431,280	-	-	431,280	-	252,862	24,064		276,926	154,354	178,418
Total	**109,207,615**	**3,356,008**	**(724,800)**	**111,838,823**		**71,035,913**	**3,373,228**	**(525,708)**	**73,883,433**	**37,955,390**	**38,171,702**
Previous Year (2014)	**111,183,481**	**877,026**	**(2,852,892)**	**109,207,615**		**70,195,318**	**3,264,674**	**(2,424,079)**	**71,035,913**	**38,171,702**	

Annexure-2

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI)
Comparative Statement of Operating Activities
For the year ended 30 September 2015

Particulars	2015 Taka	2014 Taka
Subscription income	27,961,850	25,241,050
Admission fee	5,144,838	4,174,162
Bulletin fee	1,205,138	1,165,688
	34,311,826	**30,580,900**
Less: Pay & allowances	(28,206,443)	(33,632,847)
Surplus / (Deficit)	**6,105,383**	**(3,051,947)**
Less: Utilities- net	1,907,412	1,808,208
Printing & stationery	847,087	970,829
Postage and telephone	859,948	817,946
Subscription & donation	394,977	122,498
News paper, bulletin & publications	3,192,063	2,611,490
Rates & taxes	1,292,965	1,322,898
Entertainment	698,194	519,070
Seminar & symposi, conf. & delegation	2,319,715	883,210
Travelling & Conveyance	262,990	223,333
AGM, EGM & election expenses	1,059,297	1,153,530
Audit & legal fee	119,750	119,750
Repairs & maintenance	1,649,826	1,328,082
Fuel & lubricants	355,327	208,386
Rent -Gulshan Centre	560,000	-
Iftar Party expenses	35,739	391,027
Estate expenses	874,794	493,196
Deferred Revenue Expenses - written off	389,459	266,446
Project expenses	1,722,921	-
Depreciation	3,373,228	3,264,674
Miscellaneous expenses	2,040,399	1,971,780
	23,956,091	**18,476,353**
(Deficit)	**(17,850,708)**	**(21,528,300)**
Add : Income		
Certificate of Origin	1,467,675	1,454,000
Certification & attestation fee	1,097,323	1,421,586
Miscellaneous income	1,583,361	927,756
	4,148,359	**3,803,342**
(Deficit)	**(13,702,349)**	**(17,724,958)**
Add : Interest income	38,639,846	40,524,778
DBI (DCCI Business Institute) -net	1,271,623	949,216
	39,911,469	**41,473,994**
Surplus	**26,209,120**	**23,749,036**
Add : Rent	37,008,922	33,802,845
Excess of Income over Expenditure for the year	**63,218,042**	**57,551,881**

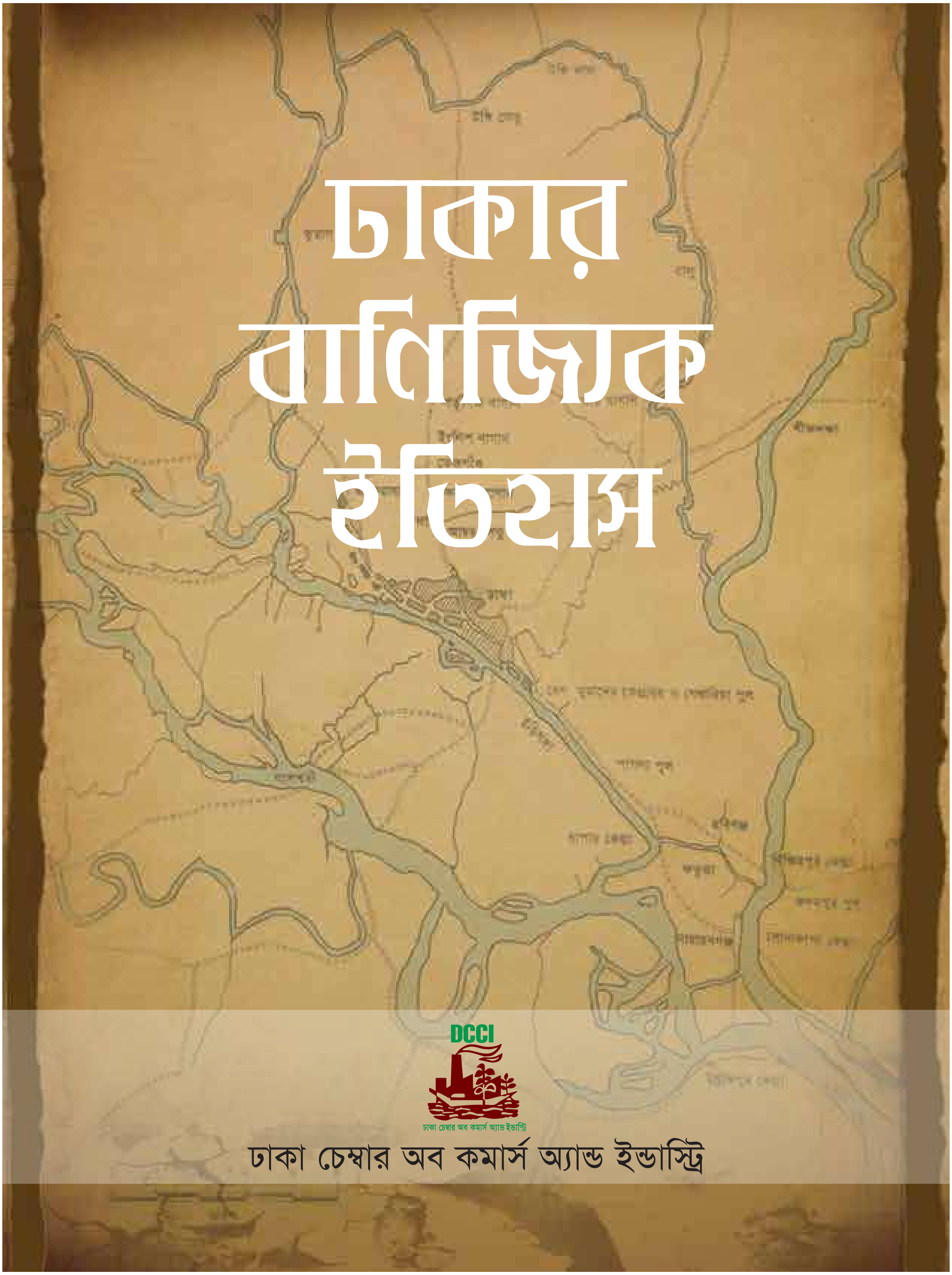

ঢাকার বানিজ্যিক ইতিহাস

DCCI
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

ডিসিসিআই কর্তৃক ঢাকার ৪০০ বছরের ব্যবসা-বানিজ্যের সমৃদ্ধ ইতিহাস সম্বলিত
Commercial History of Dhaka-এর বাংলা সংস্করন “ঢাকার বানিজ্যিক ইতিহাস” প্রকাশ করা হয়েছে

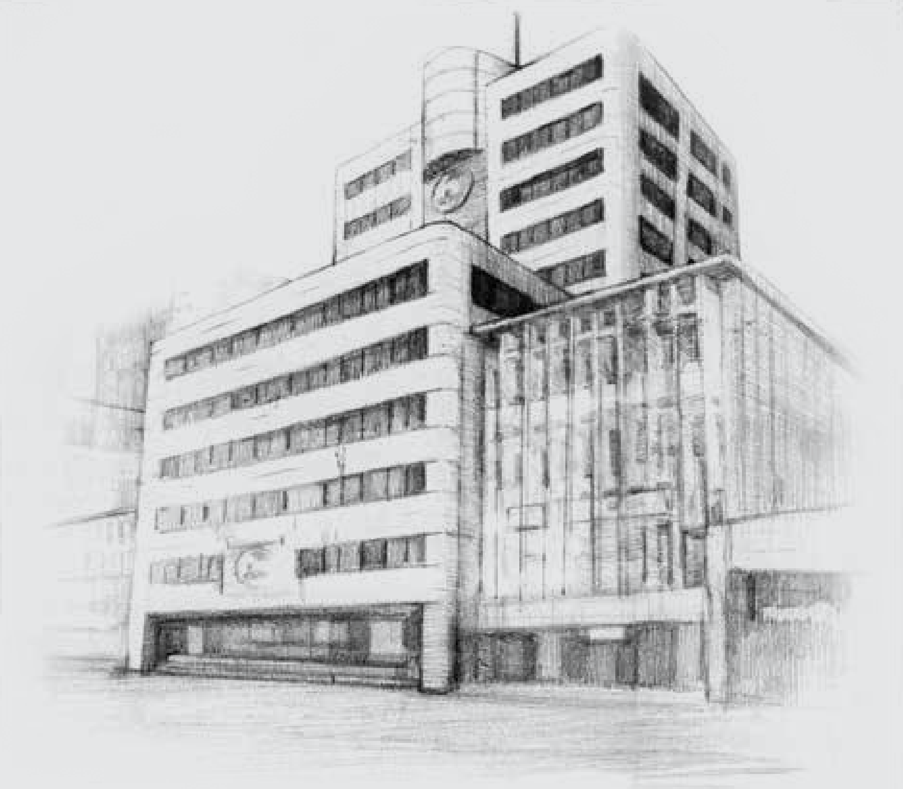

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
65-66 Motijheel C/A, Dhaka-1000, Bangladesh
Phone : 88-02-9552562 Fax : 88-02-9560830
Email : info@dhakachamber.com
URL : www.dhakachamber.com

DCCI Gulshan Centre
Taj Casilina, Flat- 3C
Plot-SW(I)4, 25 Gulshan Avenue
Gulshan-1, Dhaka-1212, Bangladesh
Phone : 88-02-9852246

ISO 9001
International Standards
Certifications
The First ISO Certified
Chamber in Bangladesh